কোরাণ শরীফ

অনুবাদঃ

ডক্টর ওসমান গণী

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

সাহিত্য অকাদেমী ॥ ১৯৬৫

প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

"পাঠিয়েছি সবদূত তাদের-ভাষায়
বোঝাতে তাদের শুধু আপন কথায়।"
কোরাণ ১৭ : ৪

"করেছি তোমার ভাষায় সহজ সরল
সহজে বোঝাতে শুধু আরব সকল।" ৪৪ : ৭৮

"জগতের যত ভাষা যত বর্ণমালা
সবইত তোমার দান তব সৃষ্টি লীলা।" ৩০ : ২২

ঐশী অনুধাবন

পবিত্র কোরাণ ও কোরাণের ব্যাখ্যা ঃ

কোরাণ শরীফ

পবিত্র কোরাণ শুধু একটিমাত্র গোত্রের মামুলি একটি ধর্মগ্রন্থই নয়। বিশ্বধর্মের শেষ সংস্করণ —যা বিশ্ব-মানবের জীবন-নির্দেশক, জীবন-দিশারী, জীবনীগ্রন্থ, অনন্ত অখণ্ডের পথে অন্তহীন পথ-প্রদর্শক।

"ইহা মানব জাতির জন্য প্রত্যক্ষ দলিল, এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ।" কোরাণ ঃ ৪৫ ঃ ২০। ইহা বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত নহে।" ৬৮ ঃ ৫২।

সুতরাং যুগধর্মী পবিত্র কোরাণ মানব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থাপক—যে ব্যবস্থাপনায় আধ্যাত্মিকতা মানব জীবনের বহু অধ্যায়ের একটি অধ্যায়মাত্র, ধর্ম সেখানে বহু ধারার একটি ধারা মাত্র, বহু শাখার একটি শাখা মাত্র।

তাই কোরাণ শরীফ ধরণীর গতানুগতিক ধর্মোত্তীর্ণ হয়ে সংসারের ধুলি বালি হতে স্বর্গ-মর্ত্যের সকল কিছুকে সঙ্গে নিয়ে বার্তাহীন ধাবমান ধরার কালজয়ী ত্রিকাল গ্রন্থ, মহাকালের মহাবার্তা, মরুর মহা গ্রন্থ, অখণ্ড মানবের অন্তহীন জীবনী-গ্রন্থ ; কে কোন বিবর্তনের মহা আবর্তনেও যার একটি 'যের যবর' আকার একার, একটি 'নোক্তা' বিন্দু বিসর্গও এদিক ওদিক হওয়ার কোনই উপায় নাই। এ যেন ঐশী পুরুষ আপন হাতে সিল মোহর করে দিয়েছেন। যাতে কোনদিনই ইহা অরক্ষিত না হয় ; যাতে আজীবন অনন্তকাল অবিকল থেকে সমগ্র বিশ্বকে প্রশান্ত ও পবিত্র করে। ব্যক্তি-জীবন হতে অখণ্ড মানব সমাজকে দুরূহ সমস্যাতেও সূক্ষ্মাতীত ব্যাখ্যা ও সমাধান দেয়। সুতরাং এ সংসারে সে যেন—সাঁঝের আলো, সন্ধ্যার দীপ।—

কোরাণ	সমাজ নদীর	পবিত্র সলিল
জীবনের	সূক্ষ্মাতীত	বাস্তব দলিল। (কাব্যকানন)

জীবন্ত কোরাণ ও কোরাণ শরীফের পূর্ণ ব্যাখ্যা ঃ

মরু জগতের শেষ ঐশী—আল্লার বাণী কোরাণ শরীফ ফেরেশ্তা স্বর্গীয় দূত জীবরাইল কর্তৃক সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে 'আল্ আমিন' চির বিশ্বাসী, নিরক্ষর মানব হজরত মহম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর নিকট তাঁর পবিত্র জীবনকাল তেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত ধীরে ধীরে এ সংসারের সংস্কারের প্রয়োজন মোতাবেক কখনও মক্কায় কখনও বা মদীনায় আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়।

দুর্গত মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ, মানবতার দুর্জয় সাধক, দুজ্ঞেয় মহাসত্যের সন্ধানে— 'সৈয়েদুল মোরসালীন' সকল প্রেরিত পুরুষদের নেতা, 'রাহ্মাতাল্ লীল্ আ'লামীন' বিশ্বকরুণা, 'রসুল

আস্ সালাম' শান্তির দূত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন একনিষ্ঠ মোজাহেদ হজরত মহম্মদ (দঃ) এর আকুল মন ও ব্যাকুল চিত্ত চিরদিন ছিল—চির উন্মুখ চির দুর্বার। কোন রূপই লোভ বা প্রলোভন, চরম দুর্দিনের দুঃসহ দুর্দশা, অসহনীয় দুঃখ ও দৈন্যতা তাঁর দুর্দমনীয় মনকে, দুর্দম আকাঙ্ক্ষাকে, দুর্বার গতিকে, এবং দুর্নিবার পিপাসাকে কোনদিনই পরাস্ত করতে পারে নি। তাঁর প্রাণ ছিল সংসারধর্মী সংসারজয়ী সত্য ও ন্যায়ের চির নির্ভীক সৈনিক, অখণ্ড মানবতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নির্ভেজাল আদর্শ পূজারী।

বিশ্ব	পেয়েছে তোমায়	নীতিতে বিন্দু
আপন	গতিতে ছিলে	অজেয় সিন্ধু।
রাখিয়া	'তওহিদ রব'	হৃদয়ে বন্দী
সেখানে	মাননি কোন	শর্ত সন্ধি।
"দুই হাতে	দাও যদি	সূর্য আর চাঁদ
আমার	আদর্শ আমি	নাহি দিব বাদ।"*

কিন্তু তা কোন অলৌকিকতার সুযোগ নিয়ে সংসারের স্নেহ নিবিড় ছায়ায় সিক্ত হয়ে নয়, আবার অতীন্দ্রিয়বাদের শীতল সমীরণে গা ঢেলে দিয়েও নয়; বরং অতি-আপন জন হতে অতি-উচ্ছৃঙ্খল আরব বেদুইন কর্তৃক বিদ্রূপের শতবাণে বিদ্ধ হয়েও জর্জরিত দেহ ও মনে অতি সাধারণ মানুষের মতই দিবা ও রাত্রির সাধনার ঘর্মাক্ত শরীরে জীবনের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে,—আজীবন আমরণ স্বপ্নে সজাগে, কঠিন তপস্যায়, কঠোর সাধনায়, আড়ালে অন্তরালে, সংসারের কোলাহলে, প্রেয়সীর কোলে, অন্তরের আরাধনায়, প্রাণের প্রার্থনায়, সুখে ও দুঃখে, আহারে বিহারে, অর্ধাহারে অনাহারে, নিশীথ রাতের নীরব অন্তরে, বিজন প্রান্তরে, শত্রু-পরিবেষ্টিত পাহাড়ে পর্বতে, গিরি ও গহ্বরে, আলোতে আঁধারে, সন্ধ্যা-সকালে, স্থলে ও জলে, একাকী অরণ্যে, নীরবে নির্জনে, দিনে ও রাতে, সুদিনে দুর্দিনে, গোপনে প্রকাশ্যে; এবং বিশেষ করে—জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, সমরে সংকটে শত্রুর নিষ্কাশিত তরবারীর সম্মুখে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও প্রাণের বিনিময়ে তিনিই ছিলেন পবিত্র কোরাণের প্রথম প্রবক্তা ও প্রধান প্রচারক। তাই আরবের মরু-ভূমি বা মরুদ্যান নয়, এ সংসারের কঠিন মাটিতে নিখিল বিশ্বের দরদী বন্ধু সত্যের চির নির্ভীক সৈনিক হজরত মহম্মদই (দঃ) ছিলেন পবিত্র কোরাণের প্রতিটি উক্তির প্রথম প্রয়োগভূমি। তাই তিনি ছিলেন জীবন্ত কোরাণ। এই জন্যই হজরত মহম্মদ (দঃ) এর পবিত্র জীবনই পবিত্র কোরাণের পূর্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা, জীবন্ত উপমা, সজীব দৃষ্টান্ত ও সজাগ দর্পণ। এই দর্পণে আপনাকে প্রতিবিম্বিত করা ব্যতীত ইসলামের প্রত্যক্ষ রূপ ও পূর্ণ পরিচয় লাভ এবং পবিত্র কোরাণকে বোঝা বড়ই কঠিন।—

ভাবাতীত তুমি	ভুবনের মাঝে	তোমারে করিয়া গণ্য
নির্জন পথে	স্মরিয়া তোমায়	নিজেরে করিছে ধন্য।
আপনার মনে	নীরব প্রাণে	তোমারে করিয়া মান্য
অসীমের গলে	মাল্য দিয়া	অর্জন করি পুণ্য। (কাব্যকানন)

সার্থক যাঁর প্রয়োগ, সার্থক তাঁর প্রচার, সার্থক যাঁর আদর্শ, সার্থক তাঁর উপমা, সার্থক তাঁর বাক্যহীন বুলিহীন ব্যতিক্রমহীন বাস্তবধর্মী কর্মময় জীবন ব্যাখ্যা। বিশাল জন সমুদ্রের সম্মুখে

উর্ধমুখে দৃষ্টিপাত করে তিনি বলেন—"হে আল্লাহ আমি কি তোমার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি ? আমি কি (তোমার রেসালতের গুরু দায়িত্ব, নবুয়তের গুরুভার) আপন কর্তব্য সম্পাদন করতে পেরেছি ?" আকাশ পাতাল মুখরিত করে সমবেত লক্ষ কণ্ঠের উদ্বেলিত ধ্বনি— "নিশ্চয় নিশ্চয়" । "হে আল্লাহ শ্রবণ কর সাক্ষী থাক, সাক্ষী থাক ।" গগনচুম্বী পাহাড়সম গৌরব-জনক গুরুদায়িত্বের এ হেন সাগরসম শান্ত প্রশান্ত সম্মানজনক সমাধান সারা বিশ্বের ইতিহাসে যে কোন ধর্মাবতার, যে-কোন সমাজ সংস্কারক, যে কোন রাজাবাদশাহ বা যে কোন যোদ্ধার জীবনে নজির বিহীন। সমগ্র মনুষ্যকুল আজ পর্যন্ত এরূপ মানুষ মানব-সমাজকে দান করতে পারেনি। তাই তিনি ছিলেন মানব-সমাজের সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠতম ফসল, মনুষ্যত্বের গর্ব, মানবতার গৌরব, যাঁর গৌরবে সমগ্র মনুষ্য-জগৎ গরীয়ান, যাঁর সম্মানে সমগ্র মানবমণ্ডলী মহীয়ান। সুতরাং মহান কোরাণের মহৎ কাণ্ডারী হজরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন—মনুষ্যত্বের মানবতার পূর্ণতম বিকাশ।—

তোমার	মনুষ্য ব্যথা	মানবতার দীপ
জ্বেলেছে	জগৎ মাঝে	কনক প্রদীপ।
আচারে	পেয়েছে আলো	জগৎ-ভূমি
মানব	সমাজে নবী	সূর্য তুমি।

অনুবাদ ঃ

আরব ব্যতীত বিশ্ববাসী সকলেই প্রায় এই সুমহান ঐশী গ্রন্থ অনুবাদ দ্বারাই আপন আপন ভাষায় আস্বাদিত। অনুবাদ চিরদিনই অনুবাদ। বিশেষ করে যে কোন ঐশী গ্রন্থের অনুবাদ। বিশেষ করে পবিত্র কোরাণের মত ঐশী গ্রন্থের অনুবাদ। তবুও অনুবাদ করতে হবে, কেননা অদ্বিতীয় আল্লার অখণ্ড ভাবকে বান্দার আপন আপন খণ্ড ভাষায় আপন করে আনতে হবে, আপন ভাবেই আপন করেই বুঝতে হবে, আপন ভাষায় বোঝাতে হবে। এতো বিধাতা পুরুষেরই ইঙ্গিত—

পাঠিয়েছি	সব দূত	আপন ভাষায়
বোঝাতে	তাদের শুধু	আপন কথায়।' -কোরাণ ১৪ ঃ ৪

অনুধাবন ঃ

"তবে কি তোমরা কোরাণ সম্পর্কে অনুধাবন কর না।" ৪ ঃ ৮২। কোরাণ শরীফ আরব জাতির আরবী ভাষার কতকগুলো অক্ষর, কোন কোম্পানীর কিছুটা কাগজ, কোন কোম্পানীর কিছুটা কালি এবং কোন জন্তুর কিছুটা পাকা চামড়ার সংমিশ্রনজাত কোন বস্তু নয়। এ গুলো বড় জোর তার পবিত্র ভাবের বাহন মাত্র। রেল ও রেলের যাত্রী এক জিনিস নয়। পবিত্র কোরাণ প্রাণ দিয়ে উপলব্ধির বস্তু, চিন্তা দিয়ে অনুধাবনের জিনিষ। সুতরাং সে শুধু চায় না—কোরাণের জুজদান বা মলাটে চুম্বন দেওয়া শ্রদ্ধাপ্লুত শিশু হেন নিষ্কাম মানব মাত্র, বরং সে চায়—প্রজ্ঞার সমুদ্র হতে জ্ঞানের শীর্ষতম শেখরে আরোহণ, জ্ঞান সাগরে সন্তরণ অবগাহন, জ্ঞানের দ্বীপে উত্তরণ, জ্ঞান-দীপ্ত গবেষণায় জ্ঞানের গগনে সমোত্তীর্ণ।

অনুধাবন ধারাঃ

অনেক সময় ঐশী গ্রন্থ পাঠ কালে অনেকের মনে বিষয়বস্তু বা বিচার্য বিষয় নিয়ে নানা মতোবিরোধ দেখা দেয়; তাতে কারো কারো মনে ঐশী গ্রন্থের প্রতি কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, ফলে বিভ্রান্ত মন স্বাভাবিক ভাবেই শাশ্বত বাণীর প্রয়োগ প্রণালীতে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। এটা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ এর মূলে থাকে আপন জ্ঞানের স্বল্পতা, কোথাও বা অস্বচ্ছতা, কোথাও বা অদূরদর্শিতা, কোথাও বা অজ্ঞতা, কোথাও বা অজ্ঞানতা; গ্রন্থের জটিলতা বা দুর্বলতা নয়, এবং তার যে কোন দিকেরই অস্বচ্ছলতাও নয়।

মানব-মন সব সময় সব কিছুকে পুরোপুরি বুঝে উঠবে;—এটা কোন বিধির বিধানও নয়, মানবিক ধারাও নয়। বরং তার বোধ জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে শিশির বিন্দু হতেও সামান্য, তাও আবার সময়ানুবর্তিক পরিবর্তনশীল চির চঞ্চল। কিন্তু পবিত্র কোরাণের মত ঐশীগ্রন্থ কাল হতে মহাকালেরও অপেক্ষা না রেখে চির অপরিবর্তনশীল চির অশিচল। জীবন দিশারীতে জগতের মাঝে তার দিক দর্শন চির উন্নত শিরে চির অভ্রান্ত। জগতের সমূহ বিবর্তনে তার কোন আবর্তন পরিবর্তন নাই। এই সাধারণ সত্যটি মনে রেখে কোরাণ শরীফের মত ঐশী গ্রন্থের ভাবোদ্ধারে ধীরে ধীরে আগাতে হবে।

দিব্যময় মন ছাড়া সাধারণ মানুষ হতে যে-কোন মহাপুরুষই এই দিক দর্শনে ঠিক থাকতে পারেন না। জীবনের যৌবনে ও জোয়ারে, জ্ঞানোদ্ধত মনের সজ্ঞানে অজ্ঞানে যে যাই বলুন, জীবন বেলা-ভূমির তটদেশে দাঁড়িয়ে অন্তিম শয়নে সকরুণ নয়নে উদাসভাবে বলতে শুনি—আপন অবোধ মনের বিগত দিনের কাজের জন্য আক্ষেপভরা বাণী—"কিছুই বোঝলাম না, কিছুই জানলাম না, কি যেন কোথায় হয়ে গেল।" কিন্তু পৃথিবীর কুত্রাপি কোথাও শুনি না,—আধ্যাত্মিক জগতের কোন মনীষা এরূপ বললেন বা করলেন, বরং তাঁদের দেখা যায়—প্রশান্ত চিত্তে অনাবিল শান্তির সাথে আনন্দের সাথে আপন ইচ্ছা ভরে ওপারে আনন্দমার্গে আগমন। এমনি তাঁদের জ্ঞানের পরিণাম আখেরাৎ বা আকবৎ দর্শন।

তাই এই দর্শনের জন্য দিব্যময় মনের দরকার। তা হলে স্বল্প জ্ঞানেও আসে সাবলীলতা, স্বচ্ছতা। দিব্যমনে জোটে দিব্যজ্ঞান। আত্মায় আসে উপলব্ধি, অন্তরে আসে অনুধাবন। যখন প্রাণ ও দেহ দুই-ই মিলে মানুষ হয় দিব্যময়, এই দিব্যময় মানুষের একদিন না একদিন বোধোদয় হবেই হবে। তখন ঐশীবাণীর ভাবোদ্ধারও হবে।

এই দিব্যময়তা ও ভাবোদ্ধারের জন্য দেহের পরিচ্ছন্নতা হতে হৃদয়ের পবিত্রতা ও মনের প্রশস্ততা একান্ত দরকার। সেটাও কিন্তু কৃত্রিম নয়, অকৃত্রিম হওয়াই একান্ত আবশ্যক। এই অকৃত্রিমতা অর্জনের জন্য বিধাতাপুরুষের মর্মবাণীর বোধোদয়ের উদ্দেশ্যে যেটি প্রয়োজন—কর্মময় সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নিষ্কাম মনে নীরব ভাষায় আপন কাজে ঐশী ভাবের যথাযথ প্রয়োগের বাস্তব প্রয়াস। সুতরাং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার পবিত্র ভাব হবে এক হাতে শ্রদ্ধার পরম সামগ্রী, এবং অন্য হাতে কর্মক্ষেত্রে হবে প্রয়োগের পবিত্র ধন।

ঐশী বোধোদয়ের সার কথা ও গোপন সত্য—সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে পবিত্র মনের প্রশস্ততা,

শোক্‌রিয়া

এই মহান স্বর্গীয় কাজের সুসমাপ্তির জন্য সর্বপ্রথম অন্তরের একান্ত শোক্‌রিয়া—সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড এককে, সেই মহান আল্লাকে, যাঁর অপরিসীম অফুরন্ত করুণাবলে কৃপাবলে, ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হলো—তাঁরই বাণীকুঞ্জ পবিত্র কোরাণের পূর্ণ বঙ্গানুবাদ। যার মুদ্রণ কাজও আজ সমাপ্ত।

"সকল কার্য সম্পাদনে তিনিই যথেষ্ট।"

"সকল প্রশংসা তাঁরই।"

সর্বভারতীয় "অখিল ভারত জনশিক্ষা প্রচার সমিতি" কর্তৃক এ হেন গৌরবজনক গুরু দায়িত্বের সম্মানজনক সমাধান হলো কিনা জানি না, তবে একান্ত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য আনতশিরে এইটুকুই বলবো—ভুল মানুষের চির সঙ্গী, ভ্রান্তি মানুষের চির সাথী :

"তোমার সৃজিত জীব গুণ ছাড়া কই
দেখিনা মানব সৃষ্টি দোষ ভরা বই।" (কাব্যকানন)

সমিতির সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ জনাব কাজী আব্দুল গফ্ফার, বিশেষ করে সমিতির সাধারণ সম্পাদক বন্ধুবর শান্তিনাথ ঘোষাল একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও এক উদার মানবিকতায় বিশ্ব-মুসলমানের মহান পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ শরীফের বঙ্গানুবাদকে সমিতির সভায় সমিতির প্রথম কার্যরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়ে যে-মানব সে-পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সকলের পক্ষ হতে তাঁর ও তাঁদের সেই মহান মন, সেই মহান সেই প্রেম-প্রাণকে জানাই—শত সহস্র সালাম।

সমিতির প্রধান উপদেষ্টা পরম শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর দেবকান্ত বড়ুয়া, যে ঋষি-মন নিয়ে এই কাজের সম্মতি দিয়েছিলেন, তাঁকে সম্মান জানানোর মত কোন ভাষা আমার নাই :

"বলো গো কি দিয়ে ঋষি ঋণ শুধিতাম
লও শুধু এ প্রাণের শ্রদ্ধা ও সালাম।" (কাব্য কুঞ্জ)

এই সুমহান গ্রন্থ অনুবাদ কালে যাঁদের সাথে ও যাঁদের গ্রন্থ দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছি, তাঁরা—আমার পিতা ও পিতৃব্য মওলভী মহঃ ইউনুস, মওলানা মহঃ ইলিয়াস, অগ্রজ মহঃ সোলেমান, সুফীবর হজরত আব্দুল লতীফ, ও আমার জীবনের একান্ত হিতাকাংক্ষী উপদেষ্টা, ইসলামের একনিষ্ঠ প্রবক্তা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় আইন ও কৃষি মন্ত্রী জনাব আবদুস সাত্তার, ওয়াকফ কমিশনার জনাব ইমাদুদ্দীন চৌধুরী এবং আমার জীবনের দুই অবিস্মরণীয় শিক্ষাগুরু বর্তমান বিশ্বের

অন্যতম পণ্ডিত ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ড'ষ্টাচায ডক্টব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও গবেষণাচার্য ডক্টর সুকুমার সেন এবং আরো অনেক ইসলামী শিক্ষায় সুপণ্ডিত বিদগ্ধজন, এঁরা যে ভাবে সক্রিয় সাহায্য, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন—"তা না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।"

সবশেষে—তরুণ প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী, প্রখ্যাত সাংবাদিক 'জনতা'-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীতাপস সাহা ও তাঁর সুযোগ্য সহযোগী সুপণ্ডিত, সুসাহিত্যিক শ্রীশান্তিনাথ রায় এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ—যেভাবে তাঁরা আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, শ্রম স্বীকার করেছেন, সকলের কাছেই আমি সশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করছি।

শবেবরাত রজনী।

১২৯, ঝাউতলা রোড

পার্ক সার্কাস, কলিকাতা-১৭।

বিনীত—

ওসমান গণী

সূচীপত্র

॥ সুরা ॥

॥ পারা ॥

কয়েকটি বিশেষ শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ
কোরাণ =	যা পঠিত হয়,
শরীফ =	পবিত্র,
পারা =	খণ্ড, (কোরাণে সর্বমোট ৩০ পারা আছে)।
সুরা —	অধ্যায়, (১১৪ সুরা)
রুকু =	অনুচ্ছেদ, (৫৪০ রুকু)
আয়াত	বাক্য, (৬৬৬৬ আয়াত)
আল্লাহ —	এক উপাস্য।
রসুল =	প্রেরিত পুরুষ।
ফেরেশ্তা =	স্বর্গীয় দূত,
মুসলমান =	আত্মসমর্পণকারী, (আল্লার দুয়ারে)
ইসলাম	শান্তি। ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের ব্যবধান মেনে ভাল ও ন্যায়ের ভিত্তিতে অন্তরে যে শান্তি আসে—সেই শান্তি। তাই-ই আল্লার মনোনীত "ইসলাম", এবং সেখানেই "ইসলাম আল্লার মনোনীত ধর্ম।"
কাবা —	মক্কার মসজিদ

শব্দ	অর্থ
কেব্লা —	যাকে সামনে রেখে নামাজ পড়া হয়। অর্থাৎ কাবাই মুসলমানদের কেবলা। তাই কাবার পশ্চিমের লোকেরা পূর্ব মুখে ও উত্তরের লোকেরা দক্ষিণ মুখে, এবং দক্ষিণের লোকেরা উত্তর মুখে নামাজ পড়েন।
কলমা	স্বীকার বা শপথ বাক্য।
নামাজ -	মুসলমানদের দৈনন্দিন অতি অবশ্যই পালনীয় পাঁচবারের উপাসনাকে নামাজ বলে। এর আরবী নাম 'সালাত', যার অর্থ দোওয়া।
রোজা —	৩০ দিন উপবাস। আরবী নাম 'সওম', অর্থ (কুকাজ হতে) বিরত থাকা।
হজ্ব -	নির্দিষ্ট সময়ে কাবা শরীফ দর্শন ও উপাসনা উদ্‌যাপন।
যাকাত	সঞ্চিত বা উদ্বৃত্ত ধনের নির্দিষ্ট অংশ দান।
কিয়ামত -	উত্থান দিবস।

মিনতি

আল্লাহ্ঃ

"বলো আল্লাহ্ অদ্বিতীয় নিস্পৃহ নির্জন
নাহি পিতা নাহি পুত্র তিনি অনুপম।"

"বলেন স্বয়ং আল্লাহ্ অন্য কেহ না
মহম্মদ আমার দূত বিশ্বকরুণা।"

মহম্মদ (দ)ঃ

"তোমাদেরই মত আমি মানুষ জানি
এসেছে আমার প্রতি আল্লার বাণী।"

"তোমারে পেয়েও কেন পিপাসা পারার
মানুষেরই মাঝে তুমি মানুষ আবার।"

কোরাণঃ

মস্তক বিচ্ছিন্ন এক মানব যেমন
মহম্মদ বিহীন এই কোরাণ তেমন।"

"পেয়েছি তোমার হাতে আল্লার ফরমান
তুমি ছিলে এ মরুর জীবন্ত-কোরাণ।"

"প্রাণ দিয়ে পেশ করি প্রাণের মিনতি
তোমাতে বর্ষিত হোক অপার শান্তি।"

আত্মার আত্মীয় তুমি অন্তরে বরি'
তোমারে সালাম সহ সূচনা করি—

ফাতেহা[১]—অর্থ আরম্ভ, অবতীর্ণ—মক্কায়

রুকু ১ আয়াত ৭

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জনাই।

২। যিনি পরম দয়ালু[২] দয়াময়[৩]।

৩। বিচার দিনের মালিক।

৪। আমরা শুধু তোমারই উপাসনা করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই।

৫। আমাদের সরল পথ দেখাও।

৬। তাদের পথ—যাদের প্রতি তুমি অনগ্রহ করেছ।

৭। যারা তোমার ক্রোধে পড়েনি, এবং পথ ভ্রান্তও নয়।

১। ফাতেহা অর্থ আরম্ভ বা উপক্রমণিকা। তাই এই সুরাকে (অধ্যায়কে) "ফাতেহা-তুল্ কেতাব" বা গ্রন্থ আরম্ভ, এবং "উম্মুল কেতাব" বা গ্রন্থজননী বলা হয়।

২। রহমান=পরম দয়ালু, প্রাণী মাত্রেই বিনা ক্লেশে আল্লার যে করুণায় যা লাভ করে, সেখানে আল্লাহ 'রহমান'। যেমন আগুন, পানি, আলো, বাতাস ইত্যাদি।

৩। রহীম=দয়াময়, ক্লেশ বা চেষ্টা সহ যা লাভ করে, সেখানে 'রহীম'। যেমন উপার্জনশীল বস্তু, অর্থ, আহার, ফসল, জ্ঞান ইত্যাদি।

বকর—গরু, অবতীর্ণ—মদীনায়

রুকু ৪০, আয়াত ২৮৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ লাম মিম[১]।

২। (ইহা) ঐ গ্রন্থ, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই; ইহা ধর্মভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শক।

৩। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও নামাজ কায়েম করে, এবং তাদের যে উপজীবিকা দিয়েছি, তা হতে দান করে।

৪। এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে যারা বিশ্বাস করে, এবং পরকাল সম্পর্কেও যারা দৃঢ় বিশ্বাসী।

৫। তারাই স্বীয় প্রতিপালকের সুপথে আছে, এবং তারাই সফলকাম হবে:

৬। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে, তুমি তাদের সতর্ক কর বা না কর, তাদের পক্ষে সবই সমান, তারা বিশ্বাস করবে না।

৭। আল্লাহ তাদের অন্তর ও কর্ণ (যেন) মোহর[২] করে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর উপরও (যেন) আবরণ আছে, এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি আছে।

১। এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোকে আরবী ভাষায় 'হরফুল মোকাত্তা বা মোকাত্তায়াত' বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ বিচ্ছিন্নতা। কোরান শরীফের বহু সুরার প্রারম্ভে এই নিয়ম লক্ষ্য করা যায়, যাদের প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। হজরত আবুবকর (রা) বলেন—'ঐ সকল বিচ্ছিন্ন বর্ণের মধ্যে কোরান শরীফের নিগুঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে', হজরত আলি (কঃ) বলেন—প্রত্যেক স্বর্গীয় গ্রন্থে এমন কতকগুলো গুঢ় বিষয় আছে, যার অর্থ কেবল আল্লাই জানেন, বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো ঐ নিগুঢ় তত্ত্বের বাহন।" এই সমস্ত সাহাবায়েকেরাম্ [হজরত মহম্মদের (দঃ) এর মহান সহচর] ঐরূপ অক্ষরগুলোকে নিগুঢ় তত্ত্বের বাহন বোঝাতে পেরেছিলেন, এবং নিগুঢ় তত্ত্বেরও কিছু কিছু বোঝেছিলেন, যা প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তিবিশেষের নিকট মাত্র।

২। আল্লাহ কারো কোথাও মোহর করেন নি, বা করেন না, নিজেরা নিজেই সৎ-পথ হতে বিমুখ হওয়ায় মোহর হয়ে যায়। দ্রঃ ৭ঃ ১৭৯

॥ রুকু ২ ॥

৮। মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যারা বলে—আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, অথচ তারা বিশ্বাসী নয়।

৯। তারা (মনে করছে) আল্লাহ ও বিশ্বাসীদের প্রতারণা করছে, অথচ তারা নিজেদের ব্যতীত কাউকে প্রতারণা করছে না, কিন্তু ইহা তারা বোঝে না।

১০। তাদের অন্তরে রোগ আছে, অনন্তর আল্লাহ তাদের রোগ বৃদ্ধি করেছেন, তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি আছে, যেহেতু তারা মিথ্যাবাদী।

১১। যখন তাদের বলা হয় যে, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে—আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।

১২। সাবধান ! নিশ্চয়ই এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা বোঝে না।

১৩। এবং যখন তাদের বলা হয়, লোকে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তোমরাও সেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করো, তারা বলে নির্বোধগণ যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আমরাও কি সে-রূপ করব ? সাবধান, নিশ্চয়ই তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা বোঝে না।

১৪। এবং যখন তারা বিশ্বাসীগণের নিকট আসে তখন বলে—আমরা বিশ্বাস করেছি, এবং যখন তারা তাদের দলপতির সাথে নিভৃতে মিলিত হয়, তখন বলে—আমরা তো তোমাদেরই সাথে আছি, আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা উপহাস করি।

১৫। আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা উপহাস করেন, আর তাদের আপন অবাধ্যতায় অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

১৬। ওরাই সুপথের পরিবর্তে বিপথকে ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, এবং তারা সুপথগামীও নয়।

১৭। তাদের দৃষ্টান্ত ওদের অনুরূপ, যেমন কেউ অগ্নি প্রজ্বলিত করল, উহা যখন তাদের চারিদিক আলোকিত করল, আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন, এবং তাদের অন্ধকারে ত্যাগ করলেন, যেন তারা কিছুই দেখতে না পায়।

১৮। তারা বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না।

১৯। কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বারি-বর্ষণের ন্যায়, যাতে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ আছে, তারা বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে স্ব স্ব কর্ণে আঙ্গুল প্রবেশ করে, এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টনকারী।

২০। অচিরাৎ বিদ্যুৎ (চমক) তাদের দৃষ্টি-শক্তি হরণ করবে। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখনই তারা ওতে পথ চলতে থাকে, এবং যখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, নিশ্চয় তাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

॥ রুকু ৩ ॥

২১। হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তিদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা সংযত হও।

২২। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ-স্বরূপ করেছেন এবং আকাশ হতে বারি-বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, সুতরাং জেনে শুনে তোমরা কাকেও আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না।

২৩। এবং আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দেহ করো, তা হলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন করো, এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারী আহ্বান কর।

২৪। যদি তোমরা না কর, এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত আছে।

২৫। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের সুসংবাদ দাও যে,—তাদের জন্যই স্বর্গ, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদের উহা হতে ফল-মূল খেতে দেওয়া হবে,—তখনই তারা বলবে—আমাদের পূর্বে যা দেওয়া হতো,ইহা তো তাই-ই, তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে, এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

২৬। নিশ্চয় আল্লাহ মশা কিংবা তদপেক্ষা বৃহত্তর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে,—ইহা তাদের প্রতিপালকের সত্য, এবং যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে—এই উপমাতে আল্লার অভিপ্রায় কি ? এর দ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন, কিন্তু অসৎলোক ব্যতীত কাকেও তিনি বিভ্রান্ত করেন না।

২৭। যারা আল্লার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়ার পর উহা ভঙ্গ করে; এবং আল্লাহ যা সম্মিলিত রাখতে আদেশ করেছে তা তারা ছিন্ন করে, এবং সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতি-গ্রস্ত হবে।

২৮। কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনিই তোমাদের জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের নির্জীব করবেন, পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন, অবশেষে তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।

২৯। তিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তৎপর তিনি আকা-শের দিকে মনোসংযোগ করেন, এবং উহা সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

॥ রুকু ৪ ॥

৩০। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাগণকে বললেন—নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব, তারা বলল—তুমি কি সেখানে এমন সৃষ্টি করবে, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো তোমার প্রশংসা স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষনা করি। তিনি বললেন—আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।

৩১। তিনি আদমকে সমস্ত নাম[১] শিক্ষা দিলেন, তৎপর ফেরেশ্তাগণের সম্মুখে হাজির করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও—এই সমস্তের নাম আমাকে বলো।

২। তারা বলল—তুমি পরম পবিত্র, তুমি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছে, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। নিশ্চয় তুমি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৩৩। তিনি বললেন—হে আদম! উহাদের ইহাদের নাম বলে দাও। যখন সে তাদের উহাদের নাম বলে দিল, তিনি বললেন—আমি কি তোমাদের বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি স্বর্গ ও মর্তের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি, এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, তাহাও আমি জানি।

'। যখন আমি ফেরেশ্তাগণকে বললাম—তোমরা আদমের প্রতি প্রণত[২] হও, ইব্লীস ব্যতীত সকলেই প্রণত হল, সে অমান্য ও অহংকার করল, এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল।

৩৫। এবং আমি বললাম—হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী স্বর্গে বসবাস কর, এবং উহা হতে যা ইচ্ছা তাই খাও। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩৬। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে তথা হতে পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান হতে তাদের বহিষ্কৃত করল। এবং আমি বললাম—তোমরা এক অন্যের শত্রুরূপে নীচে নেমে যাও,পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও ভোগ সম্পদ থাকল।

৩৭। অনন্তর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কতিপয় বাণী শিক্ষা করল। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।

৩৮। আমি বললাম, তোমরা এখান হতে নীচে নেমে যাও। পরে যখন আমা হতে তোমাদের নিকট কোন উপদেশ আসবে, তখন যারা আমার উপদেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নাই, এবং তারা দুঃখিত হবে না।

৩৯। এবং যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শন সমূহে মিথ্যারোপ করে, তারাই নরকের অধিবাসী, সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে।

১। এই কাহিনী দ্বারা আল্লাহতালা জাগতিক জ্ঞান সম্বন্ধে মানুষকে ফেরেশ্তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই জ্ঞান ফেরেশ্তাকে দিলেও সে লাভ করতে পারে না। যেমন নাবালক ও শিশুগণ যৌনজ্ঞান লাভে অক্ষম।

২। ইসলামি মতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সেজদা হারাম। তাই এখানে আদমকে সেজদা নয়, বরং শ্রদ্ধায় প্রণত হতে বলা হয়েছে। এখানে সেজদা হওয়া অসঙ্গত।

॥ রুকু ৫ ॥

৪০। হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের যে সুখ-সম্পদ দান করেছি, তা স্মরণ কর, এবং আমার অঙ্গিকার পূর্ণ কর। আমিও তোমাদের অঙ্গিকার পূর্ণ করব ; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

৪১। তোমাদের নিকট যা আছে, তারই সত্যতা-প্রমাণকারী রূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি, তা বিশ্বাস কর। এবং তোমরা উহার প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না, এবং আমার নিদর্শনাবলীর পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ কর না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

৪২। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না, এবং জেনে শুনে সত্য গোপন কর না।

৪৩। তোমরা নামাজ কায়েম কর, ও যাকাত দাও এবং রুকুকারিগণের সাথে রুকু কর।

৪৪। কি আশ্চর্য ! তোমরা লোকদের সৎকাজের জন্য আদেশ দিচ্ছ। এবং নিজদের সম্পর্কে বিস্মৃত হচ্ছ, অথচ গ্রন্থ পাঠ কর। তবে কি তোমরা বোঝ না ?

৪৫। তোমরা ধৈর্য ও উপাসনা সহ সাহায্য-প্রার্থনা কর, এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত অন্য সকলের নিকট কঠিন।

৪৬। (বিনীতগণ তারাই) যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তারই দিকে ফিরে যাবে।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৭। হে ইসরাইল বংশধরগণ, আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যার দ্বারা আমি তোমাদের অনুগৃহিত করেছি ও সারা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

৪৮। এবং সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন একব্যক্তি অন্যব্যক্তির কোন কাজে আসবে না, এবং কারো কোনো সুপারিশ চলবে না, এবং কারো নিকট হতে কোন বিনিময় গৃহিত হবে না, এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।

৪৯। এবং যখন আমি ফেরাউন সম্প্রদায় হতে তোমাদের মুক্ত করেছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করে ও কন্যাগণ জীবিত রেখে তোমাদের কঠোর শাস্তি দিত, এবং এতে তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের জন্য মহা পরীক্ষা ছিলো।

৫০। এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদের উদ্ধার করে ফেরাউন সম্প্রদায়কে জল মগ্ন করেছিলাম, এবং তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করেছিলে।

৫১। এবং আমি যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত নির্ধারিত করেছিলাম, তার (প্রস্থানের) পর তোমরা গো-বৎসকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করেছিলে, (এ জন্য) তোমরা অত্যাচারী ছিলে।

৫২। এর পরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৫৩। এবং যখন আমি মূসাকে কেতাব ও 'ফোরকান'[১] দান করেছিলাম, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

৫৪। এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা গোবৎস উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিজদের প্রতি অত্যাচার করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও; এবং তোমাদের নিজদের হত্যা[২] কর, তোমাদের সৃষ্টি কর্তার নিকট ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৫৫। এবং যখন তোমরা বলেছিলে—হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষ ভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না। তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে, এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে।

৫৬। অতঃপর আমি মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৫৭। আমি তোমাদের ওপর মেঘদ্বারা ছায়া দান করেছিলাম। এবং তোমাদের জন্য মান্না[৩] ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম, (বলেছিলাম) তোমাদের যে জীবিকা দান করলাম, সেই পবিত্র বস্তু হতে খাও, এবং তারা আমার কোন অনিষ্ট করে নাই, বরং নিজেদেরই অনিষ্ট করেছিল।

৫৮। আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম ; তোমরা নগরে প্রবেশ কর। এবং উহা হতে যেখানে ও যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর। নতশিরে প্রবেশ কর এবং বলো—আমরা ক্ষমা চাই। তা হলে আমি তোমাদের ক্ষমা করব, এবং অচিরেই ভালো লোক গণকে অধিক দান করব।

৫৯। কিন্তু তারা অত্যাচার করেছিল, তাদের যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল, সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম, যেহেতু তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।

১। ফোরকান : অর্থ পৃথককারী। এখানে সত্য ও অসত্যের পৃথককারীকে ফোরকান বলা হয়েছে। এই জন্য কোরান ও তওরাতকে ফোরকান বলা হয়।

২। এখানে নিজদেরকে হত্যা অর্থ আপন আপন আত্ম সংযমতা পালন করা। কুপ্রবৃত্তিকে দমন করা।

৩। এক প্রকার বিশিষ্ট খাদ্য। মান্না : বরফ বা শিশিরের ন্যায় গাছের পাতায় জমে থাকা এক প্রকার সুমিষ্ট খাদ্য। সালওয়া : এক প্রকার ছোট পাখী।

॥ রুকু ৭ ॥

৬০। এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে উহা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট জেনে নিল। (বললাম) তোমার আল্লার জীবিকা হতে খাও ও পান কর এবং পৃথিবীতে শান্তিভঙ্গকারীরূপে বেড়াইও না।

৬১। এবং যখন তোমরা বলেছিলে হে মূসা। আমরা একই রূপ খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। সে বলল—তোমরা কি উৎকৃষ্ট জিনিষকে নিকৃষ্ট জিনিষের সাথে বদল করতে চাও? তবে কোন নগরে উপনীত হও, পরে তোমরা যা চাচ্ছ, তোমাদের জন্য তাই হবে। এবং তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র পতিত হল, এবং তারা আল্লার কোপে পতিত হল। এই জন্য যে তারা আল্লার আয়াত অস্বীকার করত, ও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘন করার জন্যই তাদের এই অবস্থা হয়েছিল।

॥ রুকু ৮ ॥

৬২। যারা বিশ্বাস করে, যারা ইহুদী হয়েছে, এবং খৃষ্টান ও সাবেইনদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে ও তাদের জন্য কোন ভয় নাই, এবং তারা দুঃখিত হবে না।[১]

৬৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গিকার গ্রহণ করেছিলাম, এবং তোমাদের ওপর তুর-পর্বতকে স্থাপন করেছিলাম, (বলেছিলাম) আমি তোমাদের যাহা দিয়েছি, তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর, এবং তাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর,—তা হলে তোমরা নিষ্কৃতি পাবে।

৬৪। এর পরও তোমরা বিমুখ হলে, সুতরাং আল্লার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

৬৫। তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের সীমা[২] লঙ্ঘন করেছিল, নিশ্চয় তোমরা তাদের জান। আমি তাদের বলেছিলাম—অধম বানর হয়ে যাও।

৬৬। আমি ইহা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং ধর্মভীরু গণের জন্য উপদেশ করেছিলাম।

৬৭। যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল—নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন, তারা বলেছিল—তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? সে বলল—আমি আল্লার শরণ নিচ্ছি, যাতে মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

৬৮। তারা বলেছিল—তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের বর্ণনা করেন,—উহা কিরূপ।
সে বলল,—তিনি বলছেন—নিশ্চয় সেই গরু বৃদ্ধও নয়, শাবকও নয়, মধ্য বয়স্ক। অতএব তোমরা যেমন আদেশ পেলে, তেমন কর।

১। সমগ্র কোরান শরিফের মধ্যে যে কয়েকটি আয়াতে ইসলামের শাশ্বত নীতির সার কথা ঘোষিত হয়েছে, এই আয়াতটি সেই মূল বক্তব্যের বাহন। ইসলামের মল কথা—একে বিশ্বাস ও সৎকাজ।

২। ঐদিন মাছ ধরা বা মারা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তারা অমান্য করেছিল।

৬৯। তারা বলল,—তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর। তিনি যেন আমাদের উহার রং কিরূপ তা বর্ণনা করেন। সে বলল,—তিনি বলছেন—সেই গরুর বর্ণ গাঢ় পীত, যা দর্শকগণকে আনন্দ দেয়।

৭০। তারা বলল—তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর। তিনি যেন আমাদের উহার প্রকৃতি কিরূপ, তা বর্ণনা করেন। কেননা আমাদের নিকট সকল গরু সমান। এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা সুপথগামী হবো।

৭১। সে বলল,—তিনি বলছেন,—উহা এমন এক গরু, যে জমি চাষে ও ক্ষেতের জমি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, নিখুঁত। তারা বলল,—এখন তুমি সত্য বর্ণনা এনেছ। অতঃপর তারা উহা জবাই করল। যদিও তাদের করার ইচ্ছা ছিল না।

৭২। যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে একে অন্যের উপর দোষারোপ করছিলে,—এবং তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করলেন।

।। রুকু ৯ ।।

৭৩। আমি বললাম—উহার এক খণ্ড দ্বারা তাকে আঘাত কর। এইরূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের দেখান। যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

৭৪। এর পরই তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বা তা অপেক্ষা পাষাণ হল। নিশ্চয় প্রস্তর হতেও প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়, এবং কতক এইরূপ যে বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যে, যা আল্লার ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে, এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অমনোযোগী নহেন।

৭৫। তোমরা কি আশা কর যে, ওরা তোমাদের বিশ্বাস করবে? নিশ্চয় ওদের মধ্যে একদল আল্লার বাণী শ্রবণ করত এবং বোঝার পর জেনে শুনে উহা বিকৃত করত।

৭৬। এবং যখন তারা বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে—আমরা বিশ্বাস করেছি, আবার যখন তারা পরস্পর নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন, তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও? তা হলে এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করবে, তোমরা কি বোঝ না?

৭৭। তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।

৭৮। এবং তাদের মধ্যে এমন অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, যারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন গ্রন্থ অবগত নহে। এবং তারা কল্পনা ব্যতীত করে না।

৭৯। সুতরাং তাদের জন্য আক্ষেপ, যারা স্বহস্তে কেতাব রচনা করে ও অল্প মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে—ইহা আল্লার নিকট হতে সমাগত। তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য তাদের শাস্তি, এবং যা তারা উপার্জন করেছে, তার জন্য তাদের শাস্তি।

৮০। তারা বলে কয়েকদিন ছাড়া অগ্নি আমাদের স্পর্শ করবে না। তুমি বল—তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গিকার নিয়েছ যে, আল্লাহ কখনই স্বীয় অঙ্গিকার ভঙ্গ করবেন না! অথবা আল্লাহ সম্পর্কে যা জান না—তাই বলছ?

৮১। হাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তারাই নরকবাসী। তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে।

৮২। আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারাই স্বর্গবাসী, তারা সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে। ১

॥ রুকু ১০ ॥

৮৩। এবং যখন আমি ইসরাইল-সন্তানদের অঙ্গিকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ ও দীন-দরিদ্রদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে বিমুখ হয়েছিলে।

৮৪। আমি যখন তোমাদের অঙ্গিকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না। আপনজনকে গৃহ হতে বের করবে না। তৎপর তোমরা উহা স্বীকার করেছিলে, এবং তোমরাই উহার সাক্ষী ছিলে।

৮৫। অতঃপর সেই তোমরাই তোমাদের এক অন্যকে হত্যা করছ, এবং তোমরা একদলকে তাদের গৃহ হতে বের করে দিচ্ছ, তোমরা তাদের প্রতি শত্রুতা বশতঃ অসদভিপ্রায়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য করছ। এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসলে তোমরা মুক্তিপণ দাও, অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু অংশ মান, এবং কিছু অংশ মান না? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের পার্থিবজীবন দুর্গতি ব্যতীত নহে। এবং উত্থানদিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। এবং তোমরা যা করছ, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অমনোযোগী নহেন।

৮৬। এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিবজীবন ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের শাস্তি লঘু হবে না, ও তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

॥ রুকু ১১ ॥

৮৭। আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করেছি; তার পরেও ক্রমান্বয়ে রসুল পাঠিয়েছি। এবং মরিয়ম নন্দন ঈসাকে নিদর্শন সমূহ দান করেছি। এবং পবিত্র আত্মা (২) যোগে তাকে সাহায্য করেছি। কিন্তু যখনই তোমাদের কাছে কোনও রসুল এমন আদেশ নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। অবশেষে তোমরা এক দলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।

১। ইসলামের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত কিছু যেন এই ছোট্ট আয়াতটিতে নিহিত।

২। পবিত্র আত্মা—এখানে ফেরেশ্তা জিব্রাইল, ঐশীবাহক।

৮৮। তারা বলেছিল— আমাদের হৃদয় আবৃত, বরং অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন ; যেহেতু তারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে।

৮৯। তাদের কাছে আল্লার পক্ষ থেকে যখন গ্রন্থ আসল, তাদের কাছে যে গ্রন্থ আছে, তারই সমর্থনে, এবং পূর্বে তারা অবিশ্বাসীদের কাছে যা বলে বেড়াত। কিন্তু যখন তাদের কাছে পরিচিত জিনিষ এল—তারাই অগ্রাহ্য করল। অতএব অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লার অভিসম্পাত।

৯০। বড়ই জঘন্য, যার বদলে নিজেদের বিক্রি করেছে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, জিদের বশেই তারা অমান্য করে। যেহেতু আল্লাহ তাঁর দাসগণের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। সুতরাং তারা কোপের পর কোপে পড়েছে, এবং অবিশ্বাসীদের জন্য জঘন্য শাস্তি রয়েছে।

৯১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয়—আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা মেনে নাও, তখন তারা বলে—যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তাই বিশ্বাস করি। তাছাড়া সব কিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে। যদিও উহা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তারই সমর্থক। বল—যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করেছিলে ?

৯২। নিশ্চয় মুসা স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছিল, তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে—গো-বৎসকে উপাস্য রূপে মেনে নিলে,—সত্যই তোমরা বড়ই জালেম ছিলে।

৯৩। যখন তোমাদের অঙ্গিকার গ্রহণ করেছিলাম, এবং তোমাদের উপর তুর-পর্বতকে স্থাপন করেছিলাম, (এবং বলেছিলাম) যা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর ও শ্রবণ কর, তারা বলেছিল—আমরা শুনলাম (কিন্তু) অমান্য করলাম। তাদের অবাধ্যতার জন্য তাদের অন্তরকে বাছুরের রস পান করান হল। বল—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের বিশ্বাস যা নির্দেশ দেয়,—তা নিকৃষ্ট।

৯৪। বল—অন্যলোক ব্যতীত যদি তোমাদের জন্যই আল্লার নিকট পরকালের বাসস্থান থেকে থাকে, তা হলে মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৯৫। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনও তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোভাবেই জানেন।

৯৬। তুমি দেখতে পাবে—মানব সমাজের মধ্যে তারাই বেশী দিন বেঁচে থাকার জন্য লোভী, এমন কি তারা অংশীবাদীদের অপেক্ষাও বেশী লোভী। তারা চায়, প্রত্যেকেই যেন হাজার বছর বেঁচে থেকে। কিন্তু দীর্ঘায়ু ও তাদেরকে শাস্তি হতে বাঁচাতে পারবে না। তারা যা করছে, আল্লাহ তা দেখছেন।

৯৭। যে জীব্রাইলের শত্রু হয়—(সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় সে আল্লারই আদেশে ইহা তোমার অন্তরে অবতারণ করছে, যা ওর পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সমর্থক, এবং যা বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ।

৯৮। যে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণের রসুলগণের এবং জিব্রাইল ও মিকাইলের শত্রু হয়, নিশ্চয় আল্লাহও সেই সকল অবিশ্বাসীর শত্রু হন।

৯৯। এবং নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, অসৎগণ ব্যতীত কেহই তা অবিশ্বাস করে না।

১০০। যখনই তারা কোনও অঙ্গিকার করেছে, তখন তাদেরই একদল তা ভঙ্গ করেছে, মূলে তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসী নয়।

১০১। যখন আল্লার পক্ষ হতে কোন রসুল এসেছে, তাদের নিকট যা আছে তারই সমর্থক হিসাবে, তখন যাদেরকে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল, তাদের একদল গ্রন্থটিকে অগ্রাহ্য করে, যেন তারা জানে না।

১০২। এবং সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত, তারা তাই অনুসরণ করছে, এবং সুলাইমান অবিশ্বাসী হয় নি। কিন্তু শয়তানরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা মানুষকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং তারা উভয়েই কাউকেও উহা শিক্ষা দিত না, এমন কি তারা বলত যে—আমরা পরীক্ষাধীন ব্যতীত নহি। অতএব তোমরা অবিশ্বাস কর না। তাদের কাছে এমন বিষয় শিখত—যাতে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অথচ আল্লার হুকুম ব্যতীত এর সাহায্যে কারুর কোন ক্ষতি করতে পারত না। যাতে নিজেদের ক্ষতি হয়, তাই তারা শিখত, কোন উপকার হত না তাদের। এ কথা তারাও বেশ জানে—যে ব্যক্তি যাদু কিনল, তার জন্য পরকালে কোন কিছুই রইল না। যে জিনিষের বদলে তারা নিজেদের বিক্রি করল, তা বড়ই নিকৃষ্ট, যদি তারা জানত।

১০৩। যদি তারা বিশ্বাস করত, ও ধর্মভীরু হত, তবে আল্লার সন্নিধান হতে কল্যাণ লাভ করত, যদি তারা ইহা বুঝত।

॥ রুকু ১৩ ॥

১০৪। হে বিশ্বাসীগণ 'রায়েনা'[১] বলো না, ববং 'উন্‌জুরনা' বল। এবং শুনে রাখ অবিশ্বাসীগণের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।

১০৫। গ্রন্থানুগামীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী তারা ভালোবাসে না যে, তোমাদের প্রতি-পালকের কাছ হতে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ যাকে খুশী আপন করুণা বিশেষভাবে দান করেন। এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

১০৬। আমি কোন আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে, তবে তার চেয়ে ভালো কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০৭। তুমি কি জান না যে একমাত্র আল্লার জন্যই আসমান ও জমিনের আধিপত্য। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নাই।

১। 'রায়েনা ও উন্‌জুরনা' উভয় শব্দেরই অর্থ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন: আবার অনেক সময় রায়েনা শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—আমাদের রাখাল। অবিশ্বাসীগণ শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণ করে বিদ্রূপ করত। তাই আল্লাহ উন্‌জুরনা বলতে নির্দেশ দেন।

১০৮। ইতিপূর্বে মূসা যেরূপ জিজ্ঞাসিত হয়েছিল, তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তদ্রূপ প্রশ্ন করতে ইচ্ছা কর ? এবং যে কেহ বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে, নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

১০৯। গ্রন্থানুগামীগণের অনেকেই তাদের প্রতি সত্য সুপ্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তাদের অন্তরের বিদ্বেষবশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আল্লাহ কোন হুকুম না দেন, ক্ষমা কর, এড়িয়ে চল, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।

১১০। এবং তোমরা নামাজ কায়েম কর যাকাত দাও, এবং তোমরা স্ব স্ব জীবনের জন্য যতটুকু ভাল কাজ পূর্বে প্রেরণ করবে, তা তোমরা আল্লার নিকট পাবে। তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ তার পরিদর্শক।

১১১। তারা বলে—ইহুদী ও নাসারা ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে দাখেল হবে না। এসব তাদের মনগড়া কল্পনা মাত্র। তুমি বল তোমরা প্রমাণ নিয়ে এস যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

১১২। যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লার দরবারে আপন আনন নত করেছে, ফলতঃ তার প্রতি-পালকের নিকট তার জন্য প্রতিদান আছে। তাদের জন্য কোন ভয় নাই, তারা দুঃখিত হবে না।

॥ রুকু ১৪ ॥

১১৩। ইহুদীরা বলে খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নাই এবং খৃষ্টানগণ বলে ইহুদীদের কোন ভিত্তি নাই, অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে। এই ভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে, আল্লাহ উত্থানদিবসে উহার মীমাংসা করবেন।

১১৪। যে কেহ আল্লার মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়, ও উহারধ্বংস সসাধনে প্রয়াসী হয়, তা অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে হতে পারে ? অথচ ভয়-বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। তাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি ও পরলোকে শাস্তি আছে।

১১৫। পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই জন্য, অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেই দিকেই আল্লার লক্ষ্য, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী মহাজ্ঞানী।

১১৬। এবং তারা বলে—আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি মহান পবিত্র। বরং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লার। সব কিছুই তাঁর একান্ত অনুগত।

১১৭। আল্লাই আসমান ও জমিনের আদি স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, শুধু বলেন হও, অমনি উহা হয়ে যায়।

১১৮। এবং যারা কিছুই জানে না, তারা বলে—আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন ? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন ? এই ভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছি।

১১৯। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে পাঠিয়েছি। এবং তুমি নরকবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না।

১২০। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। যতক্ষণ না তুমি তাদের মতবাদ মেনে নিচ্ছ। তুমি বল ঃ আল্লার নির্দেশিত পথই প্রকৃত সুপথ। এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান উপনীত হয়েছে, তার পরও যদি তুমি তাদের অনুসরণ কর, তাহলে আল্লার দরবারে তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই।

১২১। যাদেরকে গ্রন্থ দান করা হয়েছে, তা যারা সঠিক ভাবে পাঠ করে, তারাই এতে বিশ্বাস করে, আর যারা ইহা অস্বীকার করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

॥ রুকু ১৫ ॥

১২২। হে ইসরাইল বংশধরগণ, আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যার দ্বারা আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

১২৩। এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারুর কোন কাজে আসবে না এবং কারুর কাছ থেকে কোন জিনিষ বিনিময়ে গৃহীত হবে না, কারুর সুপারিশ কোন কাজে আসবেনা, এবং তারা কোন সাহায্য পাবে না।

১২৪। ইব্রাহীমকে যখন তার প্রতিপালক কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করলেন, সে গুলো সে পূর্ণ করেছিল, তিনি বললেন—আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করব, সে বলল আমার বংশধরগণ হতেও, আল্লাহ বলেন—আমার প্রতিশ্রুতি অত্যাচারীদের উপর পড়ে না।

১২৫। যখন আমি কাবা-গৃহকে সুরক্ষিত স্থান ও তীর্থক্ষেত্র করেছিলাম, (এবং বলেছিলাম) তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ কর, আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে আমার গৃহকে 'তাওয়াফ'কারী,[১] এতেকাফকারী,[২] রুকু ও সেজদাকারীদের[৩] জন্য পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।

১২৬। এবং ইব্রাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক এই শহরকে তুমি শান্তি পূর্ণ কর, আর এর অধিবাসীদেরকে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে, ফল-শস্য দান কর। তিনি বললেন যারা অবিশ্বাস করেছে তাদেরকেও আমি অল্পদিনের জন্যই ধন সম্পদ দান করি, অতঃপর তাকে নরক শাস্তিতে নিরুপায় করব এবং উহা অতি নিকৃষ্ট পরিণাম।

১২৭। যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, (তখন প্রার্থনা করলেন) হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকট হতে ইহা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

১। তাওয়াফ কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ, হজের বিশেষ একটি অনুষ্ঠান

২। এতেকাফ ঃ সংসার-বিচ্ছিন্ন নিভৃত ধ্যান। সাধারনতঃ রোজার শেষ দশদিন।

৩। রুকু ও সেজদা ঃ নত ও প্রণত। নামাজের অতি আবশ্যিক অঙ্গ। এই দুয়ে নামাজ পূর্ণ হয়।

১২৮। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর, এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত এক উম্মত কর। হজের নিয়ম কানুন আমাদের শিক্ষা দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১২৯। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রসুল পাঠিও, যে তোমার আয়াত সমূহ তাদের নিকট পাঠ করবে, তাদের কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদের পবিত্র করবে, নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

॥ রুকু ১৬ ॥

১৩০। যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদেশ হতে আর কে বিমুখ হবে! আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছি, পরকালেও সে সৎকর্মশীলগণের অন্যতম।

১৩১। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন,—আত্মসমর্পণ কর সে বলেছিল—বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।

১৩২। এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল,—হে পুত্রগণ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা যেন মুসলমান না হয়ে অন্য কোন অবস্থায় মরো না।

১৩৩। ইয়াকুবের মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন তার পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—আমার পরে তোমরা কিসের এবাদত করবে? তারা তখন বলেছিল—আমরা আপনার ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের যে একক প্রভু রয়েছেন,—তাঁরই এবাদত উপাসনা করব। এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

১৩৪। সেই এক দল ছিল, নিশ্চয় যারা বিগত হয়েছে, তারা যা অর্জন করেছে, তা তাদের জন্য, এবং তোমরা যা অর্জন করবে, তা তোমাদের জন্য, এবং তারা যা করে গেছে, তার জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

১৩৫। এবং তারা বলে—তোমরা ইহুদী বা খৃষ্টান হও, তবেই ঠিক পথ পাবে, তুমি বল—বরং আমরা ইব্রাহীমের সুদৃঢ় ধর্মে আছি। এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩৬। তোমরা বল—আমরা আল্লার প্রতি, এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম ও ইসমাইল ও ইসহাক ও ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং মুসা ও ঈসাকে যা দেওয়া হয়েছিল, এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালক হতে যা দেওয়া হয়েছিল, সমস্তের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

১৩৭। ওরা যদি তোমাদের মত বিশ্বাস করে, তা হলে তারাও সৎপথ পাবে, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে তারা বিরুদ্ধাচরণেই যাবে, তোমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য আল্লাই যথেষ্ট। এবং তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

১৩৮। আমরা আল্লার রং[১] ধারণ করেছি, আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? আমরা তাঁরই উপাসক।

১৩৯। বল—আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্ক করতে চাও, যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য, এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য, আমরা তাঁর প্রতি অকপট।

১৪০। তোমরা কি বলতে চাও—ইব্রাহীম, ইস্‌হাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিল? বল—তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ? আল্লার নিকট হতে সাক্ষ্য—যা তার নিকট আছে। তা যে গোপন করে, তা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? এবং তোমরা যা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

১৪১। সেই এক দল ছিল, নিশ্চয়ই যারা গত হয়েছে, তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য, এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য, এবং তারা যা করে গেছে, সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

১। এখানে রং অর্থাৎ আল্লার প্রকৃত গুণ।

পারা ২

॥ রুকু ১৭ ॥

১৪২। নির্বোধ লোকগুলো বলবে—কিসে তাদেরকে তাদের কেবলা হতে ফিরিয়ে দিল, যার দিকে তারা ছিল। বল—পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

১৪৩। এ ভাবেই তোমাদের এক আদর্শ জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি ; যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী-স্বরূপ হতে পার এবং রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী-স্বরূপ হবে। তুমি এ যাবৎ যে কেবলা অনুসরণ করছিলে তাকে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রসুলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অপরের নিকট ইহা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল দয়াময়।

১৪৪। নিশ্চয় আমি আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে লক্ষ্য করছি। সুতরাং আমি তোমাকে সেই কেবলামুখী করব, যা তুমি ইচ্ছা কর। অতএব তুমি পবিত্রতম মসজেদের দিকে তোমার মুখ ফেরাও, তোমরা যেখানেই থাক না কেন ওর দিকে মুখ ফেরাও এবং যাদের কেতাব দেওয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে ইহা তাদের প্রতিপালকের সত্য, তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

১৪৫। যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ কর, তবুও তারা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না, এবং তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী নও, এবং তারা কেহই কারও কেবলার অনুসারী হবে না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি অত্যাচারীগণের অন্তর্গত হবে।

১৪৬। আমি যাদেরকে গ্রন্থ দিয়েছি, তারা তাকে সেইরূপ জানে, যেরূপ জানে আপন সন্তানগণকে ; এবং তাদের একদল জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।

১৪৭। সত্য তোমার প্রতিপালকের, সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্গত হয়ো না।

॥ রুকু ১৮ ॥

১৪৮। প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে, যে দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়, অতএব তোমরা সৎকর্মের দিকে ধাবিত হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।

১৪৯। যেখান হতেই তুমি বের হও, তোমার মুখমণ্ডল পবিত্র মসজেদের দিকে ফেরাও, ইহা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

১৫০। এবং তুমি যেখান হতেই বের হও, পবিত্র মসজেদের দিকে মুখ ফেরাও, এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন, ওর দিকে মুখ ফেরাও, যাতে তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারীগণ ব্যতীত অন্য কোন লোক তোমাদের সাথে বিতর্ক না করে। অতএব তাদের ভয় করো না শুধু আমাকেই ভয় করো, যাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদের পুর্ণভাবে দান করতে পারি ও তোমরা সৎ-পথে পরিচালিত হতে পার।

১৫১। যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রসুল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াত-সমুহ তোমাদের নিকট পাঠ করে, তোমাদের পবিত্র করে, গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না, তা শিক্ষা দেয়।

১৫২। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব, তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কৃতঘ্ন হয়ো না।

॥ রুকু ১৯ ॥

১৫৩। হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য ও উপাসনার সাথে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী।

১৫৪। আল্লার পথে যারা নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উহা বুঝতে পার না।

১৫৫। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-শস্যের অভাবের কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করব। তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও।

১৫৬। যারা তাদের উপর বিপদ পতিত হলে বলে—আমরা তো আল্লারই এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

১৫৭। এদেরই উপর তাদের প্রতিপালকের শান্তি ও করুণা। এবং এরাই সুপথগামী।

১৫৮। নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া'[১] আল্লার নিদর্শনসমুহের অন্তর্গত, সুতরাং যে কেহ এই (কাবা) গৃহের 'হজ্ব' ও 'ওমরা'[২] সম্পন্ন করে, এই দু'টা প্রদক্ষিণ করলে তার কোন পাপ নাই। এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ গুণগ্রাহী অভিজ্ঞ।

১৫৯। আমি মানুষের জন্য গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশ করার পর যে সকল নিদর্শন ও উপদেশ অবতীর্ণ করেছি, তা যারা গোপন করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও তাদের অভিসম্পাত করে থাকে।

১। ছাফা ও মারওয়া : মক্কার নিকট দু'টা ছোট পর্বত. এই পর্বতদ্বয়ের সাথে ইসলামের বহু পুরাতন স্মৃতি জড়িত আছে।

২। হজ্ব ও ওমরা : এদের আভিধানিক অর্থ—মনস্থ করা ও দর্শন করা। শরীয়তি বা ধর্মীয় অর্থ—মক্কাশরীফ গমন পুর্বক কাবা প্রদক্ষিণ করা।

১৬০। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে নিজেদের সংশোধন করে, আর সত্য প্রকাশ করে—আমি তাদের ক্ষমা দান করি, আমিই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৬১। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, নিশ্চয় তাদের উপর আল্লার, ও ফেরেশ্‌তাদের এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ।

১৬২। ওতে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, এবং তাদের অবকাশ দেওয়া হবে না।

১৬৩। তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ[১] নাই। তিনি পরম দয়ালু দয়াময়।

॥ রুকু ২০ ॥

১৬৪। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে, আর যা মানুষের উপকারী জিনিসপত্র নিয়ে পানির উপরে ভেসে বেড়ায়—তরীসমূহে, আর আসমান থেকে আল্লাহ যে বারিধারা বর্ষণ করেন—তাই দিয়ে মরা মাটিকে বাঁচিয়ে তোলেন, এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর গতি পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

১৬৫। এবং মানুষের মধ্যে এমন আছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাকে প্রেম করার ন্যায় ওদের প্রেম করে, এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লার প্রতি তাদের প্রেম দৃঢ়তর ; এবং যারা অত্যাচার করেছে, তারা যদি শাস্তি অবলোকন করত---তবেই বুঝত যে, সমস্ত শক্তিই আল্লার জন্য, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

১৬৬। যারা অনুসৃত হয়েছে, তারা যখন অনুসরণকারীগণকে অস্বীকার করবে, তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৬৭। এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন হত, তবে আমরাও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল। এই ভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে তাদের দেখাবেন, আর তারা কখনো অগ্নি হতে বের হতে পারবে না।

॥ রুকু ২১ ॥

১৬৮। হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য আছে, তা হতে তোমরা খাও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯। সে তো কেবল তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কার্যের জন্য আদেশ করে, এবং আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, এমন সব বলার নির্দেশ দেয়।

১। 'ইলাহ'—আভিধানিক অর্থ উপাস্য। আল্লাহ কোন কিছুর নাম নয়, এর মূল হচ্ছে—ইলাহ্। অর্থাৎ 'ইলাহ্'-এর সাথে আল যুক্ত হয়ে হয়েছে আল্লাহ। আরবী ভাষায় আল্ এর অর্থ টি,টা, ইংরাজীতে দি। অর্থাৎ আল+ইলাহ্ = আল্লাহ।

১৭০। এবং যখন তাদের বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা তোমরা অনুসরণ কর, তারা বলে বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব—যার উপরে আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পেয়েছি। যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণের কোন জ্ঞান ছিল না, এবং তারা সুপথগামী ছিল না।

১৭১। এবং যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেহ আহবান করলে চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত শুনে না। বধির, মূক, অন্ধ—সুতরাং তারা বুঝে না।

১৭২। হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদের যা দিয়াছি, তা হতে পবিত্র বস্তু খাও, এবং আল্লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা কর।

১৭৩। তিনি কেবল তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ ব্যতীত অপরের নাম লওয়া হয়েছে, তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি নিরুপায়, অথচ উচ্ছৃঙ্খল বা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নাই, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

১৭৪। নিশ্চয় আল্লাহ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের জঠরে আগুন ব্যতীত আর কিছুই পুরে না। উত্থানদিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদের পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে।

১৭৫। তারাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ, এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, আগুন সহ্যে তারা কতই না ধৈর্যশীল!

১৭৬। এই জন্যই আল্লাহ সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যারা গ্রন্থ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। সত্যিই তারা বিরুদ্ধাচারণে সুদূরগামী।

।। রুকু ২২ ।।

১৭৭। পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানতে তোমাদের কোন পুণ্য নাই, বরং পুণ্য তার—যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল, ফেরেশ্তাগণ ও গ্রন্থসমূহ এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং তারাই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পথিকগণ ও ভিক্ষুকদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ধন-সম্পদ দান করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে, ও যাকাত দান করে এবং অঙ্গিকার করলে তা পূরণ করে, এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্য্য ধারণ করে, তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই ধর্মভীরু।

১৭৮। হে বিশ্বাসীগণ! নিহতগণের জন্য প্রতিশোধ বিধিবদ্ধ হল, স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, এবং দাসের পরিবর্তে দাস, এবং নারীর পরিবর্তে নারী, কিন্তু যদি কেহ তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, তবে নিয়মিত প্রথার অনুসরণ করবে, ইহা তোমাদের প্রতিপালকের লঘু বিধান ও করুণা। সুতরাং এর পর যে কেহ সীমা লঙ্ঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি রয়েছে।

১৭৯। হে জ্ঞানীগণ প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্য জীবন আছে, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও।

১৮০। তোমাদের মধ্যে কারু মৃত্যুকাল হাজির হলে, সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে প্রচলিত প্রথামত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ৎ করা—তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হল। ইহাই ধর্মভীরুগণের কর্তব্য।

১৮১। উহা জানার পর যদি কেহ উহার পরিবর্তন সাধন করে তবে যারা পরিবর্তন করবে, অপরাধ তাদেরই, নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

১৮২। তবে যদি কেহ অসিয়তকারীর[১]পক্ষপাতিত্ব কিংবা পাপের আশংকা করে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন অপরাধ নাই, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

॥ রুকু ২৩ ॥

১৮৩। হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের উপর রোজা বিধিবদ্ধ হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছিল, যেন তোমরা সংযত হও।

১৮৪। উহা নির্দ্ধারিত কয়েক দিন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত বা প্রবাসী হয়, তার জন্য অপর কোন দিবস হতে গণনা করবে, এবং যারা তাতে অক্ষম, তারা এর পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহার করাবে, অতএব যে ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় সৎকর্ম করে, তার জন্য কল্যাণ, এবং তোমরা যদি বুঝে থাক তবে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

১৮৫। রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রভেদকারী কোরাণ অবতীর্ণ হয়েছে, অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাস প্রত্যক্ষ করে, সে যেন রোজা রাখে, এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা প্রবাসী, তার জন্য অপর কোন দিবস হতে গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তাহা চাহেন, এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তাহা চান না এই জন্য যে—তোমরা নির্দ্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য তোমরা আল্লার মহিমা কীর্তন করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

১৮৬। এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই থাকি। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই, সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক, আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা সুপথে চলতে পারে।

১৮৭। রমজান-রজনীতে স্ত্রী-গমন তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের পোষাক, তোমরা তাদের পোষাক ; আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্ম-প্রতারণা করছিলে। এ জন্য তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন, সুতরাং এখন তোমরা স্ত্রী-গমন করতে পার এবং আল্লাহ তেমোদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা কামনা কর, আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্য্যন্ত তোমরা রোজা পূর্ণ কর। এবং তোমরা মসজেদে 'এতেকাফ' অবস্থায় তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। এইগুলো আল্লার সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এইভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তারা সংযত হয়।

১৮৮। তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না, এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার জন্য বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না।

১। মৃত্যুকালীন শেষ উপদেশ

।। রুকু ২৪ ।।

১৮৯। লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, বল,—উহা মানুষ এবং হজের জন্য সময় নির্দেশক। পশ্চাৎ দিক দিয়ে গৃহ-প্রবেশে তোমাদের জন্য কোন পুণ্য নাই, বরং পুণ্য তারই, যে সংযমতা অবলম্বন করেছে, এবং তোমরা গৃহসমূহে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

১৯০। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লার পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালংঘন কর না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালোবাসেন না।

১৯১। যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে, এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেই স্থান হতে তাদের বহিষ্কার করবে। অশান্তি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মসজেদের নিকট যুদ্ধ কর না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে না করে, যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদের হত্যা কর, অবিশ্বাসীদের জন্য ইহাই প্রতিফল।

১৯২। যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৯৩। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত অশান্তি দূরীভূত না হয়, এবং আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে সীমালংঘনকারী ব্যতীত আর কাউকে আক্রমন করা চলবে না।

১৯৪। পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। এবং এই রূপ সকল পবিত্রের বিনিময় আছে, অতঃপর যে-কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচাব করে, তবে সে তোমাদের প্রতি যে রূপ অত্যাচার করবে, তোমরাও তৎপ্রতি সেইরূপ অত্যাচার করবে, এবং, আল্লাকে ভয় কর ও জেনে রাখ যে আল্লাহ সংযমীগণের সঙ্গী।

১৯৫। তোমরা আল্লার পথে ব্যয় কর, তোমরা নিজের হাতে নিজেদেব ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর না। তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৯৬। তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওমরা পূর্ণ কর। কিন্তু যদি বাধা প্রাপ্ত হও, তবে যা সহজ-প্রাপ্য তাই উৎসর্গ কর। এবং উহা বৈধ স্থানে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মস্তক মুণ্ডন কর না, কিন্তু যদি কেহ তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়, কিংবা তার মাথায় যন্ত্রনা হয়, তবে সে রোজা বা সদ্কা, বা কোরবাণী দ্বারা ওর বিনিময় করবে, যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজের প্রাক্কালে ওমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজ-লভ্য কোরবাণী করবে। কিন্তু যদি কেহ উহা না পায় তবে তাকে হজের সময় তিনদিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশদিন রোজা পালন করতে হবে। ইহা তাদের জন্য—যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নহে, এবং আল্লাকে ভয় করে। এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।

।। রুকু ২৫ ।।

১৯৭। হজ্বের মাসসমূহ সুবিদিত। অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলোতে হজ্ব করা তার কর্তব্য মনে করে, তার জন্য হজ্বের সময় স্ত্রী-গমন, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর, আল্লাহ তাহা জানেন, এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানবান লোক সকল, তোমরা আল্লাকেই ভয় কর।

১৯৮। তোমরা স্বীয় প্রতিপালক হতে অনুগ্রহ অনুসন্ধান করলে, তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নাই। যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন কর, তখন পবিত্র স্মৃতি-স্থানেব নিকট আল্লাকে স্মরণ কর। এবং তিনি তোমাদেরকে যেরূপ নির্দেশ করেছেন—ঠিক সেই ভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। এবং নিশ্চয় এর পূবে তোমবা বিভ্রান্তগণের অন্তর্গত ছিলে।

১৯৯। অতঃপর যেখান হতে লোক প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও প্রত্যাবতন কর, এবং আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

২০০। অতঃপর যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাকে এমন ভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে, বরং অধিকতর স্মরণ কর। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকে বলে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও; বস্তুতঃ পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নাই।

২০১। এবং তাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও, এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের অগ্নিযন্ত্রণা হতে রক্ষা কর।

২০২। তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই, নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাবগ্রহণকারী।

২০৩। নির্দ্ধারিত দিনসমূহে আল্লাকে স্মরণ কর, যদি কেহ তাড়াতাড়ি দুদিনে চলে আসে, তার কোন পাপ নাই। আর যদি কেহ বিলম্ব করে, তবে তারও কোন পাপ নাই। ইহা ধর্ম ভীরুগণের জন্য। তোমরা আল্লাকে ভয় কর, এবং জেনে রাখ যে তোমাদের তাঁর নিকট একত্রিত করা হবে।

২০৪। মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে, এবং তার অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে সে আল্লাকে সাক্ষী রাখে, প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর বিরোধী।

২০৫। যখন সে প্রস্থান করে, তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, এবং শস্য-ক্ষেত্রেও জীব জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।

২০৬। যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাকে ভয় কর, তখন আত্মম্ভরিতা তাকে পাপের দিকে আকৃষ্ট করে, অতএব নরকই তার জন্য যথেষ্ট, এবং নিশ্চয় উহা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

২০৭। মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লার সন্তুষ্টিলাভের জন্য আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ দাসগণের প্রতি স্নেহশীল।

২০৮। হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ কর, এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯। অনন্তর তোমাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনবলী আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জেনে রেখো যে আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

২১০। তারা কি এই জন্যই অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফেরেশ্তা-সহ তাদের নিকট উপস্থিত হবেন ; ও সমস্ত কার্যোর নিষ্পত্তি করবেন। সমস্ত বিষয় আল্লারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

॥ রুকু ২৬ ॥

২১১। ইসরাইল-বংশধরগণকে জিজ্ঞাসা কর—আমি তাদের কত প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি, এবং যে কেহ আল্লার অনুগ্রহ আসার পর ওর পরিবর্তন করলে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

২১২। যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে, এবং তারা বিশ্বাসীগণকে ঠাট্টা করে থাকে, অথচ যারা ধর্মভীরু, উত্থানদিবসে তাদের সমুন্নত করা হবে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

২১৩। মানবজাতি একই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতাভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, প্রকাশ্য নিদর্শন তাদের নিকট আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করত। যারা বিশ্বাস করে, তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত, আল্লাহ তাদের সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

২১৪। তোমরা কি মনে কর যে তোমরাই স্বর্গে প্রবেশ করবে ? অথচ তোমরা এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা প্রাপ্ত হও নাই। যখন তাদের বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল, এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল—এমনকি রসুল ও তৎসহ বিশ্বাসীগণ বলে উঠেছিল, আল্লার সাহায্য কখন আসবে ? সতর্ক হও, নিশ্চয় আল্লার সাহায্য অতীব নিকটবর্তী।

২১৫। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে, তারা কি ভাবে ব্যয় করবে ? তুমি বল—তোমরা ধন সম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে, তা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃহীনগণের জন্য করিও ; তোমরা যে সকল সৎকাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত আছেন।

২১৬। তোমাদের উপর সংগ্রাম বিধিবদ্ধ হল, ইহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, এবং সম্ভবতঃ তোমরা যা পছন্দ কর না, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ যা জানেন, তোমরা জান না।

॥ রুকু ২৭ ॥

২১৭। তারা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি বল—উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লার পথে বাধা দান করা, আল্লাকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজেদে বাধা দেওয়া, ওর বাসিন্দাকে উহা হতে বহিষ্কার করা, আল্লার নিকট গুরুতর অন্যায়, এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি গুরুতর। এবং যদি তারা সক্ষম হয়, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফেরাতে না পারা পর্যন্ত তোমাদের সাথে যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হবে না। এবং তোমাদের

মধ্যে যে কেহ স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, অনন্তর ইহলোকে ও পরলোকে তাদের সকল কার্যই ব্যর্থ হবে, এবং তারাই নরকের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।

২১৮। যারা বিশ্বাস করে এবং যারা আল্লার পথে স্বদেশ ত্যাগ করে এবং ধর্মযুদ্ধ করে, তারাই আল্লার অনুগ্রহ প্রত্যাশী, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

২১৯। তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, বল—উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তারা ব্যয় করবে? বল—যাহা উদ্বৃত্ত। এইভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনবলী তোমাদের জন্য ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

২২০। ইহকাল পরকাল সম্বন্ধে, তারা তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল—তাদের হিত-সাধন করাই উত্তম। যদি তাদের এক জায়গা করে নাও, তবে তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ জানেন, কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তোমাদের বিপদে ফেলতেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

২২১। এবং অংশীবাদিনীগণ বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের বিয়ে কর না, এবং যদিও অংশীবাদিনীগণ তোমাদের মনোহারিণী হয়, তথাপি বিশ্বাসী দাসী নিশ্চয়ই অংশীবাদিনীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এবং অংশীবা ী পুরুষগণ বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে বিয়ে দিও না। এবং অংশীবাদী পুরুষগণ তোমাদের মনঃপুত হলেও বিশ্বাসী দাস তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এরাই নরকাগ্নির দিকে আহ্বান করে, এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় ক্ষমা ও স্বর্গের দিকে আহ্বান করেন এবং মানব-মণ্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শন বর্ণনা করেন, যেন তারা স্মরণ করে।

॥ রুকু ২৮ ॥

২২২। তারা তোমাকে ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, বল—উহা অশুচি; অতএব ঋতুকালে স্ত্রী-সংসর্গ ত্যাগ কর। এবং বিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম কর না। সুতরাং যখন পবিত্র হবে, তখন তাদেব নিকট ঠিক সেই ভাবে গমন কর, যে ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থী ও শুদ্ধাচারিগণকে ভালবাসেন।

২২৩। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর এবং স্বীয় জীবনের জন্য পূর্বেই কিছু প্রেরণ কর। এবং আল্লাকে ভয় কর, আর জেনে রাখ যে—তোমরা আল্লার সম্মুখীন হবে, বিশ্বাসীগণে সেই সুসংবাদ দাও।

২২৪। তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত রবে, এই শপথের জন্য আল্লাকে তোমরা অজুহাত কর না, আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

২২৫। তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

২২৬। যারা স্বীয় পত্নী হতে পৃথক থাকার শপথ করে, তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে ; অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

২২৭। আর যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে, তবে আল্লাহ্ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

২২৮। তালাক প্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এবং তারা যদি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নহে। এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে, তবে তাদের স্বামীই তাদেরকে পুনর্গ্রহণে অধিক হকদার, এবং নারীগণের উপর তাদের যেরূপ স্বত্ব আছে, নারীগণেরও অনুরূপ স্বত্ব আছে, এবং তাদের উপর পুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্ব আছে, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

॥ রুকু ২৯ ॥

২২৯। তালাক দু বার, পরে তাকে নিয়মানুযায়ী রাখতে পার, অথবা সৎভাবে ত্যাগ করতে পার। এবং যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লার সীমারেখা স্থির রাখতে পারবে না, তবে তোমরা তাদের যা দিয়েছ, তা হতে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে; অনন্তর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তারা আল্লার সীমাসমূহ স্থির রাখতে পারবে না, তবে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় প্রদান করে, তাতে উভয়ের কোন দোষ নাই। ইহাই আল্লার সীমা। অতএব উহা অতিক্রম কর না, এবং যারা আল্লার সীমা অতিক্রম করে, তারা অত্যাচারী।

২৩০। অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহিত না হবে। তারপর সে যদি তাকে তালাক দেয়, এবং যদি উভয়ে মনে করে যে তারা আল্লার সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারু কোন অপরাধ হবে না, এবং ইহাই আল্লার সীমারেখা, আল্লাহ্ ইহা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

২৩১। এবং যখন তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দাও, পরে তারা স্বীয় নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়, তখন তাদের নিয়মিতভাবে রাখতে পার, অথবা নিয়মানুযায়ী ত্যাগ করতে পার, এবং তাদের যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আটকিয়ে রেখো না। তা হলে সীমা লঙ্ঘন করবে, এবং যে এরূপ করে তবে সে নিশ্চয় নিজের প্রতি অত্যাচার করবে, এবং আল্লার নিদর্শনবলীকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করো না, এবং তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে তিনি যা অবতারণ করেছেন, তা স্মরণ কর ; এবং আল্লাকে ভয় কর ও জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

॥ রুকু ৩০ ॥

২৩২। তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চাইলে,

তাদেরকে বাধা দিও না, এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, এবং ইহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ ও পবিত্রতর, আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

২৩৩। যে কেহ স্তন্যপানের কাল পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানগণকে পূর্ণ দু বছর স্তন্য পান করাবে। জনকের দায়িত্ব তাদের ভরণ-পোষণ করা, কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেওয়া হয় না, এবং মাতাকে তার সন্তানের জন্য এবং পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতি-গ্রস্ত করা হবে না, এবং উত্তরাধিকারীগণের প্রতিও অনুরূপ বিধান। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাদের কারু কোন অপরাধ নাই। যদি তোমরা স্বীয় সন্তানগণকে স্তন্যদানের জন্য অর্পণ করে নিয়মানযায়ী কিছু দান কর, তবে তোমাদের জন্যও দোষ নাই : এবং আল্লাকে ভয় কর, এবং জেনে রেখ যে—তোমরা যা করছ আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

২৩৪। তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন প্রতীক্ষা করবে, যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল (নির্দ্ধারিত সময়) পূর্ণ করবে, তখন তারা যথা নিয়মে নিজেদের জন্য যা করবে, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অভিজ্ঞ।

২৩৫। (ইদ্দতকালীন) স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব করলে অথবা তা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে, কিন্তু নিয়মিত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গিকার কর না, নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প কর না। এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় কর, এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

॥ রুকু ৩১ ॥

২৩৬। যদি তোমরা স্ত্রীলোকদের স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্দ্ধারণ না করে তালাক দাও, তবে তোমাদের জন্য কোন দোষ নাই, এবং তাদের অর্থ সাহায্য কর, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ও অভাব-গ্রস্তের জন্য আপন আপন সাধ্য মত অর্থ সাহায্য করা, পুণ্যবানগণের কর্তব্য।

২৩৭। এবং যদি তাদের স্পর্শ করার পূর্বেই তোমরা তালাক দাও, এবং তাদের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত করে থাক, তবে যা নির্দ্ধারিত করেছিল তার অর্দ্ধেক, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে, কিংবা যার হস্তে বিবাহ-বন্ধন সে ক্ষমা করে, অথবা তোমরা ক্ষমা কর, তবে ইহা ধর্ম-প্রবণতার অতি নিকটবর্তী, এবং তোমরা পরস্পর উদারতা বিস্মৃত হয়ো না, তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

২৩৮। তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষ করে মধ্যবর্তী[১] (ফরজ) নামাজের এবং আল্লার উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

২৩৯। যদি তোমরা আশঙ্কা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থাতেই পড়, যদি তোমরা নিরাপদ বোধ কর তবে আল্লাকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

২৪০। এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং পত্নীগণকে ছেড়ে যায়, তারা যেন পত্নীদের বহিস্কৃত না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণ করার অসিয়ৎ (অন্তিম উপদেশ) করে যায়, কিন্তু যদি তারা চলে যায়, এবং তারা নিজের জন্য নিয়মানুযায়ী যা করবে, তার জন্য তোমাদের কোন দোষ নাই। এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

২৪১। তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে নিয়মানুযায়ী ভরণ-পোষণ করা ধর্মভীরুগণের কর্তব্য।

২৪২। এইরূপে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

॥ রুকু ৩২ ॥

২৪৩। তুমি কি তাদের দেখ নাই, যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে তাদের গৃহ ত্যাগ করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের বলেছিলেন—তোমাদের মৃত্যু হোক, তারপর আল্লাহ তাদের জীবিত করেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

১। এখানে 'মধ্যবর্তী' নামাজ অর্থে—'মধ্যমণি' নামাজ, অর্থাৎ অতি উত্তম বা শ্রেষ্ঠ নামাজ। যাকে মধ্যে রেখে বা কেন্দ্র করে অন্যান্য সকল নামাজ (যেমন—নফল, মুস্তাহাব ও সুন্নত নামাজ ইত্যাদি); সেটি হচ্ছে—'ফরজ নামাজ'। সুতরাং 'মধ্যবর্তী' নামাজ অর্থাৎ সকল নামাজের 'কেন্দ্রীয় নামাজ'; মধ্যমণি, উত্তম 'ফরজ নামাজ'। ওয়াক্তিয়া নামাজের সংখ্যার দিক থেকে 'মধ্যবর্তী' নামাজের অর্থ দাঁড়ায়—'আসর নামাজ'; কিন্তু ইহা এখানে অযৌক্তিক ও অবাস্তব। কেননা পরবর্তী আয়াতে কোরাণ শরীফের পরিষ্কার ইঙ্গিত—গুণের দিক থেকে, সংখ্যার দিকে নয়। এবং গুণের দিক থেকে 'ফরজ' নামাজই অতি অবশ্যই পালনীয় নামাজ, সকল নামাজের 'মধ্যমণি নামাজ', উত্তম নামাজ।

ঠিক পরবর্তী আয়াতে একথাটিকে অতি পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে—যে অবস্থাতেই মানুষ থাকুক—সে প্রাণের ভয়ে পলায়িত পদাতিক, অশ্বারোহী হতে জীবনের গভীর আশঙ্কায় ধাবমান মানুষও, নামাজ পড়বে। সেটা কোন নামাজ? নিঃসন্দেহে 'ফরজ নামাজ'। এই 'ফরজ নামাজ' সম্পর্কেই তাই পূর্ব আয়াতে 'মধ্যবর্তী', 'কেন্দ্রীয়' নামাজ বলে বিশেষ যত্নবান ও সতর্ক হতে বলা হয়েছে; যেন জীবনের কোন অবস্থাতেই ওটা বাদ না যায়—যাকে কেন্দ্র করে সকল নামাজ। সুতরাং এখানে একাকী 'আসর' নামাজ হওয়াটা যেমন অসঙ্গত, ভিত্তিহীন তেমনি অপ্রাসঙ্গিক। অতএব এটা পরিষ্কার যে 'মধ্যবর্তী' নামাজ অর্থাৎ—সকল ওয়াক্তের সকল ফরজ নামাজ, যা সর্ব অবস্থায় অতি অবশ্যই পালনীয়। সুতরাং 'মধ্যবর্তী' নামাজ সকল নামাজের মধ্যমণি 'ফরজ' নামাজ ব্যতীত নহে।

২৪৪। তোমরা আল্লার পথে সংগ্রাম কর, এবং জেনে রাখ তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

২৪৫। কে সে—যে আল্লাকে উত্তম ঋণে ঋণ প্রদান করে? অনন্তর তিনি ওকে তার জন্য দ্বিগুণ ও বহুগুণ বর্দ্ধিত করেন; এবং আল্লাই সংকীর্ণ করেন ও প্রশস্ত করেন, এবং তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

২৪৬। তুমি কি মূসার পরে ইসরাইলবংশীয় প্রধানদের দেখ নাই—যখন তারা স্বীয় নবীকে বলেছিল যে, আমাদের জন্য অধিপতি নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লার পথে সংগ্রাম করতে পারি, সে বলেছিল—ইহা সম্ভবপর নহে যে, যখন তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হবে তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না, তারা বলেছিল—যখন আমরা স্বীয় বাসগৃহ ও স্বীয় সন্তানগণ দ্বারা বিতাড়িত হয়েছি, তখন আমরা কেন আল্লার পথে সংগ্রাম করব না, অনন্তর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হল, তখন তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত পশ্চাৎপদ হয়েছিল, এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের জ্ঞাত আছেন।

২৪৭। তাদেরকে তাদের নবী বলেছিল—আল্লাহ তালুতকে তোমাদের রাজা করেছেন, তারা বলল—আমাদের উপর তার কর্তৃত্ব কিরূপে হবে, যখন আমরা তা অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার। এবং তাকে বিপুল ধন দেওয়া হয় নাই, নবী বলল—আল্লাই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্বদান করেন, এবং আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

২৪৮। এবং তাঁদেরকে তাদের নবী বলেছিল—তার আধিপত্যের নিশ্চিত নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক উপনীত হবে, যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে শান্তি ও অন্যান্য বিষয়, যা মূসার সম্প্রদায় ও হারুণের সম্প্রদায় ত্যাগ করে গেছে, ফেরেশ্তাগণ উহা বহন করে আনবে; তোমরা যদি বিশ্বাসস্থাপনকারী হও তবে ওর মধ্যে নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।

॥ রুকু ৩৩ ॥

২৪৯। অতঃপর তালুত যখন সৈন্যদল সহ বের হল, তখন সে বলেছিল—নিশ্চয় আল্লাহ একটি নদীদ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন; অতঃপর যে কেহ উহা হতে পানি পান করবে, সে আমার নহে। আর যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমার দলভুক্ত। ইহা ব্যতীত যে কেহ তার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে, সেও (আমার দল ভুক্ত)। কিন্তু তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত উহা হতে পানি পান করল। অতঃপর যখন সে ও তার সঙ্গী-বিশ্বাসীগণ পারে উপনীত হয়েছিল তখন তারা বলেছিল যে, জালুত ও তার সেনাদলের বিরুদ্ধে আজ আমাদের শক্তি নাই। যাদের ধারণা ছিল যে, তারা নিশ্চয় আল্লার সাথে মিলিত হবে, তারা বলেছিল—আল্লার আদেশে অনেক সময় ক্ষুদ্র দল বৃহৎ-দলের উপর জয়ী হয়েছে, এবং আল্লাহ ধৈর্য শীলগণের সঙ্গী।

২৫০। তারা যখন যুদ্ধার্থে জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল, তারা বলল—হে আমাদের

প্রতিপালক, আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের সুদৃঢ় রাখ, এবং অবিশ্বাসীদলের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর।

২৫১। অনন্তর আল্লার ইচ্ছায় তারা উহাদিগকে পরাস্ত করেছিল, এবং দাউদ জালুতকে নিহত করেছিল, এবং আল্লাই তাকে রাজত্ব ও জ্ঞান দান করেছিলেন, এবং তিনি তাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দান করলেন। এবং যদি আল্লা এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রদমিত না করতেন তবে নিশ্চয় পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহশীল।

২৫২। আল্লার এই সকল নিদর্শন—তোমার নিকট ইহা সত্যরূপে পাঠ করছি, এবং নিশ্চয় তুমি রসুলগণের অন্তর্গত।

২৫৩। এই সকল রসুল, আমি তাদের কাহার উপর কাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে কাহার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, এবং তাদের কাহাকেও পদ-মর্যাদায় উন্নত করেছেন, এবং আমি মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনবলী দান করেছি, এবং তাকে পবিত্র আত্মাযোগে সাহায্য করেছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীগণ তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনবলী আসার পর তারা সংগ্রাম করত না, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছিল, যেহেতু তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস করেছিল এবং কেহ কেহ অবিশ্বাস করেছিল; এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা সংগ্রাম করত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

॥ রুকু ৩৪ ॥

২৫৪। হে বিশ্বাসীগণ, আমি তোমাদের যে উপজীবিকা দান করেছি, তা হতে ব্যয় কর, সেই দিন আসার পূর্বে, যাতে ক্রয় বিক্রয় হবে না। এবং বন্ধুত্ব নাই ও অনুরোধ নাই, এবং অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী।

২৫৫। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ (উপাস্য) নাই। যিনি চিরঞ্জীবিত ও নিত্যবিরাজমান, তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট অনুরোধ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তিনি তা পরিজ্ঞাত আছেন; তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেহ ধারণা করতে পারে না, তাঁর আসন আসমান ও জমিন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, এদের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না, এবং তিনি মহান, মহীয়ান।

২৫৬। ধর্ম সম্বন্ধে বল প্রয়োগ নাই, সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে, যে শয়তানকে অস্বীকার করে, ও আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে—নিশ্চয় সে সুদৃঢ় (রজ্জু) ধারণ করেছে, যা ছিন্ন হবার নহে, এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

২৫৭। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদের অন্ধকার হতে আলোকের দিকে নিয়ে যান, এবং যারা অবিশ্বাস করেছে, শয়তান তাদের পৃষ্ঠপোষক। সে তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরাই নরকের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

॥ রুকু ৩৫ ॥

২৫৮। তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলেছিল—আমার প্রতিপালকই জীবিত, কারণ উনি মৃত্যু দান করেন। সে বলেছিল—আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি ; ইব্রাহীম বলল—নিশ্চয় আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদয় করান, তুমি ওকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও, এতে সেই অবিশ্বাসকারী হতবুদ্ধি হয়েছিল, এবং আল্লাহ অত্যাচারী-দলকে পথ প্রদর্শন করান না।

২৫৯। অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে—কোন জনপদ অতিক্রম করেছিল, যা ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছিল, সে বলল—মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ একে জীবিত করবেন ? তৎপর আল্লাহ তাকে এক শ' বছর মৃত রাখলেন, পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বল্লেন—তুমি কতকাল অবস্থান করলে ? সে বলল—একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি বল্লেন—না না, বরং তুমি একশ' বছর অবস্থান করেছ, তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর—উহা অবিকৃত আছে, এবং তোমার গদর্ভটির প্রতি লক্ষ্য কর, কারণ তোমাকে মানব-জাতির জন্য নিদর্শন-স্বরূপ করব। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কি ভাবে সেগুলোকে সংযুক্ত করি, এবং মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, যখন ইহা তার নিকট সুস্পষ্ট হল, সে বলল—আমি জানি যে—আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৬০। যখন ইব্রাহীম বলল—হে আমার প্রতিপালক ; কি ভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও, তিনি বললেন—তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না ? সে বলল—হাঁ, কিন্তু এতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। তিনি বললেন—তবে পক্ষীকুলের মধ্য হতে চারটি গ্রহণ কর, তৎপর ওদেরকে সম্মিলিত কর, অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর ওদের এক এক খণ্ড রেখে দাও, তৎপর ওদেরকে আহ্বান কর, তারা তোমার নিকট দৌড়িয়ে আসবে, এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

॥ রুকু ৩৬ ॥

২৬১। যারা আল্লার পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এই রূপ,—যেমন একটি শস্যবীজে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়েছে, এবং ওর প্রত্যেক শীষে একশ' শস্য আছে, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন, আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

২৬২। যারা আল্লার পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, ও যা ব্যয় করে তার কোন প্রতিদান চায় না, ও ক্লেশ দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে, এবং তাদের জন্য কোন আশঙ্কা নাই, এবং তারা সন্তপ্ত হবে না।

২৬৩। যার পেছনে ক্লেশ আছে, সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা শ্রেয়, এবং আল্লাহ মহা-সম্পদশালী, সহিষ্ণু।

২৬৪। হে বিশ্বাসীগণ, দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন—লোক-দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে, এবং আল্লাহ ও

পরকালে বিশ্বাস করে না, তার উপমা একটি শক্ত পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে দেয়, যা তারা উপার্জন করেছে, তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না, আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৬৫। যারা আল্লার সন্তুষ্টিলাভের জন্য ও নিজেদের আত্মার উন্নতির জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা—কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে প্রবল বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফল-মূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে শিশিরই যথেষ্ট। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

২৬৬। তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইচ্ছা করে, তার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হয়, যার নিম্নে নদী প্রবাহিত, এবং যাতে সর্বপ্রকারের ফল-মূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্দ্ধক্যে হাজির হয়, যখন তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল। অনন্তর এক ঘূর্ণিঝড় উপস্থিত হয়, যাতে থাকে অগ্নি-প্রবাহ, পরে উহা দগ্ধ হয়ে যায়। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনবলী ব্যক্ত করেন—যেন তোমরা চিন্তা কর।

॥ রুকু ৩৭ ॥

২৬৭। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যা উপার্জন কর, ও যা আমি ভূমি হতে উৎপাদন করি তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর, এবং উহা হতে এরূপ বর্জ্য বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ কর না, যা তোমরা চক্ষু বন্ধ ব্যতীত গ্রহণ কর না, এবং তোমরা জেনে রেখ—আল্লাহ মহাসম্পদশালী প্রকাশিত।

২৬৮। শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায়, এবং তোমাদের অসদ্বিষয়ের (কার্পণ্যের) আদেশ দেয়। আল্লাহ তোমাদের তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দান করেন, আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

২৬৯। তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন, ফলতঃ সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে ; এবং জ্ঞানবান লোক ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

২৭০। যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর, আল্লাহ তা জানেন ; অত্যাচার-কারীগণের কোন সাহায্যকারী নাই।

২৭১। তোমরা যদি প্রকাশ্য দান কর, তবে উহা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর, এবং অভাব-গ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল, ইহার দ্বারা তোমাদের অকল্যাণ দূর হবে, তোমরা যা কর, আল্লাহ অভিজ্ঞ।

২৭২। তোমার উপর তাদের সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নাই, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন এবং তোমরা ধনসম্পদ হতে যা কিছু ব্যয় কর, তা তোমাদের জন্যই, এবং আল্লার প্রসন্নতা অন্বেষণ ব্যতীত তোমরা ব্যয় কর না, এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় কর—তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরি দেওয়া হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২৭৩। যারা আল্লার পথে এমন ভাবে ব্যাপৃত, যার জন্য ভূপৃষ্ঠে ঘোরাফেরা করতে পারে না, প্রার্থনা না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত বলে মনে করে, তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে, তারা মানুষের নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করে না, এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।

।। রুকু ৩৮ ।।

২৭৪। যারা দিনে ও রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে, সুতরাং তাদের কোন ভয় নাই, এবং তারা দুঃখিত হবে না।

২৭৫। যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তির ন্যায়ই দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে, ইহা এই জন্য যে, তারা বলে—বেচা-কেনা তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন, অতএব যার নিকটে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, অনন্তর সে বিরত হয়েছে, সুতরাং যা অতীত হয়েছে, তার কৃতকর্ম আল্লার উপরে নির্ভর, এবং যারা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারাই নরকের অধিবাসী, যেখানে তারা স্থায়ী হবে।

২৭৬। আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন ও দানকে বর্দ্ধিত করেন, আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপীগণকে ভালবাসেন না।

২৭৭। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করে, এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে, ও যাকাত দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে। এবং তাদের জন্য কোন আশঙ্কা নাই, তারা সন্তপ্ত হবে না।

২৭৮। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাকে ভয় কর, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট আছে, বর্জন কর।

২৭৯। যদি তোমরা না ছাড়, তবে জেনে রেখ—তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষিত হচ্ছে, এবং যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তোমাদের জন্যই তোমাদের মূলধন রয়েছে, তোমরা অত্যাচার কর না, ও অত্যাচারিত হয়ো না।

২৮০। (ঋণী) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে স্বচ্ছলতার জন্য অপেক্ষা কর, এবং যদি তোমরা বুঝে থাক, তবে তোমাদের জন্য দান করাই উত্তম।

২৮১। তোমরা সেইদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লার দিকে ফিরে যাবে, তখন যে যাহা অর্জন করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে, আর তারা অত্যাচারিত হবে না।

।। রুকু ৩৯ ।।

২৮২। হে বিশ্বাসীগণ, যখন একে অন্যের সাথে কোন নির্দিষ্টকালের জন্য ধারের আদান-প্রদান করবে তখন উহা লিখে রাখ, এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে লিখে দেয়, এবং আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন,—সেইরূপ লিখতে লেখক যেন অস্বীকার না করে। অতএব তার লিপিবদ্ধ করাই উচিত, এবং যে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব সেও লিখিয়ে নেবে, এবং তার উচিত যে স্বীয় প্রতিপালক আল্লাকে ভয় করা ; অনন্তর যার উপর দায়িত্ব সে যদি লেখাতে নির্বোধ বা অযোগ্য অথবা দুর্বল হয়, তবে তার অভিভাবকেরা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নেবে, এবং তোমাদের মধ্যে দুজন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী কর, কিন্তু যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাতে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দুজন নারী মনোনীত কর, যদি নারীদ্বয়ের

একজন বিভ্রান্ত হয়, তবে একজন অপরকে স্মরণ করিয়ে দিবে, এবং যখন আহ্বান করা যায় তখন সাক্ষীগণের অস্বীকার না করা উচিত, এবং ছোট হোক, বড় হোক, তোমরা মেয়াদসহ লিখতে কোনরূপ বিরক্ত হয়ো না, আল্লার নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পরে ব্যবসায় যে নগদ আদান-প্রদান কর, তা না লিখলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পর বেচা-কেনা কর, তখন সাক্ষী রেখ, লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, ইহা তোমাদের জন্য পাপ, তোমরা আল্লাকে ভয় কর, এবং তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

২৮৩। যদি তোমরা সফরে থাক, এবং লেখক না পাও, তবে কিছু বন্ধক রেখো, অনন্তর যদি কেউ কাউকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছিল, তার পক্ষে গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যার্পণ করা উচিত। এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাকে ভয় করা ও সাক্ষী গোপন না করা তার উচিত, এবং যে কেহ উহা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে, তোমার যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ মহাজ্ঞানী।

॥ রুকু ৪০ ॥

২৮৪। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্ত আল্লারই, তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ কর, অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট গ্রহণ করবেন। অনন্তর তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৮৫। রসুল, তার প্রতি তার প্রতিপালক হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাসীগণও, তারা সকলেই আল্লাকে, এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণকে ও তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রসুলগণকে বিশ্বাস করে, এবং আমরা তাঁর রসুলগণের মধ্যে কাউকে কোন প্রকার পার্থক্য করি না। তারা বলে—আমরা শ্রবণ করলাম ও স্বীকার করলাম ; হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, এবং তোমারই দিকে চরম প্রত্যাবর্তন।

২৮৬। আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতীত কষ্ট দেন না, কারণ যা সে ভাল অর্জন করেছে, তা তারই জন্য, আর যা সে মন্দ অর্জন করেছে তা তারই জন্য। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদের ভ্রম বা ত্রুটি হয়, তবে তুমি আমাদের অপরাধী কর না, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুভার অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ কর না, হে আমাদের প্রতিপালক, এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ কর না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই, এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদেরকে দয়া কর, তুমিই আমাদের প্রভু, সুতরাং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত কর।

আল্-ইমরাণ, অবতীর্ণ-মদীনায়

রুকু ২০ আয়াত ২০০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ লাম মিম।

২। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি চির জীবিত ও নিত্য বিরাজমান।

৩। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা ওর পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থক, এবং তিনি এর পূর্বে মানবমণ্ডলীর জন্য পথ-প্রদর্শক তওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছিলেন, এবং তিনিই ফোরকান অবতীর্ণ করেছেন।

৪। নিশ্চয় যারা আল্লার নিদর্শনবলীকে অবিশ্বাস করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী দণ্ডবিধায়ক।

৫। নিশ্চয় আল্লার নিকট নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কোন কিছুই গোপন নাই।

৬। তিনিই মাতৃ-গর্ভে যে ভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৭। তিনিই তোমার প্রতি এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আছে, উহা গ্রন্থের জননী-স্বরূপ এবং অবশিষ্ট অস্পষ্ট, অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি উৎপাদন ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত উহার অর্থ কেহই জানে না। এবং যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে—আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত, এবং জ্ঞানী ব্যতীত অপর কেহই বুঝতে পারে না।

৮। হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর, তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র কর না। এবং তোমার নিকট হতে আমাদের করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।

৯। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে, এতে কোন সন্দেহ নাই। আল্লাহ নির্দ্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

॥ রুকু ২ ॥

১০। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লার নিকট কোন কাজে লাগবে না, এবং এরাই নরকের ইন্ধন।

১১। ফেরাউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীগণের প্রকৃতির ন্যায় তারা আমার নিদর্শনবলীকে মিথ্যা মনে করেছে, ফলে আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে ধৃত করেছেন, এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

১২। যারা অবিশ্বাস করেছে, তুমি তাদের বল—শীঘ্রই তোমারা পরাভূত হবে, এবং তোমাদের নরকে একত্রিত করা হবে, এবং উহা নিকৃষ্টতর স্থান।

১৩। দুটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লার পথে সংগ্রাম করছিল, অন্যদল অবিশ্বাসী ছিল, তারা ওদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল, • আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় সাহায্যদানে শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

১৪। নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর সুশিক্ষিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুন্দর করা হয়েছে, ইহা পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। কিন্তু আল্লার নিকট শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল।

১৫। তুমি বল—আমি কি তোমাদেরকে ইহা অপেক্ষাও উত্তম বিষয়ের সংবাদ দিব? যারা ধর্মভীরু তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট স্বর্গোদ্যান রয়েছে। যার নিম্নে নদী সমূহ প্রবাহিত সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লার নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি লক্ষ্যকারী।

১৬। যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, এবং নরকের শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা কর।

১৭। যারা ধৈর্যশীল ও সত্যপরায়ণ এবং সেবানুগত ও দানশীল এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।

১৮। আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দেন যে—তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং ফেরেশ্তাগণ ও জ্ঞানবানগণ সুবিচারে আস্থাস্থাপনকারী; এই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই।

১৯। নিশ্চয় ইসলামই (শান্তি) আল্লার নিকট মনোনীত ধর্ম, এবং যাদেরকে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর বিদ্রোহ ব্যতীত বিরোধ করে না, এবং যে আল্লার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে, আল্লাহ নিশ্চয় তার সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

২০। অনন্তর যদি তোমার সাথে কলহ করে, তবে তুমি বল—আমি ও আমার অনুগামীগণ আল্লার উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছি, এবং যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, ও যারা নিরক্ষর, তাদের বল—তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছো? অনন্তর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয় সুপথ পাবে, আর যদি ফিরে যায়, তবে তোমার শুধু প্রচার করা কর্তব্য, আল্লাহ সেবকগণের প্রতি লক্ষ্যকারী।

।। রুকু ৩ ।।

২১। যারা আল্লার নিদর্শন অবিশ্বাস করে, অন্যায়রূপে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়-পরায়ণতার নির্দেশ দেয়—তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

২২। এই সব লোক, ইহাদের ইহকাল ও পরকালের কার্য্যবলী নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

২৩। তুমি কি তাদের দেখ নাই, যাদের গ্রন্থের কিছু অংশ দান করা হয়েছিল? তাদের আল্লার গ্রন্থের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল, যাতে উহা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; অতঃপর তাদের একদল ফিরে দাঁড়ায়, আর তারাই পরাঙমুখ।

২৪। ইহা এই জন্য যে তারা বলে—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দিবস ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, তারা যা স্থির করেছে, তাদের ধর্মবিষয়ে উহা তাদের প্রতারিত করেছে।

২৫। কিন্তু যেদিন আমি তাদের একত্রিত করব—যাতে কোন সন্দেহ নাই, তখন তাদের কি দশা হবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে, তা পূর্ণভাবেই প্রদত্ত হবে, এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।

২৬। তুমি বল—হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ, তুমি যাকে খুশী রাজত্ব দান কর, এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, ও যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা প্রদান কর, তোমারই হস্তে কল্যাণ; নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।

২৭। তুমি রাতকে দিনে পরিণত কর, ও দিনকে রাতে পরিণত কর; তুমিই মৃত্যু হতে জীবনের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবিতকে মৃতে রূপান্তরিত কর। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান কর।

২৮। বিশ্বাসীগণ যেন—বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অবিশ্বাসীগণকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ না করে, যে কেহ এইরূপ করবে, তার সাথে আল্লার কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে কোন ভয় আশঙ্কা কর তবে তাদের সম্বন্ধে সতর্কতার সাথে সাবধান থাকবে। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন, এবং আল্লার দিকেই প্রত্যাবর্তন।

২৯। তুমি বল—তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা যদি তোমরা গোপন কর, অথবা ব্যক্ত কর, আল্লাহ উহা জ্ঞাত আছেন, এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তাও অবগত আছেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

৩০। যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি, সে যা—ভাল কাজ করেছে, এবং সে—যা মন্দ কাজ করেছে, তা বিদ্যমান হবে, সেদিন সে কামনা করবে তার ও ওর মধ্যে দূর ব্যবধান, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন, আল্লাহ সেবকগণের প্রতি স্নেহশীল।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১। তুমি বল—যদি তোমরা আল্লাকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন, ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৩২। বল—আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও। কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়। তবে নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীগণকে ভালবাসেন না।

৩৩। নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে ও নূহকে এবং ইব্রাহীমের সন্তানগণকে ও ইমরাণের সন্তানগণকে বিশ্ব-জগতের উপর মনোনীত করেছেন।

৩৪। বংশানুক্রমে এরা একে অপরের সন্তান, এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৩৫। যখন ইমরাণের স্ত্রী বলেছিল—হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার গর্ভে যা আছে, তা একান্ত ভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে ইহা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৩৬। অতঃপর যখন সে উঁহাকে প্রসব করল, তখন সে বলল—'হে আমার প্রতিপালক ; আমি কন্যা প্রসব করেছি। সে যা প্রসব করেছে, আল্লাহ তা সম্যক অবগত, এবং পুত্রও এই কন্যার তুল্য নহে, এবং আমি উহার নাম রাখলাম—মরিয়ম। এবং আমি উহাকে ও উহার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম।

৩৭। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেন এবং তাকে ভালভাবেই মানুষ করেন, এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন, যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে দেখা করতে যেতো, তখনই তার নিকট খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেত, সে বলত—হে মরিয়ম! এই সব তুমি কোথায় পেলে ? সে বলত—উহা আল্লার নিকট হতে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৩৮। সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করল—হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। তুমিই প্রার্থনা-শ্রবণকারী।

৩৯। যখন যাকারিয়া কক্ষে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল। তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিল—নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লার বাণীর সমর্থক ; নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী হবে।

৪০। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র হবে কি করে, আমার তো বার্দ্ধক্য এসেছে ; এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বললেন—এই ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

৪১। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন—তোমার নিদর্শন এই যে—তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিকভাবে স্মরণ কর, এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা প্রচার কর।

।। রুকু ৫ ।।

৪২। এবং যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল—ও মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্ব-জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন।

৪৩। ও মরিয়ম তোমার প্রতিপালকের আরাধনা কর। এবং সেজদা কর ও রুকুকারিগণের সাথে রুকু কর।

৪৪। ইহা অদৃশ্যালোকের সংবাদ—যা তোমাকে ঐশীবাণী দ্বারা জানাচ্ছি। মরিয়মের প্রতিপালন-ভার কে গ্রহণ করবে, এর জন্য যখন তারা কলম (তীর) নিক্ষেপ করছিল, তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না, এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল, তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।

৪৫। যখন ফেরেশতাগণ বলল,—হে মরিয়ম ! আল্লাহ তাঁর একটি কথার দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ

দিয়েছেন—তার নাম মরিয়ম নন্দন ঈসা মসিহ, সে ইহলোকে ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্যতম।

৪৬। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।

৪৭। সে বলেছিল—হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার পুত্র হবে, এবং কোন পুরুষ তো আমাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি বললেন—এইরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যখন তিনি কোন কার্য্যের মনস্থ করেন, তখন তিনি "হও" ব্যতীত বলেন না, ফলতঃ উহা হয়ে যায়।

৪৮। তিনি তাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান এবং তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন।

৪৯। এবং তাকে ইসরাইল-বংশীয়গণের জন্য রসুল করবেন। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট এসেছি, আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষী-সদৃশ আকৃতি গঠন করব, অতঃপর উহাতে আমি ফুৎকার দিব, ফলে উহা আল্লার অনুমতিক্রমে পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিকে নিরাময় করব, এবং আল্লার অনুমতি ক্রমে মৃতকে জীবিত করব। তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও মজুত কর তা তোমাদের বলে দেব, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।

৫০। এবং আমার পূর্বে তওরাত হতে যা আছে, ইহা তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী, এবং তোমাদের জন্য যা অবৈধ হয়েছিল—তার কিছু তোমাদের জন্য বৈধ করব, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন এনেছি। অতএব আল্লাকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও।

৫১। নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁরই প্রার্থনা কর। ইহাই সরল পথ।

৫২। যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল, তখন সে বলল—আল্লার পথে কে আমার সাহায্যকারী? শিষ্যগণ বলল—আমরাই আল্লার পথে সাহায্যকারী, আমরা আল্লাতে বিশ্বাস এনেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি এর সাক্ষী থাক।

৫৩। হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি যা অবতীর্ণ করেছ, তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি, এবং আমরা এই রসুলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্য-বহনকারীদের তালিকাভুক্ত কর।

৫৪। এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, ও আল্লাহ্ কৌশল করলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৫। যখন আল্লাহ বললেন—হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব, ও তোমাকে উত্তোলন করব, এবং অবিশ্বাসীগণ হতে তোমাকে পবিত্র করব, এবং যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের উপর তোমার অনুগামীগণকে উত্থানদিবস পর্যন্ত সমুন্নত করব। অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল, তার মীমাংসা করব।

৫৬। যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি দান করব। এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

৫৭। আর যারা বিশ্বাস করেছে, এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দেওয়া হবে। আল্লাহ্ অত্যাচারীগণকে ভালবাসেন না।

৫৮। যা আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি—তা নিদর্শন ও বিজ্ঞানসম্মত বাণী হতে।

৫৯। আল্লার নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত-সদৃশ, তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাকে বলেছিলেন 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।

৬০। সত্য তোমার প্রতিপালক হতে, অতএব তুমি সংশয়ীগণের অন্তর্গত হয়ো না।

৬১। অনন্তর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপর ঐ নিয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তবে তুমি বল—এস আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণ, এবং আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণ, এবং আমাদের জীবনসমূহ ও তোমাদের জীবনসমূহকে আহ্বান করি। তারপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীগণের উপর আল্লার অভিসম্পাৎ হোক।

৬২। নিশ্চয় ইহা সত্য কাহিনী। এবং আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই। নিশ্চয় সেই আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৬৩। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ফসাদকারীগণকে সম্যক অবহিত।

।। রুকু ৭ ।।

৬৪। তুমি বল—হে গ্রন্থানুগামীগণ, আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে মিল আছে, তার দিকে এস, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা না করি, ও তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির না করি, এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে প্রভুরূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়, তবে বল—সাক্ষী থাক যে, আমরাই মুসলমান।

৬৫। হে গ্রন্থানুগামীগণ তোমরা কেন ইব্রাহীম সম্বন্ধে বিরোধ করছ, তার পরে ব্যতীত তওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয় নাই। তবু কি তোমরা বোঝ না ?

৬৬। হাঁ, তোমরাই উহারা, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল, তা লয়েও তোমরা কলহ করেছিলে, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই, তা লয়ে কেন কলহ করছ ? এবং আল্লাহ জ্ঞাত আছেন, এবং তোমরা জ্ঞাত নহ।

৬৭। ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)। এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্গত ছিল না।

৬৮। যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা এবং এই নবী ও বিশ্বাসীগণ (মানুষের মধ্যে) ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

৬৯। গ্রন্থানুগামীদের একদল তোমাকে বিপথগামী করাতে চেয়েছিল, অথচ তারা তাদের নিজেদেরকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তারা বোঝে না।

৭০। হে গ্রন্থানুগামীগণ ! তোমরা কেন আল্লার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস কর, এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ?

৭১। হে গ্রন্থানুগামীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দাও, এবং সত্য গোপন কর। যখন তোমরা জান ?

॥ রুকু ৮ ॥

৭২। গ্রন্থানুগামীগণের মধ্যে একদল বলে যে—বিশ্বাসীগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, সকালে তা বিশ্বাস কর ও বিকালে অবিশ্বাস কর। তা হলে তারা ফিরে যাবে।

৭৩। এবং যারা তোমার ধর্মের অনুসরণ করে, তাদেরকে ব্যতীত বিশ্বাস করো না। তুমি বল—আল্লার পথই সুপথ, যা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তদ্রূপ অন্যকেও দেওয়া হতে পারে। অথবা যদি তোমার প্রতিপালকের সম্বন্ধে তোমার সাথে কলহ করে, তবে তুমি বল—গৌরব আল্লারই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাই প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

৭৪। তিনি যার প্রতি স্বীয় করুণা নির্দিষ্ট করেন, এবং আল্লাহ মহান গৌরবশীল।

৭৫। গ্রন্থানুগামীগণের মধ্যে এরূপ লোক আছে, যার নিকট ধনরাশি গচ্ছিত রাখলে, সে তোমাকে তা ফেরৎ দেবে, এবং তাদের মধ্যে এরূপ লোকও আছে, যার নিকট এক দিনার গচ্ছিত রাখলেও, সে তোমাকে ফিরে দিবে না, যে পর্যন্ত তুমি উহার উপর দণ্ডায়মান না হও, কারণ তারা বলে—যে আমাদের উপব ঐ অশিক্ষিতগণের কোন পন্থা নাই। এবং তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

৭৬। হাঁ, কেহ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করলে ও সংযত হলে, নিশ্চয় আল্লাহ সংযমীগণকে ভালবাসেন।

৭৭। নিশ্চয় যারা আল্লার অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, পরলোকে তাদের কোন অংশ নাই, এবং আল্লাহ তাদের সম্পর্কে কথা বলবেন না, ও উত্থানদিবসে তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না। এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

৭৮। তাদের মধ্যে এরূপ একদল লোক আছে, যারা গ্রন্থকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে তোমরা উহাকে আল্লার গ্রন্থ বলে মনে কর। কিন্তু উহা গ্রন্থেব অংশ নহে, এবং তারা বলে ইহা আল্লার নিকট হতে আগত। কিন্তু উহা আল্লার নিকট হতে প্রেরিত নহে, তারা জেনে শুনে আল্লার সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

৭৯। ইহা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে যে, আল্লাহ যাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান এবং নবুয়ত দান করেন—তৎপর সে মানুষের মধ্যে বলে—তোমরা আল্লাকে ত্যাগ করে আমার উপাসক হও ; বরং প্রভুরই উপাসক হও, কারণ তোমরাই গ্রন্থশিক্ষা দান কর, এবং তোমরাই উহা পাঠ করে থাক।

৮০। এবং তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশ্‌তাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ কর। তোমরা আত্মসমর্পণকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদের অবিশ্বাসী হতে বলবেন।

॥ রুকু ৯ ॥

৮১। এবং আল্লাহ যখন নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে, তার সত্যতা প্রমাণকারী একজন রসুল গমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, এবং তার সাহায্যকারী হবে।

তিনি আবার বলেছিলেন—তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে, ও আমার শর্ত গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল—আমরা স্বীকার করলাম, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্গত থাকলাম।

৮২। এর পর যারা বিমুখ হবে, তারাই সত্যত্যাগী।

৮৩। তবে কি তারা আল্লার ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম কামনা করে? আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্তই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৮৪। বল—আমরা আল্লার প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা ইব্রাহীম ও ইসমাইল ও ইসহাক ও ইয়াকুব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা মুসা ও ঈসা ও নবীগণকে তাদের প্রতিপালক হতে দেওয়া হয়েছে—তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আমরা তাদের মধ্যে কাউকে কোন পার্থক্য করি না, এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্ম-সমর্পণকারী।

৮৫। এবং যে কেহ ইসলাম (শান্তি) ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসরণ করলে তা কখনও তাঁর নিকট গৃহীত হবে না। এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্গত হবে।

৮৬। কিরূপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করবেন, যারা বিশ্বাসী হওয়ার পর অবিশ্বাসী হয়েছে। এবং তারা রসুলের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেছিল, এবং তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ এসেছিল। এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করান না।

৮৭। উহারাই, যাদেব প্রতিফল, নিশ্চয় তাদেব উপর আল্লার ও তাঁর ফেরেশ্তাগণের ও সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত।

৮৮। তারা এতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু হবে না। এবং তাদের অবকাশ দেওয়া হবে না।

৮৯। তবে এর পব যারা তওবা কবে ও নিজেদের সংশোধন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৯০। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপনেব পর অবিশ্বাসী হয়েছে, তৎপর অবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা কখনই গৃহীত হবে না, এবং তারাই পথভ্রান্ত।

৯১। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়-স্বরূপ প্রদান করলেও নেওয়া হবে না। ওদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, এবং ওদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

পারা ৪

॥ রুকু ১০ ॥

৯২। তোমরা যা ভালবাস, তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্যলাভ করতে পারবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত।

৯৩। তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইস্রাইলগণ নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল, তা ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইস্রাইল-বংশধরগণের জন্য বৈধ ছিল, তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তওরাত আন ও পাঠ কর।

৯৪। ইহার পরও যদি কেহ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে, তারাই অত্যাচারী।

৯৫। তুমি বল—আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা ইব্রাহীমের সুদৃঢ় ধর্ম গ্রহণ কর, সে অংশী-বাদীগণের অন্তর্গত ছিল না।

৯৬। মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো বাক্কায় (মক্কায়)। উহা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী।

৯৭। উহাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। (যেমন) "মাকামে ইব্রাহীম" অবস্থিত, (ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান) এবং যে উহার মধ্যে প্রবেশ করে, সে শান্তি পায়। এবং আল্লার উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ্জ করা সেই সকল লোকের কর্তব্য, যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, এবং যদি কেহ অবিশ্বাস করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ব-জগৎ হতে যথেষ্ট।

৯৮। তুমি বল— হে গ্রন্থানুগামীগণ, তোমরা কেন আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ, এবং তোমরা যা করছ, আল্লাহ তার সাক্ষী।

৯৯। বল, হে গ্রন্থানুগামীগণ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার মধ্যে কুটিলতার কামনায় কেন তোমরা তাকে আল্লার পথে রোধ করছ, এবং তোমরাই সাক্ষী রয়েছ ? এবং তোমরা যা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।

১০০। হে বিশ্বাসীগণ, যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, যদি তোমরা তাদের একদলের অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের বিশ্বাসের পর আবার অবিশ্বাসীতে পরিণত করবে।

১০১। কিরূপে তোমরা অবিশ্বাস করতে পার—যখন আল্লার নিদর্শনাবলী তোমাদের নিকট পঠিত হয়, এবং তোমাদের মধ্যে তাঁদের রসুল বিদ্যমান আছেন। এবং যে কেহ আল্লাকে অবলম্বন করলে, সে সরল পথে পরিচালিত হবে।

॥ রুকু ১১ ॥

১০২। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাকে যথার্থভাবে ভয় কর, এবং তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণ-কারী) না হয়ে মরো না।

১০৩। এবং তোমরা সকলে আল্লার রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের

প্রতি আল্লার অনুগ্রহকে স্মরণ কর। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হলে। তোমরা অগ্নি-কুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদের উহা হতে উদ্ধার করেন; এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন। যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

১০৪। তোমাদের মধ্যে এরূপ একদল হওয়া উচিত—যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, এবং সৎ-কাজের নির্দেশ দিবে, ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।

১০৫। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।

১০৬। যেদিন মুখমণ্ডলসমূহ শ্বেতবর্ণ হবে, ও মুখমণ্ডলসমূহ কৃষ্ণবর্ণ হবে; তৎপর যাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে, তবে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাস করেছিলে? অতএব তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

১০৭। এবং যাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লার করুণার অন্তর্ভুক্ত, তারা তন্মধ্যে সর্বদা অবস্থান করবে।

১০৮। এইগুলো আল্লার নিদর্শন, যা আমি তোমার প্রতি সত্যসহ পাঠ করছি। আল্লাহ বিশ্ব-জগতের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না।

১০৯। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লারই। এবং আল্লার দিকে সমস্ত কর্ম প্রত্যাবর্তিত হবে।

॥ রুকু ১২ ॥

১১০। তোমরাই মানবমণ্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে উদ্ভূত হয়েছো, তোমরা সৎকাজের আদেশ দান কর, ও অসৎকাজে নিষেধ কর, এবং আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। যদি গ্রন্থানুগামীগণ বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে অবশ্যই তাদের মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী এবং তাদের অধিকাংশই দুস্কৃতকারী।

১১১। সামান্য ক্লেশ দেওয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে। তারপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

১১২। আল্লার নিকট আশ্রয় গ্রহণ এবং মানুষের নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত তারা যেখানেই অবস্থিত হোক, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লার কোপে নিপতিত হয়েছে, এবং দারিদ্র্যে আক্রান্ত হয়েছে। ইহা এই হেতু যে তারা আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছিল এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করছিল; যেহেতু তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সীমা অতিক্রম করেছিল।

১১৩। তারা সকলে সমান নহে, গ্রন্থানুগামীদের মধ্যে এক সুপ্রতিষ্ঠিত দল আছে, যারা রজনী-যোগে আল্লার বাণীসমূহ পাঠ করে এবং 'সেজ্দা' করে থাকে।

১১৪। তারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, এবং সৎকাজে তৎপর, এবং তারাই সৎ-শীলদের অন্তর্গত।

১১৫। উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে, তার প্রতিদান হতে তাদের কখনও বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে জ্ঞাত।

১১৬। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লার নিকট কোন কাজে লাগবে না। তারাই নরকবাসী, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।

১১৭। তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ুর অনুরূপ, যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে, উহা সেই সকল সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রে পতিত হয় এবং তা ধ্বংস করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, বরং তারাই নিজ জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে।

১১৮। হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের আপনজন ব্যতীত আর কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে ত্রুটি করবে না, যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে, তাই তারা কামনা করে, তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

১১৯। সতর্ক হও, তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না, এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই বিশ্বাস কর। এবং যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে— আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এবং যখন নির্জন হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে অঙ্গুলি-সমূহ দংশন করে। তুমি বল—তোমরা নিজেদের আক্রোশে ম'রে যাও।

১২০। যদি তোমাদের মঙ্গল হয়, তবে তারা মর্মাহত হয়, এবং যদি তোমাদের অমঙ্গল হয়, তখন তারা আনন্দিত হয়। এবং যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর ও সংযমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা পারে, নিশ্চয় আল্লাহ তা জ্ঞাত।

॥ রুকু ১৩ ॥

১২১। এবং যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে যুদ্ধার্থে ঘাঁটিতে স্থাপন করার জন্য প্রভাতে স্বীয় পরিজন হতে বের হয়েছিলে, এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

১২২। যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল, এবং আল্লাহ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লার প্রতি যেন বিশ্বাসীগণ নির্ভর করে।

১২৩। বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১২৪। যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে বলেছিলে—ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন সহস্র ফেরেশ্তা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৫। হাঁ নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং সংযমী হও, এবং যদি তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর পতিত হয়, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশ্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেন।

১২৬। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য একে সুসংবাদ ব্যতীত করেন নাই, ও এর দ্বারা তোমাদের অন্তর যেন আশ্বস্ত হয়। এবং পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লার নিকট ব্যতীত সাহায্য নাই।

১২৭। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, তিনি এইরূপে তাদের একাংশকে কর্তিত করেন, অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন। যাতে তারা অকৃতকার্য্যতা-সহকারে ফিরে যায়।

১২৮। এই কাজে তোমার কিছুই করণীয় নাই, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন। কারণ তারা সীমা-লঙ্ঘনকারী।

১২৯। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্তই আল্লারই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

॥ রুকু ১৪ ॥

১৩০। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর। যেন তোমরা সফলকাম হও।

১৩১। এবং সেই অগ্নিকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত আছে।

১৩২। তোমরা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার কর, যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার।

১৩৩। তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও স্বর্গের দিকে ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিন জুড়ে। উহা ধর্মভীরুগণের জন্য নির্মিত হয়েছে।

১৩৪। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, এবং যারা ক্রোধ-সম্বরণকারী এবং মানবের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

১৩৫। এবং যখন কেহ কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে, বা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধ ক্ষমা করে থাকে? এবং তারা যা করেছে, তার জন্য হটকারিতা করে না, এবং তারা উহা অবগত আছে।

১৩৬। তাদেরই জন্য পুরস্কার,—তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা এবং স্বর্গ—যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার কত উত্তম।

১৩৭। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে আদর্শসমূহ অতীত হয়েছে, অতএব পৃথিবীতে বিচরণ কর, লক্ষ্য কর মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

১৩৮। ইহা মানবমণ্ডলীর জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা, এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ।

১৩৯। তোমরা শিথিল হয়ো না, ও বিষণ্ণ হয়ো না। তোমরাই সমুন্নত, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

১৪০। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত ওদেরও লেগেছে, মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর আমি পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই। এবং যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের আল্লাহ এইভাবে প্রকাশ করেন, এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীসমূহ গ্রহণ করব। এবং আল্লাহ অত্যাচারী-গণকে ভালবাসেন না।

১৪১। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ এইভাবে নির্মল করেন, এবং অবিশ্বাসী-দের ধ্বংস করেন।

১৪২। তোমরা কি মনে কর যে তোমরাই স্বর্গে প্রবেশ করবে, এবং যারা ধর্মযুদ্ধ করে ও যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে হতে এখনও তাদেরকে প্রকাশ করেন নাই।

১৪৩। এবং নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই উহার সাক্ষাৎ কামনা করেছিলে, অনন্তর নিশ্চয় তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করেছ, এবং তোমরা এখন চোখে দেখছ।

॥ রুকু ১৫ ॥

১৪৪। এবং মহম্মদ রসুল ব্যতীত নহে, এবং তার পূর্বে রসুলগণ গত হয়েছে ; অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে, এবং যে কেহ পেছনে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লার কোনই অনিষ্ট করবে না। শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞগণে পুরস্কৃত করেন।

১৪৫। আল্লার আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। এবং যে কেহ ইহলোকের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা হতেই প্রদান করি, এবং যে কেহ পরকালের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা হতেই প্রদান করে থাকি। আমি কৃতজ্ঞগণে অচিরেই পুরস্কৃত করে থাকি।

১৪৬। এমন নবীগণ ছিল, যাদের সাথে প্রভুভক্ত লোকে যুদ্ধ করেছিল, পরন্তু আল্লার পথে যা সংঘটিত হয়েছিল, তাতে তারা নিরুৎসাহিত হয়নি, ও বিচলিত হয়নি। এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণে ভালবাসেন।

১৪৭। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ ও আমাদের অপচয়সমূহ ক্ষমা কর, এবং আমাদের চরণসমূহ সুদৃঢ় কর, এবং অবিশ্বাসীদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। ইহা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিল না।

১৪৮। অতঃপর আল্লাহ তাদের পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

॥ রুকু ১৬ ॥

১৪৯। হে বিশ্বাসীগণ, যারা অবিশ্বাস করেছে, যদি তোমরা তাদের অনুগত হও, তবে তারা তোমাদের পশ্চাতে ফিরিয়ে নেবে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

১৫০। বরং আল্লাই তোমাদের অভিভাবক, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

১৫১। যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি সত্বর তাদের অন্তরসমূহে ভীতি সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লার সাথে সেই বিষয়ে অংশী স্থির করেছে, যে বিষয়ে আল্লাহ কোন প্রমাণ পাঠান নাই। নরক তাদের আবাসস্থান, এবং উহা অত্যাচারীগণের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান।

১৫২। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করলেন, যখন তোমরা তাঁর আদেশে সাহস না হারান পর্যন্ত ঝগড়া করছিলে, এবং অবাধ্য হয়েছিলে, তৎপর তোমরা যা ভালবেসেছিলে— তা তিনি তোমাদের দেখালেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ কামনা করছিল ; তৎপর তিনি তোমাদের পরীক্ষার জন্য বিরত করলেন, ও নিশ্চয় তোমাদের ক্ষমা করলেন, এবং আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

১৫৩। যখন তোমরা উপরের দিকে পালাচ্ছিলে, এবং পেছনে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, যদিও রসুল তোমাদেরকে পেছন থেকে আহ্বান করছিলেন, পরে তোমাদের তিনি দুঃখের উপর দুঃখ

দিলেন, কিন্তু যা অতীত হয়েছে, এবং তোমাদের উপর যা আসে নাই, তার জন্য দুঃখ কর না, এবং তোমরা যা করছ, আল্লাহ তা অবহিত।

১৫৪। অতঃপর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি প্রদান করলেন, উহা তন্দ্রা, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল, আর একদল নিজ জীবনের জন্য চিন্তা করছিল, ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্যের বিনিময়ে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করছিল যে—এ-বিষয়ে আমাদের কি কোন অধিকার নাই ? তুমি বল—সকল বিষয়ে আল্লারই অধিকার ; তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রাখে তা তোমার নিকট প্রকাশ করবে না, তারা বলে—যদি এ-বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল—যদি তোমাদের গৃহ মধ্যেও থাকতে, তবুও যাদের প্রতি হত্যা বিধিবদ্ধ হয়েছে, তারা নিশ্চয় স্বীয় বধ্যস্থানে এসে উপস্থিত হত। এবং ইহা এই জন্য যে, তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, আল্লাহ তা কষিত করেন, এবং এইরূপে তিনি তোমাদের হৃদয়ের কথা পরীক্ষা করে থাকেন, এবং আল্লাহ অন্তরের ভাব অবহিত।

১৫৫। যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেইদিন যারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন করেছিল। আল্লাহ তাদেব ক্ষমা করেছেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

॥ রুকু ১৭ ॥

১৫৬। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, ও তাদের ভাইগণ যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের নিকট থাকত, তবে তারা মরত না, অথবা নিহত হতো না। ফলতঃ আল্লাহ ইহাই তাদেব মনস্তাপে পরিণত করেন ; আল্লাই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার লক্ষ্যকারী।

১৫৭। তোমরা আল্লার পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যু বরণ করলে—যা তারা জমা করে, আল্লাব ক্ষমা এবং দয়া তা অপেক্ষা শ্রেয়।

১৫৮। এবং তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে, আল্লার নিকট তোমাদের একত্রিত করা হবে।

১৫৯। আল্লার দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছিলে, যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, এবং তুমি কোন সংকল্প করলে—আল্লার প্রতি নির্ভর করো ; যারা নির্ভর করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

১৬০। যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেহ জয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে, তিনি ব্যতীত কে সে— যে তোমাদের সাহায্য করবে ? বিশ্বাসীগণ আল্লার উপরেই নির্ভর করে থাকে।

১৬১। কোন নবীর পক্ষেই সম্ভব নহে, নবী অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করবে, এবং যে কেহ অন্যায় ভাবে গোপন করে, এবং যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করে, কিয়ামতের (উত্থানদিবস) দিন সে তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে অর্জন করেছে, তা পূর্ণভাবে প্রদত্ত হবে, এবং তারা নির্যাতীত হবে না।

১৬২। অবশ্য যে আল্লার সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে, সে কি উহার তুল্য হতে পারে? যে আল্লার আক্রোশে পতিত হয়েছে—তার বাসস্থান নরক এবং উহা নিকৃষ্ট পরিণামস্থল।

১৬৩। আল্লার নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

১৬৪। তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রসুল প্রেরণ করে আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে, তাদের পরিশোধন করে, এবং গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। এবং নিশ্চয় এর পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

১৬৫। যখন তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হয়, তোমরাও তাদের প্রতি দুবার অনুরূপ বিপদ উপস্থিত করেছিলে, তখন তোমরা বলেছিলে—ইহা কোথা হতে হল। বল, ইহা তোমাদের নিজেদের নিকট হতে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৬৬। যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সে দিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লারই ইচ্ছাক্রমে, ইহা বিশ্বাসীদের জানবার জন্য।

১৬৭। এবং এর দ্বারা কপটদের জানবার জন্য, তাদের বলা হয়েছিল—এস আল্লার পথে সংগ্রাম কর, অথবা তাদের বিনাশ কর, তারা বলেছিল—যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম, তবে কি আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম না? তারা সেইদিন বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল, তাদের অন্তরে যা নাই, তাই তারা মুখে বলে থাকে, এবং তারা যে বিষয় গোপন করে, আল্লাহ তা জানেন।

১৬৮। যারা (আপন ঘরে বসে) তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের মৃত্যু হতে রক্ষা কর।

১৬৯। যারা আল্লার পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনও মৃত মনে করো না, (তারা প্রতিপালকের দৃষ্টিতে) বরং জীবিত, এবং প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

১৭০। আল্লাহ তাদের স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দিয়েছেন ওতেই তারা সন্তুষ্ট, এবং তাদের (শহীদ) পক্ষ হতে যারা পশ্চাতে থেকে তাদের সাথে এখন (পরপারে) মিলিত হয় নাই, তাদের সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাদের ভয় নাই, ও তারা দুঃখিতও হবে না।

১৭১। তাদের আল্লার নিকট হতে অনুগ্রহ ও সম্পদের বিষয়ে সুসংবাদ দান করা হচ্ছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

॥ রুকু ১৮ ॥

১৭২। যারা আঘাত পাওয়ার পরও আল্লাহ ও রসুলকে স্বীকার করেছিল, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করেছে ও সংযত হয়েছে, তাদের জন্য মহান্ প্রতিদান আছে।

১৭৩। যাদের লোকে বলেছিলো—নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সকল লোক সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় কর, কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছিল, এবং তারা বলেছিল, আল্লাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং উত্তম কর্ম-বিধায়ক।

১৭৪। তারপর তারা আল্লার অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি, আল্লাহ যাতে রাজী তারা তাই-ই করেছিল, এবং আল্লাহ মহান্ গৌরবশালী।

১৭৫। শয়তানই তোমাদের তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তাদের ভয় কর না, এবং আমাকেই ভয় কর।

১৭৬। এবং যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তুমি তাদের জন্য বিষণ্ণ হয়ো না, তারা কখনও আল্লার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ তাদের জন্য পরলোকে কোন অংশ ইচ্ছা করেন না। এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে।

১৭৭। যারা বিশ্বাসের বিনিময়ে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে, তারা কখনও আল্লার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

১৭৮। এবং যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদের যে সুযোগ দিয়েছি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর, তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে, এ ছাড়া আমি তাদের অবসর প্রদান করিনি, এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে।

১৭৯। অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লার কাজ নয়, তবে আল্লাহ তার রসুলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা বিশ্বাসী ও সংযমী হও, তবে তোমাদের জন্য মহা প্রতিদান আছে।

১৮০। এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তোমাদের যা কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, উহা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং উহা তাদের জন্য অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে, উত্থানদিবসে উহাই তাদের গলার বেড়ী হবে, এবং আল্লাহ আসমান ও জমিনের চরম স্বত্বাধিকারী। এবং তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ পরম অভিজ্ঞ।

॥ রুকু ১৯ ॥

১৮১। অবশ্য আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে—যে, নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনবান, তারা যা বলেছে ও তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করা আমি লিপিবদ্ধ করব, এবং আমি তাদের বলব—তোমরা প্রদাহকারী-শাস্তি ভোগ কর।

১৮২। ইহা তোমাদের কৃতকর্মের ফল, এবং নিশ্চয় আল্লাহ সেবকগণের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

১৮৩। যারা বলে থাকে, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের জন্য অঙ্গীকার করেছেন যে, অগ্নি যা গ্রাস করে, আমাদের জন্য এমন উৎসর্গ (কোরবাণী) আনয়ন না করা পর্যন্ত আমরা যেন কোন নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি, তুমি বল—নিশ্চয় আমার পূর্বে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এবং তোমরা

যা বল তৎসহ রসুলগণ আগমন করেছিল। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কেন তোমরা তাদের হত্যা করেছিলে ?

১৮৪। তারপর যদি তারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে, তবে তোমার পুর্বেও রসুলগণের প্রতি অসত্যা-রোপ করা হয়েছিল, যারা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র পুস্তিকাসহ এসেছিল।

১৮৫। সমস্ত প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদগ্রহণকারী, এবং নিশ্চয় উত্থানদিবসে তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। অতএব যে কেহ অগ্নি হতে মুক্ত হয়েছে এবং প্রবেশ করেছে, ফলতঃ নিশ্চয় সে সফলকাম, এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় সম্পদ ব্যতীত নহে।

১৮৬। তোমাদেরকে নিশ্চয় তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। এবং যাদের তোমাদের পুর্বে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে, এবং যারা অংশী স্থাপন করেছে, তাদের নিকট হতে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে, যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং সংযমী হও, তবে উহা সুদৃঢ় কার্য্যাবলীর অন্তর্গত।

১৮৭। যখন আল্লাহ যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা নিশ্চয় ইহা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, এবং উহা গোপন করবে না। কিন্তু তারা উহা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, এবং অল্প মুল্যে বিক্রয় করল, অতএব তারা যা ক্রয় করল তা নিকৃষ্টতর।

১৮৮। তোমরা এরূপ মনে করো না যে, তারা যা করেছে, তাতে তারা সন্তুষ্ট এবং যা করে নাই— তার জন্য প্রশংসাপ্রার্থী; বরং কখনও মনে করো না যে, তারা শাস্তি হতে মুক্ত এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

১৮৯। আল্লারই জন্য আসমান ও জমিনের আধিপত্য, আল্লাহ সর্ব-বিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।

॥ রুকু ২০ ॥

১৯০। নিশ্চয় অসমান ও জমিনের সৃজনে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানীগণের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

১৯১। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাকে স্মরণ[১] করে, এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে—হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি ইহা বৃথা সৃষ্টি কর নাই ; তুমিই পবিত্রতম, তুমি আমাদের নরকানল হতে রক্ষা কর।

১। ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা নামাজ। এই নামাজ সম্পর্কে পবিত্র কোরাণে যতবার (৮২) বলা হয়েছে, অন্য কোন কিছু সম্পর্কে এত বেশী তাগিদ দেওয়া হয় নি। নবীবর হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনেও এই নামাজই ছিল অতি প্রিয় বস্তু। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তিনি তাঁর প্রিয় উম্মত্‌দের (শিষ্য) এই নামাজ সম্পর্কে অতি সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। এই নামাজ কেন ? বা কিজন্য ? তার যথার্থ উত্তর দিয়েছে মহান কোরাণ নিজেই—"নামাজ কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) কর আমার স্মরণের জন্য।" সুতরাং ইসলাম ধর্মে আল্লাহকে 'স্মরণ' সমস্ত কাজের মূল ও ফুল।

১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক! কাহাকেও তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে, ফলতঃ নিশ্চয় তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

১৯৩। হে আমাদের প্রতিপালক; নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অপরাধ-সমূহ ক্ষমা কর, এবং আমাদের মন্দ কার্যগুলো আবৃত কর, এবং আমাদের পুণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দান কর।

১৯৪। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার রসুলগণের মাধ্যমে যা আমাদের দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তা আমাদের দাও, এবং উত্থানদিবসে আমাদের লাঞ্ছিত কর না, নিশ্চয় তুমি স্বীয় অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম কর না।

১৯৫। অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, আমি তোমাদের পুরুষ ও নারীর মধ্য হতে কোন কর্মীরই কাজ ব্যর্থ করব না, তোমরা পরস্পরে এক; সুতরাং যারা দেশ ত্যাগ করেছে, ও স্বীয় গৃহসমূহ হতে বিতাড়িত হয়েছে, ও আমার পথে নির্যাতীত হয়েছে, এবং সংগ্রাম করেছে ও নিহত হয়েছে, নিশ্চয় তাদের জন্য আমি তাদের মন্দ কার্য্যসমূহ আবৃত করব, এবং নিশ্চয় আমি তাদের স্বর্গে প্রবেশ করাব, যার নিম্নে নদীসকল প্রবাহিত, ইহা আল্লার নিকট হতে প্রতিদান, এবং আল্লার সান্নিধ্যই শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান।

১৯৬। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের নগর সমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে।

১৯৭। ইহা সামান্য ভোগ মাত্র, অতঃপর নরক তাদেব আবাস, এবং উহা নিকৃষ্ট স্থান।

১৯৮। কিন্তু যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাদেব জন্য স্বর্গ, যার নিম্নে নদীসকল প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, ইহা আল্লার পক্ষ হতে আতিথ্য; আল্লার নিকট যা আছে, তা সৎ-কর্ম-পরায়ণদের জন্য শ্রেয়।

১৯৯। এবং নিশ্চয় গ্রন্থানুগামীগণের মধ্যে এরূপ আছে, যারা আল্লার প্রতি, এবং তোমাব প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লার নিকট বিনীত হয়ে তাতে বিশ্বাস করে, এবং আল্লাব নিদর্শনাবলী স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে না; ঐ তারাই, যাদের জন্য আল্লার নিকট পুরস্কাব আছে। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

২০০। হে বিশ্বাসীগণ; তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং সহিষ্ণু ও প্রতিষ্ঠিত হও, এবং আল্লাকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

নেসা—নারী, অবতীর্ণ—মদীনায়

রুকু ২৪ আয়াত ১৭৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

॥ রুকু ১ ॥

১। হে মানবগণ, তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, ও তা হতে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন। এবং তাদের উভয় হতে বহু নরনারী বিস্তার করেছেন, এবং সেই আল্লাকে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও ঘনিষ্ঠতর হয়েছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।

২। এবং পিতৃহীনদের তাদের ধন-সম্পত্তি দান কর, এবং ভাল-র সাথে মন্দ-র বদল কর না, তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস কর না, ইহা মহাপাপ।

৩। এবং যদি তোমরা আশংকা কর যে, পিতৃহীনদের প্রতি তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দুটো, তিনটে, চারটিকে বিয়ে কর, কিন্তু যদি আশংকা কর যে, ন্যায়-বিচার করতে পারবে না, তবে একটি মাত্র (বিয়ে করবে); অথবা (তাও যদি না পার তবে) তোমাদের দক্ষিণহস্ত যার অধিকারী (অর্থাৎ অধিকারভুক্ত দাসীকে বিয়ে করবে), ইহাতে অবিচার না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

৪। এবং নারীগণকে তাদের মোহর (একটি নির্দিষ্ট যৌতুক) দান কর, যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে উহার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।

৫। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারিত করেছেন, তাহা অবোধদের দান কর না, উহা হতে তাদের জীবিকা নির্বাহ করাও, ও তাদের পরিধান করাও, এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল।

৬। পিতৃহীনদের লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত তারা বিয়ের যোগ্য না হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে বিবেক পরিপুষ্ট দেখলে, তাদের সম্পদ তাদের ফিরে দিবে, এবং তারা সাবালকত্ব পাবে বলে তাড়াতাড়ি তা অপব্যয় কর না, ও খেয়ে ফেলো না, এবং যে ধনী সে উহা হতে বিরত থাকবে, এবং যে দরিদ্র, সে উহা ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভোগ করবে। অনন্তর যখন তোমরা তাদের সম্পত্তি তাদের ফেরত দিবে, তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

৭। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে। এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, অল্প বা অধিক নির্দিষ্ট পরিমাণ।

৮। সম্পত্তি বণ্টনকালে (উত্তরাধিকার নয় এমন গরীব) আত্মীয়, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে উহা হতে কিছু দিও, এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।

৯। এবং যে নিজের পশ্চাতে নিজের অসমর্থ সন্তানদের ছেড়ে যাবে, তাদের উপর যে ভীতি আসবে তজ্জন্য তার শঙ্কিত হওয়া উচিত, সুতরাং তাদের আল্লাকে ভয় করা ও সদ্ভাবে কথা বলা উচিত।

১০। যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনগণের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয় তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত ভক্ষণ করে না, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

॥ রুকু ২ ॥

১১। আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান, কিন্তু দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে, তার জন্য অর্ধাংশ। তার সম্বল থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ ; সে নিঃসন্তান হলে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ, এ সব কিছুই সে যা অসিয়ৎ করে গেছে, সেই অসিয়ৎ ও তার ঋণ পরিশোধের পর (প্রযোজ্য)। তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপকারী তা তোমরা অবগত নহ, ইহাই আল্লার নির্দেশ, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

১২। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, তাদের সন্তান থাকলে, তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। ইহা তারা যা অসিয়ৎ করে, তা দেওয়ার পর এবং ঋণ শোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আর তোমাদের সন্তান থাকলে, তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ, এই সব তোমরা যা অসিয়ৎ করবে, তা দেওয়ার পর ও ঋণশোধের পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে, এবং তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশের ; ইহা যা অসিয়ৎ করা হয়, তা দেওয়ার পরও ঋণশোধের পর ; যদি ইহা কারও জন্য হানিকর না হয়। ইহা আল্লার নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

১৩। এই সব আল্লার নির্ধারিত সীমা, কেহ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করলে, তিনি তাকে স্বর্গে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নে নদীসকল প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, ইহা মহা-সাফল্য।

১৪। এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলে, তিনি তাকে নরকে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে, এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আছে।

।। রুকু ৩ ।।

১৫। তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা না করেন।

১৬। এবং যদি তোমাদের মধ্যে দু' জন অস্বাভাবিকতা করে, তবে উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর, কিন্তু তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের রেহাই দিবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৭। আল্লাহ অবশ্য সেই সকল লোকের ক্ষমা গ্রহণ করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করে, এরাই তারা যদের আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

১৮। তওবা তাদের জন্য নহে, যারা আজীবন মন্দ কাজ করে এবং তাদের করো মৃত্যু উপস্থিত হলে বলে—আমি এখন তওবা করছি ; এবং তাদের জন্যও নহে যাদের মৃত্যু হয় অবিশ্বাসী অবস্থায়, উহাদের জন্য আমি যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

১৯। হে বিশ্বাসীগণ, ইহা তোমাদের জন্য বৈধ নহে যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদিগের উত্তরাধিকারী হও, এবং প্রকাশ্য ব্যাভিচার ব্যতীত তোমরা তাদের যা দিয়েছ, তার কিছু অংশ গ্রহণের জন্য তাদের প্রতিরোধ কর না, এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর, তবে এমন হবে যে—আল্লাহ যাতে প্রভুত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।

২০। তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর, এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছু গ্রহণ কর না, তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করবে ?

২১। কিরূপে তোমরা ইহা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের নিকট উপস্থিত হয়েছিলে, এবং তারা তোমাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।

২২। নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিয়ে করেছে, তোমরা তাদের বিয়ে কর না, পূর্বে যা হবার হয়েছে, (এখন নয়)। ইহা অশ্লীল, ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

২৩। তোমাদর জন্য অবৈধ করা হল—তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু (পিতার বোন), খালা (মাতার বোন) ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুধ-মা, দুধ-বোন, শাশুড়ী, এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত (সহবাস) হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে ; তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ—তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দু বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করা, পূর্বে যা হয়েছে—হয়েছে ; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

পারা ৫

২৪। এবং নারীগণের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য ইহা আল্লার বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ, তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নাই, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়।

২৫। তোমাদের মধ্যে যদি কারো স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে, তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী যুবতী বিয়ে করবে, আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান, সুতরাং তাদের বিয়ে করবে—তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে, এবং তারা ব্যাভিচারিণী অথবা উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সাধ্বী হলে তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গত-ভাবে দিবে। বিবাহিতা হবার পর যদি তারা ব্যাভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অধিক। ইহা তাদেরই জন্য—তোমাদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারকে ভয় করে, তবে যদি বিরত থাক, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

॥ রুকু ৫ ॥

২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করাতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

২৭। আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা-পরবশ হতে চাহেন, আর যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চাহে যে তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও।

২৮। আল্লাহ তোমাদের লঘু করতে ইচ্ছা করেন, যেহেতু মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই দুর্বল।

২৯। হে বিশ্বাসীগণ তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসায় করা (বৈধ)। এবং নিজেদের হত্যা কর না, আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়।

৩০। এবং যে কেহ সীমা লংঘন করে—অন্যায়ভাবে উহা করবে, তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করব, ইহা আল্লার পক্ষে সহজসাধ্য।

৩১। তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে, সেই মহাপাপসমূহ হতে বিরত থাকলে আমি তোমাদের লঘু পাপগুলো মোচন করব, এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।

৩২। যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ, এবং নারী যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ, তোমরা আল্লারই নিকট গৌরব প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৩৩। আমি প্রত্যেকটির জন্য উত্তরাধিকার করেছি, যা তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে যায়, এবং তোমাদের দক্ষিণহস্ত যাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ, অতএব তোমরা তাদের অংশ প্রদান কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সাক্ষী।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৪। পুরুষগণ নারীদিগের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত (কর্তা)। যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন, এই হেতু যে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে ; এই জন্য পুণ্যশীলা নারীগণ অনুগত হয়, আল্লার সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে, এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয় তবে তাদের সৎ-উপদেশ দান কর, এবং তাদের শয্যা হতে পৃথক কর, এবং তাদের প্রহার কর, অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন কর না ; নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহীয়ান।

৩৫। এবং যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর—তবে তার বংশ হতে একজন বিচারক ও উহার বংশ হতে একজন বিচারক নির্দিষ্ট কর। যদি তারা মীমাংসা কামনা করে, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী অভিজ্ঞ।

৩৬। তোমরা আল্লার উপাসনা কর। কোন কিছুকে তার শরিক করবে না, এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে ; নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না।

৩৭। যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার শিক্ষা দেয়, এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ হতে তাদের যা দান করেছেন, তা গোপন করে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

৩৮। যারা মানুষকে দেখাবার জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, এবং যাদের সহচর শয়তান—সে কত নিকৃষ্ট সঙ্গী।

৩৯। এতে তাদের কি ক্ষতি হতো, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, এবং আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন—তা হতে ব্যয় করত ; আল্লাহ তাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৪০। নিশ্চয় আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না, এবং যদি কোন সৎকাজ থাকে উহা দ্বিগুণ করেন। এবং আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহা প্রতিদান দান করেন।

৪১। অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায় হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব, এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব।

৪২। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, ও রসুলগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা সেদিন কামনা করবে যেন, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত, এবং আল্লার নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।

॥ রুকু ৭ ॥

৪৩। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা মদ্যপান অবস্থায় উপাসনার নিকটবর্তী হয়ো না, যে পর্যন্ত তোমরা যা বল, তা বুঝতে না পার ; এবং যদি তোমরা পথচারী না হও, তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নহে—গোসল না করা পর্যন্ত। এবং যদি তোমরা পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা থেকে আসে, অথবা তোমরা রমণী স্পর্শ[১] কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির অন্বেষণ কর, তার দ্বারা তোমাদের মুখ ও হাত মুছে ফেল, নিশ্চয় আল্লাহ পাপ-মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

৪৪। তুমি কি তাদের দেখ নাই, যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, তারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে, এবং ইচ্ছা করে যে তুমিও ভ্রান্ত হও।

৪৫। আল্লাহ তোমাদের শত্রুকে ভালভাবে জানেন, আল্লাই অভিভাবক-রূপে যথেষ্ট, এবং আল্লাই সাহায্যকারী-রূপে যথেষ্ট।

৪৬। ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলোর অর্থ বিকৃত করে এবং বলে— শুনলাম কিন্তু মানলাম না, এবং তারা স্বীয় জিহবা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে যে—শোন, শোনা যায় না ও 'রায়েনা'[২] ; এবং যদি তারা বলত যে—আমরা শুনলাম ও স্বীকার করলাম, এবং শোন ও 'উনজোরনা', তা হলে ইহা তাদের জন্য সুন্দর ও সঙ্গত হত, কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদের অভিসম্পাত করেছেন, অতএব তারা অল্পসংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করবে না।

৪৭। হে গ্রন্থপ্রাপ্তগণ, তোমাদের সঙ্গে যা আছে, তার সত্যতা প্রমাণকারী যা অবতীর্ণ করেছি, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এর পূর্বে আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করেছি, তারপর তাদের পেছন দিকে উল্টিয়ে দিয়েছি, অথবা 'সাব্বাত'-বাদীদের[৩] (শনিবার অমান্যকারী) যেরূপ অভিসম্পাত করেছি, এবং আল্লার আদেশ কার্যকরী হয়ই।

৪৮। আল্লাহ তাঁর শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ; এবং যে কেহ আল্লার শরিক করে, সে মহা অপরাধী।

৪৯। তুমি কি তাদের দেখ নাই, যারা নিজেদের পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। তারা সামান্য পরিমাণেও অত্যাচারিত হবে না।

৫০। লক্ষ্য কর, তারা কিরূপে আল্লাকে দোষারোপ করছে, এবং এই প্রকাশ্য পাপই তাদের জন্য যথেষ্ট।

১। এখানে স্পর্শ অর্থাৎ সহবাস।

২। সুরা বকর ২, ১ম পারা ১০৪ আয়াত দ্রষ্টব্য।

৩। সুরা বকর ২ : ৬৫ আয়াত দ্রষ্টব্য।

॥ রুকু ৮ ॥

৫১। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে, তারা প্রতিমা ও শয়তানদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং অবিশ্বাসীদের বলে যে, বিশ্বাসীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী।

৫২। এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত ক.রছেন, এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।

৫৩। তবে তা.দর রাজ-শক্তিতে কোন অংশ আছে, সেখানেও তারা লোকদের এক কণাও দেবে না।

৫৪। অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে মানুষকে যা দিয়েছেন, সেজন্য কি তারা হিংসা করে? ইব্রাহীমের বংশধরদেরও তো গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছিলাম, এবং তাদের বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম।

৫৫। অতঃপর তাদের কতক উহাতে বিশ্বাস করে, ও কতক বিরত থাকে, শিখাযুক্ত নরকাগ্নিই যথেষ্ট।

৫৬। নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শন-সমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের নিশ্চয়ই আমি নরকানলে প্রবেশ করাব, যখন তাদের চামড়া দগ্ধ হবে, আমি তখন তাদের চামড়া বদল করে দেব, যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৫৭। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে, নিশ্চয় আমি তাদের স্বর্গে প্রবেশ করাব, যার নীচে নদীসকল প্রবাহিত—তার মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তথায় তাদের জন্য সঙ্গিনীসকল আছে, এবং তাদের চির-স্নিগ্ধ-শীতল স্থানে প্রবেশ করাব।

৫৮। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন—আমানত তার মালিককে অর্পণ কর, তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায় বিচার কর, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের উত্তম উপদেশ দান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী দ্রষ্টা।

৫৯। হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আল্লার আনুগত্য কর, এবং রসুলের অনুগত হও, এবং তোমাদের অন্তর্গত (নেতাগণের) যারা আদেশ দেয়, কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রসুলের স্মরণ লও, ইহাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

॥ রুকু ৯ ॥

৬০। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যারা দাবি করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের (প্রতিমা বা শয়তান) কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও উহা প্রত্যাখান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।

৬১। এবং যখন তাদের বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার দিকে এবং রসুলের দিকে এস, তখন তুমি কপট বিশ্বাসীদের দেখবে, তারা তোমা হতে পূর্ণ বিমুখ।

৬২। তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের কোন বিপদ আসবে, তখন তাদের কি অবস্থা হবে? অতঃ-

পর তারা আল্লার নামে শপথ করে তোমার নিকট এসে বলবে—আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত কিছুই কামনা করি নাই।

৬৩। উহাদের অন্তরসমূহে যা আছে, আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, এবং তাদের মর্মস্পর্শী কথা বল।

৬৪। রসুল এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে, আল্লার নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করবে। এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে তোমার নিকট আসে, এবং আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, এবং রসুল ও তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে তারা আল্লাকে ক্ষমাদানকারী ও দয়াময়-রূপে পাবে।

৬৫। অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনও বিশ্বাসস্থাপনকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তারা তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং মনে-প্রাণে উহা মেনে নেয়।

৬৬। যদি আমি তাদের আদেশ দিতাম যে তোমরা নিহত হও অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাদের অল্পসংখ্যকই ইহা করত। এবং যে বিষয়ে তারা উপদিষ্ট হয়েছিল, যদি তা করত, তবে নিশ্চয় ইহা তাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হত।

৬৭। তখন আমি তাদের আমার নিকট হতে বৃহত্তর প্রতিদান দিতাম।

৬৮। এবং নিশ্চয় তাদের সরল পথ প্রদর্শন করতাম।

৬৯। এবং যে আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হয়, তবে (আল্লাহ) যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তারাই এদের সঙ্গী হবে। (যেমন) নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই উত্তম সঙ্গী।

৭০। ইহাই আল্লার অনুগ্রহ, জ্ঞানীরূপে আল্লাই যথেষ্ট।

॥ রুকু ১০ ॥

৭১। হে বিশ্বাসীগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর, তারপর দলে দলে বের হও, অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও।

৭২। তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই, তোমাদের কোন বিপদ এলে বলবে—তাদের সাথে না থাকায় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

৭৩। আর তোমাদের প্রতি আল্লার কোন অনুগ্রহ হলে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না, এমন ভাবে বলবে—হায়! যদি আমিও তাদের সাথে থাকতাম, তবে বিরাট ফল লাভ করতাম।

৭৪। সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লার পথে সংগ্রাম করুক, এবং কেহ আল্লার পথে সংগ্রাম করলে, সে মরুক অথবা বাঁচুক আমি তাকে মহান প্রতিদান দেব।

৭৫। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লার পথে যুদ্ধ করছ না? এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের যারা দুর্বল, তারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জালিম অধিবাসীদের এই

নগর হতে অন্যত্র নাও, তোমার নিকট হতে কাউকে অভিভাবক কর ; এবং তোমার নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী কর।

৭৬। যারা বিশ্বাসী, তারা আল্লার পথে যুদ্ধ করে, এবং যারা অবিশ্বাসী, তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।

॥ রুকু ১১ ॥

৭৭। তুমি কি তাদের দেখ নাই, যাদের বলা হয়েছিল—তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর। উপাসনা কর, এবং যাকাত দাও। অনন্তর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হলো, তখন তাদের একদল আল্লাকে যেরূপ ভয় করে, তা অপেক্ষা অধিক ভয়ে লোকেদের ভয় করাতে লাগল, এবং বলল—হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি কেন আমাদের প্রতি যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলে, কেন আমাদের আরো কিছুকালের জন্য অবসর দিলে না ? তুমি বল—পার্থিব জীবন সামান্য এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর ; তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

৭৮। তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদের আক্রমণ করবে ; যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর, এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয়, তবে বলে—ইহা আল্লার নিকট হতে, এবং যদি কোন অমঙ্গল পতিত হয়, তখন বলে—ইহা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল—সমস্তই আল্লার নিকট হতে হয় ; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা একেবারেই কথা বোঝে না।

৭৯। তোমার প্রতি যা কল্যাণ হয়, তা আল্লার নিকট হতে এবং অকল্যাণ যা হয়, তা তোমার নিজের কারণে ; এবং তোমাকে মানুষের জন্য রসুলরূপে পাঠিয়েছি। আল্লাই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

৮০। কেহ রসুলের অনুসরণ করলে, সে তো আল্লারই অনুসরণ করল ; এবং কেহ ফিরে গেলে, তোমাকে তাদের উপর প্রহরী করি নাই।

৮১। এবং তারা বলে—আমরা অনুগত, কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায়, তখন তাদের একদল, তুমি যা বল, তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে। এবং তারা যা পরামর্শ করে, আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন, সুতরাং তাদের উপেক্ষা কর, এবং আল্লার প্রতি ভরসা রাখ, কার্য-সম্পাদনে আল্লাই যথেষ্ট।

৮২। তবে কি তারা কোরাণ সম্পর্কে অনুধাবন করে না ? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর হতে হতো, তবে তারা ওতে ব্যতিক্রম পেত।

৮৩। যখন তাদের নিকট শান্তি বা ভীতিপ্রদ বিষয় আসে, তখন তারা রটনা করতে থাকে, যদি তারা ইহা রসুলের প্রতি ও তাদের আদেশ-দাতাদের প্রতি উপস্থিত করত, তবে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ উহা বুঝতে পারত, কিন্তু যদি তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, তবে অল্প-সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে।

৮৪। অতএব আল্লার পথে যুদ্ধ কর ; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে, এবং

বিশ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ কর। অচিরেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শক্তি সংযত করবেন। আল্লাহ সংগ্রামে প্রবল ও শাস্তিদানে কঠোর।

৮৫। যে কেহ ভাল কাজের অনুরোধ করে, ওতে তার অংশ থাকবে, এবং যে কেহ মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়, ওতে তার অংশ থাকবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে নজর রাখেন।

৮৬। তোমাদের যখন (কেহ) অভিবাদন করে, তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে, অথবা ওরই অনুরূপ করবে ; আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।

৮৭। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ (উপাস্য) নাই, তিনি তোমাদের উত্থানদিবসে একত্র করবেনই, এতে কোন সন্দেহ নাই ; কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ?

॥ রুকু ১২ ॥

৮৮। অনন্তর তোমাদের কি হ'ল—তোমরা মুনাফেকদের (কপট) সম্পর্কে দু'দল হয়ে গেলে, এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও ? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবে না।[১]

৮৯। তারা ইচ্ছা করে যে, তারা যেমন অবিশ্বাস করেছে, তুমিও সেরূপ অবিশ্বাস কর, যেন তুমিও তাদের সদৃশ হও। অতএব তাদের মধ্যে বন্ধু গ্রহণ কর না, যে পর্যন্ত তারা আল্লার পথে দেশ ত্যাগ না করে, অনন্তর যদি তারা ফিরে যায়, তবে তাদের গ্রেফতার কর, এবং যেখানে পাও তাদের সংহার কর। এবং তাদের মধ্য হতে বন্ধু এবং সাহায্যকারী গ্রহণ কর না।

৯০। কিন্তু তাদের নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়, যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারে বদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে, যখন তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে চাহে না। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের—তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন, ও তারা নিশ্চয় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট হতে চলে যায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেন না।

৯১। অচিরাৎ তুমি এরূপও পাবে যারা তোমাদের সাথে শান্তির সহিত ও স্বীয় সম্প্রদায় হতে শান্তির সাথে থাকতে ইচ্ছা করে, যখনই তাদের ফেত্‌নার (বিরোধের) দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তখনই এই ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের নিকট হতে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে, এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে, তবে তাদে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে। এবং ইহাদের (বিরুদ্ধাচরণের) জন্যই আল্লাহ তোমাদের প্রকাশ্য আধিপত্য (অনুমতি) দিয়েছেন।

১। সুরা বকর ২ ঃ ৭ আয়াত দ্রঃ।

॥ রুকু ১৩ ॥

৯২। কোন বিশ্বাসীকে ভ্রম ব্যতীত হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর উচিত নয় ; এবং কেহ কোন বিশ্বাসীকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্ত-পণ (হত্যার বিনিময়) অর্পণ করা বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয়, এবং বিশ্বাসী হয়, তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, তবে তার পরিজনবর্গকে রক্ত-পণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাসমুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দু'মাস রোজা (উপবাস) পালন করবে। তওবার (ক্ষমা) জন্য ইহা আল্লার ব্যবস্থা, আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৯৩। যে কেহ স্বেচ্ছায় কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করলে—তবে তার শাস্তি নরক, তার মধ্যে সে সর্বদা অবস্থান করবে। এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, ও তাকে অভিসম্পাত করেছেন, এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

৯৪। হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা আল্লার পথে বের হও, তখন স্থির লক্ষ্য কর, এবং কেহ তোমাদের 'সালাম' করলে বল না যে, তুমি বিশ্বাসী নও ; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করছ? তবে আল্লার নিকটে প্রচুর সম্পদ আছে ; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, অতএব তোমরা স্থির করে লও যে, নিশ্চয় তোমরা যা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।

৯৫। বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষমতা ব্যতীত ঘরে বসে থাকে, ও যারা আল্লার পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ (অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম) করে, তারা সমান নহে। আল্লাহ ধন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদেরকে (অলস) বসে থাকাদের উপর পদ-মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন ; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদের আল্লাহ মহা-পুরস্কারে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

৯৬। ইহা তাঁর নিকট হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া ; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

॥ রুকু ১৪ ॥

৯৭। নিশ্চয় যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে, ফেরেশ্তা (স্বর্গীয় দূত) তাদের প্রাণ হরণের সময় বলবে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে—আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম ; তারা বলবে—তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে। আল্লার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না? অতএব এদের বাসস্থান নরক এবং উহা নিকৃষ্ট আবাস।

৯৮। তবে যে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না, এবং কোন পথও পায় না।

৯৯। আল্লাহ হয়ত তাদের পাপ মোচন করবেন, কেননা আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল।

১০০। এবং যে কেহ আল্লার পথে দেশ ত্যাগ করেছে, সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতা

পাবে। যে কেহ আল্লাহ্ ও রসুলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে নিশ্চয় এর প্রতিদান আল্লার উপর ন্যস্ত আছে। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।

।। রুকু ১৫ ।।

১০১। এবং যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন তোমরা নামাজ (উপাসনা) সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, যদি তোমরা ভয় কর—অবিশ্বাসী তোমাদের বিব্রত করবে। নিশ্চয় অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২। এবং তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় ও তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সেজ্দা করা হলে তারা যেন তাদের পশ্চাতে অবস্থান করে। আর অপর দল যারা নামাজে শরিক হয় নাই, তারা তোমার সাথে যেন নামাজে শরিক হয়, এবং তারা যেন সতর্ক, সশস্ত্র থাকে; অবিশ্বাসীরা আশা করে যেন, তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও, অথবা পীড়িত থাক, তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই, কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি রেখেছেন।

১০৩। অনন্তর যখন নামাজ সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাকে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। নির্ধারিত সময়ে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

১০৪। সেই সম্প্রদায়ের (শত্রুদের) অনুসরণে তোমরা শিথিল হয়ো না; যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট পায়। এবং আল্লার নিকট হতে তোমাদের যে ভরসা আছে, তাদের সে ভরসা নাই, আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

।। রুকু ১৬ ।।

১০৫। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি সেই অনুযায়ী মানবগণকে আদেশ দান কর, যা আল্লাহ্ তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক কর না।

১০৬। এবং আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।

১০৭। যারা স্বীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাদের পক্ষে কথা বলো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতক পাপীকে ভালবাসেন না।

১০৮। উহারা মানুষ হতে আত্মগোপন করে, কিন্তু আল্লাহ্ হতে গোপন করতে পারে না, এবং তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন, যখন রাত্রে তারা—তিনি যা পছন্দ করেন না এমন বিষয়ে আলোচনা করে। এবং তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লার জ্ঞানায়ত্ত্ব।

১০৯। সাবধান, তোমরাই ঐ লোক—যারা উহাদের পক্ষ হতে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথা বলছ, কিন্তু উত্থানদিবসে আল্লার সম্মুখে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে, অথবা কে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে?

১১০। কেহ কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি অত্যাচার করে আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হলে, আল্লাকে সে ক্ষমাশীল দয়াময় পাবে।

১১১। এবং যে কেহ কোন পাপকাজ করে, ফলতঃ সে নিজের জন্য ব্যতীত করে না। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

১১২। কেহ কোন পাপ করে তা নিরপরাধের প্রতি চাপিয়ে দিলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

॥ রুকু ১৭ ॥

১১৩। এবং যদি তোমার প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রান্ত করতে ইচ্ছুক হয়েছিল। এবং তারা নিজেদের ব্যতীত বিপথগামী করে নাই, ও তারা তোমাকে কোন বিষয়েই ক্লেশ দিতে পারবে না, এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন, এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, এবং তোমার প্রতি আল্লার অসীম করুণা আছে।

১১৪। তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন ফল নাই, তবে ফল আছে—যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে, আল্লার সন্তুষ্টিলাভের আশায় কেহ উহা করলে, তাকে মহা-পুরস্কার দেব।

১১৫। সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর কেহ যদি রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায়, সেই দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো, এবং নরকে তাকে দগ্ধ করব, এবং উহা কতই নিকৃষ্ট আবাস।

॥ রুকু ১৮ ॥

১১৬। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যে আল্লার সাথে অংশী স্থাপন করে, সে নিশ্চয় সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত।

১১৭। তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীর পূজা করে এবং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না।

১১৮। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন এবং সে বলে—আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করবই।

১১৯। এবং নিশ্চয় আমি তাদের পথভ্রষ্ট করবই, তাদের অন্তরে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, নিশ্চয় আমি তাদের আদেশ করব—যেন তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করে, এবং আমি তাদের আদেশ দেব যেন তারা আল্লার সৃষ্টির বিকৃতি করে, আল্লার পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১২০। সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় ও (মিথ্যা) আশ্বাস দান করে, এবং শয়তান প্রতারণা ব্যতীত তাদের প্রতিশ্রুতি দান করে না।

১২১। ওদেরই বাসস্থান নরকে, এবং তথা হতে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

১২২। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করে, আমি তাদের স্বর্গে প্রবেশ করাব, যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে ; আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য, কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিক সত্যবাদী ?

১২৩। তোমাদের খেয়াল-খুশি ও গ্রন্থানুগামীদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ হবে না, কেহ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী পাবে না।

১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করলে ও বিশ্বাসী হলে তারা স্বর্গে প্রবেশ করবে, এবং তাদের প্রতি খর্জুর-কণা পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না।

১২৫। তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সুদৃঢ়-ভাবে ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ করে। আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

১২৬। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লারই, এবং সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন।

॥ রুকু ১৯ ॥

১২৭। এবং লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায়, তুমি বল—আল্লাহ তোমাদের তাদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন, পিতৃহীনা নারীগণ সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি গ্রন্থ হতে পাঠ করা হয়েছে যে, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা তোমরা দিচ্ছ না, অথচ তাদের বিয়ে করতে বাসনা কর ; এবং শিশুদের মধ্যে দুর্বলদের ও পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর, এবং তোমরা যে কল্যাণ কর, আল্লাহ তা অবহিত।

১২৮। কোন স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নাই, এবং মীমাংসাই কল্যাণকর ; মানুষ লোভহেতু স্বভাবতঃ কৃপণ, যদি তোমরা সৎ-শীল ও সংযমী হও, তবে তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।

১২৯। এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা একজনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না, ও অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না, যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন করো ও সংযমী হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১৩০। যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য হতে তাদের প্রত্যেককে সম্পদশালী করবেন। আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

১৩১। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লার, তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, তাদের ও তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাকে ভয় করবে, এবং যদি তোমরা অবিশ্বাস কর, তবুও আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লার। আল্লাহ মহা-সম্পদশালী, প্রশংসিত।

১৩২। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লার এবং আল্লাই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

১৩৩। হে মানব, তিনি ইচ্ছা করলে, তোমাদের অপসারণ করে অপরকে আনতে পারেন ; আল্লাহ ইহা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৩৪। যে শুধু ইহলোকের প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করে, (সে জানতে পারে) আল্লাহ নিকট ইহলোক ও পরলোকের প্রতিদান আছে। আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।

॥ রুকু ২০ ॥

১৩৫। হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় থাকবে, তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে, যদিও ইহা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সে দরিদ্র হোক, আর ধনীই হোক—আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, যদিও তোমরা পেঁচাল কথা বল ও পাশ কাটাও, তবে তোমরা যা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।

১৩৬। হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা আল্লাহ, রসুল ও তিনি যে গ্রন্থ রসুলকে পাঠিয়েছেন, এবং যে গ্রন্থ তিনি পূর্বে পাঠিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস কর, এবং কেহ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর গ্রন্থ, তাঁর রসুল এবং পরলোককে অবিশ্বাস করলে, সে ভীষণভাবে পথভ্রান্ত হবে।

১৩৭। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে পরে অবিশ্বাসী হয়, পুনরায় বিশ্বাস করে আবার অবিশ্বাসী হয়, অতঃপর তাদের অবিশ্বাস-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না ; এবং তাদের কোন পথ দেখাবেন না।

১৩৮। কপটদের জানাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

১৩৯। যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে—তারা কি ওদের নিকট সম্মান চায় ? সমস্ত সম্মান আল্লার জন্যই।

১৪০। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে—আল্লার কোন আয়াত (নিদর্শন) প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, এবং ওকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন—যে পর্যন্ত তারা অন্যপ্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে, তোমরা তাদের সাথে বোসো না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে। কপট ও অবিশ্বাসকারী সকলকেই আল্লাহ নরকে একত্র করবেন।

১৪১। যারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছে, এবং যদি তোমরা আল্লাহ হতে জয়লাভ কর, তবে তারা বলে—আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? এবং ভাগ্য যদি অবিশ্বাসীদের অনুকূলে হয়, তারা বলে—আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করি নাই, এবং আমরা কি তোমাদের বিশ্বাসীদের হাত হতে রক্ষা করি নাই ? আল্লাহ উত্থানদিবসে তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।

॥ রুকু ২১ ॥

১৪২। কপটগণ আল্লাকে প্রতারণা করতে চাহে, বস্তুতঃ তিনি তাদের প্রতারিত করে থাকেন, এবং যখন তারা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন কোন লোক দেখানর জন্য শিথিলচিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে, আল্লাকে তারা অল্পই স্মরণ করে।

১৪৩। যারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে! এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কখনও পথ পাবে না।

১৪৪। হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে অবিশ্বাসীগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তোমাদের উপর আল্লার প্রকাশ্য প্রভুত্ব চাচ্ছ?

১৪৫। নিশ্চয় কপটগণ নরকাগ্নির নিম্নস্তরে থাকবে, এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্য পাবে না।

১৪৬। কিন্তু যারা তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, আল্লার ধর্মে বিশুদ্ধ হয়, তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে। এবং বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ মহা-পুরস্কার দিবেন।

১৪৭। আল্লাহ তোমাদের শাস্তিদান করবেন না, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, ও তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।

১৪৮। আল্লাহ মন্দকথা প্রচার ভালবাসেন না। তবে যার প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, তার কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

১৪৯। যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ কব অথবা গোপন কর, কিংবা অন্যায় ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাদানকারী, সর্বশক্তিমান।

১৫০। নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি অবিশ্বাস করে, এবং আল্লাহ ও রসুলগণের মধ্যে (বিশ্বাসে) পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে, এবং বলে যে আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি, এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে।

১৫১। প্রকৃতপক্ষে ওরাই অবিশ্বাসী, আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি রেখেছি।

১৫২। এবং যারা আল্লাহ ও রসুলের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, আল্লাহ তাদের প্রতিদান দান করবেন, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

॥ রুকু ২২ ॥

১৫৩। গ্রন্থানুগামিগণ তোমাকে আকাশ হতে গ্রন্থ অবতীর্ণ করতে বলে, কিন্তু তারা মুসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবি করেছিল, বরং তারা বলেছিল—প্রকাশ্যে আমাদের আল্লাহ দেখাও। অনন্তর তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য বজ্র তাদের আক্রমণ করেছিল! অতঃপর তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আসার পর তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এও আমি ক্ষমা কবেছিলাম, এবং মুসাকে প্রকাশ্য-প্রভাব দান করেছিলাম।

১৫৪। এবং তাদের অঙ্গীকারের জন্য তূর পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম, এবং তাদের বলেছিলাম—নতশিরে দ্বারে প্রবেশ কর। এবং তাদের আরো বলেছিলাম, শনিবারের সীমা লঙ্ঘন কর না। এবং তাদের নিকট দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম।

১৫৫। তাদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য এবং আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণ হত্যা এবং তাদের স্ব স্ব 'অন্তর-সমূহ আবৃত' বলার জন্য; হাঁ, তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ উহার উপর মোহরাঙ্কিত করেছেন, তার জন্য তারা অল্প-সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করে না।

১৫৬। এবং (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল) তাদের অবিশ্বাস ও মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য।

১৫৭। এবং আল্লার প্রেরিত মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি বলার জন্য, এবং তারা তাকে হত্যা করে নাই, ও তাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে নাই, কিন্তু তাদের এইরূপ মনে হয়েছিল, যারা এতে মতবিরোধ করেছিল, নিশ্চয় তারা এসম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এবং এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নাই।

১৫৮। পরন্তু আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন, আল্লাহ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

১৫৯। এবং গ্রন্থানুগামীদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত ইহা বিশ্বাস করবে। এবং কিয়ামতের (উত্থানদিবস) দিন যে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

১৬০। আমি ইহুদীদের অবাধ্যতার জন্য যে সমস্ত পবিত্র জিনিস তাদের জন্য বৈধ ছিল, তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি, কেননা তারা অনেককে আল্লার পথে বাধা দিত।

১৬১। এবং তারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করত, এবং তারা অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করত; এবং আমি তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এবং বিশ্বাসীগণের মধ্যে যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং যারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, তাদের আমি মহা-পুরস্কার দিব।

॥ রুকু ২৩ ॥

১৬৩। নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তাই (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছি, যেমন আমি নূহ ও তৎ-পরবর্তী নবীগণের প্রতি তাই প্রেরণ করেছিলাম। এবং ইব্রাহীম ও ইসমাইল ও ইসহাক ও ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি এবং ঈসা ও আইয়ুব ও ইউনুস ও হারুন ও সোলেমানের প্রতি তাই প্রেরণ করেছিলাম। এবং আমি দাউদকে জবুর (গ্রন্থ) দান করেছিলাম।

১৬৪। এবং নিশ্চয় আমি তোমার নিকট বহু রসুলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছি, এবং তোমার নিকট বহু রসুলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করি নাই। এবং আল্লাহ মুসার সাথে সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন।

১৬৫। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শকরূপে রসুল প্রেরণ করেছি। যাতে রসুল আসার পর আল্লার বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।

১৬৬। তোমার প্রতি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন—তা তিনি জেনে-শুনে করেছেন। আল্লাহ এর সাক্ষী এবং ফেরেশ্তাগণও সাক্ষী, এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাই যথেষ্ট।

১৬৭। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লার নামে বাধা দেয় তারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

১৬৮। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না ও তাদের পথ দেখাবেন না।

১৬৯। জাহান্নামের (নরক) পথ ব্যতীত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে ও ইহা আল্লার পক্ষে সহজ।

১৭০। হে মানবসকল! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ রসুল এসেছেন, অতএব তোমরা বিশ্বাস কর, তোমাদের কল্যাণ হবে, এবং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করলেও আসমান ও জমিনে যা আছে, সবই আল্লার। এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

১৭১। হে গ্রন্থানুগামীগণ! তোমরা স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না। এবং আল্লার সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। নিশ্চয় মরিয়ম-নন্দন ঈসা মসীহ আল্লার রসুল ও তাঁর বাণী—যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, এবং তাঁর আদিষ্ট-আত্মা; অতএব আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং তিনজন বলো না। নিবৃত্ত হও, তোমাদের কল্যাণ হবে, নিশ্চয় একমাত্র আল্লাই উপাস্য; তিনি সন্তান হওয়া হতে পূত-পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লার। এবং আল্লাই কার্য-সম্পাদনে যথেষ্ট।

॥ রুকু ২৪ ॥

১৭২। আল্লার দাস হতে মসীহ এবং সান্নিধ্য-প্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণের কোনই সঙ্কোচ নাই; এবং যে তাঁর দাসত্বে সঙ্কুচিত হয় ও অহংকার করে, তিনি তাঁদের সকলকে তাঁর দিকে একত্রিত করবেন।

১৭৩। অনন্তর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তিনি তাদের পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং স্বীয় সম্পদ হতে অধিকতর দান করবেন, এবং যারা সঙ্কুচিত হয় ও অহংকার করে তাদের তিনি যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দিবেন। এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৭৪। হে মানববৃন্দ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ এসেছে, এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।

১৭৫। অতঃপর যারা আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং তাকে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে, ফলতঃ তিনি তাদের স্বীয় কল্যাণ ও করুণার মধ্যে প্রবেশ করাবেন। এবং তাদের তাঁর সরল পথে পরিচালিত করবেন।

১৭৬। তারা তোমার নিকট পরিস্কারভাবে জানতে চায়, তুমি বল—আল্লাহ তোমাদের কালালা (অর্থাৎ পিতা-পুত্রহীন বা পিতামাতা ও পুত্রকন্যাহীন) সম্পর্কে বলেছেন—যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, এবং তার বোন থাকে, তবে সে তার পরিত্যক্ত হতে অর্ধেক পাবে, এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে, তার ভাই-ই তার উত্তরাধিকার হবে, কিন্তু যদি বোন থাকে, তবে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তার ভাই-বোন, পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তবে পুরুষ দুই নারীর সমান পাবে। তোমরা পথভ্রান্ত হবে এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদের পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন। এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

সুরা নেসা কোরাণ শরীফের বৃহত্তম সুরার মধ্যে একটি অন্যতম সুরা। এই সুরাতে আমাদের সমাজ-জীবনের কয়েকটি অতি মূল্যবান দিক উল্লেখিত হয়েছে, যেমন—অনাথ ছেলে-মেয়েদের প্রতি কর্তব্য। সমাজ-জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়ঃ তাদের প্রতি ভীষণ অবিচার, তাদের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, রক্ষক হয়ে ভক্ষক হওয়া; কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, তারা নাবালক থাকতেই তাদের সম্পদটুকু নামে-বেনামে হজম করা। বহু নামকরা পরিবারও এই দোষে নিস্কৃতি পায় না। দ্বিতীয়—ফারাজঃ কোরাণ শরীফ মুসলমানদের স্পষ্ট দলিল, একমাত্র দলিল। এই দলিলকে পেছনে ফেলে নূতন কোন বিশেষ দলিলের দরকার হয় না; একমাত্র তাদেরই প্রয়োজন যাদের পেছনে আছে—কুৎসিত কামনা, বিকৃত বাসনা—একজনকে কম দিয়ে বা না দিয়ে অন্য জনকে বেশী দেওয়া বা সব দেওয়া। এটা আল্লার দলিলের ঘোর মোখালেফাত্—বিরোধী। ইহা পবিত্র কোরাণকে অমান্য করা ছাড়া আর কি হতে পারে! বহু নামকরা ধনী-ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই মহাদোষে দুষিত। তৃতীয়—বিবাহবিধিঃ স্বামী-স্ত্রীর আচরণ, বিচ্ছেদ, মিলন ও মীমাংসা। এই বিবাহ ও যৌন ব্যাপারেও সমাজে কেলেংকারীর সীমা থাকে না, তাই কোরাণ বিবাহ থেকে আরম্ভ করে ব্যাভিচার পর্যন্ত নর-নারীর যৌন-জীবনের সকলকিছু ঘটনা ও রটনার উপর স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। যাতে সমাজে শান্তি অক্ষুন্ন থাকে।

আল্‌-মায়েদা—খাদ্যদ্রব্য অবতীর্ণ—মদীনায়

রুকু ১৬ আয়াত ১২০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, যে সব প্রাণীর কথা তোমাদের বলা হয়েছে, তা ব্যতীত তোমাদের জন্য 'আন্‌য়াম' (অর্থাৎ উট, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, হরিণ ইত্যাদিকে বোঝায়, ঘোড়া ও গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নহে) বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু এহরাম-বন্ধনকালে (হজ্ব পালনের বিশিষ্ট সময়) নয়, নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।

২। হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা আল্লার নিদর্শনাবলী ও নিষিদ্ধ মাসসমূহ, কোরবানীর (উৎসর্গ) জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষলাভের আশায় পবিত্র গৃহ-অভিমুখীদের অবমাননা করবে না। যখন তোমরা এহরাম মুক্ত হবে শিকার করতে পার, তোমাদের মসজিদুল হারামে (পবিত্র মসজিদ) বাধা দেওয়ার জন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনই সীমালংঘনে উত্তেজিত না করে, এবং তোমরা সৎকার্য ও সংযমশীলতায় পরস্পর সাহায্য কর, এবং পাপ ও সীমালংঘনে সহায়তা কর না, এবং আল্লাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

৩। তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃতজীব, ও শোনিত-রক্ত ও শূকর-মাংস, এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গকৃত, এবং গলা টিপে মারা পশু প্রহারে মরা জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু, এবং হিংস্রপশুতে খাওয়া জন্তু, আর যে সকল জন্তু জবেহ ব্যতীত মরে যায় আর যা মূর্তিপূজার বেদীর (কাবা-গৃহের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত পাথর) উপর বলি দেওয়া হয়, এবং জুয়ার তীর-দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, ইহা তোমাদের জন্য পাপকার্য, আজ অবিশ্বাসীরা তোমাদের ধর্ম (বিরুদ্ধাচরণ) হতে নিরাশ হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় কর না। শুধু আমাকেই ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ-পুত করলাম। এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, এবং তোমাদের জন্য 'ইসলাম (শান্তি) ধর্ম' মনোনীত করে দিলাম, তবে কেহ পাপসিক্ত না হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে, তখন নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৪। তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কি কি বৈধ করা হয়েছে ; তুমি বল—সমস্ত পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, এবং আল্লাহ্ তোমাদের যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন তদ্রূপ, তোমরা যে সকল শিকারী পশু-পক্ষীকে শিক্ষা দান কর—তারপর তারা তোমাদের জন্য যা ধৃত করে, তা ভক্ষণ কর, এবং এতে আল্লাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্বর হিসাবগ্রহণকারী।

৫। আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিস বৈধ করা হবে, এবং যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ ; বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল—যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যাভিচার বা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নহে। যে কেহ বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তবে নিশ্চয় তার কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়েছে, এবং পরলোকেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হবে।

॥ রুকু ২ ॥

৬। হে বিশ্বাসীগণ তোমরা যখন নামাজের (উপাসনা) জন্য তৈয়ার হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, এবং তোমাদের মস্তকসমূহ মুছে ফেলো, এবং গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে, এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে পবিত্র হও। তোমরা যদি পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক কিংবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে মিলিত হও, এবং পানি না পাও, তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করবে, অতঃপর তার দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হস্তসমূহ মুছে ফেল ; আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কোন কঠোরতা ইচ্ছা করেন না ; কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র করতে ও তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৭। তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর। এবং সেই অঙ্গীকার—যা তিনি তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছেন। যখন তোমরা বলেছিলে যে—আমরা শুনলাম ও মানলাম। এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। অন্তরে যা আছে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ বিশেষ অবহিত।

৮। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অটল থাকবে। এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা হেতু সুবিচারের অন্যথা কর না। তোমরা সুবিচার কর, উহা আত্ম-সংযমের নিকটতর। এবং আল্লাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে অভিজ্ঞ।

৯। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তাদের ক্ষমা ও পুরস্কারের জন্য।

১০। যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারাই অগ্নি-শিখার সহচর হবে।

১১। হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর। যখন এক সম্প্রদায় তোমা-দের বিরুদ্ধে হস্ত চালাতে চেয়েছিল, তখন তিনি তাদের হাত সংযত করেছিলেন, এবং আল্লাকে ভয় কর। এবং আল্লার প্রতি নির্ভর করাই বিশ্বাসীগণের উচিত।

॥ রুকু ৩ ॥

১২। এবং নিশ্চয় আল্লাহ ইসরাইল-বংশের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন—আমি তোমাদের মধ্যে দ্বাদশ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলাম। এবং আল্লাহ বলেছিলেন— নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর, এবং আমার রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, ও তাদের সাহায্য কর, এবং আল্লাকে উত্তম ঋণ প্রদান কর—তবে আমি তোমাদের দোষ অবশ্যই মোচন করব, এবং তোমাদের স্বর্গে দাখিল করব, যার নীচে নদীসকল প্রবাহিত, এর পরও কেহ অবিশ্বাস করলে—সে সত্য-পথ হারাবে।

১৩। অতএব তাদের অঙ্গীকার-ভঙ্গের জন্য তাদের অভিসম্পাত করেছি, ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি। তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে। এবং তারা যে বিষয়ে উপদিষ্ট হয়েছিল,—তার একাংশ ভুলে গেছে, তুমি তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবে। সুতরাং তাদের ক্ষমা কর, উপেক্ষা কর। আল্লাহ সৎ-কর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৪। তাদের মধ্যে যারা বলে, আমরা 'খৃষ্টান' ; আমি তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল, তার একাংশ ভুলে গেছে, সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত (উত্থানদিবস) পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরিত রেখেছি। তারা যা করছে, আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন।

১৫। হে গ্রন্থানুগামীগণ! আমার রসুল তোমাদের নিকট এসেছে, তারা তোমাদের নিকট অনেক বিষয় বর্ণনা করেছে, যা তোমরা গ্রন্থ হতে গোপন করছ, এবং তিনি তোমাদের বহু বিষয়ে মার্জনা করেছেন, নিশ্চয় আল্লার নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট গ্রন্থ তোমাদের নিকট এসেছে।

১৬। যারা আল্লার সন্তুষ্টি লাভ করতে চাহে, ইহা দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে চালিত করেন ; এবং স্বীয় আদেশে তাদের অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। এবং তাদের সরল পথ প্রদর্শন করান।

১৭। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা বলে যে, মরিয়ম-নন্দন মসীহ-ই আল্লাহ্ ; তুমি বল—যদি তিনি মরিয়ম-নন্দন মসীহ, ও পৃথিবীর সকল কিছুকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন—তবে আল্লার উপরে কি কারও কিছুমাত্র অধিকার আছে ? এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তাতে আল্লারই আধিপত্য ; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, এবং আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান।

১৮। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে—আমরা আল্লার পুত্র ও তাঁর প্রিয়। তুমি বল—তবে কেন তিনি তোমাদের অপরাধসমূহের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন ? বরং তোমরাও তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানব মাত্র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন, এবং আসমান ও জমিন ও এদের মধ্যে যা কিছু আছে, সবই আল্লার, এবং তাঁরই দিকে চরম প্রত্যাবর্তন।

১৯। হে গ্রন্থানুগামীগণ ! রসুল প্রেরণে বিরতির অবসানে আমা'র রসুল তোমাদের নিকট এসেছে, এবং তোমাদের নিকট বর্ণনা করছে ; যাতে তোমরা বলতে না পার—কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আমাদের নিকট আসেনি। কিন্তু নিশ্চয় সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী তোমাদের নিকট এসেছে, এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

॥ রুকু ৪ ॥

২০। এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, তিনি তোমাদের মধ্য হতে নবী করেছিলেন, এবং তোমাদের রাজ্যাধিপতি করেছিলেন, এবং তোমাদের যা দান করেছিলেন বিশ্ব-জগতে কাউকেই তিনি দেন নাই।

২১। হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ তোমাদের জন্য পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে তোমরা প্রবেশ কর, এবং পশ্চাদপসরণ কর না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২২। তারা বলল—হে মূসা, সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় আছে, তারা সেই স্থান হতে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না। তারা সেখান হতে বের হলে অবশ্যই আমরা প্রবেশ করব।

২৩। যারা ভয় করছিল, তাদের মধ্যে দু'জন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলেছিল—তোমরা প্রবেশ দ্বারে তাদের মোকাবিলা কর, প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে ; আর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে আল্লার উপর নির্ভর কর।

২৪। তারা বলল—হে মূসা, তারা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না, সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক গমন-পূর্বক যুদ্ধ কর, আমরা বসে থাকলাম।

২৫। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক, আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কারো উপর আমার আধিপত্য নাই। সুতরাং তুমি আমাদের ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।

২৬। আল্লাহ বললেন—তবে ইহা চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, সুতরাং তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কর না।

॥ রুকু ৫ ॥

২৭। আদমের দুই পুত্রের বিবরণ তুমি তাদের সঠিকভাবে শোনাও, যখন তারা উভয়ে কোরবানী (উৎসর্গ) করেছিল, তখন একজনের কোরবানী গৃহীত হল, এবং অন্যজনের গৃহীত হল না। তাদের একজন বলল—আমি তোমাকে হত্যা করবই। অপরজন বলল—আল্লাহ সংযমীদের কোরবানী কবুল (গ্রহণ) করেন।

২৮। আমাকে হত্যা করার জন্য হাত তুললেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য হাত তুলব না। আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালককে ভয় করি।

২৯। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর, এবং নরকবাসী হও, ইহাই আমি চাই ; ইহাই অত্যাচারীদের কর্মফল।

৩০। অতঃপর তার চিত্ত স্বীয় ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করল, এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।

৩১। অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় ইহা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ গোপন করতে পারি? অতঃপর সে অনুতপ্ত হতে লাগল।

৩২। এইজন্য আমি ইসরাইল-বংশীয়দের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, যদি একজন অন্যজনকে হত্যা করে, অথবা পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, তবে সে যেন সমস্ত লোককে হত্যা করল। এবং যে কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত লোকের জীবন রক্ষা করল। এবং নিশ্চয় আমার রসুলগণ তাদের নিকট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করেছিল। কিন্তু এর পরও তাদের অনেকে পৃথিবীতে সীমা অতিক্রম করেছিল।

৩৩। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, নিশ্চয় তাদের শাস্তি এই যে—তাদের হত্যা কর, কিংবা তাদের শূল-বিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্তসমূহ ও তাদের পদমুহ বিপরীত দিক হতে কর্তন কর, কিংবা তাদের দেশ হতে বহিষ্কার কর। ইহাই তাদের পার্থিব প্রতিফল, এবং পরকালে তাদের জন্য বিষম শাস্তি আছে।

৩৪। তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তওবা করে, তাদের জন্য নহে, এবং জেনে রেখ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৫। হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য-লাভের উপায় অনুসন্ধান কর, এবং তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৩৬। অবশ্য যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা যদি পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় এবং তৎসহ সম-পরিমাণ প্রাপ্ত হয়ে তার দ্বারা কিয়ামত (উত্থান) দিন শাস্তির বিনিময় প্রদান করে—তাদের নিকট হতে উহা গৃহীত হবে না। এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

৩৭। তারা অগ্নি হতে বের হতে চা'বে, কিন্তু তারা উহা হতে বের হতে পারবে না, তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি আছে।

৩৮। পুরুষ বা নারী চুরি করলে, তাদের হস্ত ছেদন কর, ইহা ওদের কৃতকর্মের ফল, আল্লার নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

৩৯। কিন্তু কেহ অত্যাচার করার পর তওবা (ক্ষমা) করলে ও নিজেকে সংশোধিত করলে—তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৪০। তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমিনের আধিপত্য আল্লারই, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন ও যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪১। হে রসুল! যারা মুখে বলে, বিশ্বাস করেছি, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নহে, ও যারা ইহুদী হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের ব্যবহার যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওরা মিথ্যা শ্রবণ করে, ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে শ্রবণ করায়, যারা তোমার নিকট আসে নাই। তারা যথাযথ বিন্যস্ত শব্দগুলোর অর্থ বিকৃত করে, তারা বলে—যদি তোমরা ইহা প্রাপ্ত হও, তবে

গ্রহণ কর, এবং যদি না পাও বিরত থাক। এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করতে ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহ হতে তোমার জন্য কিছুমাত্র করার অধিকার নাই। এদেরই অন্তরসমূহ আল্লাহ পবিত্র করতে ইচ্ছা করেন না, ইহলোকে তাদের জন্য লাঞ্ছনা আছে, এবং পরলোকেও তাদের জন্য মহা শাস্তি আছে।

৪২। তারা মিথ্যা শ্রবণকারী, ও অবৈধ ভক্ষণকারী ; অতএব যদি তারা তোমার নিকট আগমন করে, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা কর, অথবা তাদের হতে নির্লিপ্ত হও ; এবং যদি তুমি তাদের হতে নির্লিপ্ত হও, তবে তারা তোমার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। এবং যদি তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর, তবে তাদের মধ্যে সুবিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকগণকে ভালবাসেন।

৪৩। তারা কিরূপে তোমার উপর বিচার-ভার ন্যস্ত করবে ? যখন তাদের নিকট তওরাত আছে, যার মধ্যে আল্লার আদেশ বিদ্যমান, অনন্তর এর পর যারা ফিরে যাবে—তারা কখনই বিশ্বাসী নহে।

॥ রুকু ৭ ॥

৪৪। নিশ্চয় আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে আছে—পথ-নির্দেশ ও আলো ; এর দ্বারা আত্ম-সমর্পণকারী নবীগণ এবং ঐশী-গ্রন্থের সংরক্ষক ও উহার সাক্ষ্য-প্রদানকারী প্রভু-ভক্তগণ ও বিদ্বানগণ ইহুদীদের আদেশ করত, অতএব লোকদের ভয় কর না, আমাকেই ভয় কর ; এবং আমার নিদর্শনাবলী অল্প মূল্যে বিক্রয় কর না, এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সেই অনুসারে যারা আদেশ না করে—তবে তারাই অবিশ্বাসী।

৪৫। আমি তাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, জীবনের জন্য জীবন, চোখের জন্য চোখ, ও নাকের জন্য নাক, কানের জন্য কান, দাঁতের জন্য দাঁত, এবং আঘাতের জন্য আঘাত ; অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করলে উহাতে তারই পাপ মোচন হবে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী।

৪৬। মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের উত্তর সঠিকরূপে প্রেরণ করেছিলাম, এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে এবং সাবধানকারীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, যাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।

৪৭। এবং ইঞ্জিল-অনুগামীগণের উচিত যে, তার মধ্যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সেই অনুসারে আদেশ করে, এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সেই অনুপাতে যে আদেশ না করে, তবে তারাই অসৎ।

৪৮। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থক ও উহার সংরক্ষক; অতএব আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সেইরকম আদেশ দান কর, এবং তোমার প্রতি সত্য হতে যা এসেছে, তা ব্যতীত তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই বিধি ও নিয়ম করেছি, এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের একই সম্প্রদায় করতেন ;

কিন্তু তিনি তোমাদের যা দান করেছেন, তার দ্বারা তিনি তোমাদের পরীক্ষা করবেন, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও, আল্লার দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে, অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করাবেন।

৪৯। এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার দ্বারা তাদের আদেশ কর, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও, যাতে তোমার প্রতি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, উহারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা ফিরে যায়, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তাদের কোন কোন পাপের জন্য তাদের শাস্তি দিতে চাহেন, এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই অসৎ।

৫০। তবে কি তারা অজ্ঞ যুগের বিচার-ব্যবস্থা কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর উত্তম আদেশদাতা?

॥ রুকু ৮ ॥

৫১। হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদী ও খৃষ্টানগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৫২। এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে সত্বর তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে, এই বলে যে,—আমাদের আশংকা হয়, আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে; অতএব আল্লাহ অচিরে স্বীয় সান্নিধ্য হতে বিজয় অথবা অন্য আদেশ পাঠাবেন, অতঃপর উহারা স্বীয় অন্তরে যা গোপন করছিল, তার জন্য অনুতপ্ত হবে।

৫৩। এবং বিশ্বাসীগণ বলবে—এরাই কি তারা, যারা আল্লার নামে দৃঢ় শপথ নিয়েছিল যে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি। তাদের কৃতকর্মসমূহ ব্যর্থ হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫৪। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে গেলে, আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদের তিনি ভালবাসেন, ও যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লার পথে জেহাদ (অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম) করবে, এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, ইহা আল্লার অনুগ্রহ—যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। এবং আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

৫৫। একমাত্র আল্লাই তোমাদের অভিভাবক, এবং তার রসুল ও বিশ্বাসীগণ; যারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত দেয়—তারাই বিনত হয়।

৫৬। এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সেই আল্লার-সম্প্রদায়ই বিজয়ী হবে।

॥ রুকু ৯ ॥

৫৭। হে বিশ্বাসীগণ যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে, তোমাদের সেই

পূর্ববর্তী গ্রন্থপ্রাপ্তগণ ও অবিশ্বাসীগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাকে ভয় করো।

৫৮। তোমরা যখন নামাজের জন্য আহ্বান কর, তারা একে উপহাস ও খেলার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, যেহেতু তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।

৫৯। তুমি বল, হে গ্রন্থানুগামীগণ ; তোমরা কি এ ছাড়া আমাদের কোন দোষ লক্ষ্য কর যে, আমরা আল্লাহ এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও আমাদের পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, এবং তোমাদের মধ্যে প্রায়ই অসৎ।

৬০। তুমি বল—আমি কি তোমাদের আল্লার নিকট হতে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর বিষয়ের সংবাদ দেবো ? আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের মধ্যে কতককে বানর ও শূকর করে দিয়েছেন, এবং যারা শয়তানের পূজা করেছে, তাদের জন্যই নিকৃষ্ট বাসস্থান, ও তারা সরল পথ হতে বিভ্রান্ত।

৬১। যখন তারা তোমার নিকটে আসে, তখন বলে—আমরা বিশ্বাস করি, নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং উহা লয়েই বের হয়ে যায়। এবং তারা যা গোপন করে, আল্লাহ তা বিশেষ-ভাবে জ্ঞাত।

৬২। এবং তুমি দেখবে যে, তাদের অধিকাংশই পাপে ও সীমালঙ্ঘনে এবং অবৈধ ভক্ষণে তৎপর ; তারা যা করছে, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট।

৬৩। তাদের ধর্মনেতা ও পণ্ডিতগণ কেন তাদেরকে তাদের পাপালোচনা ও অবৈধ ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ করে নাই ? বস্তুতঃ তারা যা করছে, তা নিকৃষ্ট।

৬৪। এবং ইহুদীরা বলে যে, আল্লার হস্ত আবদ্ধ ; তাদের হস্তসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে, এবং তারা যা বলছে, তার জন্য অভিশপ্ত হবে। বরং তাঁর উভয় হস্তই প্রসারিত, তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করে থাকেন, এবং তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অবিশ্বাস বাড়বে ; আমি তাদের মধ্যে উত্থানদিবস পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি, যখন তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন ; এবং তারা দুনিয়ায় অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়, এবং আল্লাহ অশান্তি উৎপাদনকারীদের ভালবাসেন না।

৬৫। এবং গ্রন্থানুগামীগণ যদি বিশ্বাস করত ও সংযত হত, তা হলে আমি তাদের দোষ অপনোদন করতাম, এবং তাদের সুখ-সম্পূর্ণ স্বর্গে প্রবেশ করাতাম।

৬৬। যদি তারা তওরাত ও ইঞ্জিল, এবং তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালক হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা রক্ষা করত, তা'হলে তারা তাদের উপর হতে ও তাদের পদতল হতে (অর্থাৎ সর্বদিক হতে) ভক্ষণ করত। তাদের মধ্যে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে, তা নিকৃষ্ট।

॥ রুকু ১০ ॥

৬৭। হে রসুল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর ;

যদি না কর, তবে তুমি তাঁর বাণী প্রচার করলে না। এবং আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

৬৮। তুমি বল, হে গ্রন্থানুগামীগণ—যে পর্যন্ত তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তোমাদের প্রতিপালক হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে প্রতিষ্ঠিত না হও, তোমরা কিছুরই উপর নও। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অবিশ্বাস বাড়বে, অতএব তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কর না।

৬৯। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং যারা ইহুদী ও সাবেঈন ও খৃষ্টান, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে ; বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নাই, তারা দুঃখিত হবে না।

৭০। নিশ্চয় আমি ইসরাইল-বংশীয়গণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, এবং তাদের প্রতি রসুল প্রেরণ করেছিলাম, যখনই কোন রসুল তাদের নিকট এমন কিছু আনে, যা তাদের মনঃপুত নয়, তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।

৭১। তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোন শাস্তি হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল, অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা-পরবশ হলেন। পুনরায় তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হল, তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

৭২। যারা বলে, মরিয়ম-নন্দন মসীহ-ই আল্লাহ, নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী হয়েছে। এবং মসীহ্ বলেছিল যে, হে ইস্রাইল-বংশীয়গণ—তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লারই উপাসনা কর। নিশ্চয় যে আল্লার অংশী স্থির করে, অবশ্যই আল্লাহ তাঁর জন্য স্বর্গ অবৈধ করেছেন, এবং নরকই তার বাসস্থান, এবং অত্যাচারীদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নাই।

৭৩। যারা বলে যে আল্লাহ তিনির মধ্যে তৃতীয়, নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী হয়েছে, এবং একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই, এবং তারা যা বলে, যদি তা হতে তারা নিবৃত্ত না হয়, তবে নিশ্চয় তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি নিক্ষেপিত করবে।

৭৪। তবে কি তারা আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না, ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল দয়াময়।

৭৫। মরিয়ম-নন্দন মসীহ রসুল ব্যতীত নহে। নিশ্চয় তার পূর্বেও রসুলগণ অতীত হয়েছে, এবং তার মাতা সত্যানুরাগিনী ছিল, তারা উভয়ে খাদ্যদ্রব্য আহার করত, লক্ষ্য কর—কিরূপে আমি তাদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। আরও লক্ষ্য কর, উহারা কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে।

৭৬। তুমি বল, তোমরা আল্লাকে ত্যাগ করে উহারই পূজা করছো, তোমাদের মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে যার কোন অধিকার নাই। এবং আল্লাই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৭৭। তুমি বল, হে গ্রন্থানুগামীগণ, সত্য ব্যতীত তোমরা ধর্ম হতে সীমা অতিক্রম কর না। এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, যার পূর্বে বিপথগামী হয়েছিল, এবং অনেককেই পথভ্রান্ত করেছিল, এবং তারা সরল পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছিল।

॥ রুকু ১১ ॥

৭৮। ইস্রাইল-বংশীয়গণের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল, যেহেতু তারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লঙ্ঘনকারী।

৭৯। তারা যেসব অন্যায় কাজ করত, উহা হতে তারা একে অন্যাকে নিষেধ করত না ; তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট।

৮০। তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে, কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম, যে কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ; তাদের শাস্তি স্থায়ী হবে।

৮১। এবং তারা যদি আল্লাহ ও নবী এবং তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে তারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেকে অসৎ।

৮২। অবশ্য তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতাসাধনে ইহুদী ও অংশীবাদীদের প্রবলতর পাবে, এবং যারা বলে যে, আমরা খৃষ্টান, তোমরা বন্ধুত্ব-বিষয়ে বহু বিশ্বাসী অপেক্ষা তাদের মধ্য হতে অধিকতর নিকটবর্তী পাবে। কারণ তাদের মধ্যে বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তি আছে। আর তারা অহংকার করে না।

৮৩। এবং রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তারা উহা শুনে, তখন তুমি তাদের সত্যানুভূতির জন্য চক্ষু হতে অশ্রু ঝরতে দেখবে, তারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বিশ্বাস করি, অতএব আমাদের সাক্ষীগণের সাথে লিপিবদ্ধ কর।

৮৪। এবং আমরা কি জন্য আল্লার প্রতি ও আমাদের প্রতি সত্য হতে যা এসেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না ? এবং আমরা আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদের সৎ-কর্মশীলদের সাথে (স্বর্গে) প্রবেশ করাবেন।

৮৫। অনন্তর তারা যা বলেছিল, তজ্জন্য আল্লাহ প্রতিদান-স্বরূপ তাদের জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করিয়েছেন। যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত। তার মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, এবং সৎকর্মশীলগণের জন্য ইহাই প্রতিদান।

৮৬। যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার আয়াত (নিদর্শনাবলী)-কে অগ্রাহ্য করেছে, তারাই দোজখ-(নরক) বাসী।

॥ রুকু ১২ ॥

৮৭। হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ যা তোমাদের জন্য হালাল (বৈধ) করেছেন, সেই পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম (অবৈধ) কর না, এবং সীমা অতিক্রম কর না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমাতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না।

৮৮। আল্লাহ তোমাদের যে সমস্ত হালাল (বৈধ) বস্তু দান করেছেন, তা ভক্ষণ কর, এবং সেই আল্লাকে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান (বিশ্বাস) এনেছ।

৮৯। আল্লাহ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য দায়ী করবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃত-ভাবে কর, সেইগুলোর জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অতঃপর এর প্রায়শ্চিত্ত দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনবর্গকে খেতে দাও, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস মুক্তি ; কিন্তু যদি সমর্থ না হও, তবে তিন দিন রোজা (উপবাস) পালন করবে। ইহাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত, এবং স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর, এই রূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াত (নিদর্শনসমূহ) বর্ণনা করেন, যেন তোমরা শুকোর (কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন) কর।

৯০। হে মোমিনগণ (বিশ্বাসী), মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা ত্যাগ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৯১। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়, এবং তোমাদের আল্লার স্মরণে ও নামাজে বিরত করাতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে ?

৯২। এবং আল্লার অনুগত হও, রসুলের অনুগত হও, এবং সতর্ক হও, কিন্তু যদি ফিরে যাও তবে জেনে রেখ যে, আমার রসুলের কর্তব্য স্পষ্ট প্রচার।

৯৩। যারা বিশ্বাস করে, ও সৎকাজ করে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছিলো, তার জন্য তাদের কোন অপরাধ নাই। যেহেতু তারা সংযত হয়েছে, বিশ্বাস করেছে, ও সৎকাজ করছে। তৎপর যারা সংযত হয়, ও বিশ্বাস করে—পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ সৎ-কর্মীগণকে ভালবাসেন।

॥ রুকু ১৩ ॥

৯৪। হে মোমিন (বিশ্বাসী) গণ ! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা যায়, সে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যাতে আল্লাহ জানতে পারেন—কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে, সুতরাং এর পর কেহ সীমা লঙ্ঘন করলে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে।

৯৫। হে মোমিন (বিশ্বাসী) গণ ! তোমরা এহ্‌রাম (হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট সময়) বন্ধনকালে শিকার কর না, এবং তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বধ করলে, তবে যা বধ করল তার বিনিময় হচ্ছে, অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার মীমাংসা করবে, তোমাদের মধ্যে দু'জন সৎ-লোক, কাবাতে প্রেরিত কোরবানীরূপে। অথবা উহার বিনিময় হবে—দরিদ্রকে অন্নদান করা, কিংবা সমপরিমাণ রোজা পালন করা। যাতে সে আপনকৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন, কেহ উহা পুনরায় করলে, আল্লাহ তার শাস্তি দিবেন, আল্লাহ পরাক্রমশালী শাস্তিদাতা।

৯৬। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ করা হালাল (বৈধ) হয়েছে—তোমাদের ও পর্যটকদের উপকারের জন্য, স্থল-শিকার হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে ; এবং সেই আল্লাকে ভয় কর, যাঁর দিকে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

৯৭। আল্লাহ পবিত্র কাবাগৃহ, পবিত্র মাস, কোরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্য পরিহিত পশুকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন, এই জন্য যে—তোমরা যেন জানতে পার আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন, এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৯৮। তোমরা জান যে, অবশ্যই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৯৯। প্রচার করাই শুধু রসুলের কর্তব্য, তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আল্লাহ তা জানেন।

১০০। তুমি বল—মন্দ ও ভাল এক বস্তু নহে, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে ; সুতরাং হে জ্ঞানবানসকল ! তোমরা আল্লাকে ভয় কর। যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

।। রুকু ১৪ ।।

১০১। হে মোমিন (বিশ্বাসী) গণ ! তোমরা বহু বিষয় জিজ্ঞাসা কর না, যদি উহা ব্যক্ত হয়, তোমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে. এবং যদি কোরাণ অবতারণকালে তৎসমূহ জিজ্ঞাসা কর, তবে উহা তোমাদের জন্য ব্যক্ত হবে, আল্লাহ উহা হতে ক্ষমা করবেন ; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল সহিষ্ণু।

১০২। তোমাদের পূর্বেও তো এক সম্প্রদায় বহুবিষয় জিজ্ঞাসা করেছিল, তৎপর তারা ওতে অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল।

১০৩। আল্লাহ 'বহিরা'[১] অথবা 'সায়েবা'[২] কিংবা 'অছিলা'[৩] অথবা 'হামি'[৪] স্থির করেন নাই, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তারাই আল্লার প্রতি অসত্যারোপ করে, এবং তাদের অধিকাংশই অনভিজ্ঞ।

১০৪। যখন তাদের বলা হয়, আল্লা যা অবতীর্ণ করেছেন, সেদিকে এবং রসুলের দিকে এস, তারা বলে—আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যার উপর পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণের কোনই জ্ঞান ছিল না, এবং তারা সুপথগামীও ছিল না।

১০৫। হে মোমিনগণ ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লার দিকেই তোমাদের চরম প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করছ, তা তোমাদের জানান হবে।

১০৬। হে মোমিন (বিশ্বাসী) গণ ! যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ৎ (অন্তিম উপদেশ) কালে তোমাদের মধ্যে দু'জন ভাল লোককে সাক্ষী কর, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্যে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে—নামাজের পর তাদের উভয়কে দণ্ডায়মান করবে, তারা উভয়েই আল্লার শপথ করে বলবে ঃ—

'আমরা এর জন্য মূল্য গ্রহণ করব না, যদিও সে আত্মীয় হয়। এবং আমরা আল্লার শপথ গোপন করব না, যেহেতু আমরা তার জন্য পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

১। বহিরা ঃ কানচেরা প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রী।

২। 'সায়েবা' ঃ প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রী, যাকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

৩। 'অছিলা' ঃ যে ছাগী একত্রে একাধিকবার নর ও নারী বাচ্চা প্রসব করে। তাকে পবিত্র মনে করে ছেড়ে দেওয়া।

৪। 'হামি' ঃ দশটি বাচ্চা প্রসব করার পর যে উষ্ট্রীকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ মনে করা হয়।

১০৭। যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তবে যাদের স্বার্থহানি হয়েছে, তাদের মধ্য হতে নিকটতম দু'জন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, এবং আল্লার নামে শপথ করে বলবে—আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের হতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমা লঙ্ঘন করি নাই, করলে আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্গত হবো।

১০৮। ইহা এই জন্য সমীচীন যে, তারা সত্য সাক্ষ্য দিবে, এবং ভয় করবে যে তাদের সাক্ষ্যের প. অন্য সাক্ষ্য হাজির করা হবে, আল্লাকে ভয় কর ও শ্রবণ কর, এবং আল্লাহ অসৎ-সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করান না।

॥ রুকু ১৫ ॥

১০৯। যেদিন আল্লাহ রসুলগণকে একত্রিত করার পর বলবেন—তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে? তারা বলবে—আমাদের তো কোন জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

১১০। আল্লাহ বলবেন—হে মরিয়ম-নন্দন ঈসা, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর। যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা যোগে সাহায্য করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় ও পরিণত বয়সে লোকদের সাথে কথা বলেছিলে, এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান এবং তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম, এবং যখন তুমি আমার আদেশে কাদাদ্বারা পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতি ক্রমে উহা পাখি হয়ে যেত, আমার অনুমতিক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে তুমি নিরাময় করতে, এবং আমার অনুমতি-ক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে; আমি তোমা হতে ইসরাইলবংশকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। যখন তুমি তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল—'ইহা এক স্পষ্ট যাদু।'

১১১। যখন আমি 'হাওয়ারী'[১]গণের প্রতি প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তারা বলেছিল—আমরা বিশ্বাস করলাম, এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্ম-সমর্পণকারী।

১১২। যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মরিয়ম-নন্দন ঈসা, তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাতে পারেন? সে বলেছিল—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, আল্লাকে ভয় কর।

১১৩। তারা বলেছিল, আমরা ইচ্ছা করি যে, উহা হতে ভক্ষণ করব, এবং আমাদের অন্তরসমূহ পরিতৃপ্ত হবে, এবং আমরা জানতে পারবে যে, নিশ্চয় তুমি সত্য বলেছো, এবং আমরা তার প্রতি সাক্ষী হব।

১১৪। মরিয়ম-নন্দন ঈসা বলেছিল—আমাদের প্রতিপালক! আকাশ হতে আমাদের জন্য খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাও, ইহা আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য আনন্দ-উৎসব-স্বরূপ হবে, এবং তোমা হতে নিদর্শন হবে; এবং আমাদের জীবিকা প্রদান কর, এবং তুমি শ্রেষ্ঠতম জীবিকাদাতা।

১। হাওয়ারী: হজরত ঈসার খাস সহচরবৃন্দ।

১১৫। আল্লাহ বললেন—আমি তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করব, কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেহ অবিশ্বাস করলে, তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব-জগতের অপর কাউকে দিব না।

॥ রুকু ১৬ ॥

১১৬। যখন আল্লাহ বলবেন—হে মরিয়ম-নন্দন ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? সে বলবে—তুমিই পরম পবিত্র, আমার কি হয়েছিল যে, যাতে আমার কোন অধিকার নাই, আমি তাই বলব? যদি আমি তাদের ইহা বলে থাকি, তুমি নিশ্চয় পরিজ্ঞাত আছ। আমার অন্তরে যা আছে তা তুমি জান, এবং তোমার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

১১৭। তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ, তা ব্যতীত তাদের আমি কিছুই বলি নাই, তা এই : তোমার আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লার উপাসনা, এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কার্য্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম, যখন তুমি আমাকে লোকান্তরিত করলে, তখন তুমিই তাদের উপর লক্ষ্যকারী ছিলে, এবং তুমি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।

১১৮। যদি তুমি তাদের শাস্তি দান কর, তবে তারা তোমারই দাস, আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

১১৯। আল্লাহ বলবেন—আজকের দিনে সত্যবাদীগণ, তাদের সততার সুফল প্রাপ্ত হবে, তাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান—যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত, তার মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, ইহাই মহান সফলতা।

১২০। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লার, তিনি সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান।

● ইসলাম ধর্মের একটি মশহুর জনপ্রিয় উক্তি প্রচলিত। যে উক্তিটি আপন মহিমায়—উক্তি হতে উত্তীর্ণ হয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাণের প্রবাদে পরিণত হয়েছে। সেটি হচ্ছে—'সেদ্‌কে মাকাল্' ও 'রেযকে হালাল' অর্থাৎ সত্য কথা ও হালাল রুজি। ইসলাম ধর্মের শাশ্বত বিধানে এই দুটো ব্যতিরেকে যে কোন মানুষের মানবিক উন্নতি অসম্ভব। যাঁরা ইসলাম জগতের অত্যুচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছেন, যাঁরা আল্লার পরম নৈকট্য লাভ করে গরীয়ান ও মহীয়ান হয়েছেন; সেই সমস্ত গরীয়ান-গরীয়সী, মহীয়ান ও মহীয়সীদের অন্তর-জগতে এ দুটোকে সূর্য ও চন্দ্ররূপে দেখা যায়। বিশেষ করে ইসলাম জগতের 'অলি আওলিয়া'-গণের পবিত্র জীবন-মূলে এ দুটোই মহাসম্পদ ও মূল পুঁজি। সুরা 'মায়েদা'য় মানুষের সেই খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্য বস্তুর বৈধ-অবৈধ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনাসহ পথ-নির্দেশ আছে। আপন আপন জীবনে তারই মূল্যায়নে আমাদেরও প্রার্থনা—

দাও মোরে সেই প্রাণ যে প্রাণ পারে
ক্লেশ নাই কষ্ট নাই সত্য বলিবারে।
দাও মোরে সেই পথ যে পথ খুঁজি
যে পথে সহজে আসে হালাল রুজি। —কাব্য কানন।

আল্‌-আন্‌য়াম্‌—গৃহপালিত পশু অবতীর্ণ—মক্কায়

রুকু ২০ আয়াত ১৬৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এবং উদ্ভব করেছেন অন্ধকার ও আলো। তথাপিও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতিপালকের সাদৃশ্য স্থির করে।

২। তিনিই তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তারপর নির্দিষ্টকাল স্থির করেছেন, এবং তাঁরই নিকট নির্দিষ্টকাল নিরূপিত আছে, এর পরও কি তোমরা সন্দেহ কর ?

৩। তিনিই আসমান ও জমিনের আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন, এবং তোমরা যা জান, তাও তিনি অবগত আছেন।

৪। এবং তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হতে যে কোন নিদর্শন তাদের নিকট উপস্থিত হয় তা হতে বরং তারা বিমুখ হয়ে থাকে।

৫। সত্য যখন তাদের নিকট এসেছে, তারা উহা অস্বীকার করেছে, যা লয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, উহার যথার্থতা তারা অবহিত হবে।

৬। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের আমি পৃথিবীতে এরূপ প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, তোমাদেরও সেরূপ করি নাই। আমি তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, আর তাদের নিম্নে নদী প্রবাহিত করেছিলাম, তৎপর তাদের পাপের জন্য তাদের ধ্বংস করেছিলাম, এবং তাদের পর নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।

৭। যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত গ্রন্থও অবতারণ করতাম, আর যদি ওরা উহা হস্ত দ্বারাও স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা বলত—ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছুই নয়।

৮। এবং তারা বলে, কেন তার প্রতি ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয় নাই ? যদি আমি ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করতাম, তা হলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসাই তো হয়ে যেতো, পরে তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হতো না।

৯। আর যদি তাকে ফেরেশ্তা করতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম, আর তাদের সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম—যেরূপ ভ্রমে তারা এখন আছে।

১০। তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, পরিণামে তারা যা নয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, তা বিদ্রূপকারীগণকে পরিবেষ্টন করেছে।

॥ রুকু ২ ॥

১১। তুমি বল—তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ ; যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কি হয়েছিল !

১২। আসমান ও জমিনে যা আছে, তা কার ? তুমি বল—আল্লারই। দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। কিয়ামতের দিন, অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নাই। যারা নিজ জীবনের ক্ষতি করেছে, তারা কখনই বিশ্বাস করবে না।

১৩। রাত ও দিনে অবস্থিত সব কিছুই তাঁর, এবং তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

১৪। বল—আমি কি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করব ? তিনিই জীবিকা দান করেন, কিন্তু তাঁকে কেহ জীবিকা দান করে না। তুমি বল—আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন, আমিই আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হই, (আরও আদেশ করা হয়েছে) কদাচ তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১৫। তুমি বল, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিবসের শাস্তি আমার উপর পতিত হবে।

১৬। সেদিন যে উহা হতে রক্ষা পাবে, ফলতঃ নিশ্চয় সে অনুগৃহীত হয়েছে, এবং ইহাই প্রকাশ্য সফলতা।

১৭। আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করলে, তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই, আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান, (সেখানেও কারো কিছু করার নাই।)

১৮। তিনি আপন দাসগণের উপর পরাক্রমশালী, তিনিই বিজ্ঞানময় সর্বজ্ঞ।

১৯। বল—'সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ কী' ? বল আল্লাহ্‌ আমার তোমাদের মধ্যে সাক্ষী, এই কোরাণ আমার নিকট পাঠান হয়েছে যেন তোমাদের ও যার নিকট পৌঁছাবে, তাদের সতর্ক করি, তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লার সাথে অন্য উপাস্যও আছে ? বল—আমি সে সাক্ষ্য দেই না, বল—এক উপাস্য, এবং তোমরা যে শরিক (অংশী) কর, আমি তা হতে নির্লিপ্ত।

২০। আমি যাদের কেতাব (গ্রন্থ) দিয়েছি, তারা তাকে ঐরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাদের সন্তানগণকে ; যারা নিজেরাই নিজ জীবনের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না।

॥ রুকু ৩ ॥

২১। যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াত (নিদর্শন)-কে অস্বীকার করে, তা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে ? অত্যাচারীগণ সফলকাম হয়না।

২২। একদিন আমি তোমাদের সকলকে একত্রিত করব, তৎপর যারা অংশীবাদিতা করেছে, তাদের বলব—তোমাদের সেই অংশী-উপাস্যরা কোথায়, যাদের তোমরা নিশ্চিত ধারণা করতে ?

২৩। অতঃপর তাদের ইহা ভিন্ন বলার অন্য কিছু থাকবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লার শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।

২৪। দেখ, তারা নিজেরাই নিজেদের কিরূপে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে, এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত, উহা কিভাবে তাদের জন্য বিফল হবে।

২৫। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পেতে রাখে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন তারা উহা উপলব্ধি করতে না পারে, তাদের বধির করেছি, এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা উহাতে বিশ্বাস করবে না; এমন কি তারা যখন উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন অবিশ্বাসীরা বলে—ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।

২৬। তারা অন্যকে উহা শ্রবণে নিষেধ করে, এবং নিজেরাও বিরত থাকে, তারা নিজেদের ব্যতীত বিনষ্ট করে না, অথচ তারা অবগত নহে।

২৭। তুমি যদি দেখতে, যখন তাদের নরকাগ্নির সম্মুখে দাঁড় করান হবে, এবং তারা বলবে, হায়—যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম, এবং আমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করতাম না, এবং বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

২৮। বরং তারা পূর্বে যা গোপন করেছিল, তা তাদের জন্য প্রকাশিত হবে, এবং যদি তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে যা হতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা তাতেই ফিরে যাবে। এবং নিশ্চয়ই তারা অসত্যবাদী।

২৯। তারা বলে যে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।

৩০। যদি তুমি দেখতে—যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করান হবে, তিনি বলবেন—ইহা কি সত্য নহে ? হাঁ আমাদের প্রতিপালকই সাক্ষী, তিনি বলবেন—তোমরা যে অবিশ্বাস করেছিলে, এবার তার শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১। নিশ্চয় যারা আল্লার সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন কি অকস্মাৎ যখন তাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হবে, তখন তারা বলবে—হায় কি পরিতাপ ! একে আমরা অবহেলা করেছি, তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে, দেখ তারা যা বহন করবে, তা অতি নিকৃষ্ট।

৩২। এবং পার্থিব-জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে, যারা সংযত হয়, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেষ্ঠতর, তোমরা কি বোঝ না ?

৩৩। অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ হয়। কিন্তু তারা তোমাকেই মিথ্যা বলছে না, বরং সেই অত্যাচারীরা আল্লার নিদর্শনাবলীই অস্বীকার করছে।

৩৪। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্বে রসুলগণকে অস্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লার বাণী কেহ পরিবর্তন করতে পারে না, নিশ্চয় তোমার নিকট রসুলগণের কোন কোন সংবাদ এসেছে।

৩৫। যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয়, তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর, এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং তুমি মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৩৬। যারা শুনেছে, শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়, এবং আল্লাহ মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন; অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩৭। এবং তারা বলে—তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নি কেন? বল—আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের প্রায় কেহ জানে না।

৩৮। পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নাই, অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না, যা তোমাদের মত একটি উম্মত নয়। গ্রন্থে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করি নাই, অতঃপর তারা সকলেই স্বীয় প্রতিপালকের দিকে একত্রিত হবে।

৩৯। এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির হয়ে আছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

৪০। তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখ—আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হলে ও তোমাদের নিকট কিয়ামত (উত্থান দিবস) উপস্থিত হলে—তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

৪১। বরং তাঁকেই আহ্বান করবে, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের দুঃখ দূর করবেন এবং তোমরা যে অংশী করছ, তা ভুলে যাও।

॥ রুকু ৫ ॥

৪২। তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর তাদের আমি অভাব ও কষ্ট-দ্বারা ধৃত (পরীক্ষা) করেছি, যেন তারা বিনীত হয়।

৪৩। যখন আমার শাস্তি তাদের উপর পড়ল, তখন তারা কেন বিনীত হল না? পরন্তু তাদের অন্তর-সমূহ কঠিন হয়েছিল। এবং যা করছিল, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।

৪৪। তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, অবশেষে তাদের যা দেওয়া হল, যখন তারা তাতে মত্ত হল, তখন অকস্মাৎ তাদের ধরলাম, ফলে তখন তারা নিরাশ হল।

৪৫। অতঃপর সীমা-লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল, এবং বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লারই জন্য সর্ববিধ প্রশংসা।

৪৬। বল, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও তোমাদের দর্শন-শক্তি কেড়ে নেন, এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে, তোমাদের ঐগুলো ফিরে দিবে?

৪৭। বল, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে, যদি আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের উপর পতিত হয়, তবে অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে?

৪৮। আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ব্যতীত রসুলগণকে প্রেরণ করি নাই। অনন্তর যে বিশ্বাসী হয়, ও সংশোধিত হয়, তবে তাদের কোন ভয় নাই, এবং তারা দুঃখিত হবে না।

৪৯। এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করে, যে অন্যায় কাজ করেছে, তার জন্য তাদের শাস্তি স্পর্শ করবে।

৫০। বল, আমি তোমাদের বলিনি যে, আমার নিকটে আল্লার ধনভাণ্ডার আছে, এবং অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নহি, এবং আমি তোমাদের ইহাও বলিনি যে, আমি ফেরেশ্তা ; আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়, আমি তা ব্যতীত অনুসরণ করি না। তুমি বল—অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি তুল্য ? তোমরা কি কোন চিন্তা কর না ?

।। রুকু ৬ ।।

৫১। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের দিকে সমবেত হতে ভয় করে, তাদের ইহার দ্বারা ভয় প্রদর্শন কর যে, তিনি ব্যতীত তোমাদের কেউ সাহায্যকারী ও অনুরোধকারী নাই। যেন তারা সংযত হয়।

৫২। এবং তাদের বিতাড়িত কর না, যারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদের কাজের দায়িত্ব তোমার নয়, এবং তোমার কোন কাজের দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। করলে তুমি সীমা-লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্গত হবে।

৫৩। এইভাবে তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে, আমাদের মধ্যে কি উহাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন ? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞগণকে জ্ঞাত নহেন ?

৫৪। যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তুমি তাদের বল—তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক—দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অজ্ঞতাবশতঃ অপরাধ করে, পরে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ও সংশোধিত হয় তবে নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৫৫। এইরূপে আমি আয়াত নিদর্শনসমহ বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদেব পথ পরিস্কৃত হয়।

।। রুকু ৭ ।।

৫৬। তুমি বল—তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে যাদেব আহ্বা- কব, নিশ্চয় আমি তাদের আরাধনা করতে নিষিদ্ধ হয়েছি। বল—আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না, করলে পথভ্রান্ত হবে, আমি কি সৎ-পথগামিদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না ?

৫৭। তুমি বল, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। অথচ তোমরা ওকে অস্বীকার করেছো, তোমরা যাতে তৎপর, তা আমার নিকট নাই। আল্লাহ ব্যতীত সুবিচার াই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।

৫৮। তুমি বল, তোমরা যাতে তৎপর, তা যদি আমার নিকট হত, তবে নিশ্চয় আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেতো। আল্লাহ সীমা-লঙ্ঘনকারীদের পরিজ্ঞাত আছেন।

৫৯। এবং তাঁরই নিকট অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্জিকা আছে, তিনি ব্যতীত কেহই তা অবগত নহে।

জলে ও স্থলে যা আছে, তিনি তা জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না, মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না, অথবা সরস ও শুষ্ক বস্তুও নাই, যা প্রকাশ্য গ্রন্থে নাই।

৬০ তিনিই তোমাদের রজনীতে (নিদ্রাযোগে) জীবনশূন্য করেন, এবং তোমরা দিবসে যা অর্জন কর, তিনি তা জানেন। অতঃপর তিনি দিবসে তোমাদের পুনর্জাগরিত করেন যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের চরম প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যা করছিলে, তোমাদের তা অবহিত করাবেন।

॥ রুকু ৮ ॥

৬১। তিনি স্বীয় দাসগণের প্রতি পরাক্রমশীল এবং তিনিই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধানকারী প্রেরণ করেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত, তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায়, এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।

৬২। অতঃপর তারা তাদের সত্য প্রভুর দিকে প্রেরিত হয়, সতর্ক হও, সুবিচার তাঁরই, এবং তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

৬৩। তুমি বল, ভূতল ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে কে তোমাদের উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে ডাক যে, যদি তিনি আমাদের এই বিপদ হতে উদ্ধার করেন, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হব।

৬৪। তুমি বল, আল্লাই তোমাদের উহা হতে এবং সকল দুঃখ-বিপদ হতে উদ্ধার করেন, এর পরও তোমরা শরিক (অংশী) কর।

৬৫। বল, তোমাদের উপর ও তল হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে, এবং তোমাদের পরস্পরের দ্বারা পরস্পরকে যুদ্ধের আস্বাদন করাতে তিনি সক্ষম। লক্ষ্য কর, আমি কিরূপে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি, যেন তোমরা বুঝতে পার।

৬৬। তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে মিথ্যা বলেছে, অথচ উহা সত্য। বল, আমি তোমাদের কার্যসম্পাদক নই।

৬৭। প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল আছে, এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।

৬৮। তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথার আলোচনা না করে। এবং শয়তান যদি তোমাকে বিস্মৃত করে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।

৬৯। সংযমকারীদের উপর তাদের কোন দায়িত্ব নাই। তবে উপদেশ দান কর। যাতে তারা সংযমী হয়।

৭০। যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া কৌতুকরূপে গ্রহণ করে, এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করে, তুমি তাদের সঙ্গ ত্যাগ কর, এবং ইহা দ্বারা তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেহ নিজ কৃতকার্যের জন্য ধ্বংস না হয়। যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক অনুরোধ-

কারী থাকবে না, এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহিত হবে না। এরাই কৃতকার্যের জন্য ধ্বংস হবে, তাদের অবিশ্বাস হেতু পানীয় জন্য উত্তপ্ত সলিল ও যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে।

॥ রুকু ৯ ॥

৭১। তুমি বল, আমরা কি আল্লাকে ত্যাগ করে, উহাকে গ্রহণ করব, যে আমাদের কোন লাভ করতেও পারে না, কোন ক্ষতি করতেও পারে না। এবং আল্লাহ আমাদের পথ প্রদর্শনের পর আমরা তার ন্যায় পেছনে ফিরে যাব যাকে শয়তানেরা সংসারমোহে হতবুদ্ধ করেছে। তার সহচরেরা তাকে ডাকছে যে, সুপথে আমাদের দিকে এস; তুমি বল, নিশ্চয় আল্লার পথই সুপথ, এবং আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালককে আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।

৭২। এবং যেন আমরা নামাজ কায়েম করি (উপাসনা) ও তাঁকে ভয় করি এবং তাঁরই দিকে আমাদের একত্রিত করা হবে।

৭৩। তিনিই সত্যভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্ট করেছেন। যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য, যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য, তিনি অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে মহাজ্ঞানী। এবং তিনি বিজ্ঞানময় অভিজ্ঞ।

৭৪। যখন ইব্রাহীম তার পিতা আজরকে বলেছিল, আপনি কি প্রতিমাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখছি।

৭৫। এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে আসমান ও জমিনের পরিচালনা-ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭৬। অনন্তর যখন তার উপর রাত আচ্ছন্ন হল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, ইহাই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, যাহা অস্তমিত হয়, তাকে আমি পছন্দ করি না।

৭৭। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, ইহাই আমার প্রতিপালক। যখন ইহাও অস্তমিত হল, তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদিগের অন্তর্ভুক্ত হব।

৭৮। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, ইহাই আমার প্রতিপালক। ইহা সর্ববৃহৎ। যখন তাও অস্তমিত হল, তখন সে বলল,—হে আমার সম্প্রদায় তোমরা যাকে আল্লার শরিক কর, তা হতে আমি মুক্ত।

৭৯। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে মুখ স্থাপন করলাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এবং আমি অংশীবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত নহি।

৮০। তার সম্প্রদায় তার সাথে তর্কে লিপ্ত হল, সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে তর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া, তোমরা তাঁর সাথে যে অংশী স্থির করছ, তাকে আমি ভয় করিনা। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। তবে কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

৮১। তোমরা যাকে আল্লার শরিক কর, আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? যে বিষয়ে তিনি তোমাদের কোন সনদ দেন নাই। তাকে আল্লার শরিক করতে তোমরা ভয় কর না, যদি তোমরা জান, তবে বল— উভয় দলের মধ্যে কে শান্তি লাভের অধিকারী।

৮২। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং স্বীয় বিশ্বাসকে সীমালঙ্ঘন দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদেরই জন্য শান্তি। এবং তারাই সুপথগামী।

॥ রুকু ১০ ॥

৮৩। এবং ইহাই আমার প্রমাণ যে, আমি ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের মোকাবেলা করতে দিয়েছিলাম। যাকে ইচ্ছা মর্য্যাদায় উন্নত করি। তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী।

৮৪। এবং আমি তাকে ইসহাক (ইব্রাহীমের পুত্র) ও ইয়াকুব (পৌত্র), দান করেছিলাম। তাদের সকলকেই আমি পথ প্রদর্শন করেছিলাম। ইতিপূর্বে— নুহ, ও তার বংশধর এবং দাউদ ও সোলেমান এবং আইউব ও ইউসুফ এবং মূসা ও হারুনকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম। এবং এইরূপে আমি সৎকর্মশীলগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

৮৫। এবং যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা, এবং ইলিয়াসকে ও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এবং সকলেই সৎশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৬। এবং ইসমাইল, ঈসা ও ইউনুস এবং লুত, সকলকেই এই পৃথিবীর উপর গৌরবান্বিত করেছিলাম।

৮৭। এবং তাদের পিতৃ-পুরুষ ও তাদের বংশধর এবং তাদের ভ্রাতৃগণ হতেও। আমি তাদের নির্বাচিত করেছিলাম, এবং তাদের সরলপথ প্রদর্শন করেছিলাম।

৮৮। ইহাই আল্লার সুপথ, তিনি স্বীয় সেবকগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালিত করেন। যদি তারা শিরক্‌ করত, তবে তাদের কৃতকর্ম ব্যর্থ হত।

৮৯। এদেরকেই আমি গ্রন্থ ও ধর্ম-বিধি ও সুসংবাদ দান করেছি। অতএব যদি তারা এতে অবিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় আমি তার জন্য এমন সম্প্রদায় স্থির করেছি, যারা এতে অবিশ্বাস করবে না।

৯০। এদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর, বল, এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

॥ রুকু ১১ ॥

৯১। তারা আল্লাকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই। যখন তারা বলে—আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেন নাই; বল, তবে মূসার আনীত গ্রন্থ যা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর, ও যার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না, যা দ্বারা তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল. উহা কে অবতারণ করেছিল? তুমি বল; আল্লাই পরে তাদের বিতর্ক খেলায় ত্যাগ করেছিল।

৯২। আমি এই শুভ গ্রন্থকে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপাদক-রূপে অবতীর্ণ করেছি, এবং যেন তুমি এর দ্বারা মক্কা ও তার পার্শ্বস্থ লোকদের সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা উহাতে বিশ্বাস করে। এবং যারা তাদের নামাজ সংরক্ষণ করে।

৯৩। যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়, যদিও তার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হয় না, এবং যে বলে, আল্লাহ যা অবতারণ করেছেন, আমিও উহার অনুরূপ অবতারণ করব, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমগণ মৃত্যু-যন্ত্রনায় থাকবে, এবং ফেরেশতাগণ, হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে, ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে অহংকার করতে, সে জন্য আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।

৯৪। এবং নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গভাবে এসেছ। যেমন আমি তোমাদের প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম, এবং আমি তোমাদের যা দান করেছিলাম, তা তোমরা স্বীয় পিছনে রেখে এসেছ। আমি তোমাদের সাথে তোমাদের অনুরোধকারীদের দেখছি না—তোমাদের মধ্যে যাদের তোমরা নিশ্চিতভাবে অংশী স্থিব করেছিলে, তোমাদের মধ্যকাব সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে, এবং তোমরা যা ধারণা করছিলে তা ব্যর্থ হয়েছে।

।। রুকু ১২ ।।

৯৫। নিশ্চয় আল্লাই আঁটি ও বীজ অঙ্কুরণকারী; তিনি মৃত হতে জীবিতের উদ্ভাবন করেন, এবং তিনি জীবিত হতে মৃতের বহির্গমনকারী; এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে?

৯৬। তিনিই প্রভাতের উন্মেষক, তিনি বিশ্রামেব জন্য রাত্রি ও গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন, ইহাই পরাক্রান্ত জ্ঞানময়ের নির্দ্ধারণ।

৯৭। তিনিই তোমাদেব জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা স্থলে ও জলে অন্ধকারে পথ পাও। নিশ্চয় আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদশনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

৯৮। তিনিই তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান আছে। নিশ্চয় আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি।

৯৯। তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, তাবপর আমি তার দ্বারা সমস্ত বিষয়েব অঙ্কুর নির্গত করি, পরে উহা হতে সবুজ পাতা বেব করি; তা হতে জোড়া বীজ বের করি, এবং খর্জুর কাণ্ড হতে আমি সন্নিকটবর্তী গুচ্ছ বের করি; এবং আমি আঙ্গুব জয়তুন ও দাড়িম্বের বাগান-সমুহ করেছি, এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও, যখন উহা ফলবান হয়, এবং ফলগুলো পরিপক্ক হয়, তখন উহাদের প্রতি লক্ষ্য কর। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্য নিদর্শন আছে।

১০০। তারা জিনকে আল্লার শরিক করে। অথচ তিনিই ওদের সৃষ্টি করেছেন। এবং ওরা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লার প্রতি পুত্রকন্যা অরোপ করে। তিনি পবিত্র মহীয়ান, ওরা যা বলে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

।। রুকু ১৩ ।।

১০১। তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নাই। তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ।

১০২। এইত তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি সর্ব বিষয়ে স্রষ্টা, অতএব তাঁরই উপাসনা কর। আমি সমস্ত বিষয়ের সম্পাদনকারী।

১০৩। চক্ষু তাঁকে দর্শন করতে পারে না। কিন্তু তিনি সকল চক্ষুকে দেখেন। তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টি, অভিজ্ঞ।

১০৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসমূহ এসেছে, তবে যে প্রত্যক্ষ করবে, তা তার নিজের জন্যই। এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজের জন্যই হবে। আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নহি।

১০৫। এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি, ফলে অবিশ্বাসীগণ বলে, তুমি ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থ পড়ে বলছ। কিন্তু আমি এর দ্বারা অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য ব্যক্ত করে থাকি।

১০৬। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়, তুমি তারই অনুসরণ কর। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং অংশীবাদী হতে দূরে থাক।

১০৭। এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁরা শিরক্ করত না, এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই, আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও।

১০৮। এবং আল্লাকে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাকেও গালি দিবে। এইভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কার্য সম্পর্কে অবহিত করাবেন।

১০৯। তারা আল্লার নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসত, তবে তারা অবশ্যই তা বিশ্বাস করত। তুমি বল—আল্লার নিকট ব্যতীত কোন নিদর্শনাবলী নাই। তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না, ইহা কি ভাবে তোমাদের বোধগম্য করান যাবে ?

১১০। এবং আমি তাদের অন্তর ও তাদের চক্ষুসকল পরিবর্তন করে দেব, যেহেতু তারা প্রথমে এতে বিশ্বাস করে নাই। এবং আমি তাদেরকে তাদের উদ্‌ভ্রান্ত ও অবাধ্যতার মধ্যে ত্যাগ করেছি।

॥ রুকু ১৪ ॥

১১১। যদি আমি তাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করি, এবং মৃত তাদের সাথে কথা বলে, এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাজির করি, তবুও আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত তারা বিশ্বাস করবে না। বরং তাদের অধিকাংশই মূর্খতা করছে।

১১২। এইরূপে আমি মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে চমকপ্রদ বাক্যে প্ররোচিত করে। এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তারা এরূপ করত না। সুতরাং তারা যা ধারণা করে, তাতেই তাদের ত্যাগ কর।

১১৩। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর যেন উহারই দিকে অনুরাগী হয়, এবং তারা যেন ওতেই তুষ্ট থাকে, এবং তারা যা করছে, যেন তাই করতে থাকে।

১১৪। তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আদেশদাতা মানব ? এবং তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এবং আমি যাদের গ্রন্থ দিয়েছি, তারা জানে যে, নিশ্চয় ইহা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তুমি সন্দিহানগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১১৫। এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও সুবিচারে সম্পূর্ণ। কেহই তাঁর বাক্যের পরিবর্তনকারী নাই, এবং তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

১১৬। যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লার পথ হতে বিচ্যুত করবে। তারা কল্পনা ব্যতীত অনুসরণ করে না। এবং কেবলমাত্র অনুমান করে থাকে।

১১৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়। এবং কে সৎপথে আছে, তাও তিনি জানেন।

১১৮। যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হও, তবে যার উপর আল্লার নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা খাও।

১১৯। যার উপরে আল্লার নাম উচ্চারিত হয়েছে, তোমরা কি জন্য তা খাবে না ? এবং তোমরা তাতে নিরুপায় হওয়া ব্যতীত তোমাদের জন্য যা অবৈধ, নিশ্চয় তিনি তা তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন; অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশিদ্বারা অবশ্যই অনেককে বিপথগামী করে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালভাবে জানেন।

১২০। তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন পাপ ত্যাগ কর। যারা পাপ করে, তার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

১২১। যার উপর আল্লার নাম নেওয়া হয় নি, তা ভক্ষণ কর না, নিশ্চয় উহা পাপ। শয়তান তাদের বন্ধুদের তোমাদের সাথে কলহ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামত চল, তবে তোমরা অবশ্যই অংশীবাদী হবে।

।। রুকু ১৫ ।।

১২২। যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি, এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে—অন্ধকারে আছে, এবং সেই স্থান হতে বের হবার নহে ? এইরূপে আমি অবিশ্বাসীদের জন্য, তারা যা করছে, তা সুন্দর করেছি (তাদের দৃষ্টিতে)।

১২৩। এইরূপে আমি জনপদে অপরাধীদের প্রধান করেছি, যেন সেখানে তারা চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ব্যতীত চক্রান্ত করে না। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।

১২৪। যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত হয়, তারা বলে,—আমরা কখনই বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত আল্লার রসুলকে যা দেওয়া হয়েছে, সেইরূপ আমাদের না দেওয়া হয়। আল্লাহ জানেন কোথায় তাঁর রেসালাতের ভার (রসুলের পদ ও দায়িত্ব) অর্পণ করবেন। যারা পাপ করছে, তাদের চক্রান্তের জন্য অচিরেই আল্লার নিকট হতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পতিত হবে।

১২৫। আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে ইচ্ছা করলে তিনি তার মন ইসলামের দিকে প্রশস্ত করে দেন, এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ছোট করে দেন। যেন সে আকাশে আরোহন করছে, এইরূপে যারা অবিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর অপবিত্রতা নিক্ষেপ করেন।

১২৬। ইহাই তোমার প্রতিপালকের সরল পথ, নিশ্চয় আমি বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছি।

১২৭। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট শান্তিনিকেতন আছে, এবং তারা যা করে তার জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক।

১২৮। এবং যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করে বলবেন—হে জিন-সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা বহুলোককে অনুগত করেছিলে, মানবগণ হতে তার বন্ধুরা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা পরস্পরের দ্বারা ফললাভ করেছি, এবং তুমি আমাদের জন্য সময় নির্ধারিত করেছিলে, এখন আমরা উহাতে হাজির। তিনি বলবেন—নরকই তোমাদের জন্য বাসস্থান। তোমরা সেথায় অবস্থান করবে, যদি না আল্লাহ অন্যরকম ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী।

১২৯। এইরূপে উহাদের কৃতকর্মের জন্য অত্যাচারীদের পরস্পর পরস্পরের বন্ধু করেছি।

॥ রুকু ১৬ ॥

১৩০। হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট কি রসুলগণ গমন করেন নাই? যারা তোমাদের আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করত এবং তোমাদের এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত; তারা বলবে—আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম, এই পার্থিব জীবনই তাদের প্রতারিত করেছিল, আর তারা যে অবিশ্বাসী ছিল, তাও তারা স্বীকার করবে।

১৩১। অধিবাসীবৃন্দ যখন অজ্ঞাত থাকে (তাদের পাপ সম্পর্কে) তখন কোন জনপদকে ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নহে।

১৩২। এবং প্রত্যেকে যা করে, সেই অনুপাতে, তার স্থান আছে, এবং তারা যা করছে, সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক অমনোযোগী নহেন।

১৩৩। তোমার প্রতিপালক মহাসম্পদশালী দয়াময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারণ করতে,

ও তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা আনতে পারেন। যেমন তিনি তোমাদের অপর এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৪। তোমাদের নিকট যে ঘোষণা করা হচ্ছে, তা বাস্তবায়িত হবেই ; তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৩৫। বল, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা যা করছ কর, আমিও যা করছি করি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময়। অত্যাচারীরা কখনও সফলকাম হবে না।

১৩৬। আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তা হতে তারা আল্লার জন্য এক অংশ নির্ধারণ করে, এবং তাদের ধারণানুসারে বলে, ইহা আল্লার জন্য, এবং ইহা আমাদের দেবতার জন্য। যা তাদের দেবতার অংশ তা আল্লার কাছে পৌঁছায় না, এবং যা আল্লার অংশ তা তাঁদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায় ; তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।

১৩৭। এইরূপে তাদের দেবতাগণ অংশীবাদীদের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে সুশোভন করেছে—তাদের ধ্বংসের জন্য, এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য, এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা এরূপ করত না। অতএব তুমি তাদের ও তাদের সেই ধারণা ত্যাগ কর।

১৩৮। এবং তারা বলে যে এই সকল গবাদিপশু ও শস্য ক্ষেত্র নিষিদ্ধ। তাদের ধারণানুযায়ী আমরা যা ইচ্ছা করি—ইহা ছাড়া কেহই উহা ভক্ষণ করে না, এবং অনেক চতুষ্পদের পৃষ্ঠ অবৈধ করা হয়েছে। বহু পশুর উপর ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ আল্লার নাম উচ্চারণ করা হয় নাই ; তারা যা ধারণা করছে, তার জন্য আল্লাহ অচিরেই তাদের শাস্তি দিবেন।

১৩৯। এবং তারা বলে যে, এই সকল গবাদিপশুর পেটে যা আছে, তা আমাদের পুরুষগণের জন্যই নির্দিষ্ট, এবং আমাদের নারীগণের জন্য উহা অবৈধ, এবং যদি উহা মৃত হয়, তবে তারা ওতে অংশী হবে, তাদের এই কথার জন্য অচিরেই তিনি তাদের প্রতিফল দিবেন, নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী।

১৪০। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা অজ্ঞতাবশতঃ নির্বোধের মত তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে, এবং আল্লার প্রতি ভুল ধারণাবশতঃ আল্লাহ যা দান করেছেন তা নিষিদ্ধ বলেছে। অবশ্যই তারা বিপথগামী হয়েছে, সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

।। রুকু ১৭ ।।

১৪১। তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছেন, এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য-শস্য, জয়তুন ও দাড়িম্ব সৃষ্টি করেছেন, এক অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও, যখন ফলবান হয় তখন ওর ফল আহার করবে। আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয় প্রদান করবে, এবং অপচয় করবে না। কারণ তিনি অপব্যয়ীকে ভালবাসেন না।

১৪২। এবং চতুষ্পদের মধ্যে ভারবাহী ও ভূ-সংলগ্ন আছে। আল্লাহ তোমাদের যে উপজীবিকা দান করেছেন, তা হতে ভক্ষণ কর, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৪৩। (এ গুলো) আট সংখ্যক পশু-দম্পতি, তার মধ্যে মেষ হতে দুটো, ছাগল হতে দুটো; তুমি বল—আল্লাহ্ কি ওদের পুরুষ দুটো অথবা স্ত্রীদুটো কিংবা স্ত্রীদ্বয়ের গর্ভে যা আছে তা অবৈধ করেছেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে প্রমাণসহ আমাকে জানাও।

১৪৪। এবং উট হতে দুটো, ও গরু হতে দুটো; তুমি বল—তিনি ওর পুরুষ পশুদের কিংবা স্ত্রী-পশুদ্বয়ের গর্ভে যা আছে তা অবৈধ করেছেন? আল্লাহ্ যখন এই সব আদেশ দান করেন, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করান না।

॥ রুকু ১৮ ॥

১৪৫। তুমি বল—আমার প্রতি ঐ ছাড়া প্রত্যাদেশ হয়নি যে, মৃত জীব, অথবা বহমান রক্ত, কিংবা শুকর-মাংস ভক্ষণকারীর জন্য ভক্ষণ অবৈধ করা হয়েছে, যেহেতু উহা অপবিত্র, অথবা যা আল্লাহ্ ব্যতীত (অপরের নামে উৎসর্গকালে) উচ্চারিত হয়েছে, তা দুষ্কার্য, কিন্তু যে সীমাতিক্রমকারী ও বিদ্রোহী না হয়ে নিরুপায় হয়, তবে (সেখানে) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল করুণাময়।

১৪৬। এবং ইহুদীদের জন্য নখ বা খুর-বিশিষ্ট পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম, এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম, তবে এইগুলোর পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থি-সংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিল না; তাদের অবাধ্যতার জন্য তাদের এই প্রতিফল দিয়েছিলাম।

১৪৭। অনন্তর যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে বলো—তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক; এবং অপরাধী-সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।

১৪৮। যারা অংশীবাদী, তারা এখনই বলবে যে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষ অংশীবাদিতা করতাম না, এবং আমরা কোন বিষয়ই অবৈধ করতাম না, এইরূপে তাদের পূর্ববর্তীরাও আমার শাস্তি আস্বাদন না করা পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছিল। তুমি বল—তোমাদের কি কোন জ্ঞান আছে, তবে উহা আমাদের সামনে পেশ কর, তোমরা কেবলমাত্র কল্পনার অনুসরণ কর, এবং কল্পনা ব্যতীত করছ না।

১৪৯। তুমি বল—আল্লার যুক্তিই চূড়ান্ত। সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তোমাদের সকলকে পথ-প্রদর্শন করাতেন।

১৫০। তুমি বল—যারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ইহা নিষেধ করেছেন, তবে তোমাদের সেই সাক্ষীগণকে আন, অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য দান করে, তবুও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দান কর না, এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে ও যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, এবং ওরা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

॥ রুকু ১৯ ॥

১৫১। তুমি বল—এস তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা অবৈধ করেছেন, তা পড়ে শুনাই

—তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির করো না। পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর, এবং অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা কর না, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি ; এবং কোন প্রকাশ্য বা গোপন অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন—যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা কর না। তিনি এইরূপে তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা বুঝতে পার।

১৫২। পিতৃহীন—বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সাধু উদ্দেশ্য ব্যতীত তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। ন্যায়ভাবে পরিমাপ ও পরিমাণ পূর্ণ কর, আমি কাউকেই তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দিই না। যখন তোমরা কথা বল—তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে, এবং আল্লার শপথ পূর্ণ কর, এ সম্বন্ধে তিনি তোমাদের এইরূপ আদেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা স্মরণ রাখ।

১৫৩। এবং এই পথই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর, এবং অন্য পথ সমূহের অনুসরণ কর না, করলে উহা তোমাদের তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এ বিষয়ে তিনি তোমাদের এইরূপ আদেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সাবধান হও।

১৫৪। এবং মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ ও দয়া-স্বরূপ, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

॥ রুকু ২০ ॥

১৫৫। আমি এই মঙ্গলময় গ্রন্থ অবতারণ করেছি, সুতরাং এর অনুসরণ কর ও সংযত হও—যেন তোমরা অনুগৃহীত হও।

১৫৬। যেন তোমরা না বলতে পার যে, কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু'-দলের জন্যই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলাম।

১৫৭। কিংবা তোমরা যেন বলতে পার যে, যদি আমাদের প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ হতো, তবে আমরাই তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ প্রাপ্ত হতাম। অতএব তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন, সুপথ ও করুণা উপস্থিত হয়েছে, অতঃপর যে আল্লার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, এবং উহা হতে ফিরে যায়, তবে তার চেয়ে কে অধিক অত্যাচারী, যারা আমার নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তাদের এই আচরণের জন্য আমি তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।

১৫৮। কিন্তু তারা কি এর জন্য অপেক্ষা করছে যে, ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে ; অথবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন কোন নিদর্শন উপস্থিত হবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন কোন নিদর্শন উপস্থিত হবে, সেদিন—যারা পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, অথবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পুণ্য-অর্জন করে নাই, তাদের কেহই সুফল-প্রাপ্ত হবে না। তুমি বল—তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি।

১৫৯। নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে, এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নাই, তাদের কৃতকর্ম আল্লার ইখ্‌তিয়ারভুক্ত। তৎপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

১৬০। কেহ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশগুণ পাবে এবং কেহ কোন অসৎকাজ করলে, তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, আর তারা অত্যাচারিত হবে না।

১৬১। তুমি বল—নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন, ইব্রাহীমের সুদৃঢ় ধর্মনীতিই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম ছিল, এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৬২। বল—নিশ্চয় আমার নামাজ (আরাধনা), ইবাদত (উপাসনা), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লারই জন্য।*

১৬৩। তাঁর কোন শরিক (অংশী) নাই, এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হয়েছি, এবং আমিই সর্বপ্রথম মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)।*

১৬৪। বল—আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক অনুসন্ধান করব ? এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে প্রতিপালক ; প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী, এবং কেহ কারো ভার বহন করবে না, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যাতে মতবিরোধ করেছিলে, তিনি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করবেন।

১৬৫। এবং তিনিই তোমাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি করেছেন, এবং তিনি তোমাদের কোনজনকে অন্যের উপর পদ-মর্যাদায় উন্নত করেছেন, যার দ্বারা তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, সে বিষয়ে পরীক্ষা করবেন, তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে সত্বর, এবং তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।

** কোরাণ শরীফের সকল আয়াতই সুমহান। তবে বিশেষ করে কোন কোন সুরার দু'একটি আয়াত-এর মূল লক্ষ্য ও মূল্যায়ণ এতই উর্দ্ধে, যেগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করলে—সহজেই অনুধাবন করা যায়—মহান ইসলামের মহৎ লক্ষ্য কি, মুসলীম জাহানের মূল বক্তব্য কি বা কোথায়। এই সমস্তের অনুধাবন ব্যতীত 'ইসলাম' অন্তঃসার-শূন্য এবং মুসলমান গতানুগতিক একটি ধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে পড়ে, যেখানে না থাকে প্রাণ, না থাকে ঈমান।

মুসলীম শব্দের গতানুগতিক অর্থ আত্মসমর্পণকারী। কিন্তু সে কোন্ আত্মসমর্পণকারী ? তিনি সেই আত্মসমর্পণকারী—যিনি তাঁর জীবন হতে জীবনের সমস্ত কিছুকে বিনা দ্বিধায়—'পরিতুষ্ট চিত্তে' মহাসত্য আল্লার উদ্দেশ্যে সত্যের নিকট নিবেদন করতে পারেন। তা তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হতে ধন-সম্পদ, যশ-মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি যা কিছুই হোক না কেন। আল্লার উদ্দেশ্যে সেই সর্বত্যাগীই প্রকৃত মুসলমান। হজরত মহম্মদ (দঃ) আল্লার দুয়ারে, সত্যের দরবারে, সেই সর্বত্যাগী সর্বপ্রথম মুসলমান। যিনি তাঁর প্রকৃত অনুসারী, তিনিই তাঁর প্রকৃত 'উম্মত' (শিষ্য) ও খাঁটি মুসলমান। এই দুটো আয়াত শরীফ সেই প্রকৃত মুসলমানের সংজ্ঞা-স্বরূপ।

আরাফ্—সমুন্নত স্থান অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ২৪ আয়াত ২০৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ্ লাম, মীম, ছা'দ।

২। তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে, এর দ্বারা সতর্ক করবতে যেন তোমার মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত না হয়, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা সদুপদেশ।

৩। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কর না, তোমরা অতি অল্পই বুঝছ।

৪। কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, আমার শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়েছে রাতে ও দুপুরে, যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।

৫। যখন আমার শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়েছিল, তখন তাদের কথা শুধু এই ছিল—নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম।

৬। অতঃপর যাদের নিকট রসুল প্রেরণ হয়েছিল, অবশ্যই আমি তাদের প্রশ্ন করব, এবং রসুলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।

৭। তৎপর আমি তাদের নিকট সজ্ঞানে কার্যাবলী বিবৃত করবই, এবং আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮। সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে, যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

৯। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১০। আমি তো তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি, এবং উহাতে তোমাদের জীবিকারও ব্যবস্থা করেছি, তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

।। রুকু ২ ।।

১১। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের রূপদান করি, তারপর ফেরেশ্তাগণকে বলেছিলাম যে, আদমকে 'সেজদা' (প্রণত) কর, ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করেছিল, সে সেজদা-কারীগণের অন্তর্গত হয় নি।

১২। তিনি বললেন ; আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কী তোমাকে সেজদা করতে নিষেধ করল, সে বলল—আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; আমাকে অগ্নিদ্বারা সৃষ্টি করেছ, এবং তাকে মাটিদ্বারা সৃষ্টি করেছ।

১৩। তিনি বললেন, এই স্থান হতে নেমে যাও, বস্তুতঃ তোমার সাধ্য নাই যে এখানে অহংকার কর, অতএব বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি হীনতমগণের অন্তর্গত।

১৪। সে বলল, 'কিয়ামত' (পুনরুত্থান দিবস) পর্যন্ত অবসর দাও।

১৫। তিনি বললেন, যাদের অবসর দেওয়া হয়েছে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।

১৬। সে বলল ; তুমি আমার যেরূপ সর্বনাশ করলে, তদ্রূপ আমিও তাদের (মানুষের) সরল পথে (ওত্ পেতে বিপথগামী করার জন্য) বসে থাকব।

১৭। তারপর নিশ্চয় আমি তাদের সম্মুখ হতে ও তাদের পশ্চাৎ হতে এবং তাদের দক্ষিণ হতে, ও তাদের বাম হতে তাদের নিকট উপস্থিত হব, এবং তাদের অধিকাংশকে তুমি কৃতজ্ঞ পাবে না।

১৮। তিনি বললেন, এখান হতে লাঞ্ছিতভাবে বের হয়ে যাও ; তাদের মধ্যে যে তোমার অনুগত হবে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা নরক পূর্ণ করব।

১৯। আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে (স্বর্গে) বসবাস কর, অনন্তর যেথা হতে ইচ্ছা ভক্ষণ কর, কিন্তু এই বৃক্ষের (সম্ভবত আদম ও হাওয়ার দাম্পত্য-মিলনের নিষেধাজ্ঞা) নিকটবর্তী হয়ো না, নচেৎ তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্গত হবে।

২০। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল, তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল। এবং বলল—পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশ্তা হয়ে যাও, অথবা স্থায়ী হয়ে যাও, এইজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ করেছেন।

২১। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল—আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

২২। এইভাবে সে তাদের প্রতারিত করল। পরে যখন তারা সেই বৃক্ষ (দাম্পত্য মিলন বা যৌবন) আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল, (অর্থাৎ তারা লজ্জাস্থানের মর্ম উপলব্ধি করল)। এবং তারা উভয়ে উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করল, তখন তাদের প্রতিপালক তাদের আহবান করে বললেন—আমি তোমাদের এই বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করি নাই, এবং আমি কি বলি নাই যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২৩। তারা বলল—হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হবো।

২৪। তিনি বললেন, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা থাকল।

২৫। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবিত থাকবে, এবং সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে, এবং সেখান (কবর বা শূন্যমার্গ) হতেই তোমাদের বের করে আনা হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২৬। হে আদম-বংশধরগণ, আমি তোমাদের প্রতি এরূপ পরিচ্ছদ দান করেছি, যা তোমাদের আবৃতাঙ্গ আচ্ছাদিত ও সুসজ্জিত করে ; এবং সংযমশীলতাই উত্তম পরিচ্ছদ। যেন তোমরা স্মরণ কর !

২৭। হে আদম-বংশধরগণ ! শয়তান যেন তোমাদের প্রতারিত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান উভয়কে দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করে উভয়কেই স্বর্গ হতে বের করে দিয়েছিল, সে নিজে ও তার দল তোমাদের এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যারা বিশ্বাস করে না—শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।

২৮। যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে, তখন বলে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ইহা করতে দেখেছি, এবং আল্লাহ আমাদের এ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ; বল—আল্লাহ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই।

২৯। তুমি বল—আমার প্রতিপালক সুবিচারের আদেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক নামাজে (আরাধনায়) তোমাদের মুখমণ্ডল (লক্ষ্য) স্থির রাখবে, তাঁরই ধর্মের (শান্তির) জন্য বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথম সৃষ্টি করেছেন, সেইভাবেই ফিরে যাবে।

৩০। তিনি একদলকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন, এবং অপর দলের জন্য পথ-ভ্রান্তিই সমুচিত ; নিশ্চয় তারা আল্লাকে ত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, এবং তাদের ধারণা—তারা সৎপথগামী।

৩১। হে আদম-বংশধরগণ ! প্রত্যেক নামাজে তোমরা সুন্দর পরিষ্কার পোশাক পরবে, আহার করবে, পান করবে, কিন্তু অপব্যয় কর না ; নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের ভালবাসেন না।

॥ রুকু ৪ ॥

৩২। তুমি বল, আল্লাহ যে সব সুন্দর বস্তু স্বীয় দাসগণের জন্য উদ্ভব করেছেন, তাহা এবং জীবিকা হতে পবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করেছে ? বল—এই সমস্ত বিশ্বাসীদের পার্থিব জীবনের জন্য, বিশেষ করে উত্থানদিবসে (যে দিন অবিশ্বাসীরা ঐগুলো হতে বঞ্চিত হবে)। এইরূপে আমি জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি।

৩৩। তুমি বল, আমার প্রতিপালক কেবলমাত্র প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, এবং পাপ ও অন্যায়-বিরোধিতা, এবং কোন কিছুকে আল্লার শরিক করাকে অবৈধ করেছেন ; যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেন নি, এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা—যার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই।

৩৪। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না।

৩৫। হে আদম-বংশধরগণ, যদি কখন তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট কোন রসুল এসে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করে, তখন যারা সংযত ও সংশোধিত হয়, তাদের জন্য কোন ভয় নাই, এবং তারা দুঃখিত হবে না।

৩৬। এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, এবং অহঙ্কারবশত মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারাই নরকবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

৩৭। যে-ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনকে অস্বীকার করে, তা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে? তারা গ্রন্থ হতে নির্ধারিত অংশ পাবে, যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ-হরণের জন্য তাদের নিকট আসবে ও জিজ্ঞাসা করবে—আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ডাকতে, তারা কোথায়? তারা বলবে—তারা আমাদের ছেড়ে গেছে, এবং তারা স্বীয় জীবন সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে যে নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী ছিল।

৩৮। তিনি বলবেন, তোমাদের পূর্বে যে জ্বেন ও মানবদল নরকে প্রবিষ্ট হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর, যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করবে, তখনই স্বীয় সহোদরা সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে, এমন কি যখন সকলে উহাতে একত্রিত হবে, তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদিগের সম্পর্কে বলবে হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও। তিনি বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ আছে, কিন্তু তোমরা জান না।

৩৯। তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদের বলবে—আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, সুতরাং তোমরা যা করছ, তার শাস্তি আস্বাদন কর।

॥ রুকু ৫ ॥

৪০। নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে, এবং অহঙ্কারবশত উহা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের (স্বর্গের) দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না, এবং তারা স্বর্গেও প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ না করে; এইরূপে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিব।

৪১। তাদের জন্য নরকে শয্যা আছে, এবং তাদের উপর ওরাই চাদর, এবং এইরূপে আমি অত্যাচারীদের প্রতিফল দান করি।

৪২। আমি কাউকেই তার সাধ্য অপেক্ষা কষ্ট প্রদান করি না, এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারাই স্বর্গের অধিবাসী, সেখানে তারা সর্বদা অবস্থান করবে।

৪৩। তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব; ওদের নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হবে, এবং তারা বলবে—সমস্ত প্রশংসা আল্লার যিনি আমাদের এই পথ দেখিয়েছেন, আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না, আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ সত্য-বাণী এনেছিলেন, এবং

তাদের সম্বোধন করে বলা হবে যে, তোমরা যা করেছ, তারই জন্য তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

৪৪। স্বর্গবাসীগণ নরকবাসীগণকে সম্বোধন করে বলবে—আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তা সত্যরূপে পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তোমরা কি তা সত্যরূপে পেয়েছ? তারা বলবে—হাঁ, অতঃপর আহ্বানকারী তাদের মধ্যে আহ্বান করে বলবে—অত্যাচারীদের উপব আল্লার অভিসম্পাত।

৪৫। যারা আল্লার পথে বাধা দিত, এবং ওতে দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করত, ওরাই পরকালে অবিশ্বাসী।

৪৬। উভয়ের (স্বর্গ ও নরক) মধ্যে পর্দা থাকবে, এবং আরাফের (স্বর্গ ও নরকের মধ্যে উচ্চস্থান) উপর স্থিত লোকেরা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে। এবং স্বর্গবাসীদের সম্বোধন করে বলবে—তোমাদের শান্তি হোক। তারা তখন জান্নাতে প্রবেশ করে নি, কিন্তু আশা করে।

৪৭। যখন তাদের দৃষ্টি নরকবাসীদের প্রতি ফিরবে, তখন তারা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে করো না।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৮। আরাফবাসীগণ যাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে, তাদের সম্বোধন করে বলবে—তোমাদের দল ও তোমাদের অহঙ্কার কোন কাজে আসল না।

৪৯। এদের সম্বন্ধে তোমরা কি শপথ করে বলতে যে, তাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন না? (তাদেরই বলা হবে) তোমরা স্বর্গে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা দুঃখিত হবে না।

৫০। এবং নরকবাসীগণ স্বর্গবাসীগণকে আহ্বান করে বলবে, আমাদের জন্য কিছু পানি, অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদের যা দিয়েছেন, তা হতে কিছু দান কর। তারা বলবে, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য উভয়ই অবৈধ করেছেন।

৫১। যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল, এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছিল, অতএব আজ আমি তাদের বিস্মৃত হয়েছি যেরূপে তারা এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিল, এবং যেরূপে তাবা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল।

৫২। নিশ্চয় আমি তাদের নিকট এমন এক গ্রন্থ উপস্থিত করেছি. যাতে আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য জ্ঞান, সুপথ ও করুণা সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

৫৩। তারা শুধু ওর (শাস্তির) পরিণামের অপেক্ষা করে, যেদিন ওর পরিণাম প্রকাশিত হবে, সেদিন যারা পূর্বে ওর কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে—আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন, আমাদের জন্য কি কোন সুপারিশকারী আছে, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, অথবা আমাদের পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যেন আমরা পূর্বে যা করেছিলাম, তার বিপরীত করতে পারি, নিশ্চয় তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে, এবং তারা যে মিথ্যা ধারণা করত, তাও অন্তর্হিত হয়েছে।

॥ রুকু ৭ ॥

৫৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের [সিংহাসন—যা আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে অবস্থিত (কঃ), যা বিশ্বাসীদের অন্তরে অবস্থিত— (হাঃ)] উপর সমাসীন হলেন, তিনি রাত্রিকে দিনের দ্বারা আচ্ছন্ন করলেন, যা ওর অনুসরণে ধাবিত হচ্ছে : সূর্য্য, চন্দ্র, ও নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁর আদেশের আজ্ঞাধীন, জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও আদেশ দেওয়া তাঁরই জন্য। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ মঙ্গলময়।

৫৫। তোমরা প্রতিপালককে বিনীতভাবে ও গোপনে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমাতিক্রমকারীদের ভালবাসেন না।

৫৬। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি উৎপাদন করো না। তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাক, নিশ্চয় আল্লার করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

৫৭। নিশ্চয় তিনি বাতাসকে স্বীয় অনুগ্রহের (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেন, এমন কি যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে, তখন আমি উহাকে নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে চালিত করি, পরে উহা হতে বারিধারা অবতারণ করে থাকি, তৎপর উহা দ্বারা সকল প্রকার ফল উৎপাদন করে থাকি। এইভাবে মৃতকে (জীবিত করে) বের করি; যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

৫৮। এবং উৎকৃষ্ট ভূমি, যার ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে অঙ্কুরিত হয়, এবং যা নিকৃষ্ট, তা হতে কঠিন শ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মে না, এইরূপে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করে থাকি।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৯। নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম, এবং সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লার আরাধনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।

৬০। তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেছিল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

৬১। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল (দূত)।

৬২। আমি তোমাদের আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, এবং তোমাদের হিতোপদেশ দিচ্ছি, এবং তোমরা যা জান না, আমি আল্লার নিকট হতে তা জানি।

৬৩। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ, তোমাদেরই অন্তর্গত এক ব্যক্তির উপর তোমাদের প্রতিপালক হতে উপদেশ এসেছে, যেন সে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও, এবং অনুগ্রহ লাভ কর।

৬৪। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। পরে আমি তাকে ও যারা নৌকাতে ছিল, তাদের উদ্ধার করি, এবং যারা আমার নিদর্শন-সমূহ অবিশ্বাস করেছিল, তাদের নিমজ্জিত করি, তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৫। আ'দ জাতির প্রতি তাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লার আরাধনা কর, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, অতএব তোমরা কি সাবধান হবে না ?

৬৬। তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসকারী প্রধানরা বলেছিল, আমরা তো দেখছি—তুমি একজন নির্বোধ, এবং তোমাকে একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।

৬৭। সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়, আমি নির্বোধ নই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসূল (দূত)।

৬৮। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।

৬৯। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের অন্তর্গত এক ব্যক্তির উপর তোমাদের প্রতিপালক হতে উপদেশ এসেছে, যেন সে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করে, এবং স্মরণ কর, যখন তিনি নূহের সম্প্রদায়ের পরে তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন, এবং সৃষ্টের মধ্যে তোমাদের শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হও।

৭০। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে এসেছ, আমরা যেন শুধু আল্লার আরাধনা করি, এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যার আরাধনা করত, তা বর্জন করি। তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্গত হলে আমাদের যার প্রতিশ্রুতি (ভয়) দিয়াছ, তা আনয়ন কর।

৭১। সে বলেছিল—নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের উপর বিপদ ও শাস্তি উপস্থিত হবে, তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতকগুলো নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করেছে, এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন প্রমাণ পাঠান নাই। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

৭২। অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের স্বীয় অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম, এবং আমার নিদর্শন-সমূহ অবিশ্বাস করেছিল, এবং যারা বিশ্বাসী ছিল না, তাদের নির্মূল করেছিলাম।

॥ রুকু ১০ ॥

৭৩। সামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লার আরাধনা কর, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তোমাদের নিকট—তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, আল্লার এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লার ভূমিতে চরে খেতে দাও, এবং একে অসৎভাবে স্পর্শ কর না (ক্লেশ দিও না), অন্যথায় তোমাদের উপর যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি পতিত হবে।

৭৪। স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন, তিনি তোমাদের পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ, সুতরাং আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর, এবং পৃথিবীতে শান্তি-ভঙ্গকারীরূপে বেড়াইও না।

৭৫। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতাগণ দুর্বল বিশ্বাসীদের বলেছিল, তোমরা কি জান সালেহ্ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ? তারা বলেছিল, তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী।

৭৬। অহংকারীরা বলেছিল, তোমরা যা বিশ্বাস কর, আমরা তো অবিশ্বাসকারী।

৭৭। অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীকে হত্যা করল, এবং তাদের প্রতিপালকের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, এবং তারা বলেছিল, হে সালেহ, যদি তুমি রসুলগণের অন্তর্গত হও, তবে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা আমাদের নিকট আনয়ন কর।

৭৮। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে পরে তারা আপন গৃহে অধোমুখে পড়েছিল।

৭৯। অনন্তর সে তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, হে সম্প্রদায় ! নিশ্চয় আমি তোমাদের আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম, এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা উপদেষ্টাদের পছন্দ কর নাঁই।

৮০। এবং লুত যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমবা এমন কুকাজ করছ, যা পৃথিবীতে পূর্বে কেহ করে নাই।

৮১। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ত্যাগ করে পুরুষের নিকট গমন কর, সুতরাং তোমরা অসৎ সম্প্রদায়।

৮২। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলেছিল, এদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর, নিশ্চয় তারা পবিত্রতা অন্বেষণ করে থাকে।

৮৩। অনন্তর আমি তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার বংশাবলীকে উদ্ধার করেছিলাম, কারণ সে (স্ত্রী) ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্গত।

৮৪। এবং তাদের উপর আমি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং লক্ষ্য কর, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল ?

॥ রুকু ১১ ॥

৮৫। মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়েবকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লার আরাধনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের প্রমাণ এসেছে, অতএব পরিমাণ ও পরিমাপ পূর্ণ কর, এবং লোকদের—তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি উৎপাদন কর না, ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

৮৬। বিশ্বাসীগণকে ভয়-প্রদর্শনের জন্য কোন পথে বসে থাকবে না, আল্লার পথে তাদের বাধা দিবে না, এবং ওতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন, এবং লক্ষ্য কর, শান্তিভঙ্গকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

৮৭। আমার প্রতি যা প্রেরিত হয়েছে, তাতে যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে, এবং কোন

দল বিশ্বাস না করে, তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

৮৮। তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলেছিলে—হে শো'য়ব, তোমাদেব—আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় আমবা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের—আমাদেব জনপদ হতে বেব কবে দেবই, সে বলেছিলে, যদি উহা আমাদেব পক্ষে ঘৃণ্য হয়, তবুও কি ?

৮৯। তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেব উদ্ধাব কবাব পব যদি আমবা ওতে আবার ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাব প্রতি মিথ্যা আবোপ কবব, আমাদেব প্রতিপালক আল্লাই ইচ্ছা না করলে আব ওতে ফিবে যাওয়া আমাদেব সাধ্য নয়। সমস্ত কিছুই আমাদেব প্রতিপালকেব জ্ঞানায়ত্ত। আমবা আল্লাব প্রতি নির্ভব করি। হে আমাদেব প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদেব সম্প্রদায়েব মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দাও; এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।

৯০। এবং তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী নেতাবা বলেছিল, যদি তোমরা শোয়েবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৯১। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তাবা নিজগৃহে অধোমুখে শেষ হয়ে গেল।

৯২। শোয়েবকে যাবা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করে নাই। শোয়েবকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৯৩। সে তাদের হতে মুখ ফিরাল, এবং বলল—হে আমাব সম্প্রদায়! আমাব প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের পৌঁছিয়ে দিয়েছি, এবং তোমাদেব উপদেশ দিয়েছি, সুতরাং আমি সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ কবি!

॥ রুকু ১২ ॥

৯৪। আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে ওব অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বাবা পীড়িত করি, যাতে তারা বিনত হয়।

৯৫। অতঃপব অকল্যাণকে কল্যাণে পবিবর্তন করি, অবশেষে তাবা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে—সুখ এবং দুঃখ আমাদেব পিতৃপুরুষদেব স্পর্শ কবেছিল, অনন্তর আমি তাদেব অকস্মাৎ ধৃত করেছিলাম, এবং তাবা জানতেও পাবে নি।

৯৬। এবং যদি সেই জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাস কবত ও সংযত হত, তবে আমি নিশ্চয় তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবী হতে কল্যাণরাশি উন্মুক্ত কবতাম, কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছিল,

সুতরাং তাদের কৃত-কর্মের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছি।

৯৭। তবে কি জনপদের অধিবাসীরা ভয় করে না—যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিতে, যখন তারা নিদ্রা-মগ্ন থাকবে।

৯৮। অথবা জনপদসমূহের অধিবাসীরা কি ভয় করে না—যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে প্রভাতে, যখন তারা ক্রীড়ারত থাকবে।

৯৯। তবে কি তারা আল্লার কৌশল (চক্রান্ত) সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হয়েছে? কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লার কৌশল হতে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

।। রুকু ১৩ ।।

১০০। কোন দেশের জনগণের পর যারা উহার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের নিকট কি প্রতীয়মান হয় নি যে, যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের পাপের জন্য তাদের ধৃত করতাম, এবং তাদের অন্তরসমূহ মোহর করে দেব, যাতে তারা শুনতে না পায়।

১০১। আমি সেই সকল জনপদের কিছু কিছু সংবাদ তোমাদের নিকট বিবৃত করেছি, এবং নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের রসুলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আগমন করেছিলো। কিন্তু যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাতে তারা বিশ্বাস করে নি। এইভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তরে মোহারাঙ্কিত করে থাকেন।

১০২। আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নি, কিন্তু তাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগী পেয়েছি।

১০৩। অনন্তর আমি তাদের পর মূসাকে নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার প্রধানদের নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা উহা অস্বীকার করে ; অতএব লক্ষ্য কর, দুষ্কৃতকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

১০৪। এবং মূসা বলেছিল, হে ফেরাউন, নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক হতে প্রেরিত রসুল।

১০৫। আমি এর উপর সত্যবদ্ধ হয়েছি যে, আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব না, নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট এসেছি, সুতরাং ইসরাইল-বংশধরগণকে আমার সাথে যেতে দাও।

১০৬। ফেরাউন বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক, তবে উহা নিয়ে এস, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১০৭। অতঃপর সে (মূসা) তার লাঠি নিক্ষেপ করল, এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ সর্প হল।

১০৮। এবং সে তার হাত বের করল, আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র, উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

।। রুকু ১৪ ।।

১০৯। ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, এ তো একজন অভিজ্ঞ যাদুকর।

১১০। এ তোমাদের—তোমাদের দেশ হতে বের করতে ইচ্ছুক। এখন তোমরা কি আদেশ (পরামর্শ) দাও।

১১১। তারা বলল, তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিছু অবসর দাও।

১১২। এবং নগরে নগরে ঘোষণাকারীদের প্রেরণ কর, যেন তারা তোমার নিকট দক্ষ যাদুকরদের হাজির করে।

১১৩। যাদুকররা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য কি পুরস্কার থাকবে ?

১১৪। সে বলল হ্যাঁ, এবং তোমরা আমার সান্নিধ্য-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১১৫। তারা বলল, হে মুসা ! তুমিই নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব ?

১১৬। সে বলল, তোমারাই নিক্ষেপ কর ; যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, এবং তাদের আতঙ্কিত করল, এবং তারা ভীষণ যাদুক্রিয়া উপস্থিত করল।

১১৭। এবং আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। তখন উহা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

১১৮। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল, এবং তারা যা করছিল, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল।

১১৯। সেখানে তারা পরাজিত হল ও লাঞ্ছিত হল।

১২০। এবং যাদুকরেরা প্রণতভাবে অবনত হল।

১২১। তারা বলল, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

১২২। যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক।

১২৩। ফেরাউন বলল, আমি তোমাদের আদেশ দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, নিশ্চয় ইহা সেই ষড়যন্ত্র—এই নগরের মধ্যে এসে এখান হতে এর অধিবাসীদের বের করবার জন্য তোমরা যে ষড়যন্ত্র করেছিলে। অতএব তোমরা এখনই জানতে পারবে (এর পরিণাম)।

১২৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই, অতঃপর তোমাদের প্রত্যেককেই শূলবিদ্ধ করবই।

১২৫। তারা বলল, নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাগমণকারী।

১২৬। তুমি তো আমাদের উপর দোষারোপ করছ শুধু এইজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি, যা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ধৈর্য দান কর, এবং আমাদের মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)-রূপে মৃত্যু দান কর।

॥ রুকু ১৫ ॥

১২৭। ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, তুমি কি মুসা ও তার সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদের বর্জন করার জন্য ছেড়ে দিবে ? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রগণকে হত্যা করব, এবং তাদের মেয়েদের জীবিত রাখব, নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পরাক্রান্ত।

১২৮। মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লারই। তিনি তাঁর দাসগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন, এবং শুভ পরিণাম সংযমীদের জন্যই।

১২৯। তারা বলল, তুমি আমাদের নিকট আসার পূর্ব হতেই আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি এবং তুমি আসার পরও, সে বলেছিলো—অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন, এবং তোমাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি করবেন। অতএব তোমরা কিরূপ কার্য কর, তিনি তা লক্ষ্য করবেন।

॥ রুকু ১৬ ॥

১৩০। নিশ্চয় আমি ফেরাউন বংশধরগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-শস্যহানি দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যেন তারা বুঝতে পারে।

১৩১। যখন তাদের কোন কল্যাণ হতো তারা বলত, ইহা তো আমাদেরই প্রাপ্য, এবং যখন কোন অকল্যাণ হতো তখন উহা মূসা ও তার সঙ্গীগণের ঘাড়ে চাপাত ; সতর্ক হও, কেবল তাদেরই জন্য আল্লার নিকট হতে দুর্গতি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

১৩২। এবং তারা বলল, তুমি আমাদের যাদু করার জন্য যে কোন নিদর্শনই আন, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।

১৩৩। অতঃপর আমি তাদের প্লাবন, পঙ্গপাল, কীট ও ভেক এবং রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করেছিলাম, এইগুলো স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তারা অহংকারী রয়ে গেল (যেহেতু) তারা ছিল অপরাধী-সম্প্রদায়।

১৩৪। যখন তাদের উপর শাস্তি আসত, তারা বলত—হে মূসা, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেরূপ তিনি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা নিশ্চয় তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, এবং নিশ্চয় তোমার সাথে ইসরাইল-বংশধরদের যেতে দেবো।

১৩৫। যখনই আমি তাদের উপর হতে অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্টকালের শাস্তি—যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল ; তারা তখনই তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করত।

১৩৬। সুতরাং আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি, এবং তাদের অতলসমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করত, ও এই সম্বন্ধে ছিল অমনোযোগী।

১৩৭। এবং সেই সম্প্রদায়, যাদের দুর্বল গণ্য করা হত, আমি তাদের পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, যাতে আমি প্রাচুর্য্য দান করেছিলাম, এবং ইসরাইল-বংশীয়দের প্রতি আমার শুভ বাক্য (আশিষ) পূর্ণ হয়েছিল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় যা নির্মাণ করত ও যা (প্রাসাদ) উত্তোলিত করত, তা আমি ধ্বংস করেছিলাম।

১৩৮। এবং আমি ইসরাইল-বংশধরদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছিলাম, পরে তারা এরূপ এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়েছিল, যারা তাদের প্রতিমাসমূহের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। তারা (ইসরাইল বংশ) বলেছিল—হে মূসা আমাদের জন্যও উপাস্য নির্মাণ করে দাও, যেরূপ তাদের উপাস্য আছে। সে বলেছিল, নিশ্চয় তোমরা নির্বোধ সম্প্রদায়।

১১২। এবং নগরে নগরে ঘোষণাকারীদের প্রেরণ কর, যেন তারা তোমার নিকট দক্ষ যাদুকরদের হাজির করে।

১১৩। যাদুকররা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য কি পুরস্কার থাকবে ?

১১৪। সে বলল হ্যাঁ, এবং তোমরা আমার সান্নিধ্য-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১১৫। তারা বলল, হে মূসা ! তুমিই নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব ?

১১৬। সে বলল, তোমারাই নিক্ষেপ কর ; যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, এবং তাদের আতঙ্কিত করল, এবং তারা ভীষণ যাদুক্রিয়া উপস্থিত করল।

১১৭। এবং আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। তখন উহা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

১১৮। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল, এবং তারা যা করছিল, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল।

১১৯। সেখানে তারা পরাজিত হল ও লাঞ্ছিত হল।

১২০। এবং যাদুকরেরা প্রণতভাবে অবনত হল।

১২১। তারা বলল, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

১২২। যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক।

১২৩। ফেরাউন বলল, আমি তোমাদের আদেশ দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, নিশ্চয় ইহা সেই ষড়যন্ত্র—এই নগরের মধ্যে এসে এখান হতে এর অধিবাসীদের বের করবার জন্য তোমরা যে ষড়যন্ত্র করেছিলে। অতএব তোমরা এখনই জানতে পারবে (এর পরিণাম)।

১২৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই, অতঃপর তোমাদের প্রত্যেককেই শূলবিদ্ধ করবই।

১২৫। তারা বলল, নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাগমণকারী।

১২৬। তুমি তো আমাদের উপর দোষারোপ করছ শুধু এইজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি, যা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ধৈর্যদান কর, এবং আমাদের মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)-রূপে মৃত্যু দান কর।

॥ রুকু ১৫ ॥

১২৭। ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, তুমি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদের বর্জন করার জন্য ছেড়ে দিবে ? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রগণকে হত্যা করব, এবং তাদের মেয়েদের জীবিত রাখব, নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পরাক্রান্ত।

১২৮। মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লারই। তিনি তাঁর দাসগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন, এবং শুভ পরিণাম সংযমীদের জন্যই।

১২৯। তারা বলল, তুমি আমাদের নিকট আসার পূর্ব হতেই আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি এবং তুমি আসার পরও, সে বলোছলো—অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন, এবং তোমাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি করবেন। অতএব তোমরা কিরূপ কার্য কর, তিনি তা লক্ষ্য করবেন।

॥ রুকু ১৬ ॥

১৩০। নিশ্চয় আমি ফেরাউন বংশধরগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-শস্যহানি দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যেন তারা বুঝতে পারে।

১৩১। যখন তাদের কোন কল্যাণ হতো তারা বলত, ইহা তো আমাদেরই প্রাপ্য, এবং যখন কোন অকল্যাণ হতো তখন উহা মূসা ও তার সঙ্গীগণের ঘাড়ে চাপাত ; সতর্ক হও, কেবল তাদেরই জন্য আল্লার নিকট হতে দুর্গতি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

১৩২। এবং তারা বলল, তুমি আমাদের যাদু করার জন্য যে কোন নিদর্শনই আন, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।

১৩৩। অতঃপর আমি তাদের প্লাবন, পঙ্গপাল, কীট ও ভেক এবং রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করেছিলাম, এইগুলো স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তারা অহংকারী রয়ে গেল (যেহেতু) তারা ছিল অপরাধী-সম্প্রদায়।

১৩৪। যখন তাদের উপর শাস্তি আসত, তারা বলত—হে মূসা, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেরূপ তিনি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা নিশ্চয় তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, এবং নিশ্চয় তোমার সাথে ইসরাইল-বংশধরদের যেতে দেবো।

১৩৫। যখনই আমি তাদের উপর হতে অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্টকালের শাস্তি—যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল ; তারা তখনই তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করত।

১৩৬। সুতরাং আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি, এবং তাদের অতলসমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করত, ও এই সম্বন্ধে ছিল অমনোযোগী।

১৩৭। এবং সেই সম্প্রদায়, যাদের দুর্বল গণ্য করা হত, আমি তাদের পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, যাতে আমি প্রাচুর্য্য দান করেছিলাম, এবং ইসরাইল-বংশীয়দের প্রতি আমার শুভ বাক্য (আশিষ) পূর্ণ হয়েছিল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় যা নির্মাণ করত ও যা (প্রাসাদ) উত্তোলিত করত, তা আমি ধ্বংস করেছিলাম।

১৩৮। এবং আমি ইসরাইল-বংশধরদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছিলাম, পরে তারা এরূপ এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়েছিল, যারা তাদের প্রতিমাস মূহের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। তারা (ইসরাইল বংশ) বলেছিল—হে মূসা আমাদের জন্যও উপাস্য নির্মাণ করে দাও, যেরূপ তাদের উপাস্য আছে। সে বলেছিল, নিশ্চয় তোমরা নির্বোধ সম্প্রদায়।

১৩৯। এইসব লোক অলীক বিষয়ে লিপ্ত আছে, এবং তারা যা করছে, তাও অসার

১৪০। সে বলেছিল, তবে কি আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য অনুসন্ধান করব, এবং তিনিই তোমাদের বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

১৪১। এবং যখন আমি তোমাদের ফেরাউন সম্প্রদায় হতে মুক্ত করেছিলাম, তারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি প্রদান করত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত, ও মেয়েদের জীবিত রাখত, এবং এতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক হতে ছিল মহান পরীক্ষা।

॥ রুকু ১৭ ॥

১৪২। এবং আমি মুসাকে ত্রিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এবং আরো দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়, এবং মূসা তার ভ্রাতা হারুনকে বলল—তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধি হও, ও মীমাংসা করতে থাক, এবং অসৎশীলদের পথ অনুসরণ কর না।

১৪৩। মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল, এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন—তুমি আমাকে কখনও দেখতে পারবে না। বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি উহা স্ব-স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে। যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তাঁর জ্যোতি বিকাশ করলেন, তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল, আর মূসা জ্ঞানহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন সে বলল, মহিমাময় তুমি, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাসস্থাপনকারী।

১৪৪। তিনি বললেন, হে মূসা, আমি নিশ্চয় তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সুতরাং আমি যা দিয়েছি, তা গ্রহণ কর ও কৃতজ্ঞ হও।

১৪৫। আমি তার (তোমার) জন্য ফলকের উপর সর্ববিষয়ের উপদেশ ও সর্ব বিষয়ের বিবৃতি লিখে দিয়েছি, অতএব তুমি ইহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর, এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহার উৎকৃষ্ট গ্রহণ করতে আদেশ কর, অচিরেই আমি তোমাকে অসৎশীলদের বাসস্থান দেখাব।

১৪৬। পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায়, আমি শীঘ্রই তাদের আমার নিদর্শন হতে বিমুখ করব, এবং যদি তারা সমস্ত নিদর্শন দেখে, তবুও তারা এতে বিশ্বাস করবে না। এবং যদিও তারা সুপথ দেখে, তবুও তারা ঐ পথ গ্রহণ করবে না, এবং যদি ভ্রান্ত পথ দেখে, তবে তারা সেই পথই গ্রহণ করবে; ইহা এই জন্য যে, তারা আমার নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস করেছিল, এবং ওতে অমনোযোগী ছিল।

১৪৭। যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করে তাদের কার্য ব্যর্থ হয়, তারা যে সমস্ত কার্য করেছে; তাছাড়া তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে না।

॥ রুকু ১৮ ॥

১৪৮। এবং মুসার সম্প্রদায় তার (অনুপস্থিতিতে) পরে তাদের অলংকার-সমূহ দ্বারা এক গো-বৎস

গড়ে তুলল, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, উহা তাদের সাথে কথা বলে না, এবং তাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে না, তারা উহা গ্রহণ করেছিল, এবং অত্যাচারী হয়েছিল।

১৪৯। তারা যখন অনুতপ্ত হল ও দেখল যে তারা বিপথ-গামী হয়ে গেছে, তখন তারা বলল— আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্তই হব।

১৫০। মূসা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল, এবং বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ। তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে কেন তোমরা তাড়াহুড়ো করলে এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিল, এবং স্বীয় ভ্রাতাকে মাথায় (চুলে) ধরে নিজের দিকে টেনে নিল; সে (হারুন) বলল—হে আমার সহোদর, লোকেরা (ওরা) তো আমাকে (একাকী) দুর্বল মনে করেছিল, এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি আমার সাথে এমন করো না, যাতে শত্রুরা আনন্দ পায়, এবং আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কর না।

১৫১। সে (মূসা) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে মার্জনা কর, এবং আমাদের তোমার দয়ার আশ্রয় দাও, দয়ালুদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ দয়াময়।

।। রুকু ১৯ ।।

১৫২। নিশ্চয় যারা গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছে, অচিরেই তাদের জন্য তাদের প্রতিপালক হতে শাস্তি ও পার্থিব জীবনে দুর্গতি আসবে, আমি এইরূপে মিথ্যা রচনা-কারীদের প্রতিফল দিই।

১৫৩। এবং যারা অসৎকাজ করে, তারা পরে অনুতপ্ত হলে ও বিশ্বাস করলে, তোমরা প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল দয়াময়।

১৫৪। যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল, তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য ওতে যা লিখিত ছিল—পথ-নির্দেশ ও দয়া।

১৫৫। মূসা আমার নির্দেশানুযায়ী স্বীয় সম্প্রদায় হতে সত্তর জনকে মনোনীত করেছিল, তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন মূসা বলল,—হে আমার প্রতিপালক; তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদের এবং আমাকে ধ্বংস করতে পারতে, আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করছে, তজ্জন্য তুমি কি আমাদের ধ্বংস করছ? ইহা তো তোমারই পরীক্ষা মাত্র। তুমি এর দ্বারা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর, এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর, এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতম মার্জনাকারী।

১৫৬। তুমি আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারিত কর, নিশ্চয় আমরা তোমারই দিকে ফিরে এসেছি, তিনি (আল্লাহ) বললেন—আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই বিজড়িত। সুতরাং উহা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয়, ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

১৫৭। যারা ঐ নিরক্ষর প্রেরিত নবীর অনুসরণ করবে,—যার বিষয় তারা তাদের নিকটস্থ তওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদের সৎকাজে আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে, এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করবে, ও অপবিত্র বস্তুসমূহ অবৈধ করবে, এবং তাদের উপর যে ভার ও তাদের উপর যে বন্ধন আছে, তা মুক্ত করে দিবে। অনন্তর যারা তাকে বিশ্বাস করবে, ও তাকে সম্মান করবে ও তাকে সাহায্য করবে, এবং তার সাথে যে আলো অবতীর্ণ করব, তার অনুসরণ করবে, তারাই সুফলপ্রাপ্ত হবে।

॥ রুকু ২০ ॥

১৫৮। তুমি বল, হে মানববৃন্দ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লার প্রেরিত রসূল। যাঁর জন্য আসমান ও জমিনের আধিপত্য, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর নিরক্ষর নবীর প্রতি (মহম্মদ) বিশ্বাস স্থাপন কর—যে আল্লাহ ও তাঁর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে; এবং তাকে অনুসরণ কর, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।

১৫৯। মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল আছে, যারা সত্যভাবে পথ প্রদর্শন করত, এবং তার দ্বারা সুবিচার করত।

১৬০। আমি তাদের দ্বাদশ বংশে বিভক্ত করে বৃহৎ সম্প্রদায়সমূহ করেছিলাম, যখন মুসার সম্প্রদায় তার নিকট পানি প্রার্থনা করেছিল, আমি তার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম যে, তুমি স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর, ফলে উহা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ নির্গত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল, এবং আমি তাদের উপর মেঘের ছায়া করেছিলাম, এবং তাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া পাঠিয়ে ছিলাম, এবং আমি (বলেছিলাম) তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছি, সেই পবিত্র বস্তু হতে ভক্ষণ কর, তারা আমার প্রতি কোন অত্যাচার করে নাই, বরং নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছিল।

১৬১। এবং যখন তাদের বলা হয়েছিল, তোমরা এই জনপদে অবস্থান কর, এবং ইহা হতে যা ইচ্ছে ভক্ষণ কর, এবং বল—আমাদের পাপ মুক্ত কর, এবং সেজদা সহ (নতশিরে) দ্বারে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের অপরাধ-সমূহ মার্জনা করব, এবং সৎশীলদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব।

১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী ছিল, তাদের যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। সুতরাং আমি আকাশ হতে তাদের জন্য শাস্তি প্রেরণ করলাম, যেহেতু তারা অত্যাচারী ছিল।

॥ রুকু ২১ ॥

১৬৩। তুমি সমুদ্র তীরে অবস্থিত ঐ জনপদ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবারের সীমা লঙ্ঘন করত, শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত; কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করত না, সেদিন তারা তাদের নিকট আসত না, এইভাবে তাদের

পরীক্ষা করেছিলাম, যেহেতু তারা অসৎ ছিল।

১৬৪। যখন তাদের একদল বলেছিল যে, কেন ঐ সম্প্রদায়কে উপদেশ দান করছ—যাদের আল্লাহ্ বিনাশ করবেন, অথবা যাদের কঠোর শাস্তিতে শাস্তি দিবেন। তারা বলেছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ-মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এইজন্য।

১৬৫। যে উপদেশ তাদের দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল, তখন যারা অসৎকার্য হতে নিষেধ করত, আমি তাদের মুক্ত করেছিলাম, এবং যারা অত্যাচার করছিল তাদের নিকৃষ্ট শাস্তির দ্বারা ধৃত করেছিলাম, যেহেতু তারা দুষ্কার্য করছিল।

১৬৬। তারা যখন নিষিদ্ধ কার্যেও বাড়াবাড়ি করতে লাগল, তখন তাদের বললাম—অধম বানর হয়ে যাও।

১৬৭। যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে তিনি তো কিয়ামত (উত্থান দিবস) পর্যন্ত এমন লোককে তাদের উপর শক্তিশালী করতে থাকবেন, যারা তাদের কঠিন শাস্তি দিবে এবং তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে সত্বর এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১৬৮। আমি তাদের পৃথিবীতে দলে দলে বিভক্ত করেছিলাম, তাদের মধ্যে কতক সৎকর্মশীল ও কতক এর বিপরীতও ছিল, এবং তাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছিলাম। যেন তারা ফিরে আসে (সৎপথে)।

১৬৯। অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, তারা কেতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়, তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে, এবং বলে—আমাদের মার্জনা করা হবে। কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আসলে উহাও তারা গ্রহণ করে, কেতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট হতে লওয়া হয় নাই যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না? এবং তারা তো ওতে যা আছে, তা পাঠও করে; যারা সংযমী তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেষ্ঠ। তবে কি তোমরা বুঝছ না?

১৭০। যারা কেতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের ন্যায় সৎকর্মশীলদের শ্রম নষ্ট করি না।

১৭১। যখন আমি তাদের উপর পর্বত স্থাপন করি, যা ছাদস্বরূপ হয়েছিল, এবং তারা অনুমান করেছিল যে, উহা তাদের উপর পড়বে; আমি তোমাদের যা দান করেছি, তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর, এবং ওতে যা আছে তা স্মরণ কর, যেন তোমরা সংযত হও।

।। রুকু ২২ ।।

১৭২। এবং যখন তোমার প্রতিপালক আদমবংশের জন্য তাদের পৃষ্ঠ হতে তাদের সন্তানদের বের করলেন—এবং তাদেরকে তাদের নিজের সম্বন্ধে সাক্ষী করলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলেছিল—হ্যাঁ, আমরাই সাক্ষী, নচেৎ তোমরা উত্থানদিবসে বলবে যে আমরা এ বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলাম।

১৭৩। কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো পূর্বে হতে শেরেক্ (অংশীবাদীতা)

করেছিল, এবং আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম, অতএব তুমি কি অলীক কর্মীদের কৃতকর্মের জন্য আমাদের ধ্বংস করবে ?

১৭৪। এইরূপে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে।

১৭৫। আমি যাদের স্বীয় নিদর্শনাবলী দান করেছি, তুমি তাদের প্রতি তাদের সুসংবাদ আবৃত্তি কর। অতঃপর সে ওকে বর্জন করে ও শয়তান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬। আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম ; কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার কামনার বাসনার অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায় ; উহাকে তুমি ক্লেশ দিলে সে জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে, এবং ক্লেশ না দিলেও জিহবা বের করে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে, তাদের অবস্থা ঐরূপ ; তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যেন তারা চিন্তা করে।

১৭৭। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাদের অবস্থা কত মন্দ !

১৭৮। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথ পায়, এবং যাকে বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৭৯। আমি অবশ্যই নরকের জন্য বহু জ্বেন ও মানব সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু দেখে না ; তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু শোনে না ; ওরা পশুর ন্যায়। এবং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়, তারাই উদাসীন।

১৮০। উত্তম নামসমূহ আল্লার জন্যই, অতএব তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, তাদের বর্জন করবে, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদের দেওয়া হবে।

১৮১। এবং আমি স্বীয় সৃষ্টি হতে এমন এক সম্প্রদায় করেছি, যারা সত্যসহ পথ প্রদর্শন করে এবং তার দ্বারা সুবিচার করে থাকে।

॥ রুকু ২৩ ॥

১৮২। যারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, আমি তাদের এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারে না।

১৮৩। আমি তাদের সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

১৮৪। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সহচর কোনরূপ উন্মাদ নহে, সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

১৮৫। তারা কি লক্ষ্য করে না—আসমান ও জমিনের প্রতি, এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতি ; এবং তাদের নির্দিষ্টকাল নিকটবর্তী—যা অচিরেই শেষ হবে, অনন্তর এর পরে তারা কোন্ কথা বিশ্বাস করবে।

১৮৬। আল্লাহ যাদের বিপথগামী করেন তাদের কোন পথ প্রদর্শক নাই, এবং তিনি তাদের অবাধ্যতায় অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে দেন।

১৮৭। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে—কিয়ামত কখন ঘটবে, বল—এ বিষয়ে জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপাল-

কেরই আছে। তিনি ব্যতীত কেহই উহার নির্দিষ্ট সময় প্রকাশ করতে পারে না। আসমান ও জমিনের মধ্যে উহা গুরুভার, উহা অকস্মাৎ ব্যতীত তোমাদের নিকট হাজির হবে না। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে—যেন তুমিও ওতে অনুরক্ত (সবিশেষ জ্ঞাত); তুমি বল—কেবল আল্লার নিকটেই উহার জ্ঞান, কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা জানে না।

১৮৮। তুমি বল, আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজেরও লাভ-ক্ষতিতে অধিকারী নই, এবং যদি আমি অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত হতাম, তবে আমি কল্যাণ হতেই অধিকাংশ গ্রহণ করতাম, সুতরাং আমি শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ভয় প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ব্যতীত নই।

॥ রুকু ২৪ ॥

১৮৯। তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং তা হতে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন, সে তার নিকট শান্তি পায়, অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলিত হয়, তখন সে লঘু গর্ভ ধারণ করে, পরে তৎসহ বিচরণ করে, অনন্তর যখন সে ভারাক্রান্ত হয়, তখন উভয়ে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে যে, যদি তুমি আমাদের সুসন্তান দান কর, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞগণের অন্তর্গত হবো।

১৯০। তিনি যখন তাদের সুসন্তান দান করেন, তারা তাদের যা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লার শরিক করে, কিন্তু তারা যাকে শরিক করে, আল্লাহ তা হতে অনেক উর্ধ্বে।

১৯১। তারা কি এমন বস্তুকে শরিক করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট।

১৯২। ওরা তাদের সাহায্য করতে পারে না, এবং ওদের নিজেদেরও না।

১৯৩। তোমরা ওদের সৎপথে আহবান করলে, ওরা তোমাদের অনুসরণ করবে না, তোমরা ওদের আহবান কর বা না কর, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

১৯৪। আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের আহবান কর, তারা তো তোমাদের ন্যায় দাস, তোমরা তাদের আহবান কর। যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।

১৯৫। তাদের কি চলবার পা আছে, তাদের ধরবার হাত আছে, তাদের কি দেখবার চক্ষু আছে, অথবা তাদের কি শোনার কান আছে, তুমি বল—তোমরা যাদের আল্লার শরিক করছ, তাদের ডাক, ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

১৯৬। নিশ্চয় আল্লাই আমার অভিভাবক, যিনি এই কেতাব অবতীর্ণ করেছেন, এবং তিনি সৎশীলদের সাহায্য করে থাকেন।

১৯৭। আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে আহবান কর, তারা তো তোমাদের সাহায্য করতে পারে না, এবং তাদের নিজেদেরও না।

১৯৮। যদি তুমি তাদের সৎপথে আহবান কর, তবে তারা শ্রবণ করবে না, এবং তুমি দেখতে পাবে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তোমাকে দেখতে (গুণসহ অন্তর্দৃষ্টিযোগে দর্শনে) পাচ্ছে না।

১৯৯। তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর, ও সৎকাজে আদেশ দাও, এবং অজ্ঞদের (গোঁয়ার) হতে দূরে থাক।

২০০। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে। তবে আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

২০১। অবশ্য যারা সংযত হয়েছে, শয়তান যখন তাদের কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা (আল্লাকে) স্মরণ করে, (এবং তাদের আত্মা সচেতন হয়) তখন তারা দেখতে পায়। (কেননা তাদের চক্ষু খুলে যায়।)

২০২। তাদের সঙ্গী-সাথীগণ তাদের ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না।

২০৩। তুমি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত না কর, তখন তারা বলে—তুমি নিজেই একটা কিছু বেছে নাও না কেন? তুমি বল—আমার প্রতিপালক হতে আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, আমি কেবল তারই অনুসরণ করছি, তোমাদের প্রতিপালক হতে ইহাই প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং বিশ্বাস-স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের জন্য সুপথ ও করুণা।

২০৪। এবং যখন কোরাণ পাঠ করা হয়, তখন উহা শ্রবণ কর ও নীরব থাক, যেন তোমরা করুণা-প্রাপ্ত হও।

২০৫। তুমি তোমার প্রতিপালককে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্বীয় অন্তরে বিনীতভাবে ও সভয়ে এবং প্রকাশ্য স্বর ব্যতিরেকে (মনে মনে) স্মরণ কর, এবং তুমি উদাসীন হবে না।

২০৬। যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্য পেয়েছে, তারা তাদের আরাধনা হতে অহংকার করে না, এবং তারা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, এবং তাঁকেই 'সেজদা' (প্রণিপাত) করে থাকে।

আন্‌ফাল্‌—অতিরিক্ত অবতীর্ণ—মদীনা ও মক্কায়

রুকু ১০ আয়াত ৭৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তারা (লোকে) তোমাকে (যুদ্ধলব্ধ) অতিরিক্ত সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি বল,— অতিরিক্ত দ্রব্যসম্ভার আল্লাহ ও রসুলের জন্য, অতএব আল্লাকে ভয় কর, এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে সম্ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২। বিশ্বাসী তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাকে ডাকা হয়, এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন উহা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে, এবং তারা তাদের প্রতি-পালকের উপরই নির্ভর করে।

৩। যারা নামাজ কা'য়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে, তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

৪। তাদেরই জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পদমর্যাদা এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা আছে।

৫। তোমার প্রতিপালক তোমাকে কিরূপ সত্যের সাথে তোমার স্বীয় গৃহ হতে বের করেছিলেন, যদিও বিশ্বাসীদের একদল অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

৬। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, মনে হচ্ছিল, তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছিল, এবং তারা উহা প্রত্যক্ষ করছিল।

৭। যখন আল্লাহ উভয় দলের একদল সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে নিশ্চয় ইহা তোমাদের জন্য এবং তোমরা অস্ত্রহীনদের নিজের জন্য মনোনীত করেছিলে, এবং আল্লাহ সত্যকে তাঁর বাণীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নির্মূল করেন।

৮। ইহা এই জন্য যে তিনি সত্যকে—সত্য ও অসত্যকে—অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধিগণ ইহা পছন্দ করে না।

৯। যখন তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তিনি উহা কবুল করেছিলেন, আমি তোমাদের এক সহস্র ফেরেস্তাদ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।

১০। আল্লাহ ইহা করেন শুধু শুভসংবাদ দেওয়ার জন্য, এবং এই উদ্দেশ্যে—যাতে তোমাদের

হৃদয় শান্তি লাভ করে, এবং সাহায্য তো শুধু আল্লার নিকট হতেই আসে। আল্লাহ মহা-পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

॥ রুকু ২ ॥

১১। যখন তিনি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের স্বস্তির জন্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বারিবর্ষণ করেন, যেন তিনি তার দ্বারা তোমাদের পবিত্র করেন ও তোমাদের হতে শয়তানি কুমন্ত্রণা দূরীভূত করেছেন, এবং যেন তিনি তোমাদের অন্তর-সমূহ সুদৃঢ় করেন, ও তোমাদের চরণ-সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১২। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, অতএব বিশ্বাসস্থাপনকারীদের সুপ্রতিষ্ঠিত কর, আমি অচিরেই অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করছি। অতএব তাদের কণ্ঠ (স্কন্ধ) সমূহের উপর আঘাত কর, এবং তাদের অঙ্গুলির সংযোগ সমূহে (গাঁটে গাঁটে) আঘাত কর।

১৩। ইহা এই জন্য যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিল, এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

১৪। সুতরাং এর আস্বাদ গ্রহণ কর, এবং অবিশ্বাসীদের জন্য নরকের শাস্তি আছে।

১৫। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না।

১৬। সেদিন যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বদলে স্থান লওয়া ব্যতীত যে তাদের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে, সে আল্লার বিরাগভাজন হবে, এবং তার আশ্রয় নরক, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৭। তোমরা তাদের বধ কর নাই, আল্লাই তাদের বধ করেছেন, এবং তুমি যখন (ধূলি) নিক্ষেপ করেছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাই নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং ইহা বিশ্বাসীদের উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবনকারী মহাজ্ঞানী।

১৮। এইভাবে আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

১৯। যদি তোমরা বিজয় কামনা করে থাক, তবে নিশ্চয় তোমাদের সামনে সেই বিজয় এসেছে, এবং যদি তোমরা বিরত হও, তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, এবং যদি তোমরা পুনরায় কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব। এবং তোমাদের সৈন্যদল তোমাদের কোন কাজেই আসবে না, যদিও তারা অধিক হয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগণের সঙ্গী।

২০। হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অনুগত হও, তোমরা তার কথা শোনার পর তার নিকট হতে মুখ ফিরিও না।

২১। এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা বলে শ্রবণ করলাম, কিন্তু তারা শ্রবণ করে না।

২২। আল্লার নিকট নিকৃষ্টতম জীব বধির ও মূক, যারা কিছুই বোঝে না।

২৩। এবং আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন তবে অবশ্যই তাদের শুনিয়ে দিতেন, এবং যদিও তিনি ওদের শুনিয়ে দিতেন, তবুও তারা বিমুখ হত।

২৪। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লার ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন সে তোমাদের নব-জীবনের দিকে আহ্বান করে, এবং তোমরা জান যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তর সম্পর্কে জ্ঞাত, নিশ্চয় তোমরা তাঁ ই দিকে একত্রিত হবে।

২৫। তোমরা সেই অশান্তিকে ভ য় কর, যা কেবল তোমাদের মধ্যে অত্যাচারীদের স্পর্শ করবে না, এবং তোমরা জান যে, নি চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

২৬। এবং স্মরণ কর তোমরা যখন পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক দুর্বল ছিলে, তখন তোমরা আশঙ্কা করছিলে যে, লোকেরা তোমাদের বল-পূর্বক নিয়ে যাবে, অনন্তর তিনি তোমাদের আশ্রয় দিলেন, এবং স্বীয় সাহায্যে তোমাদের শক্তিসম্পন্ন করেন, এবং পবিত্র বস্তু হতে তোমাদের জীবিকা দান করলেন, যে। তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

২৭। হে বিশ্বাসীগণ! তোম া জেনে-শুনে আল্লাহ ও রসুলের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ কর না, এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও নহে।

২৮। এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পরীক্ষা ব্যতীত নহে; এবং নিশ্চয়ই আল্লারই নিকটে মহান পুরস্কার আছে।

॥ রুকু ৪ ॥

২৯। হে বিশ্বাসীগণ। যদি তোমরা আল্লাকে ভয় কর, তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তিদান করবেন, এবং তোমাদের পাপ মোচন করবেন, এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন, এবং আল্লাহ মহান গৌরবের অধিকারী।

৩০। যখন অবিশ্বাসীরা তোমার সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র করছিল—বন্দী করার জন্য, কিংবা হত্যা করার জন্য, কিংবা নির্বাসিত করার জন্য, এবং তারা চক্রান্ত করছিল: এবং আল্লাও কৌশল করছিল, এবং আল্লাই শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

৩১। যখন তাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম, যদি ইচ্ছা করি আমরাও অনুরূপ বলতে পারি। ইহাতো পুরাকালীন কাহিনী মাত্র।

৩২। এবং যখন তারা বলেছিল—হে আল্লাহ! যদি ইহা তোমার নিকট হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর, কিংবা আমাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দাও।

৩৩। আল্লাহ তাদের শাস্তিদান করবেন না, যেহেতু তুমি তাদের মধ্যে আছ, এবং আল্লাহ তাদেরও শাস্তি দান করবেন না, যেহেতু তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

৩৪। আল্লাহ তাদের কেন শাস্তি দিবেন না, যখন তারা পবিত্র মসজিদ হতে প্রতিরোধ করবে, এবং তারা ওর তত্ত্বাবধায়কও নয়। সংযতগণই ওর একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৩৫। এবং কাবা-গৃহের সামনে শিশ ও হাততালি দেওয়া ব্যতীত তাদের কোন নামাজ (আরাধনা) ছিল না। সুতরাং অবিশ্বাসের জন্য শাস্তি ভোগ কর।

৩৬। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা আল্লার পথ হতে প্রতিরোধ করার জন্যই স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে; অতএব ওরা আরো ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তাদের উপর অনুতাপ আসবে।

এর পর তারা পরাভূত হবে, এবং যারা অবিশ্বাস করে, তারা নরকের দিকে একত্রিত হবে।

৩৭। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ কুজনকে সুজন হতে পৃথক করবেন, এবং কুজনদের একেক অপরের উপর রাখবেন। অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে নরকে নিক্ষেপ করবেন। ওরাই তারা—যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৮। অবিশ্বাসকরীদের বল—যদি তারা বিরত হয়, তবে যা অতীত হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তবে নিশ্চয় পুর্ব্ববর্তীগণের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হবে।

৩৯। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যতক্ষণ না অশান্তি দূর হয়, ও আল্লার ধর্ম (শান্তি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪০। এবং যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রেখো—আল্লাই তোমাদের অভিভাবক, যিনি সর্বোত্তম সহায় ও শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।

৪১। এবং আরো জেনে রাখ যে—যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লার ও রসুলের, এবং আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃহীন ও দরিদ্র এবং পথিকদের জন্য, যদি তোমরা আল্লার প্রতি এবং যেদিন উভয় দল সম্মেলিত হয়েছিল, সেই প্রভেদকারী দিবসে আমি স্বীয় দাসগণের উপর যা অবতীর্ণ করেছিলাম, তার প্রতি বিশ্বাসী হও। এবং আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান।

৪২। যখন তোমরা উপত্যকার নিকট-প্রান্তে ছিলে, এবং তারা ছিল দূর-প্রান্তে, এবং উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্ন-ভূমিতে, যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটত। কিন্তু (উভয়দলকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করে) যা ঘটবার ছিল, আল্লাহ তাই ঘটালেন। ফলতঃ যে নিহত হবার, সে প্রকাশ্যভাবে নিহত হবে, এবং যে জীবিত থাকবার, সে প্রকাশ্যভাবেই জীবিত থাকবে, নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৪৩। তখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে তাদের অল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যদি তিনি তাদের অধিক সংখ্যক দেখাতেন, তবে তোমরা সাহস হারাতে, এবং যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন, এবং তিনি অন্তর্যামী মহাজ্ঞানী।

৪৪। এবং যখন তোমরা তাদের সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন তিনি তাদের—তোমাদের চক্ষে অল্প-

সংখ্যক প্রদর্শন করেছিলেন। বস্তুতঃ যা করার ছিল, আল্লাহ তাই-ই করেছিলেন, এবং সমস্ত বিষয় আল্লারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৫। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হও, তখন অবিচলিত থাকবে, এবং আল্লাকে অধিক স্মরণ করবে, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।

৪৬। আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের অনুগত হও, নিজেদের মধ্যে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে, এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।

৪৭। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা গর্বভরে ও লোক দেখানর জন্য স্বীয় গৃহ হতে বের হয়, এবং মানুষকে আল্লার পথ হতে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।

৪৮। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল, এবং বলেছিল—আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, সাহায্যার্থে আমি তোমাদের নিকট থাকব। যখন উভয়দল পরস্পরে সম্মুখীন হলো তখন সে সরে পড়ল, ও বলল—তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকল না, তোমরা যা দেখতে পাও না—আমি তা দেখি, আমি আল্লাকে ভয় করি : আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

॥ রুকু ৭ ॥

৪৯। মুনাফিক (কপট বিশ্বাসী) ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা বলছিল যে, তাদের ধর্ম তাদের প্রতারিত করেছে। কেহ আল্লার উপর নির্ভর করলে, আল্লাহ তো মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৫০। তোমরা দেখতে পেলে—দেখতে পেতে, ফেরেশ্‌তাগণ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের মুখ-মণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে, এবং বলছে—তোমরা দহন-যন্ত্রণা ভোগ কর।

৫১। ইহা তাদের কর্মফল, নিশ্চয় আল্লাহ দাসগণের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

৫২। ফেরাউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহে যেরূপ অসত্যারোপ করেছিল, তৎপর আল্লাহ তাদের অপরাধসমূহের জন্য তাদের ধ্বংস করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিশালী কঠোর শাস্তিদাতা।

৫৩। ইহা এইজন্য যে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যে সম্পদ আল্লাহ দান করেন, নিশ্চয় তিনি তার কোন পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা স্বীয় অবস্থার পরিবর্তন না করে। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৫৪। ফেরাউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা যেরূপ তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল। পরে তাদের অপরাধের জন্য আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম, এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম। যেহেতু তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী।

৫৫। আল্লার নিকট অবিশ্বাসকারীরাই নিকৃষ্ট জীব, যেহেতু তারা অবিশ্বাস করে।

৫৬। যাদের সাথে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ, পরে তারা প্রত্যেকবারই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে, এবং তারা সাবধান হয় না।

৫৭। অনন্তর যদি তুমি তাদের যুদ্ধপ্রাপ্ত হও, তবে তাদের এরূপ শাস্তি প্রদান কর, যাতে তাদের পশ্চাদ্‌বর্তীরা পলায়ন করে, এবং শিক্ষা লাভ করে।

৫৮। যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশংকা কর, তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল করবে; আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৯। অবিশ্বাসীরা যেন কখনও মনে না করে যে তারা অগ্রগামী হয়েছে, নিশ্চয় তারা অতিক্রম করতে পারবে না।

৬০। তোমরা যথাসাধ্য তাদের জন্য প্রস্তুত হও, এবং অশ্বগুলোকে সামনে বেঁধে রাখ, তার দ্বারা আল্লার শত্রুকুল ও তোমাদের শত্রুকুলকে ভয় প্রদর্শন কর, তাছাড়া অন্যদেরও—যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ তাদের জানেন, এবং তোমরা যে কোন বিষয় হতে আল্লার পথে ব্যয় করবে, ওর পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, তোমরা অত্যাচারিত হবে না।

৬১। যদি তারা সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয়, তবে তুমিও ওতে আগ্রহ দেখাবে, এবং আল্লার উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৬২। যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাই যথেষ্ট, তিনি স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণদ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

৬৩। তিনি ওদের অন্তরসমূহে—পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৬৪। হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারীদের জন্য আল্লাই যথেষ্ট।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৫। হে নব! বিশ্বাসীগণকে যুদ্ধে উদ্দীপ্ত কর, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ' জনের উপর জয়ী হবে, এবং তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকলে তারা এক হাজার অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী হবে, কারণ তারা অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়।

৬৬। আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ'জনের উপর জয়ী হবে, আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে তারা দু'হাজারের উপর জয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

৬৭। দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে; তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ, এবং আল্লাহ চাহেন পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

৬৮। আল্লার পূর্ববিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি পতিত হত।

৬৯। যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ, তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর, ও আল্লাকে ভয় কর, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

॥ রুকু ১০ ॥

৭০। হে নবী! তোমাদের হস্তে যে সকল বন্দী আছে, তাদের বল যে, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোন ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট হতে যা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা অপেক্ষাও উত্তম জিনিষ দান করবেন, এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৭১। যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয় তারা তার পূর্বে আল্লার সাথে প্রতারণা করেছে, কিন্তু তিনি তোমাকে তাদের হতে শক্তিশালী করেছেন। এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৭২। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং তাদের ধর্ম ও তাদের প্রাণ দ্বারা আল্লার পথে ধর্ম-যুদ্ধ করেছে, এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং দেশ ত্যাগ করে নাই, তবে দেশ ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই; আর ধর্ম সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তোমাদের ও যাদের মধ্যে সন্ধি আছে, সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যতীত তোমরা তাদের সাহায্য করবে, এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

৭৩। যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা উহা (নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব) না কর, তবে দেশে ফেৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

৭৪। যারা বিশ্বাস করেছে, দীনের জন্য গৃহত্যাগ করেছে, ও আল্লার পথে যুদ্ধ করেছে, এবং যারা আশ্রয় দান করেছে, তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা আছে।

৭৫। যারা পরে বিশ্বাস করেছে, ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করেছে, ও তোমাদের সাথে থেকে সংগ্রাম করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, এবং আত্মীয়গণ আল্লার বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

তওবা—ক্ষমা প্রার্থনা   অবতীর্ণ—মদীনা ও মক্কায়

রুকু ১৬   আয়াত ১২৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তোমরা যাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছো, আল্লাহ ও তাঁর রসুল হতে সেই অংশীবাদীগণের সাথে বিচ্ছেদ।

২। অতএব তোমরা চার মাস দেশে ভ্রমণ কর, এবং জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাকে হীনবল করতে পারবে না ; এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

৩। মহান হজ্বের দিন আল্লাহ ও তাঁব রসুলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে—আল্লার সাথে অংশীবাদীদের কোন সম্পর্ক নাই, এবং তাঁর রসুলের সাথেও না। তোমরা যদি তওবা কর, তবে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর তোমরা যদি মুখ ফিবাও, তবে জেনে রেখ—তোমরা আল্লাকে হীনবল করতে পারবে না। এবং অবিশ্বাসকারীদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

৪। তবে অংশীবাদীদিগের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ, ও পবে যাবা তোমাদের চুক্তি-রক্ষায় কোন ত্রুটি কবে নাই, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য কবে নাই, তাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে ; আল্লাহ সংযতগণকে পছন্দ করেন।

৫। অতঃপব নিষিদ্ধ মাসসমূহ বিগত হলে, অংশীবাদীদেব যেখানে পাবে, বধ করবে ; তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওত্ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় তবে তাদের পথ মুক্ত করে দিবে. নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৬। যদি অংশীবাদীদেব কেহ তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাতে সে আল্লার বাণী শুনতে পায়, অতঃপব তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে, কারণ তারা অজ্ঞলোক।

॥ রুকু ২ ॥

৭। তোমরা যাদের সাথে পবিত্র মসজিদের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে, তা ছাড়া আল্লাহ ও তাঁব রসুলের সাথে অংশীবাদীদের কিরূপে চুক্তি হতে পারে ? অতঃপর তারা তোমাদের জন্য স্থির থাকলে, তোমরাও তাদের জন্য স্থির থেকো। নিশ্চয় আল্লাহ সংযতদের ভালবাসেন।

৮। তখন কিরূপ হবে? যদি তারা তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। তারা তোমাদের মুখে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু মনে উহা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অসৎ।

৯। তারা আল্লার আয়াতকে (নিদর্শন) অল্পমূল্যে বিক্রয় করে, এবং লোকদের তাঁর পথ হতে প্রতিরোধ করে, তারা যা করে, তা অতি নিকৃষ্ট।

১০। যারা কোন বিশ্বাসীর সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তারাই সীমালংঘনকারী।

১১। অতঃপর যদি তারা তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করে, নামাজ কায়েম (কায়মন-বাক্যে প্রতিষ্ঠা) করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করি।

১২। যদি তারা তাদের প্রতিশ্রুতির পর তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, এবং তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে অবিশ্বাসীগণের নেতাদের সংহার কর, যেহেতু তাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নহে; সম্ভবতঃ তারা নিরস্ত হতে পারে।

১৩। তোমরা কেন ঐ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না—যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল, এবং রসুলকে বের করতে সংকল্প করেছিল; এবং তারাই প্রথম তোমাদের আক্রমণ করেছিল। তোমরা কি তাদের ভয় কর? বিশ্বাসী হলে আল্লাকেই ভয় করা উচিত।

১৪। তোমরা তাদের সাথে সংগ্রাম কর, আল্লাহ তোমাদের হাত দ্বারা তাদের শাস্তি দিবেন ও লাঞ্ছিত করবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন, ও বিশ্বাসীদের অন্তর প্রশান্ত করবেন।

১৫। এবং তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন, আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমা-পরবশ হন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী ।বজ্ঞানময়।

১৬। তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ তোমাদের এমনি ছেড়ে দিবেন, যখন তিনি এ পর্যন্ত জেনে নেন নি (তোমাদের জানান নি) যে, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ (অন্যায়ের বিরুদ্ধে সৈনিক) এবং কে আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অন্য কাউকেই অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণকারী নয়। তোমরা যা করছ, আল্লাহ তা জ্ঞাত।

॥ রুকু ৩ ॥

১৭। অংশীবাদিগণ যখন নিজেরাই নিজেদের সত্য প্রত্যাখ্যান স্বীকার করে, তখন তারা আল্লার মসজিদের সংরক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। তাদের কৃতকর্মসমূহ ব্যর্থ হবে, এবং তারা নরকে সর্বদা অবস্থান করবে।

১৮। তারাই তো আল্লার মসজিদের সংরক্ষণ করবে, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দান করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কাউকেই ভয় করে না। অতএব তারাই সুপথগামীদের নিকটবর্তী।

১৯। যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি

তাদের—ওদের সমান মনে কর, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লার পথে সংগ্রাম করে? আল্লার নিকট ওরা সমতুল্য নহে, আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

২০। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, ও দেশ ত্যাগ করেছে, এবং তাদের ধন ও প্রাণদ্বারা আল্লার পথে সংগ্রাম করেছে, আল্লার নিকট তাদের মহান মর্যাদা আছে, এবং তারাই সফলকাম হবে।

২১। তাদের প্রতিপালক নিজ হতে তাদের জন্য করুণা ও সন্তুষ্টি এবং স্বর্গের সুসংবাদ দান করছেন যে, ওর মধ্যে স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি আছে।

২২। সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে, আল্লার নিকটই আছে মহান পুরস্কার।

২৩। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের অভিভাবক করে—তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

২৪। বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং আল্লার পথে সংগ্রাম করা অপেক্ষা প্রিয় হয়—তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার লাভ ক্ষতির আশংকা কর, এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস; তবে অপেক্ষা কর আল্লার বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ অসৎ-সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

॥ রুকু ৪ ॥

২৫। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বহু স্থলে এবং হুনায়েন-দিবসে সাহায্য করেছেন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

২৬। অনন্তর আল্লাহ স্বীয় রসুলের প্রতি ও বিশ্বাসীদের প্রতি সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেছিলেন, এবং এমন এক সেনাবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি, এবং তিনি অবিশ্বাসীদের শাস্তি দান করেছিলেন। এবং ইহা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রতিফল।

২৭। এর পরও আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হতে পারেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

২৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারীগণ! অংশীবাদীরা অপবিত্র ব্যতীত নহে। অতএব এই বছরের পরে তারা পবিত্র মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে না, এবং যদি তোমরা অভাবের আশংকা কর, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের ধনশালী করে দিবেন।

২৯। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা বৈধ করেছেন, তা বৈধ জ্ঞান করে না, এবং যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সত্যধর্ম স্বীকার করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যে পর্যন্ত তারা অধীনতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া[১] দান না করে।

১। অমুসলমানগণকে নিরাপত্তার জন্য যে কর দিতে হয়।

॥ রুকু ৫ ॥

৩০। ইহুদীরা বলে—ওজায়ের আল্লার পুত্র, এবং খৃষ্টানেরা বলে—মসীহ আল্লার পুত্র। ইহা তাদের নিজের মুখের কথা, তারা পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদের কথা অনুকরণ করছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, তারা কোথায় ফিরে যাবে।

৩১। আল্লাকে ত্যাগ করে তাদের 'আহবার' ও রোহবানদের (পণ্ডিত ও বিরাগীগণ) এবং মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে তাদের প্রতিপালক স্থির করেছে, এবং তাদের ইহা ব্যতীত আদেশ করা হয় নি যে, তারা একমাত্র উপাস্যের আরাধনা করবে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই; তাদের অংশী স্থির করা হতে তিনি পবিত্র।

৩২। তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লার জ্যোতি নির্বাপিত করতে ইচ্ছা করে, অবিশ্বাসকারীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লা তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

৩৩। তিনিই স্বীয় রসুলকে সুপথ ও সত্য-ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি একে সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও ইহা অবিশ্বাসীদের অপ্রীতিকর।

৩৪। হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয় 'আহবার' ও রোহবানগণের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়-ভাবে ভক্ষণ করে, ও তাদের আল্লার পথে প্রতিরোধ করে। যারা সোনা ও রূপা গোপনে সঞ্চিত করে, এবং আল্লার পথে উহা ব্যয় করে না, ওদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫। যেদিন জাহান্নামের (নরক) আগুনে উহা তপ্ত করা হবে, এবং উহা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে, (এবং বলা হবে) ইহা তাহাই যা তোমরা নিজের জন্য সঞ্চয় করেছিলে, সুতরাং আস্বাদন কর, যা তোমরা সংগোপনে সঞ্চিত করেছিলে।

৩৬। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লার বিধানে, আল্লার নিকট মাস গণনায়—মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি পবিত্র-মাস।[১] ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কর না, এবং তোমরা অংশীবাদীদের সাথে (বিরুদ্ধে) সমবেত-ভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে, এবং জেনে রেখ আল্লাহ সংযমীদের সঙ্গে আছেন।

৩৭। নিষিদ্ধকাল অন্যমাসে পেছিয়ে দেওয়া কেবল অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করা ব্যতীত নহে। যাতে অবিশ্বাসকারীরা পথভ্রান্ত হয়, তারা ওর এক বছর বৈধ করে, ও এক বছর অবৈধ জ্ঞান করে, যাতে তারা আল্লাহ যেগুলোকে অবৈধ করেছেন, সেগুলোকে বৈধ করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলোকে তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে, আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৮। হে বিশ্বাস-স্থাপনকারীগণ! তোমাদের কি হয়েছে, যখন তোমাদের আল্লার পথে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ঘরমনা হয়ে গড়িমসি কর। তবে কি তোমরা পরলোক অপেক্ষা

১। মহরম, রজব, যিলকদ, ও যিলহজ্জ।

ইহলোককে মনোনীত করেছ? কিন্তু পরলোকের তুলনায় ইহলোকর জীবনের ভোগ-সম্পদ কিঞ্চিৎকর ব্যতীত নয়।

৩৯। যদি তোমরা (অভিযানে) বের না হও, তবে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দিবেন। এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলে স্থলাভিষিক্ত করবেন, এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০। যদি তোমরা তাকে (রসুলকে) সাহায্য না কর, ফলতঃ আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন —যখন অবিশ্বাসীরা তাকে বের করেছিল; এবং সে ছিল একজন—যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবুবকর) বলেছিল—তুমি চিন্তা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেন, এবং তাকে এমন সৈন্যদল দ্বারা সাহায্য করেন—যা তোমরা পূর্বে দেখ নাই, এবং অবিশ্বাসীদের কথা নীচ (অগ্রাহ্য) করেছিলেন; এবং আল্লার কথাই সর্বোপরি। এবং আল্লাহ মহা-পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৪১। তোমরা হাল্কা ও গুরুতর (রণ) ক্ষেত্রে বের হও, এবং তোমাদের ধন ও প্রাণ-দ্বারা আল্লার পথে যুদ্ধ কর, এই-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝে থাক।

৪২। আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও প্রবাস যাত্রা সহজ-গম্য হলে—তবেই তারা তোমার অনুগামী হত, ওদের নিকট যাত্রা-পথ সুদীর্ঘ মনে হ'ল। ওরা আল্লার নামে শপথ করে বলবে —পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে যেতাম। ওরা নিজদেরই জীবন ধ্বংস করছে, আল্লাহ জানেন— তারা মিথ্যাবাদী।

॥ রুকু ৭ ॥

৪৩। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তোমার নিকট কারা সত্যবাদী স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদের অনুমতি (ছেড়ে) দিলে?

৪৪। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, তারা তাদের ধন ও প্রাণ-দ্বারা যুদ্ধ করতে তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে না, আল্লাহ সংযমীগণকে জ্ঞাত আছেন।

৪৫। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না—তারাই কেবল তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, যাদের অন্তর সংশয়যুক্ত, ওরা স্বীয় সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

৪৬। এবং যদি তারা বের হতে ইচ্ছা করত—তবে তারা তার জন্য প্রস্তুতি নিত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাতে বীতশ্রদ্ধ; সুতরাং তিনিই ওদের বিরত রাখেন, এবং তাদের বলা হয়—যারা বসে আছে, তাদের সাথে বসে থাক।

৪৭। যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে বিশৃঙ্খলা ব্যতীত তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি করত না, এবং তোমাদের মধ্যে অশান্তি কামনায় তারা তোমাদের সাথে অনুধাবন করত, এবং তোমাদের মধ্যে ওদের জন্য কর্ণপাতকারী আছে, আল্লাহ অত্যাচারীদের অবহিত আছেন।

৪৮। নিশ্চয় তারা পূর্বেও অশান্তি কামনা করেছিল, এবং সত্য আগমন পর্যন্ত ওরা তোমার কাজ সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লার আদেশ প্রকাশ পেয়েছে, এবং তারা বীতশ্রদ্ধ হয়েছে।

৪৯। তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে—আমাকে রেহাই দাও, এবং আমাকে অশান্তিতে ফেল না। সাবধান! তারাই অশান্তিতে পড়ে আছে, নরক তো অবিশ্বাসীদের বেষ্টন করে আছে।

৫০। তোমার মঙ্গল হলে তা ওদের পীড়া দেয়, এবং তোমার বিপদ ঘটলে ওরা বলে—আমরা তো পূর্বেই আমাদের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম, এবং ওরা উৎফুল্ল চিত্তে স'রে পড়ে।

৫১। তুমি বল—আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের হবে না, তিনিই আমাদের প্রভু, এবং আল্লার উপর বিশ্বাসীগণের নির্ভর করা উচিত।

৫২। তুমি বল—তোমরা আমাদের দুটো মঙ্গলের (শাহাদাত ও বিজয়) একটির জন্য অপেক্ষা করছ, এবং আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি—আল্লাহ সরাসরি অথবা আমাদের হাত-দ্বারা তোমাদের শাস্তি দিবেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

৫৩। বল—তোমরা সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি-সহ যে ব্যয় কর, তোমাদের হতে তা কখনই গৃহীত হবে না, নিশ্চয় তোমরা অসৎ সম্প্রদায়।

৫৪। ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করে, নামাজে শৈথিল্যের সাথে হাজির হয়, এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে বলেই ওদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ হয়েছে।

৫৫। অতএব ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো ওর দ্বারাই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওদের অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

৫৬। ওরা আল্লার নামে শপথ করে যে, ওরা তোমাদের অন্তর্গত, কিন্তু ওরা তোমাদের অন্তর্গত নহে, বরং তারা এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।

৫৭। যদি ওরা কোন আশ্রয় স্থল, কোন গিরি-গুহা অথবা কোন প্রবেশ-স্থল পায়—তবে তারা দ্রুত-গতিতে পলায়ন করবে।

৫৮। তাদের মধ্যে কেহ কেহ 'সদকা' (যাকাত লব্ধ বা যুদ্ধ-লব্ধ ধন) সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর এর কিছু ওদের দেওয়া হলে ওরা তুষ্ট হয়, এবং এর কিছু না দেওয়া হলে ক্ষুব্ধ হয়।

৫৯। (ভাল হত) যদি ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদের যা দিয়েছেন, তাতে তুষ্ট হত, এবং বলত—আল্লাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ ও তাঁর রসুল স্বীয় অনুগ্রহ হতে আমাদের দিবেন, নিশ্চয় আমরা আল্লার প্রতিই আকৃষ্ট।

॥ রুকু ৮ ॥

৬০। সদকা (দান) কেবলমাত্র নিঃস্ব অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য—যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, এবং দাস-মুক্তি ও ঋণগ্রস্তের এবং আল্লার পথ ও পথিকদের জন্য; ইহা আল্লাহ হতে নির্ধারিত; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৬১। তাদের মধ্যে এমন লোক আছে—যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে—সে বহু বিষয়ে কান দেয় (অর্থাৎ সে তো যা শুনে তাই বিশ্বাস করে)। বল—তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শুনে, সে আল্লাকে বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী সে তাদের জন্য আশীর্বাদ এবং যারা আল্লার রসুলকে ক্লেশ দেয়—তাদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে।

৬২। ওরা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমার নিকট আল্লার শপথ করে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই এর অধিক হকদার যে ওরা তাঁদেরই সন্তুষ্ট করে, যদি তারা বিশ্বাসী হয়।

৬৩। তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন, সেথায় সে স্থায়ী হবে, উহা ভীষণ লাঞ্ছনা।

৬৪। মনাফিকরা (কপট বিশ্বাসী) ভয় করে যে, যদি এমন সুরা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়, যাতে তাদের অন্তরের বক্তব্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। তুমি বল—তোমরা পরিহাস করতে থাক, তোমরা যা ভয় করছ, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন।

৬৫। এবং তুমি ওদের প্রশ্ন করলে—ওরা নিশ্চয় বলবে আমরা তো শুধু হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বল—তবে কি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রসুলকে বিদ্রূপ করেছিলে?

৬৬। দোষ এড়ানর চেষ্টা কর না। তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ, তোমাদের মধ্যে কোন একদলকে ক্ষমা করলেও অন্যদলকে শাস্তি দেব, যেহেতু তারা অপরাধী।

।। রুকু ৯ ।।

৬৭। মুনাফিক (কপট) নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, ওরা অসৎকাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে, স্বীয় হস্ত-সমূহ সংকুচিত (কার্পণ্য) করে থাকে, তারা আল্লাকে ভুলে গেছে. ফলে আল্লাও তাদের ভুলে গেছেন, নিশ্চয় মুনাফিকরাই অসৎশীল।

৬৮। আল্লাহ মুনাফিক নর-নারী ও অবিশ্বাসকারীদের জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার দিয়েছেন, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। ইহাই তাদের জন্য যথেষ্ট, এবং আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন। তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি আছে।

৬৯। তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায়—যারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল, এবং ওরা ওদের ভাগ্যে যা ছিল—ভোগ করেছে; তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল—তোমরাও ভোগ করলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ওদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে; ওরা যেরূপ বিদ্রূপ-বিতর্ক করেছিল, তোমরাও সেরূপ বিদ্রূপ-বিতর্ক করেছ, ওদের কৃতকর্ম ইহলোকে ও পরলোকে ব্যর্থ হবে, এবং ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০। তবে কি তাদের নিকট তাদের পূর্ববর্তী নূহ ও আদ ও সমুদসম্প্রদায় এবং ইব্রাহীম সম্প্রদায় ও মাদিয়ানবাসী ও বিধ্বস্ত জনপদ সমূহের সংবাদ উপস্থিত হয় নি? তাদের রসুলগণ তাদের

নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনসহ আগমন করেছিল ; অতএব আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তাদের উপর অত্যাচার করবেন, বরং তারা নিজেদের প্রতি নিজেরাই অত্যাচার করেছিল।

৭১। বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকাজে আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে ; নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে। এদেরই আল্লাহ কৃপা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৭২। আল্লাহ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—যার নিম্নে নদী প্রবাহিত, তার মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের মধ্যে পবিত্র আলয়সমূহ ও আল্লার মহান সন্তুষ্টি আছে। এই-ই মহান সফলতা।

॥ রুকু ১০ ॥

৭৩। হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, ওদের প্রতি কঠোর হও ; ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।

৭৪। ওরা আল্লার শপথ করে যে—ওরা কিছু বলেনি ; এবং নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসের কথা বলেছে, এবং তারা ইসলাম গ্রহণের পর অবিশ্বাসী হয়েছে, ওরা যা কামনা করেছিল তা পায় নি। আল্লাহ ও তাঁর রসুল নিজ কৃপায় ওদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই ওরা দোষারোপ করেছিল। ওরা তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করলে ওদের জন্য কল্যাণ হবে, কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে—আল্লাহ তাদের ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দিবেন। পৃথিবীতে ওদের কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নাই।

৭৫। তাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লার শপথ করেছিল যে, যদি তিনি আমাদের স্বীয় অনুগ্রহ হতে দান করেন, তবে আমরা 'সদকা' (দান) করব, এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হব।

৭৬। অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় ওদের দান করলেন, তখন ওরা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল, এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরাল।

৭৭। পরিণামে আল্লার সাথে ওদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত কপটতা তাদের অন্তরে থেকে গেল, কারণ তারা আল্লার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ভঙ্গ করেছিল, এবং ওরা ছিল মিথ্যাবাদী।

৭৮। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ জানেন, এবং আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৭৯। বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতীত কিছুই পায় না ; তাদের দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ শীঘ্রই তাদের উপহাস করবেন, এবং তাদের জন্য যন্ত্রনাপ্রদ শাস্তি আছে।

৮০। তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর নাই কর, (একই কথা) তুমি ওদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ ওদের কখনই ক্ষমা করবেন না, যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ অসৎসম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

॥ রুকু ১১ ॥

৮১। যারা পিছনে রয়ে গেল, তারা রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ পেল, এবং

তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা 'আল্লার পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না, এবং তারা বলল—গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। তুমি বল—জাহান্নামের আগুন অধিক উত্তপ্ত, যদি তারা বুঝত।

৮২। তারা যা অর্জন করেছে, তার জন্য অল্প হাসবে ও অধিক কাঁদবে।

৮৩। আল্লাহ যদি তোমাকে ওদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন, এবং ওরা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে, তুমি বলবে—তোমরা তো আমার সাথে কখনও বের হবে না, এবং আমার সাথী হয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধও করবে না, তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, সতরাং যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসে থাক।

৮৪। তাদের মধ্যে কেহ মারা গেলে তুমি কখনও তাদের নামাজ (জানাযা, অন্তিম দোওয়া) পড়ো না, এবং তাদের সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়ায়ো না, নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে, এবং তারা অসৎ অবস্থায় মারা গেছে।

৮৫। সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে, আল্লাহ তো ওর দ্বারাই তাদের এই জগতে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন। ওদের অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

৮৬। আল্লাতে বিশ্বাস কর এবং রসূলের সঙ্গী হয়ে সংগ্রাম কর, (এই মর্মে) যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তি-সামর্থ আছে, তারা তোমার নিকট মুক্তি চায় এবং বলে—আমাদের রেহাই দাও, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সাথেই থাকবো।

৮৭। তারা অন্তঃপুর-বাসিনীদের (পরিত্যক্তগণের) সঙ্গে বসে থাকাই পছন্দ করেছে, এবং তাদের অন্তর-সমূহ মোহরাঙ্কিত হয়েছে। ফলে ওরা বুঝতে পারে না।

৮৮। কিন্তু রসূল এবং যারা তার সাথে বিশ্বাস করেছিল, 'তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা যুদ্ধ করেছিল, ওদের জন্যই কল্যাণ আছে, এবং ওরাই সফলকাম।

৮৯। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন—জান্নাত, যার নিম্নে নদী প্রবাহিত। যেথায় তারা স্থায়ী হবে, ইহাই মহান সফলতা।

॥ রুকু ১২ ॥

৯০। মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে মুক্তি প্রার্থনার জন্য আসল, এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল—তারা বসে থাকল, ওদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি হবে।

৯১। আল্লাহ ও রসূলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকলে—যারা দুর্বল, যারা পীড়িত, যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের (অভিযানে যোগদানে অসমর্থ হওয়ায়) কোন অপরাধ নাই। যারা সৎকর্মশীল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পন্থা নাই। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৯২। ওদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন হেতু নাই—যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে

তুমি বলেছিলে—তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না, এবং তারা ব্যয় করতে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখভরে তাদের নয়নসমূহে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল।

৯৩। এছাড়া যারা সম্পদশালী হয়েও তোমার নিকট অনুমতি-প্রার্থনা করেছে, তাদের জন্য কোন উপায় নাই, ওরা অন্তঃপুরবাসিনীদের (পরিত্যক্তগণ) সাথে—থাকাই পছন্দ করেছিল। আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন যেহেতু তারা বুঝতে পারে না।

৯৪। যখন তোমরা ওদের নিকট ফিরে আসবে, তখন ওরা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে ; তুমি বলো—অজুহাত পেশ কর না, আমরা তোমাদের কখনই বিশ্বাস করব না। তোমাদের খবর আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, এবং তোমরা যা কিছু করছ—তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন।

৯৫। যখন তোমরা ওদের নিকট ফিরে আসবে—তারা তখন আল্লার শপথ করবে, যেন তোমরা ওদের উপেক্ষা কর ; সুতরাং তোমরা ওদের উপেক্ষা করবে ; ওরা ঘৃণ্য, ওদের কৃতকর্মের ফল-স্বরূপ জাহান্নাম ওদের বাসস্থান।

৯৬। তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও অসৎ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তুষ্ট হবেন না।

৯৭। অবিশ্বাস ও কপটতায় মরুবাসীগণ কঠোরতর এবং আল্লাহ তাঁর রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন—তার সীমারেখা অনুধাবনে তারা অযোগ্য, এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৯৮। মরুবাসীদের কেহ কেহ যা (আল্লার পথে) ব্যয় করে, তাকে অনর্থক অনিষ্ট ধারণা করে, এবং তারা তোমাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে, কিন্তু তাদের উপরই অনিষ্টকর কালচক্র। আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৯৯। এবং মরুবাসীদের কেহ কেহ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, এবং তারা যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ ও রসুলের সান্নিধ্যলাভের অবলম্বন মনে করে। বাস্তবিকই উহা তাদের জন্য আল্লার সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন ; অচিরেই আল্লাহ ওদের স্বীয় করুণায় প্রবিষ্ট করাবেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

॥ রুকু ১৩ ॥

১০০। মোহাজের [১] ও আনসারদের [২] মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা সদ্ভাবে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাতে পরিতুষ্ট, এবং তিনি তাদের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, যার নীচে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, ইহাই মহান সফলতা।

১০১। মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমার আশে-পাশে আছে, তাদের কেহ কেহ এবং মদীনাবাসীদের কেহ কেহ মুনাফিক, ওরা কপটতায় সিদ্ধ, তুমি ওদের জান না ; আমি জানি। আমি ওদের দুবার (ইহকাল ও পরকাল) শাস্তি দেব। পরে ওরা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১০২। এবং অন্য কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। ওরা এক সৎকাজকে অপর অসৎকাজের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ হয়ত তাদের ক্ষমা করবেন ; আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

১০৩। তুমি ওদের ধন-সম্পদ হতে সদকা (দান) গ্রহণ কর, যেন তার দ্বারা তাদের নির্মল ও পবিত্র করতে পার, এবং ওদের আশীর্বাদ কর, তোমার আশীর্বাদ ওদের জন্য শান্তিপ্রদ, আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

১০৪। তারা কি জানে না যে—আল্লাহ তার দাসগণের তওবা কবুল (ক্ষমা মঞ্জুর) করেন, এবং সদকা গ্রহণ করেন, আল্লাহ ক্ষমা-পরবশ, পরমদয়ালু।

১০৫। তুমি বল—তোমরা কাজ কর, পরে আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীগণ তোমাদের কার্য লক্ষ্য করবেন, এবং তোমরা দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করছিলে, তিনি তোমাদের তা জানাবেন।

১০৬। এবং অন্যান্যরা আল্লার আদেশের জন্য অবকাশ পেয়েছে যে—তিনি তাদের শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করবেন ; আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

১০৭। যারা ক্ষতিসাধন, সত্য প্রত্যাখ্যান, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে, তাদের গোপন ঘাঁটি-স্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করেছে, তারা অবশ্য শপথ করবে—আমরা উত্তম কামনা ব্যতীত উহা করি নাই ; এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন—তারা তো মিথ্যাবাদী।

১০৮। তোমরা কখনও ওতে (ঐ মসজিদে নামাজের জন্য) দণ্ডায়মান হয়ো না, যে মসজিদের ভিত্তি সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে দাঁড়ানই সমুচিত। ওতে পবিত্র হতে চায় এমন লোক আছে, এবং যারা পবিত্র হয় আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন।

১০৯। তবে কি যে আল্লার সন্তুষ্টি ও সংযমের উপর স্বীয়-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছে সেই উত্তম,

---

১। মোহাজের : ইসলামের জন্য দেশত্যাগীগণ।

২। আনসার : মোহাজেরগণের আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারীগণ।

অথবা যে পতনমুখী খাদের কিনারায় গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছে? ফলে যা ওকে সহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়। আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

১১০। তারা যে গৃহ নির্মাণ করেছে, সে বিষয়ে তাদের অন্তরে সতত সন্দেহ থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের অন্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

॥ রুকু ১৪ ॥

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের নিকট হতে তাদের জন্য স্বর্গের বিনিময়ে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তারা আল্লার পথে সংগ্রাম করে, পরে মারে এবং মরে, ইহাই তওরাত ও ইঞ্জিল ও কোরাণে সত্যরূপে অঙ্গীকৃত হয়েছে; এবং আল্লাহ অপেক্ষা কে স্বীয় অঙ্গীকারে অধিকতর পূর্ণকারী? সুতরাং তোমাদের সাথে যে কেনা-বেচা হয়েছে, সেই কেনা-বেচার জন্য আনন্দিত হও, এবং ইহাই মহান সফলতা।

১১২। তারা তওবাকারী, (ক্ষমাপ্রার্থী) উপাসনাকারী, প্রশংসাকারী, পরিভ্রমণকারী, রুকুকারী, সেজদাকারী, সৎকাজে আদেশ প্রদানকারী ও অসৎ-কাজে নিষেধকারী, এবং আল্লার সীমা-সমূহ সংরক্ষণকারী, (এই সমস্ত) বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

১১৩। আত্মীয়-স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নহে, যখন উহা সুনিশ্চিত যে—ওরা নরকবাসী।

১১৪। ইব্রাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল—তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে, কিন্তু যখন ইহা তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লার শত্রু, তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করল, নিশ্চয় ইব্রাহীম কোমল-হৃদয় ও সহনশীল ছিল।

১১৫। এবং আল্লাহ এরূপ নহেন যে, কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর বিপথগামী করবেন,—যে পর্যন্ত তিনি তাদের নিকট বর্ণনা না করেন—ওরা কি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করবে; আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

১১৬। নিশ্চয় আসমান ও জমিনের আধিপত্য আল্লার জন্যই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নাই।

১১৭। অবশ্যই আল্লাহ—নবী ও মোহাজের এবং আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে, যারা সংকটকালে তার অনুসরণ করেছে, পরে তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ ওদের ক্ষমা করলেন; নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, দয়াময়।

১১৮। এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য উহা সঙ্কুচিত হয়েছিল, এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই, পরে তিনি ওদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন—যেন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

॥ রুকু ১৫ ॥

১১৯। হে বিশ্বাসীগণ! তোমারা আল্লাকে ভয় কর, এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।

১২০। আল্লার রসুলের সঙ্গী না হয়ে পেছনে থাকা এবং তার জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদীনাবাসী ও ওদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নহে, কারণ আল্লার পথে ওদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং অবিশ্বাসীদের ক্রোধ-উদ্রেক করে এমন স্থানে পদক্ষেপ করা এবং শত্রুদের নিকট কিছু লাভ করা ওদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান ব্যর্থ করেন না।

১২১। এবং তারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ দানে যাই-ই ব্যয় করুক না কেন, এবং যে কোন প্রান্তর অতিক্রম করুক না কেন, কিন্তু তাদের জন্য লিখিত হয়েছে যে, তারা যা করেছে, আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্ট দানে প্রতিদান দিবেন।

১২২। বিশ্বাসীদের সকলের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নহে, ওদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হোক, (অবশিষ্টরা) ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক এবং ওদের সম্প্রদায়ের যারা ফিরে আসবে, তাদের সতর্ক করুক, যাতে ওরা সতর্ক হয়।

॥ রুকু ১৬ ॥

১২৩। হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং ওরা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক, জেনে রেখ আল্লাহ সংযমীদের সঙ্গী।

১২৪। যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন ওদের কেহ কেহ বলে, ইহা তোমাদের মধ্যেকার বিশ্বাস বৃদ্ধি করল? যারা বিশ্বাসী ইহা তো তাদেরই বিশ্বাস বৃদ্ধি করে, এবং তারাই আনন্দিত হয়।

১২৫। এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, ইহা তাদের অপবিত্রতার সাথে আরও অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে, এবং তারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়।

১২৬। ওরা কি দেখে না যে, ওরা প্রতি বছর দু একবার বিপর্যস্ত হয়? এর পরও ওরা তওবা করে না, এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

১২৭। যখন কোন সুরা অবতীর্ণ হয়—তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ করে যে, কেহ কি তোমাদের লক্ষ্য করছে? অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ ওদের হৃদয়কে সত্য-বিমুখ করেছেন, কারণ ওরা এমন এক সম্প্রদায়, যার বোধ-শক্তি নাই।

১২৮। তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট এক রসুল এসেছে, তোমরা বিপদাপন্ন হও, এ তার নিকট অসহ্য। সে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাসীদের জন্য স্নেহশীল, দয়াময়।

১২৯। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বল যে—আল্লাই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, এবং তিনি আরশ্-আজিমের (মহাসিংহাসনের) প্রভু।

ইউনুস্—একজন রসুল　　অবতীর্ণ—মক্কায় ও মদীনায়

রুকু ১১　　আয়াত ১০৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ্-লাম্-রা, এইগুলো বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াত (নিদর্শনাবলী)।

২। মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য হতেই একজনের প্রতি ওহি (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর, এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চ মর্যাদা আছে ; অবিশ্বাসীরা বলে, এ তো প্রকাশ্য যাদুকর।

৩। নিশ্চয় আল্লাই তোমাদের প্রতিপালক, যিনি ছ দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন, অতঃপর আরশ্ (আল্লার সিংহাসন) উপরে উপবিষ্ট হয়ে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাঁর আদেশের পর ব্যতীত কেহই অনুরোধকারী নাই, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতএব তাঁরই উপাসনা কর, তবও কি তোমরা বুঝবে না ?

৪। তাঁরই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে, আল্লার অঙ্গীকার সত্য নিশ্চয়, তিনি অস্তিতে আনেন, অতঃপর ওর পুনরাবর্তন করবেন, যার দ্বারা তিনি যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে সৎকাজ করেছে, তাদের প্রতিদান দিবেন, এবং যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের উত্তপ্ত পানি পান করতে হবে। এবং তারা যে অবিশ্বাস করেছে, তার জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে।

৫। তিনি সূর্যকে তেজদীপ্ত ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন, এবং ওর মঞ্জিল-সমূহ (কক্ষায়ণ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বর্ষের গণনা ও কাল নির্ণয় (সংখ্যা) অবগত হতে পার, আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি, তিনি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

৬। দিন ও রাতের পরিবর্তনে, এবং আসমান ও জমিনে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন। তাতে সংযমীগণের জন্য নিদর্শন আছে।

৭। নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা (ভয়) করে না, এবং পার্থিব জীবনে তুষ্ট থাকে, এবং ওতেই তৃপ্ত থাকে, এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অমনোযোগী ;

৮। ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের আবাস (নরক) অগ্নি।

৯। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করে, তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের পথ প্রদর্শন করবেন সুখ-সম্পদপূর্ণ স্বর্গের দিকে, যার নীচে নদী প্রবাহিত।

১০। সেথায় তাদের ধ্বনি (কথা) হবে—হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! যেখানে তাদের অভিবাদন হবে—সালাম (শান্তি)। এবং তাদের শেষ কথা হবে—সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই।

॥ রুকু ২ ॥

১১। আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাহে, তবে তাদের অদৃষ্ট মীমাংসিত (তারা ধ্বংস) হয়ে যেত। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না, তাদের আমি আপন অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দিই।

১২। যখন অমঙ্গল মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে থাকে, অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ-দৈন্য দূর করে দিই, তখন সে তার পূব-পথ অবলম্বন করে, যেন তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিল, তার জন্য সে আমাকে ডাকেনি। এইরূপে তারা যা করেছিল,—সেই অসংযতদের জন্য তা সুশোভন প্রতীয়মান হয়।

১৩। নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে বহু মানব-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিল, তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ রসুল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি, এই রূপে আমি অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৪। অতঃপর আমি তাদের পর তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, কারণ আমি দেখব—তোমরা কিরূপ আচরণ কর।

১৫। যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত (নিদর্শনসমূহ) তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না, তারা বলে—ইহা ব্যতীত অন্য কোরাণ আন, অথবা একে বদলাও। তুমি বল—আমার পক্ষে ইহা বদলান সম্ভব নহে। আমার প্রতি যা ওহি (প্রত্যাদিষ্ট) হয়—আমি তাই-ই অনুসরণ করি, যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, নিশ্চয় আমার মহাদিবসের শাস্তির ভয় আছে।

১৬। বল—যদি আল্লাহ সেরূপ ইচ্ছা করতেন, তবে ইহা আমি তোমাদের নিকট পাঠ করতাম না, এবং তিনি এ বিষয়ে তোমাদের অবহিত করতেন না, নিশ্চয় আমি এর পূর্বে এক বয়স (দীর্ঘকাল) তোমাদের মধ্যে অবস্থান করেছি তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না ?

১৭। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লার নিদর্শন অবিশ্বাস করে, তারা অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে ? অপরাধিগণ সফলকাম হয় না।

১৮। তারা আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করে, তা তাদের ভাল মন্দ কিছুই করতে পারে না, এবং তারা বলে যে—ওরা আল্লার নিকট আমাদের অনুরোধকারী হবে, তুমি বল—তবে কি তোমরা আল্লাকে আসমান ও জমিনের এমন কিছুর সংবাদ দিবে, যা তিনি জানেন না ? তারা যাকে শরিক করে, তিনি তা হতে মহান পবিত্র, উন্নত।

১৯। মানবমণ্ডলী এক জাতি ব্যতীত ছিল না, পরে ওরা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেতো।

২০। তারা বলে—তার প্রতিপালক হতে তার প্রতি কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি বল—অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লার জন্যই। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

॥ রুকু ৩ ॥

২১। আমি মানুষকে, তাদের দুঃখ্য-দৈন্য স্পর্শ করবার পর, অনুগ্রহের স্বাদ দিলে, তারা তৎক্ষণাৎ আমার নিদর্শনকে চক্রান্ত (বিদ্রূপ) করে; বল—আল্লাহ দ্রুত কৌশলী, নিশ্চয় তোমরা যে চক্রান্ত করছ, আমার প্রেরিতগণ (ফেরেস্তাগণ) তা লিখে রাখে।

২২। তিনি তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমণ করান, এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও, এবং নৌকাগুলো আরোহী লয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা ওতে আনন্দিত হয়, এবং (কোন সময়) এর উপরে ঝঞ্ঝা-বায়ু উপস্থিত হয় এবং সকল স্থান হতে তরঙ্গ আসতে থাকে, এবং মনে হয় যে উহা তাদের ঘিরে ফেলেছে, তখন তারা আল্লার আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে ডেকে বলে—তুমি আমাদের ইহা হতে উদ্ধার করলে—আমরা নিশ্চয় কৃতজ্ঞগণের অন্তর্গত হব।

২৩। অতঃপর, যখন তিনি ওদের উদ্ধার করেন, তখনই তারা দেশে অন্যায়ভাবে জুলুম করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের অত্যাচার বস্তুতঃ তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে, উহা পার্থিব জীবনের সম্বলমাত্র, পরে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব—তোমরা যা করতে।

২৪। পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায়, যাহা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি, পরে উহা হতে ঘন তরুলতা উদ্গত হয়, যা হতে মানুষও জীবজন্তু আহার করে থাকে। এই অবস্থায় যখন ধরণী সুবর্ণরূপ ধারণ করে ও সুশোভিত হয়, এবং ওর অধিপতি অনুভব করে যে—এখন তারাই ওর অধিকারী; তখন দিন অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে, এবং আমি উহা এমন ভাবে নির্মূল করে দিই, যেন ইতিপূর্বে ওর অস্তিত্বই ছিল না, এইরূপে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করে থাকি।

২৫। আল্লাহ তোমাদের শান্তি-নিকেতনের দিকে আহ্বান করেন, এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

২৬। যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য কল্যাণ ও আরো কিছু, কালিমা ও হীনতা তাদের আননসমূহ আচ্ছন্ন করবে না। ওরাই জান্নাতের অধিবাসী, যেখানে সর্বদা অবস্থান করবে।

২৭। যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, এবং তাদের লাঞ্ছনা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহ হতে তাদের কোন রক্ষাকারী নাই, তাদের মুখমণ্ডল যেন রাত্রির অন্ধকারের একাংশ দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয়েছে, ওরাই নরকের অধিবাসী, সেখানে ওরা স্থায়ী হবে।

২৮। এবং সেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, পরে অংশীবাদীদের বলব—তোমরা ও তোমরা যাদের শরিক করেছিলে তারা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর; আমি ওদের পরস্পর হতে

পৃথক করে দেব, এবং ওরা যাদের শরিক করেছিল, তারা বলবে—তোমরা তো আমাদের উপাসনা কর নাই।

২৯। অতএব আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, আমরা তোমাদের উপাসনা সম্পর্কে পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলাম।

৩০। সেদিন তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং তারা তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, এবং তারা যে ধারণা করেছিল, তা ওদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১। তুমি বল—কে তোমাদের আসমান ও জমিন হতে জীবিকা দান করেন, অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি-শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে মৃত হতে জীবিতের উদ্ভব করেন, কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করেন ? তখন তারা বলবে—আল্লাহ ; অতএব তুমি বল—তবে কেন তোমরা সংযত হচ্ছ না ?

৩২। সুতরাং আল্লাই তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক, অতএব সত্যের পরে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি আছে ? অতঃপর তোমরা কোথা হতে ফিরে যাচ্ছ ?

৩৩। এই ভাবেই তোমার প্রতিপালকের বাক্য অসৎশীলদের প্রতি সত্যে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

৩৪। তুমি বল—তোমরা যাদের শরিক কব, তাদেব মধ্যে কি এমন কেহ আছে—যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে, পরে ওর পুনরাবর্তন ঘটায় ? বল—আল্লাই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন ও পরে ওর পুনরাবর্তন ঘটান, সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্যবিচ্যুত হচ্ছ ?

৩৫। তুমি বল—তোমরা যাদের শরিক কর—তাদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে—যে সত্যের পথ নির্দেশ করতে পারে ? বল—আল্লাই সত্য-পথ নির্দেশ করে থাকেন। অতএব যিনি সত্য পথ নির্দেশ করেন—তিনিই আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না যে তাঁর পথ প্রদর্শন ব্যতীত পথ পায় না ? সুতরাং তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কিরূপ আদেশ করছ ?

৩৬। তাদের অধিকাংশই কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত করছে না, নিশ্চয় সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না, ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।

৩৭। এই কোরাণ এমন নহে যে—আল্লার পরিবর্তে কেহ এর অনুকরণ করতে পারে পক্ষান্তরে ইহা, এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে—তার সমর্থনকারী, এবং এতে কোন সন্দেহ নাই যে—ইহা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা।

৩৮। তারা কি বলে যে, ইহা তার (মহম্মদ দঃ) স্বরচিত ? তুমি বলে দাও যে, তোমরা এর অনুরূপ একটি সুরা আনয়ন কর, এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত যাকে ইচ্ছা আনয়ন কর।

৩৯। পরন্তু ওরা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে না, তা অস্বীকার করে এবং এখনও এর ব্যাখ্যা ওদের বোধগম্য হয় নাই। এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল, অতএব লক্ষ্য কর—অত্যাচারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে !

৪০। এবং তাদের কেহ কেহ এতে বিশ্বাস করেছিল, এবং কেহ কেহ এতে বিশ্বাস স্থাপন করে নি, এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তিকারীদের সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।

॥ রুকু ৫ ॥

৪১। যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে তুমি বল—আমার কাজের দায়িত্ব আমার, এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের ; আমি যা করি, সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নও, এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নই।

৪২। ওদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের দিকে কান পেতে রাখে, তারা না বুঝলে তুমি কি বধিরকে শোনাবে ?

৪৩। ওদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে লক্ষ্য করে যদি তারা না দেখে, তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে ?

৪৪। আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন জুলুম করেন না, কিন্তু মানুষ নিজেদের প্রতি নিজেই জুলুম করে থাকে।

৪৫। এবং যেদিন ওদের একত্রিত করবেন ; সেদিন (ওদের মনে হবে যে) যেন তারা এক দিনের মুহূর্ত ব্যতীত অবস্থান করে নাই, সেদিন তারা পরস্পরকে চিনবে, যারা আল্লার সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছিল—তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা সুপথগামী ছিল না।

৪৬। আমি ওদের যে ভীতি প্রদর্শন করেছি, যদি তার কিছু তোমাকে দেখিয়ে দিই, অথবা তোমার কাল পূর্ণ করে দিই, যেহেতু তাদের আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে, এবং ওরা যা করে—আল্লাহ তার সাক্ষী।

৪৭। প্রত্যেক জাতির জন্য ছিল একজন রসুল ; যখন তাদের রসুল এসেছিল, তখন ন্যায় বিচারের সাথে ওদের মীমাংসা হয়েছে, এবং ওদের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।

৪৮। তারা বলে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে এই অঙ্গীকার কবে ফলবে ?

৪৯। তুমি বল—আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন, তা ছাড়া আমার নিজের ভাল মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সেই সময় আসবে, তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।

৫০। তুমি বল—তোমরা লক্ষ্য কর যে, যদি সত্যিই রাতে কিংবা দিনে তোমাদের প্রতি তাঁর শাস্তি উপনীত হয়, তবে অপরাধীরা ওর কোনটি আশু কামনা করছে ?

৫১। তোমরা কি ইহা ঘটার পর ইহা বিশ্বাস করবে ? তবে এখন ? এবং তোমরা তো ইহাই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

৫২। পরে অত্যাচারীদের বলা হবে—অবিরাম শাস্তির আস্বাদন কর, তোমরা যা করেছ, তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

৫৩। এবং তারা তোমার নিকট জানতে চায়, ইহা কি সত্য, ? তুমি বল—হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, ইহা অবশ্যই সত্য ; তোমরা উহা রোধ করতে পারবে না।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৪। প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তার হলে সে উহা মুক্তির বিনিময়ে দিত এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে মনের অনুতাপ মনেই রাখত। ওদের মীমাংসা ন্যায় বিচারের সাথে করা হবে এবং ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

৫৫। সাবধান! আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে—সবই আল্লার! নিশ্চয় আল্লার অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নহে।

৫৬। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।

৫৭। হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক হতে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া এসেছে।

৫৮। তুমি বল—ইহা আল্লার অনুগ্রহ এবং করুণা, সুতরাং এতেই তাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। ইহা তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা শ্রেয়।

৫৯। তুমি বল—তোমরা লক্ষ্য কর যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা হতে যা অবতীর্ণ করেছেন, ফলতঃ তোমরা উহা হতে বৈধ ও অবৈধ করে নিয়েছ, তুমি বল—আল্লাহ কি তোমাদের জন্য ইহা আদেশ করেছেন, অথবা তোমরাই আল্লার প্রতি অলীক ধারণা করছ।

৬০। যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করে, তারা কিয়ামত (উত্থান) দিবস সম্পর্কে কি ধারণা করছে? নিশ্চয় আল্লাহ মানব-মণ্ডলীর প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

॥ রুকু ৭ ॥

৬১। তুমি যে কোন কর্মেই রত হও, এবং তাঁর কোরাণ হতে যাই পাঠ কর, এবং তোমরা যে কোন কার্য্যই কর না কেন, আমি তোমাদের পরিদর্শক—যখন তোমরা ওতে লিপ্ত হও। আসমান ও জমিনে ওর বিন্দু পরিমাণও অপ্রকাশিত থাকে না—তোমার প্রতিপালকের নিকট, এবং এর ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয় প্রকাশ্য গ্রন্থের (লওহে মাহফুজের = আল্লার জ্ঞান ভাণ্ডারের) অন্তর্গত ব্যতীত নহে।

৬২। সতর্ক হও! নিশ্চয় যারা আল্লার বন্ধু (আউলিয়া), তাদের জন্য কোন আশঙ্কা নাই। তারা দুঃখিত হবে না।

৬৩। যারা বিশ্বাস করে ও সংযমশীলতা অবলম্বন করে—

৬৪। তাদের জন্য পার্থিব জীবনে পরলোক সম্বন্ধে সুসংবাদ আছে, আল্লার বাক্যের পরিবর্তন হয় না, ইহাই মহা সাফল্য।

৬৫। তুমি তাদের কথায় দুঃখিত হয়ো না, নিশ্চয় সমস্ত সম্মান আল্লারই জন্য, তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৬৬। সতর্ক হও! নিশ্চয় আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা আল্লারই, যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে শরিক করে, তাদের ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যাই বলে।

৬৭। তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা বিশ্রাম কর, এবং দিবস সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য। যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে।

৬৮। তারা বলে—আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি মহান, পবিত্র, তিনিই মহাসম্পদশালী, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে—তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন সনদ (প্রমাণ) নাই, তোমরা যা জান না, তাই কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে বর্ণনা করছ ?

৬৯। তুমি বল—যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করে, তারা সফলকাম হবে না।

৭০। পৃথিবীতে সম্পদ আছে, অবশেষে আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন অতঃপর আমি তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করাব, যেহেতু তারা অবিশ্বাস করেছিল।

।। রুকু ৮ ।।

৭১। ওদের তুমি নূহের বৃত্তান্ত শোনাও, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়! যদি আমার অবস্থান এবং আল্লার নিদর্শনাবলীসহ আমার উপদেশ তোমাদের জন্য দুঃসহ হয়, তবে আমি আল্লার উপর নির্ভর করছি, অতএব তোমাদের কার্য ও তোমাদের অংশী উপাস্যদের একত্রিত কর, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্তব্য-কর্ম নিষ্পন্ন কর, এবং আমাকে অবসর দিও না।

৭২। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, (কিছু আসে যায় না), কারণ আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান কামনা করি নাই, -আমার প্রতিদান আল্লার নিকট, আমি আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলমান) অন্তর্গত হতে আদিষ্ট হয়েছি।

৭৩। অতঃপর ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে; সুতরাং তাকে ও তার সঙ্গীদের আমি নৌকার মধ্যে উদ্ধার করি, এবং তাদের প্রতিনিধি করি, ও যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—তাদের নিমজ্জিত করি; সুতরাং লক্ষ্য কর—যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছে ?

৭৪। অনন্তর, তার পরে আমি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি রসুল প্রেরণ করি, তারা ওদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনসহ এসেছিল, কিন্তু ওরা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই ভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের হৃদয় মোহর করে দিই।

৭৫। অনন্তর আমি তাদের পরে মুসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট নিদর্শনসহ প্রেরণ করি। কিন্তু তারা অহঙ্কার করেছিল, যেহেতু ওরা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

৭৬। অতঃপর যখন আমার নিকট হতে ওদের নিকট সত্য আসল, তখন ওরা বলল—নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য যাদু।

৭৭। মুসা বলল,—সত্য যখন তোমাদের নিকট আসল, তোমরা সেই সম্বন্ধে কি বলছ? ইহা কি যাদু ? যাদুকররা সফলকাম হয় না।

৭৮। তারা বলল—আমাদের পিতৃপুরুষদের যার উপর পেয়েছি, তুমি কি তা হতে আমাদের ফিরিয়ে

দিতে এসেছ ? এবং যাতে দেশে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয় এইজন্য আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই।

৭৯। ফেরাউন বলল—তোমরা আমার নিকট সমস্ত সুদক্ষ যাদুকর নিয়ে এস।

৮০। অতঃপর যখন যাদুকররা আসল, তখন মূসা বলল—তোমাদের যা নিক্ষেপ করার কর।

৮১। যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল—তোমরা যা এনেছ, তা যাদু, আল্লাহ ওকে অসার করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ অসৎশীল কর্ম সার্থক করেন না।

৮২। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর বাণীযোগে সত্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ রুকু ৯ ॥

৮৩। ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশঙ্কায় তার সম্প্রদায়ের একদল ব্যতীত আর কেহ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি। ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী ও অপরাধীদের অন্তর্গত ছিল।

৮৪। মূসা বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাতে বিশ্বাস করে থাক, এবং আত্ম-সমর্থনকারী হও, তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর।

৮৫। অতঃপর তারা বলল—আমরা আল্লার উপর নির্ভর করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জালেম সম্প্রদায় দ্বারা নিপীড়িত কর না।

৮৬। এবং তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।

৮৭। আমি মূসা ও তার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করলাম তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিশরে গৃহ স্থাপন কর, এবং তোমাদের গৃহগুলোকে উপাসনা গৃহ কর, নামাজ কায়েম কর, এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

৮৮। মূসা বলল—হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনের শোভা ও সম্পদ দান করেছ, হে আমাদের প্রতিপালক! যার দ্বারা তারা তোমার পথ হতে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করে; হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সম্পদ নষ্ট কর, ওদের হৃদয় মোহর করে দাও, কারণ তারা যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।

৮৯। তিনি বললেন—নিশ্চয় তোমাদের দুজনের প্রার্থনা গৃহীত হলো, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক, তোমরা অজ্ঞদের পথ অনুসরণ কর না।

৯০। আমি ইসরাইল বংশধরদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছিলাম, এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ ও বিদ্রোহিতাবশতঃ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, পরিশেষে যখন সে নিমজ্জিত হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন বলেছিল যে—ইসরাইল বংশধররা যাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আমিও বিশ্বাস স্থাপন করছি যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং আমি আত্মসমর্পণ-কারীদের অন্তর্গত।

৯১। এখন কেমন! ইতি পূর্বে তুমি তো অমান্য করেছ, এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টি-কারীদের অন্তর্ভুক্ত

৯২। আজ আমি তোমার দেহ[১] (পিরামিডে) রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তীদের নিদর্শন হয়ে থাক। নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অমনোযোগী।

॥ রুকু ১০ ॥

৯৩। নিশ্চয় আমি ইসরাইল বংশধরকে উত্তম বাসস্থানে আশ্রয় দান করেছিলাম, পবিত্র বস্তুসমূহ হতে তাদের জীবিকা দান করেছিলাম, কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা বিরোধ করেছিল; তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কিয়ামত-দিনে তাদের মধ্যে ওর মীমাংসা করে দেবেন।

৯৪। আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, ওতে যদি তুমি সন্দিগ্ধ-চিত্ত হও, তবে তোমার পূর্বের কেতাব যারা পাঠ করে, তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট সত্যই এসেছে। অতএব তুমি সন্দিহানদের অন্তর্গত হয়ো না।

৯৫। তুমি কখনও তাদের অন্তর্গত হয়ো না, যারা আল্লার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করেছে, অন্যথায় তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হবে।

৯৬। যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তারা বিশ্বাস করবে না।

৯৭। এবং যদিও তাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন উপনীত হয়, যে পর্যন্ত তারা যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি অবলোকন না করবে।

৯৮। কিন্তু ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদই ছিল না যে, যারা বিশ্বাস করেছিল ও তাদের বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল, তারা যখন বিশ্বাস করেছিল, তখন আমি তাদের হতে পার্থিব জীবনের হীনতা-জনক শাস্তি দূর করলাম, এবং তাদের এক যুগ পর্যন্ত সম্পদশালী করেছিলাম।

৯৯। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সকলেই বিশ্বাস করত; তবে কি তুমি বিশ্বাসী করার জন্য মানুষের উপর বল-প্রয়োগ করবে?

১০০। আল্লার অনুমতি ব্যতীত বিশ্বাস করা কারও সাধ্য নহে এবং যারা অনুধাবন করে না, আল্লাহ তাদের কালিমাময় করেন।

১০১। তুমি বল—আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তার প্রতি লক্ষ্য কর; নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন—অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কোন কাজে লাগে না।

১০২। অতএব তাদের পূর্বে যারা বিগত হয়েছে, তারা কি সেইরূপ দিবসের জন্য অপেক্ষা করছে? তুমি বল—তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

১। কয়েক বছর পূর্বে ফেরাউনের দেহ থিবিসের এক পিরামিড হতে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে কায়রোর যাদুঘরে সুরক্ষিত আছে।

১০৩। পরিশেষে আমি আমার রসুলও বিশ্বাসীদের এইভাবে উদ্ধার করি, বিশ্বাসীদের উদ্ধার করা কর্ত্তব্য।

॥ রুকু ১১ ॥

১০৪। তুমি বল—হে মানববৃন্দ! যদি আমার ধর্মে তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে আল্লাকে ত্যাগ করে তোমরা যাদের উপাসনা কর, আমি তাদের উপাসনা করি না, কিন্তু আমি সেই আল্লার উপাসনা করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১০৫। এবং ইহাই যে—তুমি একনিষ্ঠভাবে, সুদৃঢ়-ভাবে স্বীয় আনন প্রতিষ্ঠিত কর, এবং অংশীবাদীদের অন্তর্গত হয়ো না।

১০৬। তুমি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে আহ্বান করো না। যে তোমাদের উপকার ও অপকার কিছুই করতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি এরূপ কর, তবে নিশ্চয় তুমি তখন অত্যাচারীদের অন্তর্গত হবে।

১০৭। এবং আল্লাহ যদি তোমাকে ক্লেশ দেন, তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী কেহ নাই, এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান, রদ করার কেহ নাই, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মঙ্গল দান করেন, তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১০৮। বল—হে মানববৃন্দ! তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে, সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে—তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে, এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে—তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদের ধ্বংসের জন্য, এবং আমি তোমাদের প্রতিভূ নই।

১০৯। তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়েছে, তুমি তার অনুসরণ কর, এবং তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর, যে পর্যন্ত না আল্লার বিধান আসে, এবং আল্লাই শ্রেষ্ঠ আদেশদাতা।

হুদ্—একজন রসুল অবতীর্ণ—মক্কায় ও মদীনায়

রুকু ১০ আয়াত ১২৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ্-লাম্-রা, এই গ্রন্থ—যার আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট করা হয়েছে, অনন্তর সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানীর নিকট হতে সুবিবৃত হয়েছে যে :—

২। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করো না, নিশ্চয় আমি তাঁর নিকট হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

৩। এবং (আরও বলা হয়েছে যে) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের এক নির্দিষ্টকালের জন্য উত্তম সম্পদে সম্পদশালী করবেন, এবং প্রত্যেক সম্মানিত (ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান) ব্যক্তিকে স্বীয় অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের জন্য সেই মহান দিবসের শাস্তির ভয় করি।

৪। আল্লার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

৫। সতর্ক হও! ওরা তাঁর নিকট গোপন রাখার জন্য ওদের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে। সাবধান! যখন তারা নিজেদের বস্ত্রে আবৃত (অভিসন্ধি গোপন) করে, তখন ওরা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তা তিনি জানেন; নিশ্চয় তিনি (তাদের) অন্তর্নিহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ।

৬। পৃথিবীতে এমন কোন (বিচরণশীল) জীব নাই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লার উপর ব্যতীত (অন্য কারো উপর) আছে। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; এর সমস্তই প্রকাশ্য গ্রন্থে আছে।

৭। তিনিই ছ দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর আসন পানির উপর ছিল, এতে (এই

স্ৃষ্টিতে) তোমাদের পরীক্ষা করা হবে, কে আচরণে শ্রেষ্ঠ, যদি তুমি তাদের বল—মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে, তাতে অবিশ্বাসীরা বলবে যে, ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত নহে।

৮। যদি আমি তাদের হতে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে নিশ্চয় তারা বলবে, কিসে ওকে স্থগিত রেখেছে। সাবধান, যেদিন উহা তাদের নিকট আসবে, সেদিন উহা আর ফিরবে না, এবং তারা যে বিষয়ে উপহাস করছে, উহা তাদের পরিবেষ্টন করবে।

॥ রুকু ২ ॥

৯। যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই ও পরে তা হতে ওকে বঞ্চিত করি, তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।

১০। দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই, তখন সে বলেই থাকে, আমার বিপদ-আপদ কেটে গেছে, এবং সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।

১১। কিন্তু যারা ধৈর্যপরায়ণ ও সৎশীল, তাদের জন্য আছে—ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১২। অনন্তর তবে কি তুমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু অংশ বর্জন করবে ? এবং তোমার বক্ষ সঙ্কুচিত করবে ? যেহেতু তারা বলে—কেন তার প্রতি ধন ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় নি, অথবা তার সাথে ফেরেশ্তা আসে নি ? তুমি তো কেবল সতর্ককারী, এবং আল্লাহ সর্ব-বিষয়ের কর্মবিধায়ক।

১৩। তবে কি তারা বলে—ইহা তারই রচনা ? তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এর অনুরূপ দশটি সুরা রচনা করে আন, এবং আল্লাকে বাদ দিয়ে যাকে ইচ্ছা আহ্বান কর।

১৪। যদি তারা তোমাদের আহ্বানে কোন সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখ—ইহা একমাত্র আল্লারই জ্ঞান দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই, তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না ?

১৫। যদি কেহ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, তবে দুনিয়াতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফলদান করি এবং দুনিয়াতে ওরা কম পাবে না।

১৬। এদের জন্য পরকালে নরকানল ব্যতীত কিছুই নাই, এবং তারা যা এখানে করে তা বিনষ্ট হবে, এবং তারা যা করছে—তা অগ্রাহ্য হবে।

১৭। অতএব যে প্রতিপালকের উজ্জ্বল নিদর্শনের উপর অবস্থিত এবং তার পর তা হতে তার নিকট এক সাক্ষী (মহম্মদ) উপস্থিত হয়েছে, এবং তার পূর্বে অগ্রবর্তী ও অনুগ্রহ-স্বরূপ মুসার গ্রন্থ এসেছিল, ওরাই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং অন্যদল হতে যে এতে অবিশ্বাস করবে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে সন্দিহান হয়ো না, নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালকের সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না।

১৮। যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, তাদের অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে ? ওদের স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে হাজির করা হবে, এবং সাক্ষীগণ বলবে—এরাই স্বীয় প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করেছিল ; সতর্ক হও। অত্যাচারীদের উপর আল্লার অভিসম্পাত।

১৯। যারা আল্লার পথে বাধা দেয় এবং ওতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, এবং এরাই পরকাল অবিশ্বাস করে।

২০। তারা পৃথিবীতেও আমার আয়ত্বের অতীত ছিল না, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সহায়ও ছিলনা, তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে, ওদের শোনার সামর্থ ছিল না, এবং দেখতেও পেত না।

২১। ওরা নিজেদের জীবনেরই ক্ষতি করেছে, এবং তারা যে ধারণা করেছিল, তা মিথ্যা হয়েছে।

২২। নিশ্চয় তারা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৩। যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিনত হয়েছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

২৪। উভয় দলের দৃষ্টান্ত—যেমন এক (জন) অন্ধ ও বধির, এবং অন্য (জন) দৃষ্টিসম্পন্ন ও শ্রবণক্ষম ; এরা কি উভয়ে সমতুল্য ? তবুও কি তারা হৃদয়ঙ্গম করবে না !

॥ রুকু ৩ ॥

২৫। নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম, (সে বলেছিল) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।

২৬। অতএব তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সেই যন্ত্রণাপ্রদ দিবসের শাস্তির আশংকা করি।

২৭। কিন্তু তার সম্প্রদায়ের প্রধানতম অবিশ্বাসকারীরা বলেছিল—আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষ ব্যতীত দেখছি না, আমাদের মধ্যে যারা প্রকাশ্য ধারণায় অধম, তারা ব্যতীত কাউকেই তোমার অনুসরণ করতে দেখি না, এবং আমাদের উপর তোমার কোনই শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করিনা, বরং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করি।

২৮। সে বলল—হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা লক্ষ্য কর, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনের উপর হই, এবং তিনি আমাকে স্বীয় সান্নিধ্য হতে অনুগ্রহ দান করেন, অথচ এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও, আমি কি এ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা ইহা অপছন্দ কর।

২৯। হে আমার সম্প্রদায় ! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লার নিকট, যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়, নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০। হে আমার সম্প্রদায় ! যদি আমি তাদের বিতাড়িত করি, তবে আল্লাহ্ হতে কে আমাকে সাহায্য করবে ? তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

৩১। আমি তোমাদের বলি না যে, আল্লার ধনভাণ্ডার আমারই নিকট আছে। এবং আমি অদৃশ্য বিষয়ও অবগত নহি, এবং আমি এও বলি না যে, আমি ফেরেশ্তা, এবং তোমাদের চোখে যারা নীচ, তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ কখনও তাদের মঙ্গল দান করবেন না। তাদের

অন্তরে যা আছে, আল্লাহ তা সম্যক অবগত। অন্যথায় নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভ'ও হবো।

৩২। তারা বলল—হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতণ্ডা করেছ, আমাদের সাথে তুমি অতি মাত্রায় বিরোধ করেছ, সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে—আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ, তা আনয়ন কর।

৩৩। সে বলল—ইচ্ছা করলে আল্লাই উহা তোমাদের নিকট আনয়ন করবেন, এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করতে পারবে না।

৩৪। আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও, আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, এবং তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

৩৫। তবুও কি তার বলে যে ইহা অলীক রচনা করা হয়েছে? তুমি বলে দাও—যদি আমি ইহা মিথ্যা রচনা করে থাকি, তবে আমার উপরেই তার প্রতিফল, এবং তোমরা যে অপরাধ করছ, তার জন্য আমি দায়ী নই।

॥ রুকু ৭ ॥

৩৬। নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, যারা বিশ্বাস করেছে, তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তারা যা করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ কর না।

৩৭। তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা তৈয়ার কর, এবং যারা সীমা লংঘন করেছে, তাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না, নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে।

৩৮। সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল, যখন তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা তার পার্শ্ব দিয়ে যেত তাকে উপহাস করত, সে বলত—তোমরা যদি আমাদের উপহাস কর, আমরাও তোমাদের উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ।

৩৯। তোমরা অচিরে জানতে পারবে, কার উপর আসবে লাঞ্ছনা, ও স্থায়ী শাস্তি কার জন্য অবশ্যম্ভাবী।

৪০। এমন কি যখন আমার আদেশ এসেছিল, এবং জলরাশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, তখন আমি বলেছিলাম,—এতে তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক জোড়া এবং যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনদের, এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদের, অল্পসংখ্যক ব্যতীত তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই।

৪১। সে বলল—এতে আরোহণ কর, আল্লার নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৪২। এবং উহা তাদের সাথে পর্বতের ন্যায় তরঙ্গমালার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছিল, এবং নূহ তার পুত্রকে আহ্বান করেছিল—হে আমার পুত্র! তুমি আমাদের সাথে আরোহণ কর, এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গী হয়ো না।

৪৩। সে বলল—আমি এখনই পর্বতের দিকে আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমাকে প্লাবন হতে রক্ষা করবে।

সে (হঃ নূহ) আজ আল্লার আদিষ্ট শাস্তি হতে কোনই রক্ষাকারী নাই, কিন্তু তিনি (আল্লাহ) যাকে অনুগ্রহ করেছেন (সে রক্ষা পাবে)। এর পর তরঙ্গ ওদের বিচ্ছিন্ন করে দিল, এবং সে নিমজ্জিতগণের অন্তর্গত হলো।

৪৪। এর পর বলা হল—হে পৃথিবী, তুমি তোমার পানি শুষে নাও, এবং হে আকাশ, তুমি ক্ষান্ত হও। এর পর বন্যা প্রশমিত হল, এবং কার্য সমাপ্ত হল ; নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হল, এবং বলা হল—ধ্বংসই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম।

৪৫। অনন্তর নূহ, স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে বলল—হে আমার প্রতিপালক ! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত, এবং তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, এবং তুমি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।

৪৬। তিনি বললেন—হে নূহ, নিশ্চয় সে তোমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নয়, নিশ্চয় সে অসৎকর্ম-পরায়ণ। অতএব যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন কর না, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি—তুমি মূর্খদের অন্তর্গত হয়ো না।

৪৭। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক ! নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে—যাতে আমার কোন জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর, ও অনুগ্রহ না কর, আমি নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হবো।

৪৮। বলা হয়েছিল—হে নূহ, আমা হতে শান্তি এবং তোমার প্রতি ও তোমাদের অনুসঙ্গীদের মধ্যস্থ সম্প্রদায়-সমূহের প্রতি কল্যাণসহ অবতরণ কর, এবং তোমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় হবে, ওদের আমি অচিরেই সুফলদান করব, তৎপর আমার যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি ওদের স্পর্শ (আক্রমণ) করবে।

৪৯। এই সমস্ত অদৃশ্যজগতের সংবাদ আমি তোমাকে (হঃ মহম্মদ) ঐশীযোগে জানাচ্ছি, যা এর পূর্বে তুমি জানতে না, এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় সংযমীগণের জন্য শুভ পরিণাম।

॥ রুকু ৫ ॥

৫০। এবং আ'দের প্রতি তাদের ভ্রাতা হূদ (কে পাঠিয়েছিলাম) সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লার উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই, তোমরা তো কেবল মিথ্যারচনাকারী।

৫১। হে আমার সম্প্রদায় ! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান কামনা করছি না, আমার প্রতিদান তাঁরই নিকটে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

৫২। হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাবেন। তোমাদের শক্তিতে শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধীরূপে ফিরে যেয়ো না।

৫৩। ওরা বলল—হে হূদ ! তুমি আমাদের নিকট কোন প্রকাশ্য নিদর্শন আন নাই. এবং আমরা

তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করব না, এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।

৫৪। আমরা তো ইহাই বলি—আমাদের উপাস্যগণের কেহ তোমাকে অনিষ্টকারিতা দ্বারা আঘাত করেছি; সে বলেছিল—আমি আল্লাকে সাক্ষী করেছি—এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমি তা হতে মুক্ত, যাকে তোমরা আল্লার শরিক কর।

৫৫। আল্লাহ্ ব্যতীত, তোমরা সকলে ষড়যন্ত্র কর আমার বিরুদ্ধে, এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

৫৬। নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লার উপর নির্ভর করি; এমন কোন জীব নাই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্বাধীন (যার অদৃষ্ট তাঁর দ্বারা ধৃত) নয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে অবস্থিত।

৫৭। অতঃপর যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট উহা প্রচার করেছি, যা সহ আমাকে তোমাদের নিকট পাঠান হয়েছে, এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন, এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর সংরক্ষক।

৫৮। এবং যখন আমার নির্দেশ আসল—তখন আমি হূদ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল, তাদের আমার স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, এবং কঠোর শাস্তি হতে মুক্তি দিলাম।

৫৯। এই আদ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল, এবং অমান্য করেছিল—তাঁর রসুলগণকে, এবং তারা প্রত্যেকে চরম বিরুদ্ধাচারীর আদেশের অনুসরণ করেছিল।

৬০। ইহকালে এবং পরকালেও তারা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে ও হবে; জেনে রেখ, আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল, সতর্ক! ধ্বংসই ছিল হূদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম।

॥ রুকু ৬ ॥

৬১। সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভ্রাতা সালেহকে (পাঠিয়েছিলাম), সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লার উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনই উপাস্য নাই, তিনিই তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং ওতেই তোমাদের বাসস্থান করে দিয়েছেন, অতএব তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং তাঁরই দিকে ফিরে এস, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।

৬২। তারা বলল—হে সালেহ! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল, এখন কি তুমি আমাদের ওর উপাসনা করতে নিষেধ করছ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার উপাসনা করত? নিশ্চয় তুমি আমাদের যার দিকে আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি।

৬৩। সে বলল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর স্বীয় অনুগ্রহ দান করে

থাকেন, এবং আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি—তবে আল্লার শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে ? তখন ক্ষতিগ্রস্ত করা ব্যতীত তোমরা আমার কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না।

৬৪। হে আমার সম্প্রদায়! আল্লার এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন, একে আল্লার জমিতে চরে খেতে দাও, একে কষ্ট দিও না, অন্যথায় তোমাদের প্রতি আশু শাস্তি পতিত হবে।

৬৫। কিন্তু ওরা ওকে বধ করল, তখন সে বলল—তোমরা তিন দিবস স্ব-স্ব গৃহে ফলভোগ কর, এই অঙ্গীকার অসত্য হবে না।

৬৬। এবং যখন আমার আদেশ আসল, তখন আমি সালেহ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল—তাদের আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হতে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শক্তিশালী, মহাপরাক্রান্ত।

৬৭। অতঃপর যারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল, এক ভীষণ শব্দ তাদের আক্রমণ করল, ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে অধোমুখে শেষ হয়ে গেল।

৬৮। যেন তারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই, জেনে রেখ—সামুদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল, জেনে রেখ—ধ্বংসই ছিল সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

॥ রুকু ৭ ॥

৬৯। আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ লয়ে ইব্রাহীমের নিকট আসল, তারা বলল—সালাম, সেও বলল—সালাম। সে অবিলম্বে কাবাব-করা গো-বৎস আনল।

৭০। সে যখন দেখল—তারা ওর প্রতি হাত বাড়াচ্ছে না, তখন তাদের অবাঞ্ছিত মনে করল, এবং তাদের সম্বন্ধে মনে ভয়ের সঞ্চার হল। তারা বলল—ভয় কর না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

৭১। তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, এবং সে হাসল ; তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।

৭২। সে বলল—কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হব আমি ? আমি এখন অতি বৃদ্ধা, এবং আমার স্বামীও অতি-বৃদ্ধ ? নিশ্চয় ইহা একটি অদ্ভুত ব্যাপার।

৭৩। তারা বলল—তুমি কি আল্লার কাজে বিস্ময়বোধ করছ ? হে নবীর পরিবার! তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও তাঁর কল্যাণ আছে। নিশ্চয় তিনি মহা প্রশংসিত মহাগৌরবান্বিত।

৭৪। অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ভয় দূর হলো এবং তার নিকট সুসংবাদ আসল। তখন আমার (প্রেরিত ফেরেশতাদের) সাথে লূতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে বাদানুবাদ করেছিল।

৭৫। নিশ্চয় ইব্রাহীম সহনশীল, কোমলহৃদয়, সতত আল্লাহমুখী।

৭৬। হে ইব্রাহীম! ইহা হতে বিরত হও ; তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে, নিশ্চয় তাদের প্রতি অনিবার্য শাস্তি উপস্থিত হবে।

৭৭। এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসল, তখন সে তাদের আগমনে দুঃখিত হল, এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল—ইহা নিদারুণ দিন।

৭৮। তার সম্প্রদায় তার নিকট উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল, এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল—হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাকে ভয় কর, এবং আমার অতিথিদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় কর না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালো লোক নাই?

৭৯। তারা বলল—তুমি তো জান, তোমার কন্যাদের আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা কি চাই, তা তো তুমি জানই।

৮০। সে বলল হায়! যদি তোমাদের উপর আমার শক্তি থাকত, অথবা আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভ আশ্রয় করতে পারতাম!

৮১। তারা বলল—হে লুত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশ্তা। ওরা কখনও তোমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোন এক সময় তোমার পরিবার পরিজনসহ বের হয়ে পড়, এবং তোমাদের মধ্যে কেহ পিছন দিকে চেয়ো না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না। ওদের প্রতি যা ঘটবে, তারও প্রতি তাই ঘটবে, প্রভাত ওদের জন্য নির্ধারিত কাল, প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?

৮২। অতঃপর যখন আমার আদেশ আসল, তখন আমি তাদের উর্ধ্ব ভাগ (নগরগুলো) তাদের নিম্নবর্তী করে দিয়েছিলাম, আমি তাদের উপর ক্রমাগত কংকর বর্ষণ করলাম।

৮৩। যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল, এই স্থান সীমালঙ্ঘনকারীদের হতে দূরে নয়।

॥ রুকু ৮ ॥

৮৪। মাদিয়ানদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়েবকে (পাঠিয়েছিলাম)। সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লার উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই; তোমরা পরিমাপ ও পরিমাণে কম কর না, আমি তোমাদের সমৃদ্ধিশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তির আশংকা করছি।

৮৫। হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায় সঙ্গতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না, এবং সংসারে ফসাদ করে বেড়াইও না।

৮৬। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাহ-অনুমোদিত যা (লভ্যাংশ) অবশিষ্ট থাকবে, তাই তোমাদের জন্য উত্তম, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

৮৭। ওরা বলল—হে শোয়াইব! তোমার নামাজ (উপাসনা) কি তোমাকে আদেশ করছে যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করত, তা বর্জন করতে হবে, এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা খুশি করতে পারব না? অবশ্যই তুমি তো একজন সহিষ্ণু, সদাচারী।

৮৮। সে বলল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর নিকট হতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করে থাকেন, (তবে কি আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব)। আমি তোমাদের যা নিষেধ করি, স্বয়ং আমি কি তার বিরুদ্ধাচরণ করব? আমি আমার সাধ্যমত

সংস্কার করতে চাই, আমার কার্যসাধন আল্লারই সাহায্যে, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, এবং তাঁরই অভিমুখী।

৮৯। এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমার বিরুদ্ধাচরণ যেন তোমাদের অপরাধী না করে, অন্যথায় নূহ-সম্প্রদায় কিংবা হুদ-সম্প্রদায় অথবা সালেহ-সম্প্রদায়ের উপর যা নিপতিত হয়েছিল, তোমাদের প্রতিও তদনুরূপ পতিত হতে পারে; এবং লূতের সম্প্রদায়ও তোমাদের হতে দূরে নহে।

৯০। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আমার প্রতিপালক দয়াময়, প্রেমময়।

৯১। তারা বলল—হে শোয়েব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বঝি না, এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি, তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম, আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।

৯২। সে বলল—আমার স্বজনবর্গ কি তোমাদের কাছে—আল্লাহ হতেও শক্তিশালী? এবং তোমরা তাঁকে (তোমাদের পশ্চাতে অবস্থিত বলে ধারণা করছ) সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। তোমরা যা কর, আমার প্রতিপালক তা পরিবেষ্টনকারী।

৯৩। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করছ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

৯৪। যখন আমার আদেশ আসল, তখন আমি স্বীয় অনুগ্রহে শোয়েব ও তার সঙ্গীয় বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের রক্ষা করেছিলাম, এবং অত্যাচারীদের এক ভীষণ শব্দ আক্রমণ করেছিল, পরে তারা স্ব স্ব গৃহে অধোমুখে পড়েছিল।

৯৫। যেন এর মধ্যে কখনও তাদের বসবাস ছিল না, জেনে রেখ, ধ্বংসই ছিল মাদিয়ানদের পরিণাম, যে ভাবে সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিল।

॥ রুকু ৯ ॥

৯৬। নিশ্চয় আমি মূসাকে স্বীয় নিদর্শন ও স্পষ্ট-প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম।

৯৭। ফেরাউন ও তার প্রধানগণের প্রতি, কিন্তু তারা ফেরাউনের আদেশ অনুসরণ করেছিল, এবং ফেরাউনের আদেশ সত্যানুযায়ী ছিল না।

৯৮। সে কিয়ামতের (উত্থানদিবস) দিন স্বীয় দলের অগ্রগামী হবে, পরে তাদের নরকানলে উপস্থিত করবে, নিকৃষ্ট স্থানে তাদের সেই উপস্থিতি—

৯৯। ইহলোকে অভিসম্পাত তাদের অনুসরণ করেছে, এবং কিয়ামত দিনেও (তারা অভিশপ্ত হবে)। নিকৃষ্ট সেই দান—যা তাদের দেওয়া হবে।

১০০। আমি যে সকল জনপদের এই সব সংবাদ তোমাকে বর্ণনা করছি, ওদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান, এবং কতক নির্মূল হয়ে গেছে।

১০১। আমি ওদের প্রতি প্রতি জুলুম করিনি, কিন্তু ওরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসলো, তখন ওদের উপাস্য সকল, আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা করত, তারা ওদের কোন কাজে আসল না, ধ্বংস ব্যতীত ওদের কিছুই বৃদ্ধি পেল না।

১০২। এইরূপই তোমার প্রতিপালকের আঘাত! তিনি আঘাত করেন—জনপদ সমূহে, যখন ওরা সীমা-লংঘন করে থাকে। তাঁর আঘাত কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ।

১০৩। যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে, এতে নিশ্চয় তার জন্য নিদর্শন আছে। এ সেই দিন—যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, এ সেই দিন—যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে।

১০৪। আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখব।

১০৫। যখন সেদিন আসবে তখন আল্লার অনুমতি ব্যতীত কেহই বাক্যালাপ করতে পারবে না। ওদের মধ্যে অনেকে হবে হতভাগ্য ও অনেকে হবে ভাগ্যবান।

১০৬। অতএব যারা হতভাগ্য তারা থাকবে অগ্নিতে এবং সেথায় তাদের জন্য থাকবে চীৎকার ও আর্তনাদ।

১০৭। সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত—যতদিন আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।

১০৮। যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত—যতদিন আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; এ এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

১০৯। সুতরাং তারা যে বিষয়ে (যাদের) উপাসনা করে, তুমি সে বিষয়ে সন্দেহে থেকো না। এর পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের উপাসনা করেছে, এরাও তাদের উপাসনা করে। নিশ্চয় আমি ওদেরকে ওদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেব—কিছু মাত্র কম করব না।

।। রুকু ১০ ।।

১১০। আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম, পরে এতে মতভেদ ঘটেছিল, তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

১১১। যখন সময় আসবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক ওদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেবেন। ওরা যা করে, তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১১২। সুতরাং তুমি ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তারা; তুমি যে ভাবে আদিষ্ট হয়েছ, তাতে স্থির থাক, এবং সীমা লংঘন কর না। তোমরা যা কর, তিনি তা দেখেন।

১১৩। তোমরা সীমালংঘনকারীদের প্রতি অনুরক্ত হয়ো না, অন্যথায় অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে, এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন সহায় থাকবে না, এবং তোমরা সাহায্য পাবে না

১১৪। তোমরা দিনের দুভাগে ও রাতের প্রথম ভাগে নামাজ কায়েম কর, নিশ্চয় সৎকর্ম—অসৎকর্ম দূর করে, স্মরণকারীদের জন্য ইহা উপদেশ।

১১৫। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ সৎকর্মশীলগণের শ্রমের ফল নষ্ট করেন না।

১১৬। তোমাদের পূর্ব যুগে আমি যাদের রক্ষা করেছিলাম, তাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত। সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত তারই অনুসরণ করত, এবং ওরা ছিল অপরাধী।

১১৭। অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়, যখন ওর অধিবাসীরা শুদ্ধাচারী।

১১৮। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।

১১৯। তবে ওরা নয় যাদের তোমার প্রতিপালক দয়া করেন, এবং তিনি ওদের এই জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমি জ্বিণ ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই, তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই।

১২০। আমি রসুলগণের বিবরণ হতে প্রত্যেক বিষয় তোমার প্রতি বর্ণনা করছি, যা তোমার চিত্তকে দৃঢ় করবে, এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।

১২১। যারা বিশ্বাস করে না তাদের বল—তোমরা তোমাদের আপন অবস্থানের উপর যা করছ কর, আমরাও যা করছি করি।

১২২। এবং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করি।

১২৩। আসমান ও জমিনের অদৃশ্যবিষয় আল্লারই, এবং তাঁরই দিকে সমস্ত কিছু ফিরে যাবে। সুতরাং তাঁরই আরাধনা কর, এবং তাঁরই উপর নির্ভর কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অমনোযোগী নহেন।

ইউসুফ্—একজন নবী   অবতীর্ণ—মক্কায় ও মদীনায়

রুকু ১২   আয়াত ১১১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ-লাম-রা ; এইগুলো প্রকাশ্য কেতাবের আয়াত।

২। নিশ্চয় ইহা আমি আরবী-কোরাণ রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৩। ওহির মাধ্যমে তোমার নিকট এই কোরাণ প্রেরণ করে—আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, এর পূর্বে তুমি অপরিজ্ঞাতদের অন্তর্গত ছিলে।

৪। যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল—হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি একাদশ নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বপ্নে) দেখেছি, আমি তাদের আমার প্রতি প্রণত দর্শন করেছি।

৫। সে বলল—হে আমার পুত্র! তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা কর না, অন্যথায় তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৬। এইরূপে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন, এবং তোমাকে প্রবচন সমূহের (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

॥ রুকু ২ ॥

৭। ইউসুফ এবং তার ভ্রাতাদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন আছে।

৮। যখন তারা বলেছিল—নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষা ইউসুফ ও তার ভ্রাতা আমাদের পিতার নিকট অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একদলভুক্ত, অবশ্যই আমাদের পিতা নিশ্চিত ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

৯। ইউসুফকে হত্যা কর, অথবা তাকে কোনস্থলে নিক্ষেপ কর, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের মধ্যেই নিবিষ্ট হবে, এবং পরে তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।

১০। তাদের মধ্যে একজন বলল—ইউসুফকে হত্যা কর না, এবং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদের কেহ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

১১। তারা বলল—হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদের বিশ্বাস করছ না কেন? নিশ্চয় আমরা তার শুভাকাঙ্ক্ষী।

১২। তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও, সে বেড়াবে ও খেলা করবে, আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।

১৩। সে বলল—ইহা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এবং আমি ভয় করি তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।

১৪। তারা বলল—আমরা দলবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

১৫। অতঃপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল, এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিল, এবং ওরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করল, এবং আমি (আল্লাহ) তাকে জানিয়ে দিলাম—তুমি ওদেরকে ওদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে, যখন ওরা তোমাকে চিনবে না।

১৬। ওরা রাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট আসল।

১৭। ওরা বলল—হে আমার পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করছিলাম, এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু তুমি তো আমাদের বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী।

১৮। তারা তার জামার উপর কৃত্রিম-রক্তসহ এনেছিল, সে বলল—না, তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছে, সুতরাং ধৈর্যই উত্তম, তোমরা যা বলছ,—সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাই আমার সাহায্যস্থল।

১৯। তথায় এক যাত্রীদল আসল, ওরা ওদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাল, সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিল, সে বলে উঠল—কি সুখবর, এ যে এক কিশোর! পরে ওরা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল, ওরা যা করছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

২০। এবং ওরা তাকে নিকৃষ্ট মূল্যে কতিপয় রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করল, এবং তারা এতে নির্লোভ ছিল।

॥ রুকু ৩ ॥

২১। মিশরের যে ব্যক্তি ওকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল,—একে সসম্মানে থাকতে দাও, সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারি। এইরূপে আমি ইউসফের জন্য পৃথিবীতে স্থান প্রদান (সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত) করেছিলাম, যেহেতু আমি তাকে বাক্যাবলীর (স্বপ্নের) বিবৃতি শিক্ষা দিব, আল্লাহ স্বীয় কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ তা অবগত নহে।

২২। যখন সে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে বিদ্যা ও বিজ্ঞান দান করলাম। এই ভাবে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই।

২৩। সে (হঃ ইউসুফ) যে মহিলার গৃহে ছিল, সে (মহিলা) তাকে তার অন্তর হতে কামনা করেছিল, এবং দরজা বন্ধ করে দিল ও বলল,—আমাতে এস। সে বলল—আমি আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় তিনিই (তোমার স্বামী) আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।

২৪। সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল, এবং সে-ও ওর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল আমার বিশুদ্ধ-চিত্ত দাসদের অন্তর্গত।

২৫। তারা উভয়ে দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পেছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল, এবং তারা উভয়ে স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পেল, স্ত্রীলোকটি বলল—যে তোমার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম কামনা করে, তাকে বন্দী করা অথবা যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেওয়া ব্যতীত আর কি প্রতিফল আছে ?

২৬। ইউসুফ বলল—সেই-ই আমা হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী (চার মাসের শিশু) সাক্ষ্য দিল, যদি ওর (ইউসুফের) জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে, এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী।

২৭। কিন্তু যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে, এবং ইউসুফ সত্যবাদী।

২৮। অতঃপর যখন সে (গৃহস্বামী) তার জামা পেছন দিকে ছিন্ন দেখল, তখন সে বলল—নিশ্চয় ইহা তোমাদের নারীদের ছলনা, ভীষণ তোমাদের ছলনা!

২৯। হে ইউসুফ্! তুমি এ বিষয়ে (কিছু মনে কর না) বিরত হও, এবং হে নারী তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমি অপরাধীগণের অন্তর্গত।

।। রুকু ৪ ।।

৩০। নগরে কিছু মহিলা বলল, আজিজের স্ত্রী তার যুবক-দাস হতে অসৎ-কর্ম কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, নিশ্চয় আমরা তাকে প্রকাশ্য বিপথগামিনী দেখছি।

৩১। অতঃপর যখন সে তাদের গুপ্ত কথোপকথন শুনল, তখন সে তাদের নিকট লোক পাঠাল, এবং তাদের জন্য এক মজলিস প্রস্তুত করল, এবং ওদের প্রত্যেককে (লেবু কাটার জন্য) একটি করে ছুরি দিল। এবং ইউসুফকে বলল—তুমি এদের সম্মুখে বের হও, এবং যখন তারা তাকে দেখল তখন তারা তার গরিমায় (সৌন্দর্যে) অভিভূত হলো, এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল—আল্লার মাহাত্ম্য অদ্ভুত, এ তো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।

৩২। সেই রমণী বলেছিল—এ সেই ব্যক্তি, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ, নিশ্চয় আমি তা হতে অসৎ-কর্ম কামনা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে, এবং আমি তাকে যে আদেশ করেছি, যদি সে কিছুতেই তা না করে, তবে নিশ্চয় সে কারারুদ্ধ হবে ও লাঞ্ছিতগণের অন্তর্গত হবে।

৩৩। ইউসুফ বলল—হে আমার প্রতিপালক! তারা আমাকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়, তুমি যদি আমাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা না কর, তবে আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব, এবং অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হব।

৩৪। অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন, এবং তাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন, নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

৩৫। (ইউসুফের মহান চরিত্রের) নিদর্শনাবলী দেখার পরও, তাদের মনে হল—যে (লোক-লজ্জা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই) তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৬। তার সাথে অন্য দুজন যুবকও কারারুদ্ধ হল, তাদের একজন বলল—আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করছি, এবং অপরজন বলল—আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি, এবং পাখী উহা হতে খাচ্ছে ; তুমি আমাদের এর মর্ম জানাও, নিশ্চয় আমরা তোমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত দেখছি।

৩৭। ইউসুফ বলল—তোমাদের যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা আসার পূর্বে আমি তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব, আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন,—ইহা তার অন্তর্গত। যারা আল্লাহ বিশ্বাস করে না ও পরকালে অবিশ্বাসী, নিশ্চয় আমি সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম বর্জন করেছি।

৩৮। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি, আল্লার সাথে কোন কিছুর শরিক করা আমাদের কাজ নহে, ইহা আমাদের ও সমগ্র মানষের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩৯। হে আমার কারাগারের সহচরদ্বয়, বিভিন্ন প্রভু উত্তম, অথবা একমাত্র পরাক্রান্ত আল্লাহ ?

৪০। তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতকগুলো নামের উপাসনা করছ। যার নামকরণ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ করেছে, আল্লাহ যে সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ পাঠান নি, বিধান দেবার অধিকার একমাত্র আল্লারই, তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ব্যতীত আরাধনা করবে না, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নহে।

৪১। হে কারা-সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের উভয়ের একজন (সাকী) পরে স্বীয় প্রভুকে সুরা পান করাবে, অন্য জনকে (বাবুর্চিখানার অধ্যক্ষ) পরে শূলবিদ্ধ করা হবে, পাখী তার মস্তক হতে (মাংস) আহার করবে, তোমরা যে বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলে, সে বিষয় (এই ভাবে) মীমাংসিত হয়ে গেছে।

৪২। ইউসুফ, ওদের মধ্যে যাকে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল—তুমি স্বীয় প্রভুর নিকট আমার স্মরণ কর। কিন্তু শয়তান তাকে ওর প্রভুর নিকট তার বিষয় বলার কথা বিস্মৃত করে দিল, সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে থাকল।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৩। রাজা বলল—আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওদের সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে, এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার, তবে আমার স্বপ্নের উত্তর দাও।

৪৪। তারা বলল—ইহা জটিল স্বপ্ন, এবং আমরা জটিল স্বপ্নের বিবৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ নই।

৪৫। দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল (ইউসুফের

কথা), সে বলল—আমি এর তাৎপর্য তোমাদের জানিয়ে দেবো, সুতরাং তোমরা আমাকে যেতে দাও।

৪৬। হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, সাতটি স্থূলকায় গাভীকে সাতটি (কৃশকায়) গাভী ভক্ষণ করেছে, এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাকে উত্তর দাও, যেন আমি লোকদের (তাদের) নিকট ফিরে যাই, যাতে তারা অবগত হতে পারে।

৪৭। সে বলল—তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে, ওর মধ্যে তোমরা যে সামান্য পরিমাণ ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষ-সমেত রেখে দেবে।

৪৮। এবং এর পর সাত বছর খরা আসবে, এই সাত বছর পূর্বে যা সঞ্চয় করে রাখবে, তা ভক্ষণ করে ফেলবে, কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা রেখে দেবে তা ব্যতীত।

৪৯। এবং এর পর এক বছর আসবে, সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বারিবর্ষণ হবে, এবং তাতে রসনিঃসৃত হবে (মানুষ প্রচুর ভোগ-বিলাস করবে)।

।। রুকু ৭ ।।

৫০। রাজা বলল—তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এস, যখন দূত তার নিকট উপস্থিত হল, তখন সে বলল—তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও, এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কি। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।

৫১। রাজা নারীগণকে বলল—যখন তোমরা ইউসুফ হতে অসৎ-কর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল, ? তারা বলল—অদ্ভুত আল্লার মাহাত্ম্য, আমরা ওর মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই, আজিজের স্ত্রী বলল—এক্ষণে সত্য প্রকাশ হল, আমিই তা হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম, সে তো সত্যবাদী।

৫২। (সে বলল) ইহা এই হেতু—যেন সে অবগত হয় যে, আমি গোপনভাবেও তার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করি নি, নিশ্চয় আল্লাহ চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র সুপরিচালিত (সফল) করেন না।

৫৩। সে বলল—আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ-কর্ম প্রবণ, কিন্তু যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন—সে নহে, আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়াময়।

৫৪। রাজা বলল—ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এস, আমি তাকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করব, অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল,—তখন রাজা বলল,—নিশ্চয় আজ তুমি আমাদের নিকট সম্মানিত ও বিশ্বাসভাজন।

৫৫। ইউসুফ বলল—আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ।

৫৬। এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, সে সেই-দেশে যথা ইচ্ছা আধিপত্য করেছিল, আমি যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করে থাকি, এবং আমি সৎকর্ম-শীলগণের প্রতিদান নষ্ট করি না।

৫৭। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সংযত হয়েছে, নিশ্চয় তাদের জন্য পরকালের প্রতিদানই উত্তম।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৮। ইউসুফের ভাইগণ আসল, এবং তার নিকট উপস্থিত হল, সে ওদের চিনতে পারল, কিন্তু ওরা তাকে চিনতে পারল না।

৫৯। এবং যখন সে তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে বলল, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এস, তোমরা কি দেখছ না যে আমি পূর্ণ পরিমাপ দিই, এবং আমি উত্তম অতিথি-সেবক ?

৬০। কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট না নিয়ে এস, তবে আমার নিকট তোমাদের কোন রসদ থাকবে না, এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হয়ো না।

৬১। তারা বলল—তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব, এবং আমরা নিশ্চয় ইহা করব।

৬২। ইউসুফ তার কর্মচারীগণকে বলল—ওরা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে, তা ওদের মাল পত্রের মধ্যে রেখে দাও, যখন তারা তাদের পরিজন-সকাশে ফিরে যাবে, তখন তারা যেন বুঝতে পারে—তা হলে তারা ফিরে আসতে পারে।

৬৩। অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে আসল, তখন ওরা বলল—হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য রসদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা রসদ পেতে পারি, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।

৬৪। সে বলল, আমি তোমাদের ওর সম্বন্ধে সেই-রূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদের করেছিলাম—ওর ভাই সম্বন্ধে, আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক, তিনি দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়াময়।

৬৫। যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল, ওদের পণ্যমূল্য ওদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওরা বলল—হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি আশা করতে পারি, এই যে আমাদের মূলধন আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুনরায় আমরা আমাদের পরিবার-বর্গকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব, এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব, এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য আনব, (যা এনেছি) উহা অল্প পরিমাপ।

৬৬। সে বলল, আমি কখনই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না, যে পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট আল্লার শপথ না কর যে, তোমরা ওকে আমার নিকট লয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়, অতঃপর তারা সকলেই তার নিকট শপথ করল, সে বলল—আমরা যা বলি,—আল্লাই তার সম্পাদনকারী বিধায়ক।

৬৭। সে বলল—হে আমার পুত্রগণ, তোমরা একদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, আল্লার বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লারই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, এবং তাঁরই উপর নির্ভর করা উচিত।

৬৮। তাদের পিতা তাদের যেরূপ আদেশ করেছিল, তারা সেইরূপ ভাবেই প্রবেশ করল, ইহা ইয়াকুবের অন্তরের ইচ্ছা—যা সে পূর্ণ করেছিল, কিন্তু আল্লার বিধানের বিরুদ্ধে উহা তাদের কোন কাজে আসল না। এবং নিশ্চয় সে জ্ঞানসম্পন্ন ছিল, যেহেতু আমি তাকে জ্ঞান দান করেছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নহে।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৯। তারা যখন ইউসুফের সম্মুখে হাজির হল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখল, এবং বলল,—নিশ্চয় আমি তোমার ভ্রাতা, অতএব তারা যা করেছে, তজ্জন্য দুঃখিত হয়ো না।

৭০। অতঃপর সে যখন ওদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল, তখন তার ভাইয়ের শস্যাধারে একটি পান-পাত্র রেখে দিয়েছিল, তৎপর জনৈক ঘোষণাকারী চীৎকার করে বলেছিল—হে বণিকদল, নিশ্চয় তোমরা চোর।

৭১। ওরা তাদের দিকে ফিরে বলেছিল—তোমাদের কি হারিয়েছে।

৭২। তারা বলল, আমরা রাজার-পান-পাত্র হারিয়েছি, যে উহা এনে দিবে, সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পাবে, এবং আমি তার জামিন।

৭৩। ওরা বলল—আল্লার শপথ। তোমরা তো জান আমরা এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসি নি, এবং আমরা চোরও নই।

৭৪। তারা বলেছিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে এর প্রতিফল কি হবে ?

৭৫। তারা বলল—যার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, তার বিনিময় এই যে—সেই তার বিনিময়, (দাসত্ব হবে তার শাস্তি)।

৭৬। অতঃপর ইউসুফ তার সহোদরের মাল-পত্র সন্ধানের পূর্বে ওদের মাল-পত্র তল্লাশ করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের হলো। এই ভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম, আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত রাজার বিধান অনুযায়ী সে তার ভাইকে গ্রহণ করতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা পদমর্যাদায় উন্নত করি, এবং প্রত্যেক জ্ঞানী-ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন।

৭৭। তারা বলল, সে যদি চুরি করে থাকে তার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিল, কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল, এবং ওদের নিকট প্রকাশ করল না, সে মনে মনে বলল—তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৭৮। তারা বলল—হে আজিজ, নিশ্চয় তার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, অতএব তার স্থলে আমাদের একজনকে আবদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা তোমাকে মহানুভব ব্যক্তি দেখছি।

৭৯। সে বলল—যার নিকট আমরা মাল পেয়েছি, তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যাকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লার স্মরণ নিচ্ছি। এরূপ করলে—অবশ্যই আমরা অত্যাচারী হব।

।। রুকু ১০ ।।

৮০। যখন ওরা তার নিকট হতে নিরাশ হল, তখন ওরা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলেছিল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লার শপথ গ্রহণ করেছেন এবং পূর্বে তোমরা ইউসুফ সম্বন্ধে কম ত্রুটি কর নাই, অতএব আমার জন্য আমার পিতার অনুমতি অথবা আমার জন্য আল্লার আদেশ না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করব না। এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম বিচারক।

৮১। তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও, এবং বল—হে আমাদের পিতা, তোমার পুত্র চুরি করেছে, এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম, অদৃশ্যের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না।

৮২। যে জনপদে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসিগণকে এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করুন। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।

৮৩। ইয়াকুব বলল—না, তোমরা এক মন-গড়া কথা নিয়ে এসেছ, সুতরাং ধৈর্য-ধারণই আমার পক্ষে উত্তম। হয়ত আল্লাহ ওদের সকলকে এক সঙ্গে আমার নিকট এনে দিবেন, নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৮৪। সে উহাদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিল, এবং বলল—আফসোস ইউসুফের জন্য, শোকে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং সে ছিল অসহনীয় মনোকষ্টে জর্জরিত।

৮৫। ওরা বলল—আল্লার শপথ, আপনি তো ইউসুফের কথা ভুলবেন না, যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন অথবা মৃত্যু বরণ করবেন।

৮৬। সে বলল—আমি আমার ব্যাকুল বেদনা, আমার অসহনীয় দুঃখ শুধু আল্লার নিকট নিবেদন করছি, এবং আমি আল্লার নিকট হতে যা অবগত আছি, তোমরা তা জান না।

৮৭। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর, এবং আল্লার আশিস হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ আল্লার আশিস হতে কেহই নিরাশ হয় না, সত্য প্রত্যাখ্যান-কারী ব্যতীত।

৮৮। যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হল, তখন বলল—হে আজিজ! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি, এবং আমরা তুচ্ছ মূলধন নিয়ে এসেছি, তুমি আমাদের পূর্ণ মাত্রায় রসদ দান কর, আল্লাহ দাতাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

৮৯। সে বলল—তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী।

৯০। ওরা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল—আমিই ইউসুফ, এই আমার সহোদর, আল্লাহ

আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অবশ্যই যে সংযত হয় ও ধৈর্য্য ধারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সংযমীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

৯১। ওরা বলল, আল্লার শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।

৯২। সে বলেছিল—আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৯৩। তোমরা আমার এই জামাটি লয়ে যাও, এবং আমার পিতার মুখের উপর স্থাপন কর। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, এবং তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট নিয়ে এস।

॥ রুকু ১১ ॥

৯৪। অতঃপর যাত্রীদল যখন (মিশর হতে) বের হয়ে পড়ল, তখন তাদের পিতা বলল—তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর, তবে (আমি বলব যে) আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

৯৫। তারা বলল—আল্লার শপথ—নিশ্চয় তুমি পুরাতন ভ্রান্তিতে আছ।

৯৬। অনন্তর যখন সুসংবাদ বহনকারী উপস্থিত হয়ে তার মুখের উপর (জামাটি) রাখল, তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, সে বলল—আমি কি তোমাদের বলি নাই,—আমি আল্লার নিকট হতে যা জানি তোমরা তা জান না।

৯৭। তারা বলল—হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমরা তো অপরাধী।

৯৮। সে বলল—আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি তো ক্ষমাশীল দয়াময়।

৯৯। অতঃপর ওরা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করল, এবং বলল—আপনারা আল্লার ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।

১০০। এবং ইউসফ তার মাতা-পিতাকে সিংহাসনে বসাল, এবং ওরা সকলে তার প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। সে বলল—হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত করেছেন এবং যখন তিনি আমাকে কারাগার হতে বের করেছেন, এবং যখন শয়তান আমার ও আমার ভাইগণের মধ্যে বিরোধ হওয়ার পর তোমাদের পল্লী হতে আনয়ন করেছেন, তখন নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন, নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

১০১। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ, এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, তুমি আমাকে মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) রূপে মৃত্যু দিও, এবং সৎকর্মশীলগণের সাথে মিলিত ক'র।

১০২। ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ—যা তোমাকে আমি ঐশী-বাণী দ্বারা জানাচ্ছি ;—ষড়যন্ত্রকালে যখন ওরা মতৈক্যে পৌঁছাল, তখন তুমি ওদের সাথে ছিলে না।

১০৩। তুমি যতই চাহ না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবে না।

১০৪। এবং তুমি তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করছ না, ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত নহে।

॥ রুকু ১২ ॥

১০৫। আসমান ও জমিনে অনেক নিদর্শন আছে, তারা এই সব দেখে, কিন্তু তারা এ সবের প্রতি উদাসীন।

১০৬। তারা অধিকাংশই আল্লাহ বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাঁর শরিক করে।

১০৭। তবে কি তারা আল্লার সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ ?

১০৮। বল—ইহাই আমার পথ ;—আল্লার প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি। আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞান-বিশ্বাসী। আল্লাহ মহিমান্বিত ; এবং যারা আল্লার শরিক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

১০৯। তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের অনেককে প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ করেছিলাম, অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই, এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিনাম হয়েছিল, তারা কি দেখে নাই ? যারা সংযমী, তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়, তবে কি তোমরা বোঝ না ?

১১০। অবশেষে যখন রসুলগণ নিরাশ হল, এবং লোক ভাবল, রসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল। এইভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি—সে উদ্ধার পায়, অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

১১১। ওদের কাহিনীতে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা আছে, ইহা (কোরাণ) এরূপ কথা নহে যে, কল্পিত হয়েছে, বরং পূর্বে যা আছে, ইহা তার সত্যতা-প্রতিপাদনকারী, ও সর্ব বিষয়ের বিশ্লেষণকারী, এবং ইহা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সুপথ ও করুণা।

রাদ্—বজ্রধ্বনি অবতীর্ণ—মদীনায়

রুকু ৬ আয়াত ৪৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ্-লাম্-মীম্ রা, এইগুলো কোরাণের আয়াত, যা তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে —তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।

২। তিনি আল্লাহ, যিনি ঊর্দ্ধদেশে আকাশ মণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা ইহা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশ (সিংহাসন) উপরে সমাসীন হলেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী অবর্তন করছে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

৩। তিনিই ভূতলোক বিস্তৃত করেছেন, এবং ওতে নদী ও পর্বত সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন—দু প্রকারের, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

৪। ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন, ওতে আছে দ্রাক্ষা কানন, শস্য-ক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট ও একশিরবিশিষ্ট খেজুর গাছ, ওদের দেওয়া হয় একই পানি, এবং ফল হিসাবে ওদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, নিশ্চয় এতে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী আছে।

৫। যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে তাদের বাক্যই বিস্ময়কর যে, যদি আমরা মাটিই হয়ে যায়, তবে সত্যিই কি আমরা নূতনভাবে সৃষ্ট হব? ওরাই স্বীয় প্রতিপালককে অবিশ্বাস করেছে, এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ-শৃঙ্খল, ওরাই নরকবাসী, সেখানে ওরা স্থায়ী হবে।

৬। তারা তোমার নিকট মঙ্গলের পূর্বেই অমঙ্গলের জন্য সত্বরতা করছে, নিশ্চয় তাদের পূর্বে আদর্শ শাস্তি (দৃষ্টান্ত) অতিক্রান্ত হয়েছে, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদের অত্যাচার সত্ত্বেও মানবকুলের মার্জনাকারী প্রভু, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কঠোর শাস্তিদাতা।

৭। অবিশ্বাসীরা বলে—তার (মহম্মদ) প্রতিপালক হতে কেন তৎপ্রতি কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নি? তুমি তো কেবল সতর্ককারী, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।

॥ রুকু ২ ॥

৮। প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ু-সমূহ যা হ্রাস ও বৃদ্ধি করে, আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত আছেন, এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাপ আছে।

৯। তিনি অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে মহাজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠতম সমুন্নত।

১০। তোমাদের মধ্যে যে কেহ কথা গোপন করে এবং যে উহা প্রকাশ করে, এবং যে কেহ রাতে লুকায় এবং দিনে বিচরণ করে, সকলেই (আল্লার নিকট) সমান।

১১। তার (মানুষের) জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী আছে, ওরা আল্লার আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না ওরা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে, যখন আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অকল্যাণ ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ করবার কেহ নাই, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবকও নাই।

১২। তিনিই তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যা ভয় ও ভরসার সঞ্চার করে, এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।

১৩। বজ্রধ্বনি তাঁর মহিমা বিষয়ে এবং ফেরেশ্তাগণ আতঙ্কে তাঁর প্রশংসা করে, এবং তিনি বজ্র-সমূহ প্রেরণ করেন, তিনি তার দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন, অথচ তারা আল্লার সাথে বিরোধ করছে, যদিও তিনি কঠোর শক্তিশালী।

১৪। আল্লার প্রতি আহ্বানই বাস্তব, যারা তাঁকে ব্যতীত অপরকে আহ্বান করে, ওরা তাদের কোনই সাড়া দেয় না, তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়—যে তার মুখে পানি পৌঁছাবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে, যা তার মুখে পৌঁছাবার নয়, অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা নিষ্ফল।

১৫। সকাল ও সন্ধ্যায় আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, এবং তাদের ছায়াগুলোও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লার প্রতি সেজদাবনত থাকে।

১৬। বল, আসমান ও জমিনের প্রতিপালক কে? তুমি বল—আল্লাহ্, তবে কি তোমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য অভিভাবকসমূহ গ্রহণ করেছ, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে? বল, তবে কি অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান পরস্পর সমান, অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি তারা আল্লার এমন শরিক করেছে, যারা আল্লার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি ওদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে, বল—আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক পরাক্রমশালী।

১৭। তিনি আকাশ হতে বারি-বর্ষণ করেন, ফলে, উপত্যকাসমূহ ওদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে তখন, যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এইভাবে

আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয়, এবং যা মানুষের উপকারে আসে—তা জমিতে থেকে যায়, এইভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।

১৮। মঙ্গল তাদের যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়। এবং যারা তাকে স্বীকার করে না—যদিও পৃথিবীর সমস্ত বিষয় এবং তদনুরূপ তার জন্য হয়, তবে তদ্বিষয়ে তারা নিশ্চয়ই ওর দণ্ড প্রদান করতে চাইলে ওদেরই জন্য নিকৃষ্ট হিসাব আছে, এবং তাদের বাসস্থান জাহান্নাম এবং উহা নিকৃষ্ট স্থান।

॥ রুকু ৩ ॥

১৯। তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যক্তি তা সত্য বলে জানে, সে আর জ্ঞানান্ধ কি সমান? কেবলমাত্র জ্ঞানবানবাই অনুধাবন করে থাকে।

২০। যারা আল্লার অঙ্গীকার রক্ষা করে, এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

২১। এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন, যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে, এবং কঠোর হিসাবকে।

২২। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য কষ্ট বরণ করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের যে উপজীবিকা দান করেছি, তা হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, এবং যারা ভালর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে—তাদের জন্যই শুভ পরিণাম।

২৩। তারা ও তাদের পিতৃপুরুষগণের অন্তর্গত সৎকর্মশীলবৃন্দ ও তাদের পত্নীগণ ও তাদের সন্তানবর্গ চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং প্রত্যেক দ্বার দিয়া ফেরেশ্তাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে।

২৪। তোমাদের প্রতি শান্তি, যেহেতু তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে, কত ভাল এই পরিণাম।

২৫। যারা আল্লার সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে-সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন,—তা ছিন্ন করে, এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্যই আছে অভিশাপ, এবং তাদের জন্যই মন্দ আবাস।

২৬। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন, এবং যার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন। কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭। অবিশ্বাসীরা বলে—কেন তার (মহম্মদ) প্রতি তার প্রতিপালক হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নি? বল—আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়, তাকে তিনি পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

২৮। যারা বিশ্বাস করে, আল্লার স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রেখ—আল্লার স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।

২৯। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই।

৩০। এইরূপে আমি তোমাকে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরণ করেছি, যার পূর্বে নিশ্চয় বহু সম্প্রদায় বিগত হয়েছে, আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তুমি যেন তাদের নিকট পাঠ কর, এবং তারা রহমান (দয়াময়) সম্বন্ধে অবিশ্বাস করছে, তুমি বল—তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।

৩১। যদি কোরাণ দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হত, অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হত, অথবা মৃতের সাথে কথা বলা হত, (তবুও তারা ওতে বিশ্বাস করত না)। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লার এখ্‌তিয়ার ভুক্ত। তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের প্রত্যয় হয় নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন। এবং অবিশ্বাসীরা যা করেছে, তার জন্য তাদের প্রতি নিশ্চয়ই বিপদ উপনীত হবে, অথবা আল্লার অধিকার উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত উহা তাদের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্দ্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

॥ রুকু ৫ ॥

৩২। তোমার পূর্বেও অনেকে রসুলকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে, এবং যারা অবিশ্বাসী তাদের কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, অনন্তর কেমন ছিল আমার শাস্তি।

৩৩। তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তা যিনি লক্ষ্য করেন তিনি তাদের সমান ? (যাদের ওরা শরিক করে)। অথচ ওরা আল্লার বহু শরিক করেছে, বল—ওদের পরিচয় দাও। তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও, যা তিনি জানেন না ? অথবা ইহা অসার উক্তি মাত্র ? না, ওদের ছলনা ওদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয়, এবং ওরা সৎ-পথ হতে নিবৃত্ত হয়, আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

৩৪। তাদের জন্য পার্থিব জীবনে শাস্তি আছে, এবং পরলোকের শাস্তি তো আরো কঠোর, এবং আল্লার শাস্তি হতে রক্ষা করবার ওদের কেহ নাই।

৩৫। সংযমীগণে জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার উপমা এইরূপ ;— ওর নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত, ওর ফলরাশি ও ছায়া চিরস্থায়ী ; ইহা সংযমীদের ফল, এবং অবিশ্বাসীদের পরিণাম জাহান্নাম (নরক)।

৩৬। আমি যাদের কেতাব দিয়েছি, তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল ওর কতক অংশ অস্বীকার করে। বল—আমি কেবল মাত্র আল্লার উপাসনা করতে ও তাঁর কোন শরিক না করতে আদিষ্ট হয়েছি আমি তাঁরই দিকে (সকলকে) আহ্বান করছি, এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।

৩৭। এইরূপে আমি ইহা (কোরাণ) আরবী ভাষায় আদেশরূপে অবতীর্ণ করেছি, জ্ঞান প্রাপ্তির পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তবে তোমার জন্য আল্লাহ হতে কোনই অভিভাবক ও সংরক্ষক নাই।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৮। তোমার পূর্বেও অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম, এবং আল্লার আদেশ ব্যতীত কোন রসুলের পক্ষে নিদর্শন আনয়ন করা সাধ্য ছিল না। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক কেতাব থাকে।

৩৯। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা তা বাহাল রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে কেতাবের মূল।

৪০। ওদের যে (শাস্তির) কথা বলি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই, অথবা যদি (এর পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটাই,—তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা, হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

৪১। ওরা কি দেখে না যে আমি পৃথিবীকে ওর প্রান্তসমূহ হতে সংকুচিত করে আনছি, আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করবার কেহ নাই, এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৪২। ওদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তারাও চক্রান্ত করেছিল কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লার এখতিয়ারভুক্ত, প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং অবিশ্বাসীরা শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কাদের জন্য।

৪৩। অবিশ্বাসীরা বলে—তুমি আল্লার প্রেরিত দূত নও, বল—আল্লার সাক্ষীই যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে, এবং যাদের নিকট কেতাবের জ্ঞান আছে।

ইব্রাহীম—একজন প্রখ্যাত নবী   অবতীর্ণ—মক্কায় ও মদীনায়

রুকু ৭   আয়াত ৫২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ-লাম-রা, এই কেতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে। তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।

২। আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে, তাহা আল্লারই। অবিশ্বাসীদের জন্য কঠোর শাস্তির পরিতাপ।

৩। যারা ইহজীবনকে পরজীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষকে) নিবৃত্ত করে আল্লার পথ হতে, এবং আল্লার পথ বক্র করতে চাহে, তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে আছি।

৪। কোন রসুলকেই তার সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যতীত প্রেরণ করি নি, যেন সে তাদের নিকট পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে চালিত করেন, তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৫। এবং নিশ্চয় আমি মুসাকে নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম, যেন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে নিয়ে আসে, এবং ওদের অতীতের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়। নিশ্চয় এতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন আছে।

৬। যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল—তোমরা আল্লার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের ফেরাউনের কবল হতে রক্ষা করেছিলেন, তারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দান করত, তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করত, এবং তোমাদের কন্যাগণকে জীবিত রাখত; এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের জন্য এক মহাপরীক্ষা।

॥ রুকু ২ ॥

৭। এবং যখন তোমাদের প্রতিপালক জ্ঞাপন করেছিলেন—যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমি তোমাদের অধিকতর দান করব, এবং যদি তোমরা অবিশ্বাস কর, নিশ্চয় আমার শাস্তি কঠোরতর।

৮। মুসা বলেছিল—যদি তোমরা এবং পৃথিবীর সকলে অবিশ্বাস কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ অভাব-মুক্ত এবং প্রশংসিত।

৯। তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, আ'দের ও সমুদদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ? ওদের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত কেহ জানে না, ওদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের রসুল এসেছিল, ওরা তাদের কথা বলতে বাধা দিত, এবং বলত, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি, এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যার প্রতি তোমরা আমাদের আহ্বান করছ।

১০। ওদের রসুলগণ বলেছিল,—আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে ? তিনি তোমাদেরকে তোমাদের অপরাধসমূহ হতে ক্ষমা করার জন্য আহ্বান করছেন। এবং তোমাদের এক নির্দিষ্টকাল অবকাশ দিচ্ছেন। তারা বলেছিল,—তোমরা আমাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত নও, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাদের উপাসনা করত, তোমরা তাদের উপাসনা হতে আমাদের বিরত রাখতে চাচ্ছ। অতএব আমাদের নিকট অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।

১১। তাদের রসুলগণ তাদের বলেছিল,—আমরা তোমাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত নই, কিন্তু আল্লাহ তাঁর সেবকগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগৃহীত করেন। এবং আল্লার আদেশ ব্যতী· তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদেব সাধ্য নয়, বিশ্বাসীগণের আল্লার উপর নির্ভব করা উচিত।

১২। আমরা কেন আল্লার উপর নির্ভর করব না ? তিনি আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন, তোমরা আমাদের যে ক্লেশ দিচ্ছ, অবশ্যই আমরা তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব। এবং আল্লার উপর নির্ভরশীলগণের নির্ভর করা উচিত।

॥ রুকু ৩ ॥

১৩। অবিশ্বাসীরা ওদের রসুলকে বলেছিল ;—আমরা তোমাদের আমাদের দেশ হতে অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমাদের আমাদের ধর্মে ফিরে আসতেই হবে অতঃপর রসুলগণকে তাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন—সীমা লংঘনকারীদের আমি অবশ্যই বিনাশ করব।

১৪। এবং নিশ্চয় আমি তাদের পরে তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই, ইহা তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।

১৫। তারা বিজয় কামনা করেছিল, প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হয়।

১৬। তাদের প্রত্যেকের পরিণাম জাহান্নাম, এবং প্রত্যেককে পান করান হবে গলিত পুঁজ।

১৭। যা সে অতি কষ্টে পান করবে, এবং উহা পান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্বদিক হতে তার নিকট মৃত্যু (যন্ত্রণা) আসবে, এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৮। যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ভস্ম, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়, যা তারা উপার্জন করে, তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না, ইহাই ঘোর বিভ্রান্তি।

১৯। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ আসমান ও জমিন যথাযথ রূপে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারেন, এবং নূতন সৃষ্ট অস্তিত্বে আনতে পারেন।

২০। ইহা আল্লার জন্য কঠিন নহে।

২১। সকলকেই আল্লার সম্মুখীন হতেই হবে, তখন দুর্বল (বিনীত) বা অহংকারীদের বলবে—আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা কি আল্লার শাস্তি হতে আমাদের কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে ? তারা বলবে—আল্লাহ আমাদের সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।

॥ রুকু ৪ ॥

২২। যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে—, আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সত্য প্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদের আহ্বান করেছিলাম, এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কর না, তোমরা নিজদের প্রতিই দোষারোপ কর, আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই, এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নহ। তোমরা যে পূর্বে হতে আমাকে (আল্লার) অংশী স্থির করেছিলে, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করেছিলাম, নিশ্চয় অত্যাচারীদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে।

২৩। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জান্নাতে দাখেল করা হবে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে—তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, সেথায় তাদের অভিবাদন হবে—'সালাম' (শান্তি)।

২৪। তুমি কি লক্ষ্য কর না—আল্লাহ কি ভাবে পবিত্র বাক্যের উপমা দেন, (সৎবাক্যের তুলনা।) যেমন উৎকৃষ্ট (পবিত্র) বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ়, যার শাখাসমূহ গগমস্পর্শী।

২৫। তার প্রতিপালকের ইঙ্গিতে সে প্রত্যেকে মৌসুমে ফলদান করে। এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন,—যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৬। অপবিত্র (অসার) বাক্যের তুলনা অপবিত্র (অসার) বৃক্ষ, যার মূল ভূমির উপরেই শুধু সংবদ্ধ, যার কোন স্থায়িত্ব নাই।

২৭। যারা পার্থিব জীবন সম্বন্ধে ও পরকাল সম্বন্ধে সুদৃঢ়-বাক্যে বিশ্বাসী, আল্লাহ তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন, এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের বিভ্রান্তিতে রাখবেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন।

॥ রুকু ৫ ॥

২৮। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই ;—যারা অবিশ্বাসের সাথে আল্লার অনুগ্রহকে পরিবর্তন করেছে, এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে ধ্বংসের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনে।

২৯। জাহান্নামে, যার মধ্যে ওরা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল।

৩০। ওরা আল্লার সমকক্ষ স্থির করে (মানুষকে) তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল—ভোগ করে নাও, পরিণামে জাহান্নামই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।

৩১। তুমি আমার বিশ্বাসী দাসদের বলো—নামাজ কায়েম করতে, এবং আমি তাদের যা দিয়েছি—তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করতে, সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।

৩২। তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল মূল উৎপাদন করেন, যিনি দলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন, যাতে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে তাঁর বিধানে, এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের অধীন করেছেন।

৩৩। তিনি তোমাদের অধীন করেছেন—সূর্য ও চন্দকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের অধীন করেছেন—রাত ও দিনকে।

৩৪। তোমরা তাঁর নিকট যা প্রার্থনা করেছিলে—তিনি সমস্তই তোমাদের দান করেছেন তোমরা আল্লার অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৫। যখন ইব্রাহীম বলেছিল—হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে নিরাপদ কর, এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে রক্ষা কর।

৩৬। হে আমার প্রতিপালক! এই সা প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমাকে অমান্য করলে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াময়।

৩৭। হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরগণের কতককে অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করলাম। হে আমার প্রতিপালক! এই জন্য যে ওরা যেন নামাজ কায়েম করে, এখন তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি আকৃষ্ট কর, এবং ফলাদির দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা কর, যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩৮। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি, ও আমরা যা প্রকাশ করি, তা তুমি নিশ্চ পরিজ্ঞাত আছ। আসমান ও জমিনের কোন কিছুই আল্লার কাছে গোপন থাকে না।

৩৯। সমস্ত প্রশংসা আল্লার, যিনি আমাকে এই বার্দ্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৪০। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার সন্তানবর্গকে নামাজ কায়েমকারী কর। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর।

৪১। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে—সেই দিন আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা কর।

॥ রুকু ৭ ॥

৪২। তুমি কখনও মনে কর না যে, অত্যাচারীরা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে অমনোযোগী, তবে তিনি ওদের সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দিবেন যে দিন তাদের চক্ষু হবে স্থির।

৪৩। তারা উন্নত শিরে (হীনতায় আকাশের দিকে চেয়ে) ভীত বিহ্বল চিত্তে ছুটাছুটি করবে, তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে থাকবে না, এবং ওদের অন্তর হবে বিকল।

৪৪। তুমি মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর যেদিন তাদের শাস্তি আসবে, তখন সীমালংঘনকারীরা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেব, এবং রসুলগণের অনুসরণ করব। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না—যে, তোমাদের কোন পরজীবন নাই ?

৪৫। যদিও তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম,—তাও তোমাদের নিকট প্রকাশিত ছিল, এবং তোমাদের নিকট আমি ওদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম।

৪৬। ওরা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল,—কিন্তু আল্লার নিকট ওদের চক্রান্ত রক্ষিত আছে, ওদের চক্রান্ত এমন ছিল না যে, যাতে পর্বত টলে যেত।

৪৭। তুমি কখনও মনে কর না যে, আল্লাহ তাঁর রসুলগণের সাথে স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, দণ্ডদাতা।

৪৮। যেদিন এই পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত হবে এবং আকাশও, (তখন) মানুষ উপস্থিত হবে—আল্লার সম্মুখে—যিনি এক পরাক্রমশালী।

৪৯। সেদিন তুমি অপরাধীগণের হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখবে।

৫০। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে।

৫১। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে কৃতকর্মের ফল দিবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৫২। ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এর দ্বারা ওরা সতর্ক হয়, এবং জানতে পারে যে তিনিই একমাত্র উপাস্য, এবং যেন জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

আল্-হেজর—এক পার্বত্য সম্প্রদায় অবতীর্ণ—মক্কায় ও মদীনায়।

রুকু ৬ আয়াত—৯৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ-লাম-রা, এইগুলো মহাগ্রন্থ সুস্পষ্ট কোরাণের আয়াত (নিদর্শন)

২। অবিশ্বাসীরা প্রায় আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি তারা মুসলমান হত।

৩। তাদের খেতে, বেড়াতে ও কামনা চরিতার্থ করতে ছেড়ে দাও, পরে শীঘ্রই তারা (পরিণাম) জানতে পারবে।

৪। আমি কোন জনপদকে নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না।

৫। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত করতে পারে না। .

৬। ওরা বলে—ওহে যার প্রতি উপদেশ (কোরাণ) অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তুমি তো উন্মাদ।

৭। তুমি সত্যবাদী হলে—তবে কেন আমাদের নিকট ফেরেশ্তাবৃন্দ আনছ না?

৮। আমি সত্য ব্যতীত ফেরেশ্তাগণ অবতীর্ণ করি না, (ফেরেশ্তাগণ অবতীর্ণ হলে) ওরা অবকাশও পাবে না।

৯। আমিই উপদেশ (কোরাণ) অবতীর্ণ করেছি, এবং আমিই ওর সুনিশ্চিত সংরক্ষক।

১০। নিশ্চয় আমি তোমার পূর্বেও প্রথম (যুগের) সম্প্রদায়ের মধ্যেও রসুল (দূত) পাঠিয়েছিলাম।

১১। তাদের নিকট এমন কোন রসুল আসে নাই, যাকে ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত না।

১২। এইভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে উহা (ঠাট্টা বিদ্রূপ) সঞ্চার করি।

১৩। এরা কোরাণে বিশ্বাস করবে না, অতীতে পূর্ববর্তীদের অবস্থাও এই ছিল।

১৪। যদি আমি ওদের জন্য আকাশের একদিক খুলে দিই, এবং ওরা দিনের বেলায় ওতে আরোহণ করে।

১৫। তবুও ওরা বলবে—আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হয়েছে, নতুবা আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

॥ রুকু ২ ॥

১৬। নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি, এবং দর্শকদের জন্য ওকে সুশোভিত করেছি।

১৭। আমি ওকে প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে রক্ষা করেছি।

১৮। আর কেহ গোপনে (আকাশের সংবাদ) শুনতে চাইলে,—তাকে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা পশ্চাৎ-ধাবন করে।

১৯। আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, এবং ওতে পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করেছি। আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছি।

২০। এবং ওতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নহ তাদের জন্যও।

২১। এমন কোন বিষয় নাই যার ভাণ্ডার আমার নিকট নাই, এবং আমি উহা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।

২২। আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, পরে আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি, উহা তোমাদের পান করাই, এবং তোমরা উহার জন্য সঞ্চয়কারী নও।

২৩। আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

২৪। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, আমি তাদের জানি, এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও জানি।

২৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদের একত্রিত করবেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ মহাজ্ঞানী।

॥ রুকু ৩ ॥

২৬। নিশ্চয় আমি মানুষকে গাঢ় কাদার শুষ্ক মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।

২৭। এবং এর পূর্বে জিনকে অগ্নিশিখা হতে সৃষ্টি করেছি।

২৮। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাগণকে বললেন—নিশ্চয় আমি গাঢ় কাদার শুষ্ক মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।

২৯। যখন আমি ওকে সুগঠন করব, এবং তার মধ্যে স্বীয় আত্মা সঞ্চার করাব, তখন তোমরা ওর সামনে সেজদাকারীরূপে প্রণত হয়ো।

৩০। তখন ফেরেশ্তাগণ সকলেই সেজদা করল।

৩১। কিন্তু ইবলিস্ করল না। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।

৩২। আল্লাহ বললেন—হে ইবলিস্, তোমার কি হল যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না ?

৩৩। সে বলল—আপনি যাকে গাঢ় কাদার শুষ্ক মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, আমি সেই মানুষকে সেজদা করবার নহি।

৩৪। আল্লাহ বললেন—তবে তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত।

৩৫। বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর অভিসম্পাত।

৩৬। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।

৩৭। আল্লাহ বললেন—যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।

৩৮। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

৩৯। সে বলল,—হে আমার প্রতিপালক; যে কারণে তুমি আমাকে বিড়ম্বিত করেছ, আমিও তাদের জন্য (পাপকে) পৃথিবীতে সুশোভিত করব, এবং নিশ্চয় আমি তাদের সকলকে বিভ্রান্ত করব।

৪০। তবে ওদের মধ্যে তোমার প্রকৃত দাসগণকে নহে।

৪১। আল্লাহ বললেন—ইহাই আমার নিকট পৌঁছিবার সরল পথ।

৪২। বিভ্রান্তগণের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার দাসদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না।

৪৩। নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান।

৪৪। ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দবজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।

॥ রুকু ৪ ॥

৪৫। সংযমীরা প্রসবনবহুল জান্নাতে থাকবে।

৪৬। তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা সহ ওতে প্রবেশ কর।

৪৭। আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব, তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে আসনে অবস্থান করবে।

৪৮। সেখানে ক্লান্তি তাদের স্পর্শ করবে না, এবং সেখান হতে তারা বহিষ্কৃত হবে না।

৪৯। আমার দাসদের বলে দাও,—আমি ক্ষমাশীল দয়াময়।

৫০। নিশ্চয়ই আমার শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৫১। তুমি তাদের ইব্রাহীমের অতিথিদের কথা বল।

৫২। যখন তারা ওর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল—সালাম, তখন সে বলেছিল—আমরা তোমাদের ভয় করছি।

৫৩। ওরা বলল—ভয় কর না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানীপুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।

৫৪। সে বলেছিল—যখন বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করেছে, তখনই কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ। ফলতঃ ইহা কিসের সুসংবাদ ?

৫৫। ওরা বলল—আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি ; সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।

৫৬। সে বলল—যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয় ?

৫৭। সে বলেছিল— হে আমার প্রেরিতগণ,—তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে ?

৫৮। ওরা বলল—আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫৯। লুতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই এদের সকলকে রক্ষা করব।

৬০। তার পত্নী ব্যতীত, আমরা নিয়োজিত হয়েছি (জেনেছি) যে, সে পশ্চাদবর্তীগণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

॥ রুকু ৫ ॥

৬১। ফেরেশতাগণ যখন লুত পরিবারের নিকট আসল।

৬২। তখন সে বলেছিল—তোমরা তো অপরিচিত লোক।

৬৩। তারা বলল—আমরা বরং তৎসম্বন্ধে তোমার নিকট এসেছি, যে বিষয়ে তারা সন্দেহযুক্ত আছে।

৬৪। আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি, এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।

৬৫। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়, এবং তুমি তাদের পশ্চাদ অনুসরণ কর, এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পেছন দিকে না চাহে, তোমাদের যেথায় যেতে বলা হচ্ছে,—তোমরা সেথায় চলে যাও।

৬৬। আমি লুতকে প্রত্যাদেশ দ্বারা জানিয়ে দিলাম যে, প্রভাতেই ওদের সমূলে বিনাশ করা হবে।

৬৭। নগরবাসীগণ উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল।

৬৮। লুত বলল—ওরা আমার অতিথি সুতরাং তোমরা আমাকে অপদস্থ কর না।

৬৯। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে হেয় কর না।

৭০। ওরা বলল—আমরা কি দুনিয়ার লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই ?

৭১। লুত বলল—একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তবে আমার এই কন্যাগণ আছে।

৭২। তোমার জীবনের শপথ, ওরা মত্ততায় অন্ধ হয়েছে।

৭৩। অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ ওদের আঘাত করল।

৭৪। তৎপর আমি তাদের উর্দ্ধভাগ তাদের নিম্নবর্তী করে দিলাম, (নগরগুলোকে উলটিয়ে দিলাম) এবং ওদের ওপর কঙ্কর বর্ষণ করলাম।

৭৫। নিশ্চয় এতে অনুধাবনকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী আছে।

৭৬। নিশ্চয় উহা (ধ্বংসস্তূপ) চলাচলের পথসমূহে এখনও বিদ্যমান।

৭৭। অবশ্যই এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী আছে।

৭৮। বনবাসীরাও (শোয়াইব সম্প্রদায়) অত্যাচারী ছিল।

৭৯। সুতরাং আমি ওদের শাস্তি দিয়েছি। ওদের উভয়েরই (ধ্বংসস্তূপ) স্থান প্রকাশ্য পথ-পার্শ্বে অবস্থিত।

॥ রুকু ৬ ॥

৮০। হিজরবাসীগণও (সামুদ সম্প্রদায়) রসুলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।

৮১। আমি ওদের আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তা উপেক্ষা করেছিল।

৮২। ওরা নিশ্চিন্ত ভাবে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত।

৮৩। অতঃপর এক প্রভাতে মহানাদ ওদের আক্রমণ করল।

৮৪। সুতরাং তারা যা করেছিল, তা তাদের কাজে আসে নি।

৮৫। আসমান ও জমিন এবং ওদের অন্তর্গত কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই। এবং নিশ্চয় সেই সময় (কিয়ামত) উপনীত হবে। অতএব তুমি উত্তম প্রত্যাবর্তনে প্রত্যাবর্তিত হও।

৮৬। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহা স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

৮৭। নিশ্চয় আমি তোমাকে (সুরা ফাতিহার) সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং মহা কোরাণ দিয়েছি।

৮৮। আমি ওদের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) মধ্যে কতিপয়কে যে সকল বিষয়-সম্পদ দিয়েছি, তুমি তার প্রতি স্বীয় চক্ষুদ্বয় প্রসারিত (লক্ষ্য) কর না, এবং ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না। এবং বিশ্বাসীদের জন্য স্বীয় বাহু অবনত কর (বিনত হও)।

৮৯। এবং বল—আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৯০। (তোমার প্রতি আমি কোরাণ অবতীর্ণ করেছি) যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম ওদের প্রতি—যারা (এখন) বিভিন্ন মতে বিভক্ত।

৯১। যারা কোরাণকে বিভক্ত করেছিল (অর্থাৎ) কিছু অংশ গ্রহণ ও কিছু অংশ বর্জন করেছিল।

৯২। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় আমি ওদের সকলকেই প্রশ্ন করব।

৯৩। সেই বিষয়ে যা ওরা করে।

৯৪। অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো, তা প্রকাশ্য প্রচার কর, অংশীবাদীদের উপেক্ষা কর।

৯৫। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।

৯৬। যারা আল্লার সাথে অন্য উপাস্য স্থির করে, পরে শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

৯৭। আমি তো জানি, ওরা যা বলে, তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়।

৯৮। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা কীর্ত্তন কর, এবং সেজদাকারীগণের অন্তর্গত হও।

৯৯। তোমার নিকট নিশ্চয় তাব (মৃত্যু) আগমন পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের আরাধনা কর।

নহল—মধুমক্ষিকা অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ১৬ আয়াত ১২৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আল্লার আদেশ আসবেই, অতএব উহা ত্বরান্বিত করতে চেয়োনা। তিনি পবিত্রতম, এবং ওরা যাকে শরিক করে, তিনি তার উর্দ্ধে।

২। আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। সুতরাং আমাকে ভয় কর, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহিসহ ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন।

৩। তিনি যথাযথরূপে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন; ওরা যাকে শরিক করে তিনি তার উর্দ্ধে।

৪। তিনি মানুষকে শুক্র-বিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডা করে।

৫। তিনি তোমাদের জন্যই চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীত বস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার আছে, এবং উহা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।

৬। তোমরা যখন ওদের (গোধূলি লগ্নে চারণভূমি হতে গৃহে) ফিরিয়ে আন, এবং (প্রভাতে যখন চারণভূমিতে) নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর।

৭। ওরা তোমাদের ভার দূরদেশে বহন করে নিয়ে যায়, যেথায় তোমরা প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত পৌঁছাতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক স্নেহশীল দয়াময়।

৮। তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন—অশ্ব। অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন (এমন অনেক কিছু) যা তোমরা জান না।

৯। সরল পথের নির্দেশ আল্লার দায়িত্ব, এবং তার মধ্যে বক্র-কুপথও আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।

॥ রুকু ২ ॥

১০। তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, তোমরা উহা হতে পান কর, উহা হতে জন্মায় তরুলতা, যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক।

১১। তিনি তোমাদের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, জয়তুন ও খর্জুর, আঙুর এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

১২। তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আয়ত্তাধীন করেছেন ; এবং তাঁর আদেশে নক্ষত্ররাজিও নিয়মাধীন আছে। নিশ্চয় জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন আছে।

১৩। তিনি তোমাদের অধীন করেছেন—বিবিধ বর্ণের বস্তু, যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে উপদেশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

১৪। তিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করেছেন, যেন তোমরা উহা হতে টাটকা মাছ-মাংস ভক্ষণ কর এবং উহা হতে রত্নাবলী আহরণ করে তোমরা উহা পরিধান কর, এবং তোমরা দেখতে পাও—ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে, যেন তোমরা উহা হতে অনুগ্রহ সন্ধান কর, এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১৫। তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যেন তোমাদের সাথে উহা আলোড়িত না হয়, এবং তিনি স্থাপন করেছেন,—নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার।

১৬। (তিনি সৃষ্টি করেছেন) চিহ্ন সমূহ , এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।

১৭। তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি ওর মত, যে সৃষ্টি করতে পারে না ?

১৮। তোমরা আল্লার অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

১৯। তোমরা যা গোপন কর, যা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন।

২০। ওরা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদের আহ্বান করে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, তাদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে।

২১। তারা মৃত, জীবিত নহে , তারা জানে না যে, কবে তাদের পুনরুত্থান হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২২। তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য, সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী।

২৩। এ নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা ওরা গোপন করে, এবং যা ওরা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

২৪। যখন তাদের বলা হয়—তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছি ? তখন ওরা বলে, সেকালের কথা।

২৫। নিশ্চয় উত্থান দিবসে তারা নিজদের পরিপুর্ণ বোঝা এবং তারা অজ্ঞতা হেতু যাদের বিপথগামী করেছিল—তাদেরও বোঝা বহন করবে, সতর্ক হও, তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট।

॥ রুকু ৪ ॥

২৬। নিশ্চয় তাদের পূবে যারা চক্রান্ত করেছিল, বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের অট্টালিকা ভিত্তি হতে উৎপাটিত করেছিলেন, তৎপর তাদের উর্দ্ধ হতে তাদের উপর ছাদ নিপতিত হয়েছিল, এবং তাদের প্র ঐ স্থান হতে শাস্তি উপনীত হয়েছিল, তারা জানতেও পারে নি।

২৭। অতঃপর কিয়ামতের দিনেও তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন, ও বলবেন—কোথায় আমার অংশী-সমূহ, যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতর্ক করতে, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তারা বলবে আজ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল।

২৮। ফেরেশ্তাগণ যাদের প্রাণ হরণ করে, তারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করছিল। পরে তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে—আমরা কোন মন্দকর্ম করতাম না। হ্যাঁ, তোমরা যা করতে, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

২৯। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ী হও, দেখ, অহংকারীদের আবাস-স্থল কত নিকৃষ্ট।

৩০। এবং সংযমীগণকে বলা হবে—তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন ? তারা বলবে —মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে—তাদের জন্য আছে এ জগতে মঙ্গল, এবং পর জগতে আরও মঙ্গল। নিশ্চয় সংযমীগ.ণর আবাসস্থল কত উত্তম।

৩১। ওরা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; তারা যা কিছু কামনা করবে, ওতে তাদের জন্য তাই থাকবে। এইরূপে আল্লাহ সংযমীদের প্রতিদান দান করেন।

৩২। ফেরেশ্তাগণ পবিত্রতাবস্থায় যাদের প্রাণ হরণ করে, (তাদের) বলে—তোমাদের প্রতি শান্তি হোক। তোমরা যা করেছিলে—তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।

৩৩। ওরা শুধু প্রতীক্ষা করে ওদের নিকট ফেরেশ্তা আসার অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার। ওদের পূর্ববর্তীগণ এইরূপই করত। আল্লাহ ওদের প্রতি কোন জুলুম করেন নি, কিন্তু ওরাই নিজদের প্রতি জুলুম করত।

৩৪। সুতরাং ওদের উপর ওদেরই মন্দ কাজের শাস্তি পতিত হয়েছিল, এবং তারা যে বিষয়ে বিদ্রূপ করত, তাহাই তাদের পরিবেষ্টন করেছিল।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৫। অংশীবাদীরা বলবে,—আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুরই উপাসনা করতাম না, তাঁর আদেশ ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না। ওদের পূর্ববর্তীগণ এইরূপই করত। রসুলদের কর্তব্য শুধু স্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

৩৬। নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল প্রেরণ করেছি, তোমরা আল্লার আরাধনা কর, এবং শয়তানকে বর্জন কর ; অনন্তর আল্লাহ তাদের কতিপয়কে—পথ-প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তাদের কতিপয় বিপথগামী স্থির হয়েছিল ; অতএব পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যে, অসত্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

৩৭। তুমি ওদের পথ-প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না, এবং ওদের কোন সাহায্যকারীও নাই।

৩৮। ওরা দৃঢ়তার সাথে আল্লার শপথ করে বলে যে, যার মৃত্যু হয়, আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না। ইহা সত্য নহে, তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানব ইহা অবগত নহে।

৩৯। এইরূপে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে, তিনি তাদের জন্য উহা প্রকাশ করবেন, এবং অবিশ্বাসীরা জানতে পারবে যে, তারাই অসত্যবাদী ছিল।

৪০। আমি কোন বিষয়ে ইচ্ছা করলে, আমার কথা কেবল এই যে ;—আমি বলি—'হও', ফলে উহা হয়ে যায়।

॥ রুকু ৬ ॥

৪১। যারা তাদের উপর অত্যাচার হবার পর আল্লার পথে দেশ ত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদের দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এবং পরলোকে তাদের পুরস্কার সমধিক। ওরা যদি জানত।

৪২। আল্লার পথে (দেশত্যাগীরা) ধৈর্য্যশীল এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

৪৩। আমি তোমার পুর্বেও প্রত্যাদেশসহ মানুষ ব্যতীত প্রেরণ করি নি। তোমরা যদি না জান, তবে কেতাবীদের জিজ্ঞাসা কর।

৪৪। নিদর্শনাবলী ও পুস্তিকাসহ এবং আমি তোমার প্রতি স্মারক অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি উহা মানবমণ্ডলীর জন্য বিবৃত কর—যা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং যেন তোমরা অনুধাবন কর।

৪৫। যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আল্লাহ ওদের ভূতলে বিলীন করবেন না ? অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না যা ওদের ধারণাতীত ?

৪৬। অথবা চলাফেরা করার সময়ে তিনি ওদের বিবৃত করবেন না ? ওরা তো ইহা ব্যর্থ করতে পারবে না।

৪৭। অথবা তিনি ওদের আতঙ্কজনক অবস্থায় ধৃত করবেন না, পরন্তু তোমাদের প্রতিপালক স্নেহশীল দয়াময়।

৪৮। তবে কি তারা আল্লার সৃষ্ট বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করছে না যে, ওদের ছায়া দক্ষিণে ও বামে পতিত হয়ে বিনীত ভাবে আল্লাকে সেজদা করছে।

৪৯। আসমান ও জমিনের অন্তর্গত জীব-জন্তুসমূহ এবং ফেরেশতাগণও আল্লার উদ্দেশ্যে সেজদা করছে, এবং তারা অহংকার করে না।

৫০। তারা তাদের সমুন্নত প্রতিপালককে ভয় করে এবং যা আদিষ্ট হয় তা করে থাকে।

॥ রুকু ৭ ॥

৫১। আল্লাহ বলেন—দুই উপাস্য গ্রহণ করো না। তিনিই একমাত্র উপাস্য ; অতএব আমাকেই ভয় কর।

৫২। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। এবং তাঁরই জন্য অবিচ্ছিন্ন উপাসনা। তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করছ ?

৫৩। তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর, তা তো আল্লারই নিকট হতে, আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাকেই বিনীতভাবে আহ্বান কর।

৫৪। আবার যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন, তখন তোমাদের একদল ওদের প্রতিপালকের শরিক করে।

৫৫। আমি ওদের যা দান করেছি, তা অস্বীকার করে থাকে; অনন্তর তোমরা ভোগ করতে থাক, পরে অচিরেই বুঝতে পারবে।

৫৬। আমি তাদের যা দান করেছি, ওরই একাংশ তারা ওদের জন্য নির্দিষ্ট রাখে, যাদের তারা জানে না। আল্লার শপথ তোমরা যে অসত্য রচনা করছ, সে বিষয়ে নিশ্চয় জিজ্ঞাসিত হবে।

৫৭। ওরা আল্লার জন্য কন্যাসন্তান নির্ধারণ করেন, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত। এবং ওরা স্থির করে নিজেদের জন্য তাই, যা ওরা কামনা করে।

৫৮। ওদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায়, এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

৫৯। ওকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে, সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে! সাবধান! ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।

৬০। যারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তাদেরই জন্য নিকৃষ্টতর অবস্থা এবং উচ্চতম অবস্থা আল্লার জন্যই; তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

॥ রুকু ৮ ॥

৬১। আল্লাহ যদি মানুষকে তার অত্যাচারের জন্য শাস্তি দিতেন, তবে তিনি তার উপর (ভূপৃষ্ঠের) কোন জীবকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাদের সময় আসে,—তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারে না।

৬২। তারা যা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লার প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা দাবী করে যে মঙ্গল তাদেরই জন্য। নিশ্চয় তাদের জন্য অগ্নি আছে, এবং তাদের (ওতে) নিক্ষেপ করা হবে।

৬৩। আল্লার শপথ, আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট (রসুল) প্রেরণ করেছি; কিন্তু শয়তান ঐ জাতির কার্যকলাপ ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং (শয়তান) আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

৬৪। আমি তোমার প্রতি কেতাব অবতীর্ণ করেছি, যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদের স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা সুপথ ও করুণা-স্বরূপ।

৬৫। আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তার দ্বারা তিনি ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে, যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৬। নিশ্চয় চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে, ওদের উদরস্থ গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ আমি তোমাদের পান করাই। যা পানকারীদের জন্য তৃপ্তিকর।

৬৭। এবং খর্জুর ও আঙ্গুর হতে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য লাভ করে থাক ; নিশ্চয় এতে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

৬৮। তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ (অন্তরে ইশারা ইঙ্গিত বা অনুপ্রেরণা) দিয়েছেন— গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে।

৬৯। এর পর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, এবং তৎপর স্বীয় প্রতিপালকের পথ-সমূহ পরিভ্রমণ কর ; (অর্থাৎ তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন, তার অনু-সরণ কর)। ওর উদর হতে বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট পানীয় নির্গত হয়ে থাকে,—এতে মানুষের জন্য ব্যাধির প্রতিকার আছে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

৭০। আল্লাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করবেন, এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে জরাগ্রস্ত করা হবে ; ফলে ওরা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে ওরা সজ্ঞান থাকবে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ক্ষমতাবান।

॥ রুকু ১০ ॥

৭১। আল্লাহ উপজীবিকা সম্বন্ধে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ; যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের নিজেদের উপজীবিকা হতে এমন কিছু দেয় না, যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদেব সমান হয়ে যায়, তবে কি ওরা আল্লার অনুগ্রহ অস্বীকার করে।

৭২। আল্লাহ তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমার পত্নীগণ (যুগল) হতে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের উত্তম জীবিকা দান করেছেন, তবুও কি ওরা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে, এবং ওরা কি আল্লার অনুগ্রহ অস্বীকার করবে !

৭৩। ওরা কি আল্লাহ ব্যতীত তাদেরই উপাসনা করবে,—যারা আসমান ও জমিন হতে তোমাদের জন্য কোন জীবিকার অধিকারী নহে, এবং তাদের কোন ক্ষমতাও নাই।

৭৪। সুতরাং তোমরা আল্লার কোন সদৃশ স্থির কর না, আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

৭৫। আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন এক পরাধীন দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না, এবং এমন এক ব্যক্তির—যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন এবং সে উহা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ; ওরা কি একে অপরের সমান ? সকল প্রশংসা আল্লারই প্রাপ্য ; অথচ ওদের অধিকাংশই এ জানে না।

৭৬। আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির : ওদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর ভারস্বরূপ, তাকে যেখানেই পাঠান হোক না কেন, সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না, তবে কি সে তার সমান হবে যে ন্যায়ভাবে আদেশ করে, এবং যে সরল পথের উপর আছে।

॥ রুকু ১১ ॥

৭৭। আসমান ও জমিনের অদৃশ্য-জ্ঞান আল্লারই, এবং সেই মুহূর্তের (কিয়ামতের) ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও সত্বর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৭৮। এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে নির্গত করেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না, তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ-সমূহ দান করেছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৭৯। তারা কি পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, ওরা আকাশের শূন্য গর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাই ওদের স্থির রাখেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

৮০। আল্লাহ তোমাদের গৃহকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল করেছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা ভ্রমণকালে উহা সহজে বহন করতে পার, এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার, তিনি তোমাদের জন্য তাদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু-কালের জন্য ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন।

৮১। আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা হতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, এবং তোমাদের জন্য পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন; উহা তোমাদের তাপ হতে রক্ষা করে, এবং তিনি তোমাদের জন্য বর্মের ব্যবস্থা করেন,—উহা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

৮২। অতঃপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়—তবে তোমার কর্তব্য তো শুধু স্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া।

৮৩। ওরা আল্লার অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলো ওরা অস্বীকার করে, এবং ওদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।

॥ রুকু ১২ ॥

৮৪। যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একজন সাক্ষী উত্থিত করব, তখন অবিশ্বাসকারীদের জন্য (কৈফিয়ৎ দেওয়ার) অনুমতি দেওয়া হবে না, এবং তাদের আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

৮৫। যখন অত্যাচারকারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ওদের শাস্তি লঘু করা হবে না, এবং ওদের কোন বিরাম দেওয়া হবে না।

৮৬। অংশীবাদীগণ, যাদের আল্লার শরিক করেছিল, যখন তাদের দেখবে তখন তারা বলবে,—হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তারা, যাদের আমরা তোমার শরিক করেছিল, যাদের আমরা আহ্বান করতাম তোমার পরিবর্তে; অতঃপর ওরা বলবে উত্তরে—অবশ্যই তোমরা মিথ্যাবাদী।

৮৭। সেইদিন তারা আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করবে, এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করেছিল তা দূর হবে।

৮৮। আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব অবিশ্বাসকারী ও আল্লার পথে বাধা প্রদানকারীদের উপর ; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

৮৯। এবং সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের মধ্যে তাদেরই একজন এবং তোমাকে (হঃ মহম্মদ) আমি এদের বিষয়ে সাক্ষীরূপে আনব। আমি আত্ম-সমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কোরাণ অবতীর্ণ করলাম।

॥ রুকু ১৩ ॥

৯০। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচার ও সৎকর্ম করতে এবং আত্মীয়-স্বজনদের দান করতে নির্দেশ দেন তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন ; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৯১। তোমরা আল্লার নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তোমরা আল্লাকে তোমাদের জামিন করে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করবার পর উহা ভঙ্গ কর না ; তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।

৯২। অন্য দল অপেক্ষা শক্তিশালী হবার জন্য, তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করবার জন্য—তোমাদেব শপথকে ব্যবহার করে সেই নারীর মত হয়ো না, যে সূতা মজবুত হবার পর উহা খুলে ফেলে তাব কাটা সূতা নষ্ট করে দেয় ; আল্লাহ তো এর দ্বারা তোমাদের কেবল পরীক্ষা করেন। তোমাদেব যে বিষয়ে মতভেদ আছে— আল্লাহ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন।

৯৩। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে তোমাদেব প্রশ্ন করা হবে।

৯৪। তোমরা তোমাদের শপথকে—পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার কবো না। করলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে যাবে, এবং আল্লার পথে বাধা দেওয়ার জন্য তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে, তোমাদেব জন্য মহা শাস্তি আছে।

৯৫। তোমরা আল্লার নামে কৃত অঙ্গীকার অল্পমূল্যে বিক্রি করো না, আল্লার নিকট যা আছে, তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

৯৬। তোমাদের নিকট যা আছে, তা থাকবে না, এবং আল্লার নিকট যা আছে তা স্থায়ী। যাবা ধৈর্যশীল আল্লাহ নিশ্চয় তাঁদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিবেন।

৯ । বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-কেহ সৎ কাজ করে, তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময জীবন দান করব, এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবো।

৯৮। যখন কোরাণ পাঠ কর, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লার শরণ লবে।

৯৯। যারা বিশ্বাস করে ও স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, নিশ্চয় তাদের উপর ওর (শয়তানেব) কোন আধিপত্য নাই।

১০০। ওর আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা ওকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা (আল্লার) শরিক করে।

॥ রুকু ১৪ ॥

১০১। আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি তখন তারা বলে—তুমি (হঃ মঃ) তো মিথ্যা রচনাকারী, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না।

১০২। তুমি বল—পবিত্র আত্মা (জিবরাইল) তোমার প্রতিপালক হতে সত্যসহ ইহা অবতীর্ণ করেছে, যারা বিশ্বাসী তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য ইহা সুপথ ও সুসংবাদ।

১০৩। আমি তো জানিই তারা বলে, তাকে (হঃ মঃ) শিক্ষা দেয় এক মানুষ, ওরা যার প্রতি ইহা আরোপ করে, তার ভাষা তো আরবী নহে, কিন্তু কোরাণের ভাষা স্পষ্ট আরবী।

১০৪। যারা আল্লার নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাদের আল্লাহ পথ নির্দেশ করেন না, এবং তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১০৫। যারা আল্লার নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তারা তো কেবল মিথ্যা রচনা করে, এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

১০৬। কেহ বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাকে অস্বীকার করলে এবং প্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় মুক্ত রাখলে তার উপর আল্লার ক্রোধ পতিত হবে এবং তার জন্য শাস্তি আছে, তবে তার জন্য নহে, যাকে (সত্য প্রত্যাখ্যানে) বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত বিশ্বাসে অটল।

১০৭। ইহা এই জন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এই জন্য যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

১০৮। ওরাই তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন, এবং ওরাই অমনোযোগী।

১০৯। নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১০। যারা নির্যাতীত হবার পর দেশ ত্যাগ করে, পরে জেহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে—তোমার প্রতিপালক এই সবের পর তাদের প্রতি অবশ্য ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

॥ রুকু ১৫ ॥

১১১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য বিতর্ক করতে করতে গমন করবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে : এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।

১১২। আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন—এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ; যেথায় আসত সর্বদিক হতে ওর প্রচুর উপজীবিকা। অতঃপর উহা আল্লার অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ তাদের ক্ষুধা ও ভীতির আস্বাদ করালেন।

১১৩। নিশ্চয় তাদের মধ্য হতেই তাদের নিকট রসুল এসেছিল, কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদের গ্রাস করল।

১১৪। আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন—তা হতে যা বৈধ ও পবিত্র, তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লারই উপাসনা কর তবে তাঁরই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১১৫। আল্লাহ তো শুধু মরা, রক্ত, শকুর-মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লার পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হয়েছে, তাই তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, কিন্তু কেহ অন্যায়কারী কিংবা সীমা-লংঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হলে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

১১৬। তোমাদেব জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লার প্রতি মিথ্যা আবোপ করবার জন্য তোমরা বলো না—ইহা অবৈধ এবং উহা অবৈধ। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।

১১৭। ওদের সুখ-সম্ভোগ সামান্য এবং ওদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১১৮। আমি ইহুদীদের প্রতি উহাই অবৈধ করেছিলাম—যা আমি তোমাব প্রতি পূর্বেই বিবৃতি করেছি, এবং আমি তোমাদের প্রতি অত্যাচার কবি নাই, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছিল।

১১৯। যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে পরে তারা তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল দয়াময়।

॥ রুকু ১৬ ॥

১২০। ইব্রাহীম ছিল এক সম্প্রদায়েব অধিনায়ক সে ছিল আল্লার অনুগত, একনিষ্ঠ, এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্গত ছিল না।

১২১। সে আল্লার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন, এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।

১২২। আমি তাকে ইহজগতে কল্যাণ দিয়েছিলাম ও পরকালেও সে সৎকর্মশীলদেব অন্তর্গত হবে।

১২৩। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম—তুমি ইব্রাহীমের একনিষ্ঠ ধর্মের অনুসরণ কর, ইব্রাহীম অংশীবাদীদেব অন্তর্ভুক্ত নয়।

১২৪। শনিবার পালন তো কেবল তাদেরই জন্য বাধ্যতামুলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করত ; যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন।

১২৫। তুমি মানুষকে জ্ঞান ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর। তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত আছেন—যে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়, এবং এও জ্ঞাত আছেন—কে সুপথগামী।

১২৬। যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য উহাই তো উত্তম।

১২৭। ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লারই সাহায্যে হবে, উহাদের আচরণে দুঃখ কর না, এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না।

১২৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ সংযমীদের ও যারা সৎকর্ম করে, তাদের সাথে আছেন।

বনি-ইসরাইল—ইসরাইল বংশ   অবতীর্ণ—মক্কায় ও মদীনায়

রুকু ১২   আয়াত ১১১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তিনি পবিত্রতম, যিনি একদা রাতে তাঁর সেবককে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য ভ্রমণ করিয়েছিলেন —মস্‌জেদুল হারাম (খানায়ে-কাবা) হতে মস্‌জেদুল আক্‌সা (বয়তুল-মোকাদ্দস) পর্যন্ত, —যার সীমাকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত করেছি,— যেন আমি তাকে কতিপয় নিদর্শন প্রদর্শন করি ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২। আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম ও তাকে বনি ইসরাইলের পথপ্রদর্শক করেছিলাম,—যেন তোমরা আমি ব্যতীত কাহাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না।

৩। তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদের আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ-দাস।

৪। আমি গ্রন্থ-মধ্যে (তওরাতে) প্রত্যাদেশ দ্বারা বনি-ইসরাইলকে জানায়েছিলাম, নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারী হবে।

৫। অতঃপর এই দুয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল—তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী আমার দাসদের পাঠিয়েছিলাম, ওরা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস করেছিল। (শাস্তির) প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হয়ে থাকে।

৬। অতঃপর আমি তোমাদের পুনরায় ওদের উপর পরাক্রান্ত করলাম, তোমাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।

৭। তোমরা সৎকাজ করলে সৎকাজ নিজেদের জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর, পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে (আমি আমার দাসদের প্রেরণ করলাম) তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেইভাবেই ওতে প্রবেশ করবার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল—তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্য।

৮। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আচরণের পুনরাবৃত্তি কর, তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। জাহান্নামকে আমি অবিশ্বাসীদের জন্য কারাগার করেছি।

৯। এই কোরাণ সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে।

১০। এবং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

॥ রুকু ২ ॥

১১। মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে ; মানুষ (তার মনে যা আসে তার পরিণাম চিন্তা না করে হয়) সত্বরতা-প্রিয়।

১২। আমি রাত ও দিনকে দুইটা নিদর্শন করেছি ; রাতকে করেছি—আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার, এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার ; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

১৩। আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম তার গ্রীবালগ্ন করেছি, এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কেতাব, যা সে উন্মুক্ত পাবে।

১৪। তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর, তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট।

১৫। যারা সৎপথ অবলম্বন করবে, তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে, এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা নিজেদের ধ্বংসের জন্য পথভ্রষ্ট হবে। এবং কেহ অন্য কারও ভার বহন করবে না, আমি রসুল না পাঠান পর্যন্ত কাউকেই শাস্তি দিই না।

১৬। আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাহি তখন আমি ওর সম্পদশালী লোকদেরই (সৎকর্ম করতে) আদেশ করি, যেহেতু তারাই তথায় অসৎকর্ম করে থাকে, অতঃপর ওর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

১৭। নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

১৮। কেহ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি। পরে ওর জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেথায় সে প্রবেশ করবে—নিন্দিত ও (আল্লার) অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়।

১৯। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং ওর জন্য যথাসাধ্য সাধনা করে, তাদেরই সাধনা স্বীকৃত হবে।

২০। তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদের ও ওদের সাহায্য করে থাকেন, এবং তোমার প্রতিপালকের দান—অবারিত।

২১। লক্ষ্য কর, কী ভাবে আমি ওদের একদলকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, পরকাল নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।

২২। আল্লার সাথে অপর কোন উপাস্য স্থির করো না। করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

॥ রুকু ৩ ॥

২৩। তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন—তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা কর না, এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার সম্মুখে বার্দ্ধক্যে উপনীত হলে—ওদেরকে উফ্ (বিরক্তি সূচক কিছু) বলো না, এবং ওদের ভৎর্সনাও কর না। ওদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো

২৪। তাদের উভয়ের জন্য সদয় বিনীতভাবে বাহু নত কর, ও বলো—হে আমার প্রতিপালক! তারা শৈশবে আমাকে যেরূপ প্রতিপালন করেছে, তুমিও তাদের প্রতি অনুরূপ করুণা কর।

২৫। তোমাদের অন্তরে যা আছে—তোমাদের প্রতিপালক তা জ্ঞাত আছেন, যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও, তবে নিশ্চয় তিনি আল্লাহ অভিমুখীদের প্রতি ক্ষমাশীল।

২৬। আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও ; এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না।

২৭। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

২৮। এবং যদি তুমি তোমার আশার অনুরূপ স্বীয় প্রতিপালকের করুণা কামনায় তাদের হতে বিমুখ হও—তবে তাদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলো।

২৯। তুমি বদ্ধ-মুষ্টি (অতি কৃপণ) হইও না এবং একেবারে মুক্ত হস্ত (অতি দাতা) হইও না, হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।

৩০। তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন, এবং যার ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন ; তিনি তাঁর দাসদের ভালভাবে জানেন ও দেখেন।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১। তোমরা অভাবের আশংকায় স্বীয় সন্তানদের হত্যা কর না, আমিই ওদের ও তোমাদের জীবিকা দান করি। ওদের হত্যা করা মহাপাপ।

৩২। তোমরা ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

৩৩। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না, কেহ অন্যায় ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার বিষয়ে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে ; নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।

৩৪। পিতৃহীন বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না, এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

৩৫। মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণমাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করবে, ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

৩৬। যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় —ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।

৩৭। তোমরা পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না, যেহেতু তুমি (পদভরে) ভূপৃষ্ঠ ভেদ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনও পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।

৩৮। এই সমস্ত অন্যায় বিষয় তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

৩৯। তোমার প্রতিপালক ওহির দ্বারা তোমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, এইগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লার সাথে কোন উপাস্য স্থির ক'রো না। অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও আল্লার অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪০। তবে কি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য পুত্র-সমূহ নির্ধারিত করেছেন, এবং নিজের জন্য ফেরেশ্তাগণকে কন্যা-সমূহরূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয়ই তোমরা অতি গুরুতর কথা বলছ।

॥ রুকু ৫ ॥

৪১। এই কোরাণে আমি বহু (নীতিবাক্য) বার বার বিবৃত করেছি, যাতে তারা বুঝতে পারে। কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

৪২। বল—ওদের কথামত যদি তাঁর সাথে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশ অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উপায় অন্বেষণ করত।

৪৩। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং ওরা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্দ্ধে।

৪৪। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বোঝাতে পার না; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

৪৫। তুমি যখন কোরাণ পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই।

৪৬। আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ দিয়েছি, যেন ওরা তা বুঝতে না পারে, এবং ওদের বধির করেছি, 'তোমার প্রতিপালক এক' ইহা যখন তুমি কোরাণ হতে আবৃত্তি কর তখন ওরা সরে পড়ে।

৪৭। যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন ওরা কেন কান পেতে উহা শুনে তা আমি ভাল ভাবে জানি, এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে সীমালঙ্ঘনকারীরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ ব্যতীত করছ না।

৪৮। দেখ, ওরা তোমার জন্য কি উপমা দেয়, ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং ওরা পথ পাবে না।

৪৯। তারা বলে কি! যখন আমরা অস্থিপুঞ্জ ও গলিত দেহ হবো, তখন সত্যিই কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে সমুত্থিত হবো!

৫০। বল—তোমরা পাথর অথবা লৌহ হয়ে যাও।

৫১। অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তারা বলবে—কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে? বল—তিনিই, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর ওরা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে—উহা কবে? বল—হবে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই।

৫২। যেদিন তিনি তোমাদের আহ্বান করবেন, এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে, এবং তোমরা মনে করবে—তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৩। আমার দাসদের যা উত্তম তা বলতে বল। শয়তান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৪। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ভালোভাবে জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদের শাস্তি দেন; আমি তোমাকে ওদের অভিভাবক করে পাঠাই নি।

৫৫। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তোমার প্রতিপালক তা ভালোভাবেই জানেন। আমি তো নবীগণকে কতকের ওপর কতককে মর্যাদা দিয়েছি; আমি দাউদকে জবুর দিয়েছি।

৫৬। বল—তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাস্য মনে কর, তাদের আহ্বান কর; করলে দেখবে—তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করবার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নাই।

৫৭। ওরা যাদের আহ্বান করে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যলাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে, তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

৫৮। এমন কোন জনপদ নাই, যা আমি কিয়ামত দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না, অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এতো কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

৫৯। পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে, আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ সামুদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি জুলুম করেছিল, আমি ভয় প্রদর্শনের জন্য নিদর্শন প্রেরণ করি।

৬০। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন, আমি যে দৃশ্য (স্বপ্নে) তোমাকে দেখিয়েছি, তা কোরাণে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য, আমি ওদের ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু এ ওদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

॥ রুকু ৭ ॥

৬১। যখন ফেরেশতাগণকে বললাম, আদমের প্রতি নত হও, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হল, সে বলেছিল—আমি কি তাকে সেজদা করব, যাকে কাদা হতে সৃষ্টি করেছো।

৬২। সে বলেছিল,—বল, ওকে আমার উপর মর্যাদা দান করলে কেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দাও, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরগণকে সমূলে নষ্ট করব।

৬৩। আল্লা বললেন—যা, জাহান্নামই তোর ও তাদের সম্যক শাস্তি, যারা তোর অনুসরণ করবে।

৬৪। তোর আহ্বানে ওদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক

বাহিনী (আমার অবাধ্যগণ) দ্বারা ওদের আক্রমণ কর এবং ওদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হয়ে যা, ও ওদের প্রতিশ্রুতি দে, শয়তান ওদের প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।

৬৫। আমার সেবকগণের ওপর তোর কোন ক্ষমতা নাই। কার্যসম্পাদনে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

৬৬। তিনিই তোমার প্রতিপালক—যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযানসমূহ পরিচালনা করেন—যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর, নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি দয়াময়।

৬৭। সমুদ্রে যখন তোমাদের বিপদ স্পর্শ করে, তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাদের তোমরা আহ্বান কর, তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়; তারপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদের উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও। মানুষ অবিশ্বাসী (অকৃতজ্ঞ)।

৬৮। তবে কি তোমরা নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদের স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না, অথবা তোমাদের উপর শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করবেন না; তখন তোমরা কোনই অভিভাবক পাবে না।

৬৯। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদের পুনরায় উহাতে (সমুদ্রে) নিয়ে যাবেন না, এবং তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠাবেন না, এবং তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য তোমাদের নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য আমার ওপর কোনই প্রতিদ্বন্দ্বী (সাহায্যকারী) পাবে না।

৭০। নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও জলে (সমুদ্রে) ওদের চলা-চলের বাহন দিয়েছি; এবং পবিত্র-বস্তু হতে ওদের জীবিকা দান করেছি, এবং তাদের আমি আমার অধিকাংশ সৃষ্টির ওপর গৌরবময় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

॥ রুকু ৮ ॥

৭১। সেই দিন যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ওদের নেতা সহ আহ্বান করব। যাদের দক্ষিণ হস্তে তাদের আমলনামা (জীবনগ্রন্থ) দেওয়া হবে, এবং তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে, এবং তাদের উপর সামান্যতে জুলুম করা হবে না।

৭২। যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

৭৩। আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তা হতে তোমার পদস্খলন ঘটাবার জন্য ওরা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তখন (সফল হলে) অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।

৭৪। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে—তুমি ওদের দিকে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হবার নিকটবর্তী হয়েছিলে।

৭৫। (তুমি ঝুঁকে পড়লে) তখন আমি তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম, তখন আমার উপর কোন সাহায্যকারী পেতে না।

৭৬। নিশ্চয় তারা তোমাকে দেশ হতে বের করবার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, যেন তারা তোমাকে তথা হতে বের করে দেয়, এবং তখন অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমার পশ্চাদবর্তী থাকবে না।

৭৭। আমার রসুলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল, তুমি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবে না।

॥ রুকু ৯ ॥

৭৮। সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করবে, এবং প্রভাতে কোরাণ (নামাজ) পাঠ কর, প্রভাতের কোরাণ-পাঠ সাক্ষী স্বরূপ হবে।

৭৯। এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জদ (রাতের শেষার্ধের নামাজ) কায়েম কর, ইহা তোমার জন্য অতিরিক্ত কাজ, আশা করা যায় (অচিরেই) তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন।

৮০। বল—হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সত্য প্রবেশে প্রবেশ কর, (যেথায় গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেথায় নিয়ে যাও) এবং সত্য-বহির্গমণে বহির্গত কর (যেথা হতে গমন শুভ ও সন্তোষ জনক সেথা হতে আমাকে বের কর) এবং তোমার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর।

৮১। এবং বল—সত্য এসেছে, এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা লুপ্ত হয়।

৮২। আমি কোরাণ হতে যা অবতীর্ণ করছি, তা বিশ্বাসীদের জন্য উপশান্তি ও অনুগ্রহ স্বরূপ, এবং এর দ্বারা অত্যাচারীদের ক্ষতি ব্যতীত বৃদ্ধি হয় না।

৮৩। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং স্বীয় পার্শ্বপরিবর্তন করে (অহংকারে দূরে সরে যায়)। এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।

৮৪। বল,—প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং তোমার প্রতিপালক তাকে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন—যে সুপথে পরিচালিত।

॥ রুকু ১০ ॥

৮৫। তোমাকে ওরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে,—তুমি বল রূহ (আত্মা) আমার প্রতিপালকের আদেশ। এ বিষয়ে তোমাদের অতি অল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

৮৬। আমি ইচ্ছা করলে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম ; তা হলে তুমি এ বিষয়ে আমার উপর কোনই অভিভাবক পেতে না।

৮৭। ইহা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া, তোমার প্রতি তাঁর অপার করুণা আছে।

৮৮। বল—যদি মানুষ ও জেন এই কোরাণের অনুরূপ কোরাণ আনয়নের জন্য সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কোরাণ আনতে পারবে না।

৮৯। নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এই কোরাণে বিভিন্ন উপমাযোগে (আমার বাণী) সুবিবৃত করেছি, কিন্তু অধিকাংশ লোক অবিশ্বাস ব্যতীত স্বীকার করে না।

৯০। এবং তারা বলে—কখনই আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না—যে পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে প্রস্রবন প্রবাহিত না কর।

৯১। অথবা তোমার খর্জুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে। যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নদী নালা প্রবাহিত করে দিবে।

৯২। অথবা তুমি স্বীয় রুচি-অনুযায়ী আকাশকে আমাদের উপর খণ্ডাকারে নিক্ষেপ কর, কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনে আনয়ন কর।

৯৩। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কেতাব অবতীর্ণ না করবে যা আমরা পাঠ করব। বল—মহান পবিত্র আমার প্রতিপালক! এবং আমি তো একজন প্রেরিত মানব (দূত) ব্যতীত নই।

॥ রুকু ১১ ॥

৯৪। আল্লাহ কি মানুষকে রসুল করে পাঠিয়েছেন, ওদের এই উক্তিই লোকদের বিশ্বাস স্থাপন হতে বিরত রাখে, যখন ওদের নিকট পথ-নির্দেশ আসে।

৯৫। তুমি বল—যদি ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে নিরাপদে বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে ফেরেশতাই ওদের নিকট রসুল-রূপে পাঠাতাম।

৯৬। বল—আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাই যথেষ্ট, তিনি স্বীয় সেবকগণ সম্পর্কে সতর্ক প্রত্যক্ষকারী।

৯৭। আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করেন—সেই-ই সুপথ প্রাপ্ত হয়, এবং যাকে বিভ্রান্ত করেন, ফলতঃ তার জন্য তিনি ব্যতীত কোনই অভিভাবক পাবে না, এবং কিয়ামত দিনে তাদেরকে তাদের মুখের উপর অন্ধ ও মূক ও বধিররূপে (মুখে ভর দিয়া চলা অবস্থায়) সমবেত করব, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম, যখন উহা স্তিমিত হবে—তখন আমি ওদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেবো।

৯৮। ইহাই তাদের প্রতিফল ; কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল, এবং বলেছিল—আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?

৯৯। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান। তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্টকাল, স্থির করেছেন, যাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি অত্যাচারকারীগণ সত্য প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত সবই অস্বীকার করে।

১০০। বল—যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও তোমরা ব্যয় হয়ে যাবে এই আশংকায় উহা ধরে রাখতে, মানুষ অতীশয় সংকীর্ণ।

॥ রুকু ১২ ॥

১০১। তুমি বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ,—আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম ;

যখন সে তাদের নিকট এসেছিল, ফেরাউন তাকে বলেছিল—হে মূসা। নিশ্চয় আমি তোমাকে যাদুগ্রস্ত বলে মনে করি।

১০২। মূসা বলেছিল—তুমি অবশ্যই অবগত আছে যে—এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আসমান ও জমিনের প্রতিপালকই প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। হে ফেরাউন, আমি তোমাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে মনে করি।

১০৩। অতঃপর ফেরাউন তাদের দেশ হতে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল, তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীগণ সকলকে ডুবিয়ে দিলাম।

১০৪। এর পর আমি বনি ইসরাইলকে বললাম—তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।

১০৫। আমি সত্যসহই উহা (কোরাণ) অবতীর্ণ করেছি, এবং উহা সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তোমাকে সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই।

১০৬। আমি কোরাণকে খণ্ড খণ্ড ভাবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি উহা মানুষের নিকট ক্রমে পাঠ করতে পার, আমি উহা যথাযথভাবেই অবতীর্ণ করেছি।

১০৭। বল—তোমরা কোরাণে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন উহা পাঠ করা হয়, তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

১০৮। তারা বলে—আমাদের প্রতিপালকই পবিত্রতম, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হবেই।

১০৯। এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, এবং ইহা ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

১১০। বল—তোমরা আল্লাহ নামে আহ্বান কর, বা রহমান নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর, তাঁর সকল নামই সুন্দর। নামাজে স্বর উচ্চ করো না, এবং অতি ক্ষীণও করো না, এ দুয়ের মধ্য পথ অবলম্বন কর।

১১১। বল—সব প্রশংসা আল্লারই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, যাঁর আধিপত্যে কোন অংশী নাই। যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না। সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

কাহফ—গুহা অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ১২ আয়াত ১১০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। প্রশংসা আল্লারই, যিনি তাঁর সেবকের প্রতি এক কেতাব অবতীর্ণ করেছেন, এবং এতে তিনি অসংগতি রাখেন নাই।

২। একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—তাঁর কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবার জন্য, এবং বিশ্বাসীগণ যারা সৎকাজ করে তাদের এই সুসংবাদ দেবার জন্য—তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার আছে।

৩। যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।

৪। এবং ওদের সতর্ক করবার জন্য যারা বলে—আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৫। এই বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নাই, এবং ওদের পূর্বপুরুষদেরও ছিল না। এ অতি গুরুতর কথা, যা ওদের মুখ হতে বের হয়, তারা মিথ্যা ব্যতীত বলছে না।

৬। অতঃপর ইহা কি সম্ভব যে, যদি তারা এই কথা বিশ্বাস না করে, তবে তুমি সেই দুঃখে তাদের পিছনে স্বীয় জীবন নষ্ট করবে?

৭। পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলোকে ওর শোভা করেছি, তাদের (মানুষ) এই পরীক্ষা করার জন্য যে—কে ওদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।

৮। ওর ওপর যা কিছু আছে, তা আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করব।

৯। তবে কি তুমি গুহাবাসিগণ ও খোদিত লিপিকে আমার নিদর্শনাবলী হতে বিস্ময়কর বলে ধারণা কর?

১০। যখন যুবকগণ গুহায় আশ্রয় নিল, তখন তারা বলেছিল—হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি নিজ হতে আমাদের অনুগ্রহ দান কর, এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্য সুপথে পরিচালিত কর।

১১। অতঃপর আমি কয়েক বছরের জন্য গুহামধ্যে—তাদের কর্ণসমূহ আবৃত (ঘুমন্ত অবস্থায়) রাখলাম।

১২। পরে আমি ওদের জাগরিত করলাম, জানবার জন্য যে—দু'দলের মধ্যে কোন্‌টি ওদের অবস্থিতি-কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

॥ রুকু ২ ॥

১৩। আমি তোমার নিকট ওদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি :— ওরা ছিল কয়েকজন যুবক

ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এবং আমি ওদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।

১৪। আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম, ওরা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন বলল,—আমাদের প্রতিপালক আসমান ও জমিনের প্রতিপালক ; আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। আর যদি বলেই বসি, তবে তা বুদ্ধি বিবেচনার বাইরে হবে।

১৫। আমাদের এই স্বজাতিগণ তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। এরা এই সমস্ত উপাস্য সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ আনে না কেন ? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তা অপেক্ষা কে আর অধিক সীমালংঘনকারী ?

১৬। যখন তোমরা তাদের এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের উপাস্যদের ত্যাগ করবে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন, এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যসমূহকে সহজসাধ্য করে দেবেন।

১৭। এবং তুমি দেখবে—ওরা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে ওদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে আছে, এবং অস্তকালে ওদের অতিক্রম করছে বাম পার্শ্ব দিয়ে, এই সমস্ত আল্লার নিদর্শন, আল্লাহ যাকে সহজপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ পায়, এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন—তুমি তার জন্য কোনই পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

।। রুকু ৩ ।।

১৮। তুমি মনে করতে ওরা জাগ্রত, কিন্তু ওরা নিদ্রিত ছিল, আমি ওদের পাশ পরিবর্তন করতাম দক্ষিণে ও বামে এবং ওদের কুকুর সামনের পা দুটি গুহার দ্বারে মেলেছিল, ওদের তাকিয়ে দেখলে তুমি পেছন ফিরে পালিয়ে যেতে, ও ওদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

১৯। এবং এইভাবেই আমি ওদের জাগিয়ে তুললাম, যাতে ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওদের একজন বলল—তোমরা কতকাল অবস্থান করছ, কেহ কেহ বলল—একদিন কিংবা এক দিনের কিছু অংশ, কেহ কেহ বলল—তোমরা কতকাল অবস্থান করছ—তাহা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর, সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম ও তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য, সে যেন বুদ্ধির সাথে চলে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেই কিছু না বলে।

২০। নিশ্চয় যদি তারা তোমাদের (বিষয় জানতে পারে) উপর পরাক্রান্ত হয়, তবে তোমাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে, অথবা তোমাদের ওদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে, এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।

২১। এবং এইভাবে আমি (মানুষকে) ওদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল, তখন অনেকে বলল—ওদের উপর এক সৌধ নির্মাণ কর, ওদের প্রতিপালক ওদের বিষয় ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল—নিশ্চয় আমরা ওদের উপর মসজিদ নির্মাণ করব।

২২। অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেহ কেহ বলবে—ওরা ছিল তিন জন, ওদের চতুর্থটি ছিল—ওদের কুকুর। এবং কেহ কেহ বলে—ওরা ছিল পাঁচজন, ওদের ষষ্ঠটি ছিল —ওদের কুকুর। আবার কেহ কেহ বলে—ওরা ছিল সাত জন, অষ্টটি ছিল ওদের কুকুর। বল—আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভালো জানেন; অল্পসংখ্যক ব্যতীত (ওদের সংখ্যা) অপর কেহ অবগত নহে, সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি ওদের বিষয় বিতর্ক কর না, এবং তাদের কারও নিকট ওদের বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ কর না।

॥ রুকু ৪ ॥

২৩। কখনও তুমি কোন বিষয়ে বলো না—আমি উহা আগামীকাল করব।

২৪। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' এই কথা না বলে। যদি ভুলে যাও, তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো, ও বলো—সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা (গুহাবাসীর বিবরণ) অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।

২৫। ওরা ওদের গুহায় তিন শ' নয় বছর ছিল।

২৬। তুমি বল—তারা কতকাল ছিল তা আল্লাই ভাল জানেন, আসমান ও জমিনের অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। কেমন তাঁর (সুন্দর) দর্শন ও শ্রবণ শক্তি। তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাউকেই নিজ কর্তৃত্বের শরিক করেন না।

২৭। তুমি 'তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কেতাব আবৃত্তি কর। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেহই নাই। তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবে না।

২৮। তুমি নিজেকে ওদেরই সংসর্গে রাখবে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, পার্থিব জীবনের সুখ-সৌন্দর্য কামনা করে তাদের হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ো না। যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করেছি, যে তার আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তার অনুসরণ ক'র না।

২৯। সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক। আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি, যার আবরণ ওদের পরিবেষ্টন করবে। ওরা পানি চাইলে ওদের গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে দিবে, ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।

৩০। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি তাদের সৎকর্মের শ্রম-ফল নষ্ট কবি না।

৩১। ওদের জন্যই স্থায়ী জান্নাত আছে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় ওদের স্বর্ণ-কঙ্কনে অলংকৃত করা হবে, ওরা পরবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়-স্থল।

॥ রুকু ৫ ॥

৩২। তুমি ওদের নিকট পেশ কর একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমা: ওদের একজনকে দুটো দ্রাক্ষা

উদ্যান দিয়েছিলাম, এবং এই দুটোকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে শস্যক্ষেত্র করেছিলাম।

৩৩। উভয় উদ্যানই ফলদান করত এবং এতে কোন ব্যতিক্রম করে নাই। এবং উভয়ের মধ্যে নহর[১] প্রবাহিত করেছিলাম।

৩৪। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর সে কথা প্রসঙ্গে তার বন্ধুকে বলল—ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।

৩৫। এই ভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে (গর্বভরে) তার উদ্যানে প্রবেশ করল,—সে বলল—আমি মনে করি না যে—ইহা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩৬। আমি মনে করি না যে কিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত হই-ই, তবে আমি তো ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাবো।

৩৭। সে (সহচর) তাকে বলল—তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন—মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে, এবং তারপর পূর্ণাংগ করেছেন—মনুষ্য আকৃতিতে ?

৩৮। কিন্তু আমার জন্য তিনিই আমার প্রতিপালক, এবং আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে অংশী স্থির করি না।

৩৯। তুমি যখন ধনে ও জনে (সন্তানে) আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না—আল্লাহ্ যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে, আল্লার সাহায্য ব্যতীত কোনই শক্তি নাই।

৪০। সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন, এবং এতে (তোমার উদ্যানে) আকাশ হতে বিপদ (অগ্নি) প্রেরণ (বর্ষণ) করবেন। যার ফলে উহা উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে।

৪১। অথবা ওর পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

৪২। তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে ওতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল, যখন উহা ধ্বংস হয়ে গেল। সে বলতে লাগল—হায়! আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরিক না করতাম।

৪৩। এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করবার কোন লোকজন ছিল না, এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না।

৪৪। এ ক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার একমাত্র আল্লারই, যিনি সত্য। তিনিই পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে শ্রেষ্ঠ।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৫। ওদের নিকট পার্থিব জীবনের উপমা পেশ কর,—ইহা পানির ন্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি, যার দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, পরে উহা

১। নদী।

শুকিয়ে গিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

৪৬। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, কিন্তু সৎকর্ম—যার ফল স্থায়ী, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ, এবং বাঞ্ছালাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।

৪৭। (স্মরণ কর সেদিনের কথা) যেদিন আমি পর্বতকে বিচলিত করব, এবং তুমি পৃথিবীকে একটি শূণ্য প্রান্তর দেখবে, সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব, এবং ওদের কাউকেই ছেড়ে দেব না।

৪৮। এবং ওদের তোমার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে, (এবং বলা হবে) তোমাদের প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুতক্ষণ আমি উপস্থিত করব না।

৪৯। (এবং সেই দিন) গ্রন্থ (আমলনামা) হাজির করা হবে, এবং ওতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীগণকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবে, এবং ওরা বলবে—হায়! দুর্ভোগ আমাদের, এ কেমন গ্রন্থ, উহা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না, বরং উহা সমস্ত হিসাব রেখেছে, ওরা ওদের কৃতকর্ম সামনে হাজির পাবে, তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করেন না।

॥ রুকু ৭ ॥

৫০। এবং যখন আমি ফেরেশ্‌তাগণকে বলেছিলাম,—আদমের প্রতি নত হও, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হল, সে ছিল জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে ওকে এবং ওর বংশধরগণকে অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের শত্রু। সীমালঙ্ঘনকারীগণ যে, আল্লার পরিবর্তে অন্যদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, উহা কত নিকৃষ্ট!

৫১। আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকালে আমি ওদের ডাকি নাই; এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করবার নই।

৫২। যেদিন তিনি বলবেন,—তোমরা যাদের আমার শরিক মনে করতে, তাদের আহ্বান কর, ওরা তখন তাদের আহ্বান করবে, কিন্তু তারা ওদের আহ্বানে সাড়া দেবে না, এবং ওদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দেবো এক ধ্বংস-গহ্বর।

৫৩। অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে—যে, ওরা তথায় পতিত হচ্ছে, এবং ওরা উহা হতে কোন পরিত্রাণস্থল পাবে না।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৪। আমি এই কোরাণে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

৫৫। যখন ওদের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন ওদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা ওদের কখন হবে অথবা কখন উপস্থিত হবে বিবিধ শাস্তি এই প্রতীক্ষাই ওদের বিশ্বাস স্থাপন হতে ও ওদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হতে ওদের বিরত রাখে।

৫৬। আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রসুলকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে, ওর দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য, এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যার দ্বারা ওদের সতর্ক করা হয়েছে, সেই সন্তানকে ওরা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে।

৫৭। কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে যদি উহা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আমি ওদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন ওরা কোরাণ বুঝতে না পারে, এবং ওদের বধির করেছি; তুমি ওদের সৎপথে আহ্বান করলেও, ওরা কখনও সৎপথে আসবে না।

৫৮। তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াময়। ওদের কৃতকর্মের জন্য তিনি ওদের শাস্তি দিতে চাইলে তিনি ওদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য নির্ধারিত সময় আছে, তাঁকে ব্যতীত ওরা কোনই আশ্রয় পাবে না।

৫৯। ঐ সব জনপদ—ওদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল, এবং ওদের ধ্বংসের জন্য এক নির্দিষ্ট ক্ষণ স্থির করেছিলাম।

॥ রুকু ৯ ॥

৬০। এবং মুসা যখন তার স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলো—আমি উভয় নদীর সঙ্গমস্থলে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থামব না,—আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।

৬১। ওরা যখন উভয়ের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাল, ওরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল, উহা ছিদ্রযোগে সমুদ্রে নেমে গেল।

৬২। ওরা যখন আরো অগ্রসর হল, মুসা তার সঙ্গীকে বলল—আমাদের প্রাতঃরাশ আন, নিশ্চয় আমরা এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

৬৩। সে বলল—আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, মাছটি আশ্চর্যরূপে পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।

৬৪। মুসা বলল—আমরা তো এই স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম, অতঃপর ওরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে গেল।

৬৫। অতঃপর ওরা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসগণের মধ্য হতে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম, ও আমার নিকট হতে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলাম।

৬৬। মুসা তাকে বলল—সত্য পথের যে জ্ঞান তোমাকে দান করা হয়েছে, তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবে,—এই শর্তে আমি কি তোমার অনুসরণ করব।

৬৭। সে বলল—তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

৬৮। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে কি করে?

৬৯। মূসা বলল—আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে, এবং তোমার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।

৭০। সে বলল—আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ কর-ই তবে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন কর না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।

॥ রুকু ১০ ॥

৭১। অতঃপর ওরা যাত্রা করল, পরে যখন ওরা নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে ওতে ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল—তুমি কি আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য ওতে ছিদ্র করলে? তুমি এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলে।

৭২। সে বলল—আমি কি বলি নাই যে,—তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?

৭৩। মূসা বলল—আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী কর না, এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন কর না।

৭৪। অতঃপর ওরা চলতে লাগল,—চলতে চলতে ওদের সাথে এক বালকের দেখা হোল, সে ওকে হত্যা করল; তখন মূসা বলল—তুমি একটি নিরপরাধ জীবনকে হত্যা করলে, নিশ্চয় তুমি গুরুতর অন্যায় কাজ করেছ।

৭৫। সে বলল—আমি কি বলি নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?

৭৬। মূসা বলল—এর পর যদি আমি তোমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে তুমি আমাকে সঙ্গে রাখবে না। নিশ্চয় আমার পক্ষ হতেই আপত্তির কারণ উঠেছে।

৭৭। অতঃপর ওরা চলতে লাগল; চলতে চলতে ওরা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়ে তাদের নিকট খাদ্য চাইল; কিন্তু তারা ওদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তথায় ওরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল, এবং মূসার সঙ্গী (আল্লার কথিত দাস) ওকে সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বলল—আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

৭৮। মূসার সঙ্গী বলল—এইখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পার নাই, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

৭৯। ঐ যে নৌকা, উহা কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির ছিল, ওরা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত, আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে, কারণ ওদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল

প্রয়োজনে সকল নৌকা ছিনিয়ে নিত।

৮০। আর ঐ কিশোরটি, তার পিতা মাতা ছিল বিশ্বাসী, আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে তাদের বিব্রত করবে।

৮১। অতঃপর আমি চাইলাম যে, ওদের প্রতিপালক—যে ওদের ওর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর হবে।

৮২। আর ঐ প্রাচীরটি, ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নে ছিল ওদের গুপ্ত-ধন, এবং ওদের পিতা ছিল সৎশীল ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন—যে, ওরা বয়োপ্রাপ্ত হোক, এবং ওরা ওদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজে হতে কিছু করি নাই; ইহাই—তার ব্যাখ্যা, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে।

॥ রুকু ১১ ॥

৮৩। ওরা তোমাকে জুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে, বল—আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব।

৮৪। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম, এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম।

৮৫। সে এক (বিষয় সম্পদের) পথ অবলম্বন করল।

৮৬। চলতে চলতে সে যখন সূর্যাস্ত-স্থলে পৌঁছাল, তখন সে ওকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম—হে জুলকার-নাইন, তুমি এদের শাস্তি দিতে পার, কিংবা সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।

৮৭। সে বলল—যে কেহ সীমালঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেব, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে, এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

৮৮। তবে যে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।

৮৯। তৎপর সে অন্য বিষয়ের অনুসরণ করেছিল।

৯০। চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়-স্হলে পৌঁছাল তখন সে দেখল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নি।

৯১। এই রূপেই—তার নিকট যে সংবাদ ছিল, তাহা সমস্তই আমি অবগত আছি।

৯২। অতঃপর সে অন্য বিষয়ের অনুসরণ করল।

৯৩। যেতে যেতে যখন সে পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্হলে পৌঁছাল তখন তথায় সে এমন এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না।

৯৪। ওরা বলল, হে জুল-কারনাইন; ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবে!

৯৫। সে বলল—আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন,—তাই উৎকৃষ্ট, সুতরাং তোমরা

আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও ওদের মধ্যে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব।

৯৬। তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর; অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হল, তখন সে বলল—তোমরা হাপরে দম দিতে থাক। যখন উহা অগ্নিবৎ গরম হল, তখন সে বলল—তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর আমি উহা এর উপর ঢেলে দিই।

৯৭। এর পর ইয়াজুজ্ মাজুজ উহা অতিক্রম করতে পারল না, বা ভেদ করতেও পারল না।

৯৮। জুল্-কারনাইন বলল—এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি ওকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।

৯৯। সেই দিন আমি ওদের ছেড়ে দেব দলের পর দলে, তরঙ্গের আকারে, এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অতঃপর আমি ওদের সকলকেই একত্রিত করব।

১০০। এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব।

১০১। আমার নিদর্শনের প্রতি যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ, এবং যারা শুনতেও অপরাগ ছিল।

।। রুকু ১২ ।।

১০২। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।

১০৩। বল—আমি কি তোমাদের তাদের সংবাদ দিব, যারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

১০৪। ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে তারা সৎকাজ করছে।

১০৫। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে, ওদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন ওদের কোন গুরুত্ব রাখব না।

১০৬। জাহান্নাম,—এই-ই ওদের প্রতিফল, যেহেতু ওরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসুলগণকে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ গ্রহণ করেছে।

১০৭। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য ফেরদাউসের (জান্নাতের এক উত্তম অংশের নাম) উদ্যান।

১০৮। সেথায় ওরা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবে না।

১০৯। তুমি বল—যদি আমার প্রতিপালকের বাক্যাবলী প্রকাশের জন্য সমুদ্র কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি ওর সাহায্যার্থে এর মত আরো (একটি সমুদ্র) আনয়ন করি।

১১০। তুমি বল—আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য[১]—একমাত্র উপাস্য (আল্লাহ ব্যতীত নহে); সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার প্রতিপালকের এবাদতে কাউকে শরিক না করে।

১। আল্লাহ অর্থে—উপাস্য।

সূরা ১৯

মরিয়ম—হজরত ঈশার জননী   অবতীর্ণ—মক্কায় ও মদীনায়

রুকু ৬   আয়াত ৯৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। কাফ্‌-হা-ইয়া আ'ঈন্‌-সাদ।

২। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস জাকারিয়ার প্রতি।

৩। যখন সে তার প্রতিপালককে নিভৃতে আহ্বান করেছিল।

৪। সে বলেছিল—হে আমার প্রতিপালক নিশ্চয় আমার অস্থিপুঞ্জ শিথিল হয়ে গেছে। এবং আমার মাথা শুভ্রতায় সমুজ্জল হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমাকে আহ্বান করতে কখনও ক্লান্ত হইনি।

৫। আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা (দ্বীনকে) ধ্বংস করে দিবে? আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর।

৬। যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে, এবং ইয়াকুব-বংশের উত্তরাধিকারিত্ব করবে, এবং হে আমার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করিও।

৭। হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহিয়া; এই নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করি নি।

৮। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক, কেমন করে আমার পুত্র হবে। যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।

৯। তিনি বললেন—এইরূপেই হবে। তোমার প্রতিপালক বললেন—এ আমার জন্য সহজ সাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

১০। জাকারিয়া বলল—হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন—তোমার নিদর্শন এই যে—তুমি সুস্থাবস্থায় কারো সাথে তিন রাত্রি (দিন) বাক্যালাপ করবে না।

১১। অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল, ও ইঙ্গিতে তাদের সকাল সন্ধ্যায় আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল।

১২। হে ইয়াহিয়া, তুমি এই কেতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর, আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞান দান করেছিলাম।

১৩। এবং আমার নিকট হতে তাকে হৃদয়ের কোমলতা (ও মনের) পবিত্রতা দান করেছিলাম ; এবং সে ছিল সংযমী।

১৪। এবং সে পিতা মাতার অনুগত ছিল, এবং উদ্ধত অবাধ্য ছিল না।

১৫। তার প্রতি ছিল শান্তি যে দিন সে জন্ম লাভ করে ও (শান্তি) থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে, ও যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

॥ রুকু ২ ॥

১৬। এই কেতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা বর্ণনা কর, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।

১৭। অতঃপর ওদের হতে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার নিকট রূহকে (ফেরেশ্‌তা) পাঠালাম। সে তার নিকট মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।

১৮। মরিয়ম বলল—তুমি যদি আল্লাকে ভয় কর, তবে আমি তোমা হতে দয়াময়ের শরণ নিচ্ছি।

১৯। সে বলল—আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য।

২০। মরিয়ম বলল—কেমন করে আমাব পুত্র হবে—যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নি, এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নই।

২১। সে বলল—এইরূপেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলছেন—ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি ওকে এই জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ ; ইহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

২২। অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।

২৩। অনন্তর সে প্রসব বেদনায় এক খর্জ্জুর-বৃক্ষের দিকে গমন করল, সে বলতে লাগল—হায়, এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।

২৪। ফেরেশ্‌তা তার নিম্ন পার্শ্ব হতে আহ্বান করে তাকে বলল,—তুমি দুঃখ করো না, তোমাব পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন।

২৫। তুমি তোমার দিকে খর্জ্জুর বৃক্ষেব কাণ্ডে নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জ্জুর দান করবে।

২৬। সুতরাং আহার কর, পান কর, ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে যদি কাউকে দেখ তখন বলো —আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে রোজা (মৌনতাবলম্বনের) মানত করেছি, সে জন্য আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

২৭। অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট হাজির হলো, ওরা বলল—হে মরিয়ম ! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ।

২৮। হে—হারুণ-ভগ্নি, তোমার পিতা অসৎ-ব্যক্তি ছিল না, তোমার মাতাও ব্যাভিচারিণী ছিল না।

২৯। অতঃপর মরিয়ম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখাল, ওরা বলল—যে দোলনার শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব ?

৩০। সে বলল—আমি তো আল্লার দাস। তিনি আমাকে কেতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন।

৩১। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে আশিস-ভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে ও মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে।

৩২। এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নাই।

৩৩। আমার প্রতি শান্তি ছিল—যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে, ও যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হব।

৩৪। এই-ই মরিয়ম-তনয় ঈসা। ইহাই সত্য কথা—তারা যে বিষয়ে সন্দেহ করছে।

৩৫। সন্তান গ্রহণ করা আল্লার কাজ নহে, তিনি পবিত্র মহিমাময়, তিনি যখন কোন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন—'হও', এবং উহা হয়ে যায়।

৩৬। আল্লাই আমার প্রতিপালক, ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

৩৭। অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করল ; সুতরাং তাদের জন্য পরিতাপ—যারা সেই মহা দিবসের উপস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ করে।

৩৮। ওরা যেদিন আমার নিকট আসবে, সেদিন ওরা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। কিন্তু সীমা-লঙ্ঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

৩৯। তুমি ওদের পরিতাপ দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, এখন ওরা অমনোযোগিতার মধ্যে আছে, এবং তারা বিশ্বাস-স্থাপন করবে না।

৪০। নিশ্চয় আমিই পৃথিবী ও তার উপর বিষয় সমূহের উত্তরাধিকারী, এবং আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

৪১। এই কেতাবে উল্লেখিত ইব্রাহীমের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যপরায়ণ-নবী।

৪২। যখন সে তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা, যে শুনে না, দেখে না, এবং তোমার কোন কাজে আসে না, তুমি তার ইবাদত কর কেন ?

৪৩। হে আমার পিতা, আমার নিকট তো জ্ঞান এসেছে, যা তোমার নিকট আসে নি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর,—আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব।

৪৪। হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত কর না, শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।

৪৫। হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, এবং শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে।

৪৬। সে (পিতা) বলল,—হে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যকে অবজ্ঞা করছ, যদি তুমি

প্রকৃতই নিরস্ত না হও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করব, এবং তুমি আপাততঃ আমা হতে দূরে যাও।

৪৭। সে বলল,—তোমার প্রতি শান্তি হোক (তোমার নিকট হতে বিদায়)। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

৪৮। আমি তোমাকে, এবং আল্লাহ ব্যতীত তুমি যাকে আহ্বান করে থাক, তাকেও পরিত্যাগ করে যাব, এবং আমি আমার প্রতিপালককেই আহ্বান করব, এবং সম্ভবতঃ আমি স্বীয় প্রতি-পালককে আহ্বান করে বঞ্চিত হব না।

৪৯। অনন্তর যখন সে তাদের ও তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করে ওদের পরিত্যাগ করে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক্ ও ইয়াকুবকে দান করেছিলাম, এবং তাদের প্রত্যেককে আমি নবী করেছিলাম।

৫০। এবং তাদের আমি অনুগ্রহ সম্পদ দান করেছিলাম, এবং তাদের আমি সমুন্নত সত্যভাষী করেছিলাম—(যশ, সুখ্যাতি দিয়েছিলাম)।

॥ রুকু ৪ ॥

৫১। এই কেতাবের অন্তর্গত মুসার কথা বর্ণনা কর, সে বিশুদ্ধ চিত্ত ছিল, এবং প্রেরিত নবী ছিল।

৫২। আমি তাকে তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে আহ্বান করেছিলাম, এবং আমি তাকে কথোপকথনে (গুঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায়) নিকটবর্তী করেছিলাম।

৫৩। আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভ্রাতা হারুণকে নবীরূপে তাকে দান করেছিলাম।

৫৪। এই কেতাবের অন্তর্গত ইসমাইলের কথা বর্ণনা কর, সে প্রতিজ্ঞায় সত্যপরায়ণ ও প্রেরিত নবী ছিল।

৫৫। সে তার পরিজনবর্গকে নামাজ ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত, ও সে তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন ছিল।

৫৬। এই কেতাবের অন্তর্গত ইদ্রীসের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যবাদী নবী।

৫৭। এবং আমি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম।

৫৮। এরাই আদম-বংশের অন্তর্গত নবীগণ, যাদের আল্লাহ অনুগৃহীত করেছেন; এবং যাদের আমি নুহের সাথে আরোহন করিয়েছিলাম, এবং ইসমাইল ও ইসরাইল-বংশের অন্তর্গত, এবং যাদের আমি সুপথগামী ও মনোনীত করেছিলাম; যখন তাদের নিকট সর্বদাতার নিদর্শন পাঠ করা হত, তখন তারা সেজদায় পতিত হত, ও ক্রন্দন করত।

৫৯। অনন্তর তাদের পর অসৎ বংশীয়েরা উত্তরাধিকারী হয়েছিল, যারা নামাজ নষ্ট করেছিল, ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল; ফলতঃ তারা অচিরেই শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

৬০। কিন্তু ওরা নহে যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস করেছে, ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। ওদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

৬১। ইহা স্থায়ী জান্নাত, অদৃশ্য বিষয়, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর দাসদের দিয়াছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি এসেই থাকে।

৬২। তথায় তারা শান্তি-ভাষণ ব্যতীত কোনই অবান্তর কথা শুনবে না, এবং সেথায় সকাল ও সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ।

৬৩। এই-ই জান্নাত, আমার দাসদাসীগণের মধ্যে সংযমীদের যার অধিকারী করব।

৬৪। আমি (জিব্রাইল) তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে, ও যা এই দুই-এর অন্তবর্তী তা তাঁরই, এবং তোমার প্রতিপালক ভুলবার নহেন।

৬৫। তিনি আসমান ও জমিনের ও তাদের অন্তবর্তী যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর, এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল হও। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান?

॥ রুকু ৫ ॥

৬৬। মানুষ বলে—আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।

৬৭। মানুষ কি স্মরণ করে না যে আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না।

৬৮। সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো ওদের ও শয়তানদের একত্রিত করবই, তারপর নিশ্চয় আমি তাদের নরকের চারদিকে নতজানু অবস্থায় উপস্থিত করব।

৬৯। অতপর প্রত্যেক দলের মধ্যে সে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই।

৭০। অতঃপর নিশ্চয় আমি তাদের পরিজ্ঞাত আছি—যারা তন্মধ্যে (জাহান্নামে) প্রবেশের অধিকতর যোগ্য।

৭১। এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, ওর দিক হতে অতিক্রান্ত না হবে। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের অনিবার্য নির্দ্দেশ।

৭২। পরে আমি সংযমীদের উদ্ধার করব, এবং সীমা লংঘনকারীদের সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

৭৩। ওদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদের বলে—দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম।

৭৪। ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, যারা ওদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

৭৫। বল, যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদের প্রচুর ঢিল দিবেন। যতক্ষণ তারা প্রত্যক্ষ করবে তা, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে, উহা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামতই হোক। অতঃপর তারা জানতে পারবে—কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।

৭৬। এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথনির্দেশে বুদ্ধি দান করেন এবং সৎকর্ম যার ফল স্থায়ী, উহা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ও প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

৭৭। তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছো—যে আমার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করে, এবং বলে—আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই।

৭৮। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে, অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ?

৭৯। ইহা সত্য নহে, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।

৮০। সে যা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসবে।

৮১। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করে, এইজন্য যাতে ওরা তাদের সহায় হয়।

৮২। কখনই নয়; অচিরেই তারা ওদের উপাসনা সম্বন্ধে অস্বীকার করবে, এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

॥ রুকু ৬ ॥

৮৩। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আমি অবিশ্বাসীদের নিকট শয়তান পাঠিয়েছি—ওদের মন্দ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করার জন্য।

৮৪। সুতরাং ওদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করো না, আমি তো গণনা করছি—ওদের নির্ধারিত কাল।

৮৫। যে দিন দয়াময়ের নিকট সংযমীদের সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করব।

৮৬। এবং অপরাধীদের তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে ধাবিত করা হবে।

৮৭। যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।

৮৮। তারা বলে—দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৮৯। তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করেছ।

৯০। যার দ্বারা অচিরেই আসমান বিদীর্ণ হবে ও জমিন বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এবং পর্বতমালা খণ্ডাকারে নিপতিত হবে।

৯১। যেহেতু তারা দয়াময়ের জন্য সন্তান দাবী করে থাকে।

৯২। সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে।

৯৩। আসমান ও জমিনে এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না।

৯৪। নিশ্চয় তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন, এবং তিনি তাদের সংখ্যা গণনা করে রেখেছেন।

৯৫। এবং কিয়ামতের দিন ওদের সকলেই তাঁর নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসবে।

৯৬। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, দয়াময় তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করবেন।

৯৭। আমি তো তোমার ভাষায় কোরাণকে সহজ করেছি, যাতে তুমি ওর দ্বারা সংযমীদের সুসংবাদ দিতে পার, এবং কলহপরায়ণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।

৯৮। আমি ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও, অথবা তাদের ক্ষীণ শব্দও শুনতে পাও ?

তা—হা—　　অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৮　　আয়াত ১৩৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তা-হা।

২। আমি তোমার প্রতি এ জন্য কোরাণ অবতীর্ণ করি নি যে, তুমি অকৃতকার্য হবে।

৩। বরং ইহা তার জন্য সদুপদেশ—যে ভয় করে।

৪। ইহা তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ, যিনি সমুচ্চ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।

৫। দয়াময় আরশের উপর সমাসীন।

৬। যা আসমান ও জমিনে আছে, এবং এই দুয়ের অন্তবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে আছে, তা তাঁরই।

৭। তুমি উচ্চকণ্ঠে যাই-ই বল না কেন, আল্লাহ তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত তা জানেন।

৮। আল্লাহ—তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।

৯। তোমার নিকট মুসার বৃত্তান্ত এসেছে কি?

১০। সে যখন আগুন দেখল তখন তার পরিবারবর্গকে বলল—তোমরা এখানে থাক, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য উহা হতে কিছু আগুন আনতে পারব অথবা আমি ওর নিকটে কোন পথ প্রদর্শক পাব।

১১। অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসল, তখন আহ্বান করে বলা হলো—হে মুসা!

১২। আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তোয়া' উপত্যকায় রয়েছ।

১৩। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তুমি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

১৪। আমিই আল্লাহ্ (উপাস্য), আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। অতএব আমারই এবাদত কর, এবং আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম কর।

১৫। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এর সংঘটন-মুহূর্ত গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।

১৬। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে ওতে (বিশ্বাস স্থাপনে) নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৭। হে মুসা! তোমার দক্ষিণ হাতে ওটা কি?

১৮। সে বলল—উহা আমার লাঠি, আমি ওতে ভর দিই, এবং আমি এর দ্বারা আঘাত করে আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষ-পত্র বাড়াই, এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।

১৯। আল্লাহ বললেন—হে মূসা! তুমি উহা নিক্ষেপ কর।

২০। অতঃপর সে উহা নিক্ষেপ করল, সঙ্গে সঙ্গে উহা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল।

২১। তিনি বললেন—তুমি ওকে ধর, আমি একে ওর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেব।

২২। এবং তোমার হাত তোমাব বগলে রাখ; ইহা অপর এক নিদর্শন স্বরূপ নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে।

২৩। ইহা এই জন্য যে আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু।

২৪। ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালঙ্ঘন করছে।

॥ রুকু ২ ॥

২৫। মূসা বলল—হে আমার প্রতিপালক,—আমার হৃদয় প্রশস্ত কর।

২৬। এবং আমার কাজ সহজ করে দাও।

২৭। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও।

২৮। যাতে আমার কথা ওরা বুঝতে পারে।

২৯। আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী করে দাও।

৩০। আমার ভাই হারুণকে।

৩১। তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি কর।

৩২। ও তাকে আমার কর্মে অংশী কর।

৩৩। যাতে আমরা তোমার প্রচুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি।

৩৪। এবং তোমাকে অধিক স্মরণ করতে পারি।

৩৫। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।

৩৬। তিনি বললেন—হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ, তা তোমাকে দেওয়া হল।

৩৭। এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

৩৮। যখন আমি তোমার মাতার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট-বিষয় (ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম) প্রত্যাদেশ করেছিলাম।

৩৯। এই মর্মে যে তুমি ওকে (মূসাকে) সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা (নীল) নদে নিক্ষেপ (ভাসিয়ে দাও) কর, যাতে নদী ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার শত্রু ও ওর শত্রু নিয়ে যাবে, আমি আমার নিকট হতে (মানুষের মনে) তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করেছিলাম, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

৪০। যখন তোমার ভগ্নী এসে বলল,—আমি কি তোমাদের বলে দেব—কে এই শিশুর ভার নেবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়, এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দিই।

আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদায়েন-বাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! এর পর তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে।

৪১। আমি তোমাকে আমার জন্য মনোনীত করেছিলাম।

৪২। তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর, এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য কর না।

৪৩। তোমরা দুজনে ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে

৪৪। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

৪৫। তারা বলল—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি—সে আমাদের যাওয়া মাত্রই শাস্তি দেবে, অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।

৪৬। তিনি বললেন ;—তোমরা ভয় কর না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।

৪৭। সুতরাং তোমরা তাঁর নিকট যাও, এবং বল—আমরা তোমার প্রতিপালকের রসুল, সুতরাং আমাদের সাথে বনি ইসরাইলকে যেতে দাও, এবং তাদের কষ্ট দিও না। আমরা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন এনেছি, এবং যারা সৎপথ অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি।

৪৮। আমাদের প্রতি ওহি প্রেরণ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার জন্য শাস্তি।

৪৯। সে (ফেরাউন) বলেছিল—হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক ?

৫০। সে (মূসা) বলল—আমাদের প্রতিপালক তিনি—যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, ও তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন—

৫১। ফেরাউন বলল—তা হলে অতীত যুগের লোকদের কী অবস্থা ?

৫২। মূসা বলল—এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কেতাবে আছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না ও তিনি ভুলে যান না।

৫৩। যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা করেছেন, এবং ওতে তোমাদের চলার পথ করে দিয়েছেন, তিনি আসমান হতে বারি বর্ষণ করেন এবং ওর দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।

৫৪। তোমরা আহার কর, ও তোমাদের পশু চরাও, অবশ্যই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলী আছে।

৫৫। আমি ইহা মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এবং এরই মধ্যে তোমাদের ফিরিয়ে দেবো, এবং উহা হতে পুনরায় তোমাদের বের করব।

৫৬। আমি নিশ্চয় ফেরাউনকে আমার নিদর্শনাবলীর সমস্ত দর্শন করিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে, ও অমান্য করেছে।

৫৭। সে বলল—হে মূসা, তুমি কি তোমার যাদুর দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেবার জন্য আমাদের নিকট এসেছ ?

৫৮। আমরা অবশ্যই তোমার নিকট এর অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব, সুতরাং আমাদের ও তোমার

মধ্যে একটি দিনও এক মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারণ কর, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না, এবং তুমিও করবে না।

৫৯। মূসা বলল—তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন, এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণ সমবেত হবে।

৬০। অতঃপর ফেরাউন উঠে গেল, পরে তার চক্রান্ত বা কৌশল (যাদুকর) জমা করল ও এর পর উপস্থিত হল।

৬১। মূসা ওদের বলল,—দুর্ভোগ তোমাদের! তোমার আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না! করলে তিনি তোমাদের শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সেই ব্যর্থ হয়েছে।

৬২। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল এবং ওরা গোপনে পরামর্শ করল।

৬৩। ওরা বলল—এই দুই জন অবশ্যই যাদুকর, তারা চাহে তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে।

৬৪। অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংগ্রহ কর। তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও, এবং আজ যে জয়ী হবে সেই সফল হবে।

৬৫। ওরা বলল—হে মূসা.! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

৬৬। মূসা বলল—বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। ওদের যাদু প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল—ওদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।

৬৭। মূসা তার অন্তরে কিছু ভয় অনুভব করল।

৬৮। আমি বললাম, ভয় করো না, তুমিই প্রবল।

৬৯। তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর, ইহা ওরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। ওরা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল, এবং যেখান হতেই সে আগমন করুক, যাদুকর কখনই কৃতকার্য হবে না।

৭০। অতঃপর যাদুকরেরা সেজদাবনত হল ও বলল—আমরা হারুণ ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

৭১। ফেরাউন বলল—আমি তোমাদের আদেশ করবার পূর্বেই কী তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধানতম—যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে, অতএব নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত ও পদসমূহ বিপরীত ভাবে কর্তন করব, এবং নিশ্চয় তোমাদের খর্জুর কাণ্ডে শুলবিদ্ধ করব, তখন তোমরা জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কার শক্তি কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী।

৭২। তারা (যাদুকররা) বলল—আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে—তার উপর, এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর, তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও, তাই কর। তুমি তো কেবল—এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যা করবার করতে পার।

৭৩। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন, এবং তুমি আমাদের যা করতে বাধ্য করেছিলে—সেই যাদু হতে ক্ষমা করবেন,—আল্লাই শ্রেষ্ঠতম ও স্থায়ী।

৭৪। যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো জাহান্নাম আছে, সেথায় সে মরবেও না বাঁচবেও না।

৭৫। এবং যারা তাঁর নিকট বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে উপস্থিত হবে, ওদের জন্য সমুচ্চ মর্যাদা ও জান্নাত আছে।

৭৬। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র।

৭৭। আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, আমার দাসদের লয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও এবং ওদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলবে, এ আশঙ্কা কর না, ভয়ও কর না।

৭৮। অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে সমুদ্র ওদের সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করল।

৭৯। এবং ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল, সৎপথ দেখায় নাই।

৮০। হে বনি ইসরাইল! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদের তুর পর্বতের দক্ষিণপার্শ্বে (তওরাতদানের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এবং তোমাদের নিকট 'মান্না ও সালওয়া' প্রেরণ করেছিলাম।

৮১। তোমাদের যে উপজীবিকা দান করলাম, তা হতে পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর, এবং এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না, করলে তোমাদের উপর ক্রোধ পতিত হবে, এবং যার উপরে আমার ক্রোধ পতিত হয়, সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।

৮২। এবং নিশ্চয় আমি তার জন্য ক্ষমাশীল, যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকাজ করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

৮৩। হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করলে কিসে?

৮৪। সে বলল—এই তো ওরা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এই জন্যে।

৮৫। তিনি বললেন,—আমি তোমার সম্প্রদায়কে তুমি (চলে আসার) পর পরীক্ষা করেছি। এবং সামেরী সম্প্রদায়কে ওদের পথভ্রষ্ট করেছে।

৮৬। অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে, সে বলল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি তোমাদের উপর সেই সময় পার হয়ে গেছে, অথবা তোমরা কি ইচ্ছা কর যে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের অভিসম্পাত নিপতিত হোক, বস্তুত তোমরা আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ।

৮৭। ওরা বলল,—আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নি, বরং আমরা এক সম্প্রদায়ের অলংকারের ভার বহন করেছিলাম, পরে আমরা উহা অনলে নিক্ষেপ করেছিলাম, অতঃপর সামেরীও ঐরূপ নিক্ষেপ করেছিল।

৮৮। অতঃপর সে ওদের জন্য গড়ল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা গরুর শব্দ করত। ওরা বলল—ইহা তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, কিন্তু মূসা ভুলে গেছে।

৮৯। তবে কি ওরা ভেবে দেখে না যে উহা তাদের কথায় সাড়া দেয় না, এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না।

॥ রুকু ৫ ॥

৯০। হারুণ ওদের পূর্বেই বলেছিল,—হে আমার সম্প্রদায়, এর দ্বারা তোমাদের কেবল পরীক্ষা করা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর, এবং আমার আদেশ মেনে চল।

৯১। ওরা বলেছিল—আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এর পূজা হতে বিরত হব না।

৯২। মূসা বলল—হে হারুণ, তুমি যখন দেখলে ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল—

৯৩। আমার অনুসরণ করা হতে, তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে ?

৯৪। হারুণ বলল—হে আমার সহোদর ! তুমি আমার শ্মশ্রু ও মাথা (কেশ) ধরে আকর্ষণ কর না, আমি আশংকা করেছিলাম যে তুমি বলবে—তুমি বনি ইসরাইলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।

৯৫। মূসা বলল—হে সামেরী ! তোমার ব্যাপার কি ?

৯৬। সে বলল—আমি দেখেছিলাম যা ওরা দেখে নি, অতঃপর আমি রসুলের (জিব্রাইলের পদচিহ্ন) স্মৃতি হতে কিছু (একমুষ্টি ধূলা) নিয়েছিলাম এবং উহা আমি নিক্ষেপ করেছিলাম, এইরূপে আমার প্রবৃত্তি আমাকে তৃপ্তিদান করেছিল।

৯৭। মূসা বলল—দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই থাকল যে, তুমি বলবে—'আমি অস্পৃশ্য', এবং তোমার জন্য থাকল এক নির্দিষ্টকাল যার ব্যতিক্রম হবে না, এবং তুমি তোমার সেই উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর, যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে দেবই অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।

৯৮। তোমাদের উপাস্য তো কেবল—আল্লাহ্-ই, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, সর্ববিষয় তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

৯৯। পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করব, এবং নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার নিকট হতে স্মৃতিগ্রন্থ (কোরাণ) দান করেছি।

১০০। যে কেহ উহা হতে মুখ ফেরাবে, ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপ) ভার বহন করবে।

১০১। ওতে ওরা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে।

১০২। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেইদিন আমি অপরাধীদের নীলচক্ষু বিশিষ্ট (দৃষ্টিহীন) অবস্থায় সমবেত করব।

১০৩। ওরা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে—তোমরা (পৃথিবীতে) মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।

১০৪। ওরা কি বলবে তা আমি ভাল জানি, ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল, সে বলবে তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।

॥ রুকু ৬ ॥

১০৫। ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল—আমার প্রতিপালক ওদের সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।

১০৬। অতঃপর তিনি ভূমিকে উন্মুক্ত সমতলভূমিতে পরিণত করবেন।

১০৭। যাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখবে না।

১০৮। সেই দিন ওরা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এই ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না। দয়াময়ের নিকট সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।

১০৯। দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সে দিন কোন কাজে আসবে না।

১১০। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, কিন্তু ওরা জ্ঞানদ্বারা তাঁর জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না।

১১১। এবং চিরঞ্জীব, অনাদি, সাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতার নিকট সকলেই হবে অধোবদন এবং সেই ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে।

১১২। এবং যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে, তার আশঙ্কা নাই, অবিচার ও ক্ষতির।

১১৩। এইরূপেই আমি কোরাণকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, এবং ওতে সতর্কবাণী বিশদভাবেই বিবৃতি করেছি, যাতে ওরা ভয় করে অথবা ইহা ওদের জন্য উপদেশ হয়।

১১৪। আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধীশ্বর। তোমার প্রতি আল্লার ওহি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কোরাণ পাঠে তাড়াতাড়ি করো না। এবং বলো—হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি-সাধন কর।

১১৫। আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আমি তাকে দৃঢ় সংকল্প পাই নি।

॥ রুকু ৭ ॥

১১৬। এবং যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম,—তোমরা আদমের প্রতি নত হও, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হল, সে অমান্য করল।

১১৭। অতঃপর আমি বললাম হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট পাবে।

১১৮। তোমার জন্য ইহাই থাকল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না ও নগ্নও হবে না।

১১৯। সেথায় পিপাসার্ত হবে না, এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।

১২০। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল—হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা ?

১২১। অতঃপর তারা ওর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল, এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হল।

১২২। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।

১২৩। তিনি বললেন—তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে, যে আমার পথ অনসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না, দুঃখকষ্টও পাবে না।

১২৪। যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবনের ভোগ-সম্ভার হবে সঙ্কুচিত, এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।

১২৫। সে বলল,—হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে, আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।

১২৬। তিনি বললেন,—তুমি এইরূপই ছিলে, আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি উহা ভুলে গিয়েছিলে। সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।

১২৭। এবং এইভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দিই, যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও স্থায়ী।

১২৮। তবে কি তারা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে না যে, আমি তাদের পূর্বে এরূপ কত জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসস্থান দিয়ে তারা অতিক্রম করে থাকে, অবশ্যই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন আছে।

॥ রুকু ৮ ॥

১২৯। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ও এক কাল নির্ধারিত না হলে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত।

১৩০। সুতরাং ওরা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর এবং রাতে ও দিনেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

১৩১। আমি অবিশ্বাসীদের কতককে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ

বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য কর না. তোমার প্রতিপালকের উপ-জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী।

১৩২। তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও, এবং ওতে অবিচলিত থাক ; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাহি না. আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই, এবং সংযমীদের পরিণাম শুভ।

১৩৩। ওরা বলে—সে তার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনে না কেন ? তাদের নিকট কি প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় নি ? যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে।

১৩৪। যদি আমি ওদের ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে ওরা বলত,—হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি আমাদের নিকট একজন রসুল প্রেরণ করলে না কেন ? করলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার নিদর্শন মেনে নিতাম।

১৩৫। বল, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছি, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে—কারা আছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।

আম্বিয়া—নবীগণ অবতীর্ণ—মক্কায়

রুকু ৭ আয়াত ১১২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে।

২। যখনই ওদের নিকট ওদের প্রতিপালকের কোন নুতন উপদেশ আসে ওরা কৌতুকচ্ছলে উহা শ্রবণ করে।

৩। ওদের অন্তরে থাকে অমনোযোগী-(ভাব)। সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে ?

৪। রসুল বলল—আসমান ও জমিনের সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৫। ওরা এও বলে—এ সমস্ত অলীক কল্পনা। হয় সে ইহা উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের নিকট এক নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ পূর্ববর্তীগণ প্রেরিত হয়েছিল।

৬। এদের পূর্বে আমি যে সব জনপদ ধ্বংস করেছি, ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না। তবে কি এরা বিশ্বাস করবে ?

৭। তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষ ব্যতীত কাউকে প্রেরণ করি নি, যদি তোমরা না জান, তবে কেতাবীদের জিজ্ঞাসা কর।

৮। আমি তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করি নাই যে, তারা আহার্য ভক্ষণ করত না, তারা চিরস্থায়ীও ছিল না।

৯। অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, তৎপর আমি ওদের ও যাদের ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করেছিলাম।

১০। আমি তো তোমাদের প্রতি কেতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

॥ রুকু ২ ॥

১১। আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী, এবং তাদের পর অপর জাতি সৃষ্টি করেছি।

১২। অতঃপর যখন ওরা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখনই ওরা জনপদ হতে পলায়ণ করতে লাগল।

১৩। (ওদের বলা হয়েছিল) পলায়ণ করো না, এবং ফিরে এস তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে, যাতে এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

১৪। ওরা বলল,—হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

১৫। আমি ওদের কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ না করা পর্যন্ত ওদের এই আর্তনাদ স্তব্ধ হয় নি।

১৬। আসমান ও জমিন এবং যা ওদের অন্তবর্তী তা আমি ক্রীড়াস্থলে সৃষ্টি করি নি।

১৭। আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই উহা করতাম ; আমি তা করিনি।

১৮। কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর ; ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, দুর্ভোগ তোমাদের। তোমরা যা বলছ—তার জন্য।

১৯। আসমান ও জমিনে যারা আছে, তারা তাঁরই, তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা তার এবাদত করতে অহংকার করে না, ক্লান্তিও বোধ করে না।

২০। তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না।

২১। ওরা মাটি হতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে, সেইগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ?

২২। যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত আসমান ও জমিনে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু ওরা যা বলে—তা হতে আরশের মালিক—আল্লাহ পবিত্র মহান।

২৩। তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং ওদের প্রশ্ন করা হবে।

২৪। ওরা কি তাঁকে ব্যতীত বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে ? বল—তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাই, আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। কিন্তু ওদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৫। আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসুল পাঠাই নি, তার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত—আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, সুতরাং আমারই উপাসনা কর।

২৬। ওরা বলে—দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান, তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস।

২৭। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না ; তারা তো তারই আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।

২৮। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু ওদের জন্য—যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।

২৯। তাদের মধ্যে যারা বলবে, আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত, তাকেই আমি শাস্তি দিব জাহান্নাম, এইভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

॥ রুকু ৩ ॥

৩০। সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি ওদের পৃথক করে দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি বিশ্বাস করবে না ?

৩১। আমি জমিনে সুদৃঢ় পর্বত সৃষ্টি করেছি, যাতে জমিন ওদের নিয়ে এদিক-ওদিক চলে না যায়, এবং আমি ওতে প্রশস্ত পথ করে দিয়েছি, যাতে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে।

৩২। আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, কিন্তু ওরা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৩। তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

৩৪। আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নি, সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরজীবি হবে ?

৩৫। প্রাণী মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদের মন্দ ও ভালোর দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

৩৬। সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। ওরা বলে—একি সেই যে তোমাদের দেব-দেবীগুলির সমালোচনা করে ? ওরাই তো দয়াময়ের স্মরণ সম্বন্ধে বিরোধিতা করে।

৩৭। মানুষ জন্মগতভাবে সত্বরতা প্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদের আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, সুতরাং তোমরা আমায় ত্বরা করতে বলো না।

৩৮। ওরা বলে—তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল—এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে ?

৩৯। হায় ! যদি অবিশ্বাসীরা সেই সময়ের কথা জানত, যখন ওরা ওদের সামনে ও পেছন হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না, এবং ওদের সাহায্য করাও হবে না।

৪০। বস্তুতঃ উহা ওদের নিকট আসবে—অতর্কিতভাবে এবং ওদের হতবুদ্ধি করে দিবে; ফলে ওরা উহা রোধ করতে পারবে না, এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না।

৪১। তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, তা বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছিল।

॥ রুকু ৪ ॥

৪২। বল—দয়াময় অপেক্ষা কে তোমাদের রাতে ও দিনে রক্ষা করছে ? তবুও ওরা ওদের প্রতি-পালকের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৩। তবে কি আমি ব্যতীত ওদের এমন কতকগুলো দেব-দেবী আছে, যারা ওদের রক্ষা করতে

পারে ? এরা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না, এবং আমার বিরুদ্ধে ওদের সাহায্যকারীও থাকবে না।

৪৪। বরং আমিই ওদের ও ওদের পূর্বপুরুষদের সুখসম্পদ দান করেছিলাম, এবং তাদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ করেছিলাম, ওরা কি লক্ষ্য করছে না যে আমি পৃথিবীকে তার প্রান্তসমূহ হতে সঙ্কুচিত করে আনছি, তবুও কি ওরা বিজয়ী হবে ?

৪৫। বল—আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদের সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির তাদের যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সতর্কবাণী শুনে না।

৪৬। তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্র ওদের স্পর্শ করলে ওরা বলে উঠবেই, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

৪৭। এবং কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না, এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করব ; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

৪৮। নিশ্চয় আমি মূসা ও হারুণকে ফোরকান্ (প্রভেদকারী) ও আলো দান করেছিলাম, এবং সতর্ককারীদের জন্য উপদেশ,—

৪৯। যারা না দেখেও তোমার প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত।

৫০। ইহা কল্যাণময় উপদেশ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, তবুও কি তোমরা ইহা অগ্রাহ্য করবে !

॥ রুকু ৫ ॥

৫১। নিশ্চয় এর পূর্বে আমি ইব্রাহীমকে সুদৃঢ়-পথ দান করেছিলাম, এবং তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম।

৫২। যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল—এই যে মূর্তিগুলি, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ, এইগুলো কি ?

৫৩। ওরা বলল—আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।

৫৪। সে বলল—তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছ, তোমাদের পিতৃপুরুষগণও ছিল।

৫৫। ওরা বলল—তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছ ?

৫৬। সে বলল—না, তোমাদের প্রতিপালকই আসমান ও জমিনের প্রতিপালক, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন, এই বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫৭। আল্লার শপথ, তোমরা চলে গেলে—আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

৫৮। অতঃপর সে মূর্তিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল—ওদের প্রধানটি ব্যতীত, যাতে ওরা এর শরণাগত হয়।

৫৯। ওরা বলল—আমাদের দেবতাগুলোর প্রতি এরূপ করল কে ? সে নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারী।

৬০। কেহ কেহ বলল—এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইব্রাহীম বলা হয়।

৬১। ওরা বলল—তাকে উপস্থিত কর লোক-সম্মুখে, যাতে ওরা সাক্ষ্য দিতে পারে।

৬২। ওরা বলল—হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করেছ ?

৬৩। সে বলল—এদের এই প্রধানই তো আছে, এদের জিজ্ঞাসা করে দেখ না, যদি এরা কথা বলতে পারে।

৬৪। তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী ?

৬৫। তারপর তাদের মাথা নত হয়ে গেল, (এবং তারা বলল) তুমি তো ভালই জান যে এরা কথা বলে না।

৬৬। সে বলল—তবে কি তোমরা আল্লার পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর যাহা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।

৬৭। ধিক তোমাদের, এবং আল্লার পরিবর্তে যাদের এবাদত কর তাদেব, তবুও কি তো'মরা বুঝবে না ?

৬৮। ওরা বলল—তবে ওকে পুড়িয়ে দাও, সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলোকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

৬৯। আমি বললাম—হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।

৭০। ওরা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আ'টতে চাইল, ওদের আমি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করলাম।

৭১। আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে—যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।

৭২। এবং আমি ইব্রাহীমকে ইসহাক দান করেছিলাম, এবং আরো দান করেছিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মশীল করেছিলাম।

৭৩। এবং আমি তাদের নেতা করেছিলাম ; তারা আমার নির্দে'শমত মানুষকে পথ প্রদর্শন করত ; তাদের সৎকাজ করতে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, নামাজ কায়েম করতে, এবং যাকাত দান করতে ; তারা আমারই ইবাদত করত।

৭৪। এবং লুতাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম, এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম—এমন এক জনপদ হতে যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল, ওরা ছিল সত্যত্যাগী মন্দ সম্প্রদায়।

৭৫। এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম ; সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভু'ক্ত।

।। রুকু ৬ ।।

৭৬। এবং নূহ যখন ইতিপূর্বে আহ্বান করেছিল তখন আমি তার উত্তর দান করেছিলাম ; তারপর আমি তাকে ও তার পরিবারগণকে বিষম বিড়ম্বনা হতে উদ্ধার করেছিলাম।

৭ । আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, এইজন্য ওদের সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

৭৮। এবং (স্মরণ কর) দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে ; ওতে রাতের বেলায় ঢ়ুকে পড়েছিল—সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির মেষ, আমি দেখছিলাম তাদের বিচার।

৭৯। এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম, এবং তাদের প্রত্যেককে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম, আমি পর্বত ও পক্ষীকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ; আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা।

৮০। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষণ দিয়েছিলাম, যাতে উহা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে ; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না ?

৮১। এবং আমি উদ্দাম বায়ুকে সুলাইমানের বশীভূত করেছিলাম, উহা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি ; প্রত্যেক বিষয়ে আমি সম্যক অবগত।

৮২। শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ব্যতীত অন্য কাজও করত ; আমি ওদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

৮৩। এবং আইয়ুব যখন স্বীয় প্রতিপালককে আহবান করেছিল যে ; আমাকে রোগ-যন্ত্রণা স্পর্শ করেছে, এবং তুমিই তো দয়ালুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৮৪। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, এবং আমার নিকট হতে দয়া ও ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ তার দুঃখ কষ্ট দূর করেছিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, এবং তাদের সংগে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম।

৮৫। এবং (স্মরণ কর) ইসমাইল, ইদরীস ও জুলকিফল, সকলেই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্গত ছিল।

৮৬। এবং তাদের আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম ; তারা ছিল সৎশীল।

৮৭। এবং জুন্নুন যখন ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল, এবং মনে করেছিল আমি তাকে সংকটে ফেলব না, অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহবান করেছিল,—তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তুমি পবিত্র, মহান, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্গত।

৮৮। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে, এবং এইভাবেই আমি বিশ্বাসীদের উদ্ধার করে থাকি।

৮৯। এবং জাকারিয়া যখন স্বীয় প্রতিপালককে আহবান করেছিল,—হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একাকী (নিঃসন্তান) রেখো না, এবং তুমিই তো শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকারী।

৯০। অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম, এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহিয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম—বন্ধ্যাত্বমুক্ত। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে, এবং আমার নিকট তারা ছিল বিনীত।

৯১। এবং (স্মরণ কর) সেই স্ত্রীলোক, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম।

৯২। এই যে তোমাদের জাতি ইহা তো একই জাতি, এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর।

৯৩। কিন্তু মানুষ নিজদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকই আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

।। রুকু ৭ ।।

৯৪। সুতরাং কেহ বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করলে—তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না, এবং আমি উহা লিখে রাখি।

৯৫। ইহা সম্ভব নহে যে, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে।

৯৬। যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে।

৯৭। অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে অবিশ্বাসীদেব চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, (ওরা বলবে) হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। এবং অত্যাচারীই ছিলাম।

৯৮। তোমরা এবং আল্লার পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর, সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে।

৯৯। যদি ওরা উপাস্যই হতো তবে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, ওদের সকলেই ওতে স্থায়ী হবে।

১০০। সেথায় অংশীবাদীরা চীৎকার করবে, এবং সেথায় ওরা কিছুতেই শুনতে পাবে না।

১০১। যাদের জন্য আমার নিকট হতে পূর্ব হতেই কল্যাণ নির্ধাবিত রয়েছে, তাদের উহা হতে দূরে রাখা হবে।

১০২। তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেথায় তাদের মন যা চায়, চিরকাল তা ভোগ করবে।

১০৩। মহা ভীতি তাদের বিষাদ ক্লিষ্ট করবে না, এবং ফেরেশ্তাগণ তাদের (এই বলে) অভ্যর্থনা করবে,—এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

১০৪। সেইদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলবো, যে ভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর। যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেই ভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব ; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করবই।

১০৫। আমি উপদেশের পর কিতাবে (জোবুর) লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল (যোগ্যতাসম্পন্ন) দাসগণই পৃথিবীর অধিকারী হবে।

১০৬। এতে সেই সম্প্রদায়ের জন্য বাণী আছে, যারা ইবাদত করে।

১০৭। আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করি নি।

১০৮। বল ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের (ইলাহ) উপাস্যই একমাত্র উপাস্য, সুতরাং তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হয়ে যাও।

১০৯। তবে ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বলো—আমি তোমাদের যথাযথভাবে সতর্ক করে দিয়েছি, এবং আমি জানি না, তোমাদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা আসন্ন বা দূরবর্তী।

১১০। তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত এবং যা তোমরা গোপন কর।

১১১। আমি জানি না ইহাই (অবকাশ) যে তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবন ভোগ কিছু কালের জন্য।

১১২। সে বলে—হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিও। আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ,—সে বিষয়ে তিনিই একমাত্র সাহায্য স্থান।

হজ্—ধর্ম-ক্রিয়া অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ১০ আয়াত ৭৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে মানুষ, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

২। যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করবে সে-দিন দেখতে পাবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে, মানুষ দেখবে মাতাল-সদৃশ, যদিও ওরা নেশাগ্রস্ত নহে, বস্তুতঃ আল্লার শাস্তি কঠিন।

৩। মানুষের মধ্যে এরূপও আছে, যে—কোন জ্ঞান ব্যতীত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে এবং তারা অবাধ্যচারী শয়তানদেরই অনুসরণ করে থাকে।

৪। শয়তান সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে; যে-কেহ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাঁকে পথ-ভ্রষ্ট করবে এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে।

৫। হে মানুষ, পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও, (তবে চিন্তা কর) আমি তোমাদের মাটী হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংস পিণ্ড হতে। যেন আমি তোমাদের সুবিদিত করি। আমি যা ইচ্ছা করি,—তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি,—যেন তোমরা স্বীয় যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটে, এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে জরাগ্রস্ত করা হয়, যার ফলে ওরা যা জানত সে সম্বন্ধে ওরা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখ, অতঃপর ওতে আমি বারি বর্ষণ করলে উহা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়, এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার মনোরম তরুলতা।

৬। ইহাই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৭। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নাই, এবং কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

৮। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান গ্রন্থ।

৯। সে দম্ভভরে বিতণ্ডা করে লোকদের আল্লার পথ হতে ভ্রষ্ট করবার জন্য। তার জন্য ইহলোকে লাঞ্ছনা আছে, এবং কিয়ামত দিনে আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদ করাব।

১০। (সেদিন তাকে বলা হবে) ইহা তোমার কৃতকর্মেরই ফল, কারণ আল্লাহ দাসদের প্রতি জুলুম করেন না।

॥ রুকু ২ ॥

১১। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লার উপাসনা করে দ্বিধার সাথে ; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার মুখের উপর (পূবাবস্থায়) ফিরে যায়। সে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১২। ওরা আল্লার পরিবতে এমন কিছুকে ডাকে যা ওদের কোন অপকার কবতে পাবে না, উপকারও করতে পারে না। ইহাই চরম বিভ্রান্তি।

১৩। ওরা এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতিই ওর উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর।

১৪। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন। যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

১৫। যে-কেহ মনে করে, আল্লাহ তাকে (রসুলকে) ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করবেন না, সে যেন আকাশের দিকে (গৃহের ছাদে) রশি ঝুলিয়ে দেয়, পরে সে যেন উহা কর্তন করে (নিজেকে ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন করে) ; অতঃপর সে দেখুক তার প্রক্রিয়া তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা !

১৬। এইরূপে আমি একে (কোরাণ) প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী-রূপে অবতীর্ণ করেছি, এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

১৭। যারা বিশ্বাস করেছে, এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবেইন, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা অংশীবাদী হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

১৮। তুমি কি দেখ না যে, আসমান ও জমিনে যা আছে, এবং সূর্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী এবং পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজী ও জীবজন্তু এবং মানবমণ্ডলীর অধিকাংশই আল্লাকে তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করে, এবং ওদের অনেকেরই প্রতি শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেহ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

১৯। এই দুইটি বিরোধী দল, এরা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য আগুনের পোষাক প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে।

২০। যাতে ওদের চামড়া এবং ওদের উদরে যা আছে, তা গলে যাবে।

২১। এবং ওদের জন্য লৌহদণ্ড থাকবে।

২২। যখনই তারা যন্ত্রণা-কাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চা'বে, তখনই তাদের ওতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, (ওদের বলা হবে) আস্বাদ কর দহন-যন্ত্রণা।

॥ রুকু ৩ ॥

২৩। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের জান্নাতে দাখেল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তাদের স্বর্ণ ও মুক্তার কঙ্কন দ্বারা শোভিত করা হবে, এবং সেথায় তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

২৪। এবং তারা পবিত্র বাক্যের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তারা পরিচালিত হবে প্রশংসিত (আল্লার) পথে।

২৫। যারা সীমালঙ্ঘন করে ও মানুষকে আল্লার পথে বাধা দেয়, এবং যে মসজেদুল হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি, তা হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাদের আমি মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব, ও যে সীমালঙ্ঘন করে মসজেদুল হারামে পাপ কাজ করতে ইচ্ছা করে—তাকেও।

॥ রুকু ৪ ॥

২৬। (স্মরণ কর) যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য কাবাগৃহের স্থান স্থির করে দিয়েছিলাম, (তখন বলেছিলাম) আমার সাথে কোন শরিক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে (প্রদক্ষিণকারীদের জন্য ও নামাজে দণ্ডায়মানগণের জন্য) এবং রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য।

২৭। এবং মানুষের মধ্যে হজ সম্পর্কে ঘোষণা করে দাও—ওরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।

২৮। যেন তারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয়, এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে স্মরণ করে আল্লার নাম, তিনি ওদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন পালিত পশু-সমূহ হতে—তার জবেহ কালে, তোমরা উহা হতে আহার কর, দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।

২৯। অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে, এবং তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে সেই প্রাচীনতম গৃহ (কাবা)।

৩০। ইহাই বিধান এবং কেহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য ইহাই উত্তম। তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অন্যান্য পালিত পশু তোমাদের জন্য বৈধ হয়েছে, সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং মিথ্যা কথা বর্জন কর।

৩১। আল্লার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসীগণ তৎসহ অংশীস্থাপনকারী নহে ; এবং যে আল্লার সাথে অংশীস্থাপন করে তবে সে আকাশ হতে পতিত হয়, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।

৩২। এই রূপে—যে আল্লার স্মৃতি চিহ্নের সম্মান করে, তবে নিশ্চয় উহা আন্তরিক সংযমেরই অন্তর্গত।

৩৩। এই সমস্ত গৃহ-পালিত পশুতে এক নির্দিষ্টকালের জন্য তোমাদের জন্য উপকার আছে, অতঃপর ওদের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট (কাবা)।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৪। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য (কুরবানীর) ধর্মানুষ্ঠান নির্দ্ধারণ করে দিয়েছি, তিনি পালিত পশু হতে তাদের যা দান করেছেন, তাহা হতে যেন তারা আল্লার পথে দান করে ; বস্তুত সেই আল্লাই একমাত্র তোমাদের উপাস্য, অতএব তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর। এবং বিনীতগণকে সুসংবাদ দাও ;

৩৫। আল্লার নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয়—যারা তাদের বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, এবং নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দান করেছি,—তা হতে দান করে।

৩৬। আমি উষ্ট্রকে আল্লার নিদর্শন-স্বরূপ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি, তোমাদের জন্য ওতে কল্যাণ আছে, সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওর উপর (জবেহকালে) তোমরা আল্লার নাম লও, যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা উহা হতে আহার কর, এবং আহার করাও যে প্রার্থী নহে তাকে, এবং প্রার্থীকে ; এইভাবে আমি ওদের তোমাদের অধীন করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৩৭। আল্লার নিকট ওদের মাংস ও রক্ত পৌঁছায় না, বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা তাঁর নিকট পৌঁছায়, এইরূপে তিনি ওদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, এই জন্য যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন, সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মশীলদের।

৩৮। আল্লাহ রক্ষা করেন বিশ্বাসীদের, তিনি বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৯। যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম।

৪০। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বের করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে—আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত—খৃষ্টান-বৈরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লার নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁর উদ্দেশ্যে (দ্বীনকে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

৪১। আমি এদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দিবে, এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে, সকল কাজের পরিণাম আল্লার এখতিয়ারে।

৪২। এবং লোকে যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে ওদের পূর্বে তো নূহ, আদ্ এবং সমুদের সম্প্রদায়।

৪৩। ইব্রাহীম ও লুতের সম্প্রদায়।

৪৪। মাদায়েনবাসীরা তাদের নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। আমি অবিশ্বাসীদের অবকাশ দিয়েছিলাম ও পরে তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি।

৪৫। আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ—যাদের বাসিন্দারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী, এই সব জনপদ-ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল, এবং কত সুদৃঢ় প্রাসাদ জনমানব শূন্য হয়েছে।

৪৬। তবে কি তারা পৃথিবীর মধ্যে পরিভ্রমণ করে নাই? অনন্তর তাদের কি অন্তরসমূহ আছে যে উহা শ্রবণ করে? কিন্তু তাদের চোখ নিশ্চয়ই অন্ধ হয় নাই। বরং তাদের বক্ষের মধ্যে যে অন্তরসমূহ আছে, তাহাই অন্ধ হয়েছে।

৪৭। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান।

৪৮। আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি,—যখন ওরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী, অতঃপর ওদের শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

॥ রুকু ৭ ॥

৪৯। বল—হে মানববৃন্দ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫০। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা আছে।

৫১। যারা প্রবল হবার উদ্দেশ্যে আমার (নিদর্শনাবলী) আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

৫২। আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি,—তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে শয়তান তখনই তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

৫৩। ইহা এই জন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে, তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন—তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে; যারা পাষাণ হৃদয়। সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে আছে।

৫৪। এবং ইহা এই জন্য যে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর তারা যেন ওতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়, যারা বিশ্বাসী আল্লাহ অবশ্যই তাদের সরলপথে পরিচালিত করেন।

৫৫। অবিশ্বাসীরা ওতে সন্দেহ পোষণ হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না ওদের নিকট আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়বে, অথবা এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি এসে পড়ে।

৫৬। সেই দিন আল্লারই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে তিনিই ওদের বিচার করবেন, সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা সুখসম্পদ-কাননে অবস্থান করবে।

৫৭। যারা অবিশ্বাস করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৮। যারা আল্লার পথে দেশ ত্যাগ করেছে, তৎপর নিহত অথবা মৃত্যু বরণ করেছে ; তাদের আল্লাহ উৎকৃষ্ট জীবিকাদান করবেন ; এবং আল্লাহ—তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা।

৫৯। তিনি অবশ্যই তাদের এমন স্থানে দাখিল করবেন, যা তারা পছন্দ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী সহিষ্ণু।

৬০। ইহাই হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করলেও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল।

৬১। উহা এই জন্য যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে পরিণত করেন, এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন, আল্লাহ শ্রবণকারী পরিদর্শক।

৬২। এই জন্য ওযে আল্লাহ তিনিই সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে উহা তো মিথ্যা, যেহেতু আল্লাহ সমুন্নত মহান।

৬৩। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হতে, যাতে ধরণী সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সতর্ক।

৬৪। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাসম্পদশালী সুপ্রশংসিত।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৫। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তৎসমুদয়কে এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর, তার অনুমতি ব্যতীত ; নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল দয়াময়।

৬৬। এবং তিনি তো তোমাদের জীবন দান করেছেন ; অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদের জীবন দান করবেন, নিশ্চয় মানুষ অবিশ্বাসী (অকৃতজ্ঞ)।

৬৭। আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করে দিয়েছি,—যা তারা পালন করেন, সুতরাং ওরা যেন তোমার সাথে এই ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদের তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথেই আছ।

৬৮। যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলো—তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

৬৯। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দেবেন।

৭০। তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা অবগত। এ সবই এক কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে, ইহা আল্লার নিকট সহজ।

৭১। ওরা আল্লাকে ত্যাগ করে উহারই উপাসনা করে, যে বিষয়ে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ হয় নি, এবং যে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানও নাই ; এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

৭২। এবং ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে। কেহ ওদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করলে ওরা তার প্রতি মারমুখো হয়ে ওঠে। বল—তবে কি আমি তোমাদের ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব ?—ইহা আগুন। এ বিষয়ে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিয়েছেন, এবং ইহা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল !

॥ রুকু ১০ ॥

৭৩। হে মানববৃন্দ ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লার পরিবর্তে যাদের ডাক, তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না—এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও। এবং মাছি যদি কিছু নিয়ে চলে যায় তাদের নিকট হতে, ইহাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থী ও প্রার্থনাপূরণকারী উভয়ই শক্তিহীন।

৭৪। ওরা আল্লাকে যথোচিত সম্মান করে না, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান পরাক্রমশালী।

৭৫। আল্লাহ ফেরেশ্তা ও মানুষের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক, আল্লাহ সর্বশ্রোতা দ্রষ্টা।

৭৬। ওদের (মানুষের) সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন, এবং সমস্ত কিছু আল্লার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭৭। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত্ (উপাসনা) কর, ও সৎকাজ কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

৭৮। এবং সংগ্রাম কর আল্লার পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত, তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কোন বিধান দেন নাই—তোমাদের দ্বীনে। এই দ্বীন তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দ্বীনের অনুরূপ। আল্লাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন—'মুসলীম', এবং এই কেতাবেও করেছেন ; যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়, এবং তোমরাও সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও, এবং আল্লাকে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্য-কারী তিনি।

মোমেনুন—বিশ্বাসীবৃন্দ অবতীর্ণ—মক্কায়

রুকু ৬ আয়াত ১১৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে।

২। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাজে।

৩। যারা অসত্য (ক্রিয়া-কলাপ) হতে বিরত থাকে।

৪। যারা যাকাত দান করে।

৫। যারা নিজেদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে।

৬। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না।

৭। এবং কেহ এদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।

৮। এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

৯। এবং যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান।

১০। তারাই হবে অধিকারী।

১১। তারাই অধিকারী হবে ফেরদাউসের (জান্নাতের উত্তম-অংশ), যাতে ওরা স্থায়ী হবে।

১২। নিশ্চয় আমি মানুষকে মৃত্তিকার উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি।

১৩। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ স্থানে স্থাপন করি।

১৪। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি, এবং মাংস-পিণ্ডকে অস্থি-পঞ্জরে, অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই। অবশেষে আমি ওকে চরম সৃষ্টিতে পরিণত করি, অতএব ধন্য সেই আল্লাহ, যিনি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা।

১৫। এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে।

১৬। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

১৭। আমি তো তোমাদের উপর সপ্ত-স্তর (আকাশ) সৃষ্টি করেছি, এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নই।

১৮। আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি ; আমি ওকে অপসারিত করতেও সক্ষম।

১৯। অতঃপর আমি ওর দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জু র ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি, এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল ; আর উহা হতে তোমরা আহার করে থাক।

২০। এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন হয়।

২১। এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে—গৃহপালিত পশুতে। তোমাদের আমি পান করাই ওদের উদরে যা আছে তা হতে, এবং ওতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা আছে, এবং উহা হতে তোমরা (মাংসও) ভক্ষণ করে থাক।

২২। এবং ওদের (উষ্ট্রের) উপর ও নৌকাসমূহের উপর তোমরা আরোহণ করে থাক।

॥ রুকু ২ ॥

২৩। নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লার উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?

২৪। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ—যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা (লোকদের) বলল—এ তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, এ তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে ইচ্ছা করে, এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ফেরেশতাবৃন্দ অবতীর্ণ করতেন। আমরা তো আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের নিকট ইহা শ্রবণ করি নি !

২৫। এ তো এক উন্মাদ, সুতরাং এর বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা কর।

২৬। নূহ বলেছিল—হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সাহায্য কর, কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

২৭। অতঃপর আমি তার নিকট প্রত্যাদেশ করলাম—তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও (ভূপৃষ্ঠ) প্লাবিত হবে, তখন প্রত্যেক জীবের এক জোড়া উঠিয়ে নাও, এবং তোমার পরিজনকে, তাদের মধ্য হতে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাদের ব্যতীত। এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা নিমজ্জিত হবে।

২৮। যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বলো—সমস্ত প্রশংসা আল্লারই, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালেম সম্প্রদায় হতে।

২৯। আরো বলো— হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে দাও যাহা কল্যাণকর হবে ; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।

৩০। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী আছে, আমি নিশ্চয়ই পরীক্ষাকারী ছিলাম।

৩১। পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম ;

৩২। তৎপর আমি তাদেরই মধ্য হতে একজনকে তাদের নিকট রসুল প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লার উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই, তবুও কি তোমরা সংযত হবে না।

॥ রুকু ৩ ॥

৩৩। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল,—ও পরলোকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছিল, এবং যাদের আমি পার্থিব জীবনে সুখ-সম্পদ দান করেছিলাম, তারা বলেছিল—এতো তোমাদের ন্যায় মানুষ ব্যতীত নয়, তোমরা যা আহার কর, সেও তো তাই আহার করে, এবং তোমরা যা পান কর, সেও তো তাই পান করে।

৩৪। এবং যদি তোমরা তোমাদের মত একজনের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৫। সে কি তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে তোমাদের মৃত্যু হলে ও তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে ?

৩৬। তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা কদাচ ঘটবে না, কদাচ ঘটবে না।

৩৭। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।

৩৮। সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।

৩৯। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সাহায্য কর, কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।

৪০। আল্লাহ বললেন—অচিরেই ওরা অনুতপ্ত হবে

৪১। অতঃপর সত্য সত্যই এক মহানাদ ওদের আঘাত করল এবং আমি ওদের তরংগ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

৪২। অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।

৪৩। কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে তরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিত করতেও পারে না।

৪৪। অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসুল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তার রসুল এসেছে, তখনই ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, অতঃপর আমি ওদের একের পর একে পশ্চাতে প্রেরণ (ধ্বংস) করলাম। আমি ওদের কাহিনী-স্বরূপ করেছি, সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা।

৪৫। অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভ্রাতা হারুণকে পাঠিয়েছিলাম—

৪৬। ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট, কিন্তু ওরা অহংকার করল, ওরা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

৪৭। ওরা বলল আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব, যারা আমাদেরই মত ? এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে ?

৪৮। অতঃপর ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল—এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হলো।

৪৯। আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম—যাতে ওরা সৎপথ পায়।

৫০। আমি মরিয়ম-নন্দন ও তার জননীকে এক নিদর্শন করেছিলাম, তাদের এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম।

॥ রুকু ৪ ॥

৫১। হে রসুলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে ভক্ষণ কর, এবং সৎকাজ কর, নিশ্চয় তোমরা যা করছ, সে বিষয়ে আমি অভিজ্ঞ।

৫২। এবং তোমাদের এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি, এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব আমাকে ভয় কর।

৫৩। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যধারাকে (দ্বীনকে) বহুধা বিভক্ত করেছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লয়ে সন্তুষ্ট।

৫৪। সুতরাং ওদের কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।

৫৫। ওরা কি মনে করে যে আমি ওদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিই বলে তাদের জন্য—

৫৬। সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করব ? না ওরা বোঝে না।

৫৭। যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত,

৫৮। যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে।

৫৯। যারা তাদের প্রতিপালকের শরিক করে না।

৬০। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে দান করে।

৬১। তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ, এবং তারা ওতে অগ্রগামী হয়।

৬২। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত ক্লেশ দিই না, এবং আমার নিকট আছে এক কেতাব যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয় এবং ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

৬৩। না, এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া আরো (মন্দ) কাজ আছে, যা ওরা করে থাকে।

৬৪। আমি যখন ওদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের শাস্তি দ্বারা আঘাত করি, তখনই ওরা আর্তনাদ করে ওঠে।

৬৫। আজ আর্তনাদ করো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না।

৬৬। আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হতো, কিন্তু তোমরা সরে পড়তে ;

৬৭। দম্ভভরে, এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে করতে।

৬৮। তবে কি ওরা এই বাণী-বিষয়ে চিন্তা করে না ? না ওদের নিকট এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট আসে নি ?

৬৯। অথবা ওরা কি ওদের রসুলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে ?

৭০। অথবা ওরা কি বলে যে, সে উন্মাদ ? না, সে ওদের নিকট সত্য এনেছে এবং ওদের অধিকাংশই সত্যকে পছন্দ করে না।

৭১। সত্য যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে আমি ওদের উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৭২। অথবা তুমি কি ওদের নিকট কোন প্রতিদান চাও ? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

৭৩। তুমি তো ওদের সরল পথে আহ্বান করছ।

৭৪। যারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত।

৭৫। আমি ওদের দয়া করলেও এবং ওদের দৈন্য-দুঃখ দূর করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তির ন্যায় ঘুরতে থাকবে।

৭৬। আমি ওদের শাস্তির দ্বারা আঘাত করলাম, কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি নত হলো না এবং কাতর প্রার্থনাও করল না।

৭৭। যখন আমি ওদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিই তখনই ওরা এতে হতাশ হয়ে পড়ে।

।। রুকু ৫ ।।

৭৮। তিনিই তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন, তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

৭৯। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশ বিস্তার করেছেন। এবং তোমাদের তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে।

৮০। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই বিধানে দিন ও রাতের আবর্তন ঘটে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না।

৮১। এ সত্ত্বেও, ওরা ওদের পূর্ববর্তীগণের মত বলে—।

৮২। ওরা বলে, আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো ?

৮৩। আমাদের তো এই বিষয়েই ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্ব পুরুষগণকেও। এ তো সেকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নহে।

৮৪। জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা জান তবে বল.—এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কাহার ?

৮৫। ওরা বলবে—আল্লার। বল—তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ?

৮৬। জিজ্ঞাসা কর,—কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি ?

৮৭। ওরা বলবে আল্লাহ। বল—তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?

৮৮। জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বল,—সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন, এবং যাঁর উপর রক্ষক নাই।

৮৯। ওরা বলবে—আল্লার। বল—তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ ?

৯০। আমি তো ওদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি, কিন্তু ওরা তো মিথ্যাবাদী।

৯১। আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁর সাথে কোন উপাস্য নাই। যদি থাকত, তবে

প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত, এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত। ওরা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র।

৯২। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, ওরা যাকে শরিক করে তিনি তাঁর উর্ধ্বে।

॥ রুকু ৬ ॥

৯৩। বল—হে আমার প্রতিপালক। যে বিষয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, তুমি যদি তা আমাকে দেখাতে চাও।

৯৪। তবে হে আমার প্রতিপালক। তুমি আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

৯৫। আমি তাদের যে বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করছি, আমি তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

৯৬। মন্দের মোকাবিলা কর উত্তমদ্বারা; ওরা যা বলে আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৯৭। বল,—হে আমার প্রতিপালক। আমি শয়তানের প্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

৯৮। হে আমার প্রতিপালক! আমি ওদের উপস্থিতিতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

৯৯। যখন ওদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠাও।

১০০। যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি পূর্বে করি নি। না এ হবার নয়। এতো আর একটি উক্তিমাত্র। ওদের সামনে যবনিকা থাকবে কিয়ামত দিন পর্যন্ত।

১০১। যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, এবং একে অপরের খোঁজ-খবরও নিবে না।

১০২। এবং যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম।

১০৩। এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে, ওরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

১০৪। অগ্নি ওদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং ওদের মুখমণ্ডল হবে বীভৎস।

১০৫। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত আবৃত্ত করা হয় নি? তোমরা তো সে সব অস্বীকার করেছিলে।

১০৬। ওরা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক। দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল, আমরা ছিলাম এক এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।

১০৭। হে আমাদের প্রতিপালক। এই অগ্নি হতে আমাদের উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হবো।

১০৮। আল্লাহ বলবেন—তোরা হীন অবস্থায় ওখানেই থাক, এবং আমার সাথে কোন কথা বলিস না।

১০৯। আমার দাসদের মধ্যে একদল ছিল, যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

১১০। কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা হাসি ঠাট্টা করতে এ তো বেশী মশগুল ছিলে যে, ও তোমাদের আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।

১১১। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই সফলকাম হলো।

১১২। আল্লাহ বলবেন—তোমরা পৃথিবীতে ক'বছর অবস্থান করেছিলে?

১১৩। ওরা বলবে—আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন।

১১৪। তিনি বলবেন—তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে!

১১৫। তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?

১১৬। মহিমান্বিত আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

১১৭। যে ব্যক্তি আল্লার সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যার নিকট এ বিষয়ে কোন সনদ নাই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না।

১১৮। বল—হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা কর, দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সূরা ২৪

নূর—আলো　　　অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৯　　আয়াত ৬৪

১। ইহা একটি সূরা, যা অবতীর্ণ করেছি, এবং যা 'ফরজ' (অবশ্য পালনীয়) করে দিয়েছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা সতর্ক হও।

২। ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী—ওদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর ; আল্লার বিধান কার্য্যকরী করতে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও, বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

৩। ব্যাভিচারী কেবল ব্যাভিচারিণী অথবা অংশীবাদিণীকেই বিয়ে করবে এবং ব্যাভিচারিণী—তাকে কেবল ব্যাভিচারী অথবা অংশীবাদীই বিয়ে করবে, বিশ্বাসীদের জন্য এদের বিয়ে করা অবৈধ।

৪। যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চার সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি কশাঘাত করবে, এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই সত্যত্যাগী।

৫। তবে যদি এর পর ওরা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে—তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৬। এবং যারা নিজদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লার নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।

৭। এবং পঞ্চম বার বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লার অভিশাপ।

৮। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লার নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।

৯। এবং পঞ্চমবার বলে—তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লার ক্রোধ।

১০। তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় না হলে (তোমাদের কেহই রক্ষা পেত না)।

॥ রুকু ২ ॥

১১। যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল, এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কর না, বরং ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল, এবং ওদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

১২। এই কথা শুনবার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ-ধারণা করে নাই এবং বলে নাই—ইহা তো নির্জলা অপবাদ।

১৩। তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তারা আল্লার বিধানে মিথ্যাবাদী।

১৪। ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত।

১৫। যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না, এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লার দৃষ্টিতে ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।

১৬। এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ পবিত্র মহান, ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ।

১৭। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে কখনও এইরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

১৮। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়।

১৯। যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি আছে, এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

২০। তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ স্নেহশীল ও পরম দয়ালু না হলে (তোমাদের কেহই রক্ষা পেত না)।

।। রুকু ৩ ।।

২১। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়, আল্লার অনুগ্রহ না থাকলে তোমরা কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে ও আল্লার রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদের ক্ষমা করে, এবং ওদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

২৩। যারা সতী-সাধ্বী অপাপবিদ্ধা (নিরীহ) ও বিশ্বাসী-নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি আছে।

২৪। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা, তাদের হস্ত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

২৫। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে—আল্লাই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।

২৬। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য, সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য; এদের সম্বন্ধে লোকে যা বলে এরা তা হতে পবিত্র। এদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা আছে।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদের সালাম না করে প্রবেশ করো না, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও।

২৮। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তা হলে তোমাদের যতক্ষণ অনুমতি দেওয়া না হয় ততক্ষণ উহাতে প্রবেশ করো না, যদি তোমাদের বলে ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

২৯। যে গৃহে কেহ বাস করে না, তাতে তোমাদের জন্য উপকার থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নাই, এবং আল্লাহ জানেন—তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তোমরা যা গোপন কর।

৩০। বিশ্বাসীদের বল—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে, এবং তাদের যৌন-অঙ্গের হেফাজত করে; ইহাই তাদের জন্য উত্তম, ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।

৩১। বিশ্বাসী নারীদের বলো—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন-অঙ্গের হেফাজত করে, এবং যা স্বতঃ প্রকাশিত হয়, তা ছাড়া তারা যেন স্বীয় বেশ-বিন্যাস প্রদর্শন না করে ও তারা যেন স্ব-স্ব বক্ষ-সমূহের উপর আবরণী স্থাপন করে; তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নি-পুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৩২। তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (নরনারী), তাদের বিয়ে সম্পাদন কর, এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ—তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩৩। যাদের বিয়ের সামর্থ নাই; আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযমতা অবলম্বন করে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে কেহ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান ওদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা ওদের দান করবে, তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদের ব্যাভিচারিণী হতে বাধ্য করো না। তবে কেহ যদি তাদের বাধ্য করে (ঐ নোংরা জীবনে), তবে তাদের বাধ্য হওয়ার পর (নিরুপায় অবস্থায়) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৩৪। আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি, এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি—তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও সংযমীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৫। আল্লাহ আসমান ও জমিনের আলো, তাঁর আলোর উপমা—তাকের মধ্যে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের মধ্যে অবস্থিত, কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ ইহা প্রজ্জ্বলিত হয় (তেল হতে) পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের, যা প্রাচ্যেরও নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি সংযোগ না করলেও মনে হয় ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে ; আলোর উপর আলো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁর আলোর দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৩৬। আল্লাহ তাঁর নাম স্মরণ করবার জন্য যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন, সেথায় সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৩৭। সেই সব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লার স্মরণ হতে এবং নামাজ কায়েম ও যাকাত দান হতে বিরত রাখতে পারে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে।

৩৮। (তারা সৎকাজ করে) যাতে তারা—যে সৎকাজ করে তজ্জন্য আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কার দেন। এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৩৯। যারা অবিশ্বাস করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসম, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে উহা কিছুই নহে। এবং সে সেথায় আল্লাকে পাবে। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৪০। অথবা ওদের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যার ঊর্দ্ধদেশে ঘন মেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, হাত বের করলে তা একেবারেই দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোনই আলো নাই।

॥ রুকু ৬ ॥

৪১। তুমি কি দেখ না যে, আসমান ও জমিনে যারা (পশুকুল) আছে, এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? সকলেই তাদের প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। এবং ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।

৪২। আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লারই, এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন।

৪৩। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাদের একত্রিত করেন। এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখতে পাও—অতঃপর উহা হতে বারি ধারা নির্গত হয়। আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি শীলা বর্ষণ করেন, এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

৪৪। আল্লাহ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য শিক্ষা আছে।

৪৫। আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, ওদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক পায়ে চলে, কতক চার পায়ে চলে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।

৪৬। আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করান।

৪৭। ওরা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রসুলে বিশ্বাসী এবং আমরা আনুগত্য করি, কিন্তু এর পর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুত ওরা বিশ্বাসী নহে।

৪৮। ওদেরকে ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করলে ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৯। সিদ্ধান্ত ওদের সপক্ষে হবে মনে করলে ওরা বিনীতভাবে রসুলের নিকট ছুটে আসে।

৫০। ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ওদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং ওরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।

॥ রুকু ৭ ॥

৫১। যখন বিশ্বাসীদের তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এই কথাই বলে—আমরা শুনলাম ও মানলাম। ওরাই সফলকাম।

৫২। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে, ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই সফলকাম।

৫৩। ওরা দৃঢ়ভাবে আল্লার শপথ করে বলে যে, তুমি ওদের আদেশ করলেই ওরা জিহাদের জন্য বের হবেই, তুমি বল—শপথ করো না, তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে! তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৫৪। বল—আল্লার আনুগত্য কর, এবং রসুলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার (রসুল) উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী, এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী, এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রসুলের কাজ তো কেবল সুষ্ঠভাবে জানিয়ে দেওয়া।

৫৫। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন—তাদের পূর্ববর্তীদের, এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, এবং তাদের ভয় ও ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরিক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।

৫৬। নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও, এবং রসুলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।

৫৭। তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না, ওদের আশ্রয়স্থল অগ্নি, নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৮। হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়োপ্রাপ্ত হয় নাই, তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময় অনুমতি গ্রহণ করে,—ফজরের (প্রভাত) নামাজের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে—যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর, এবং এশার (রাত্রি) নামাজের পর। এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়।

৫৯। তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়।

৬০। বৃদ্ধানারী যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নাই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তবে ইহা হতে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬১। অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষনীয় নহে আহার করা তোমাদের (সন্তানদের) গৃহে, অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে, অথবা সেই সব গৃহে—যার চাবি আছে তোমাদের হাতে, অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে, তোমরা একত্রে আহার কর, অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নাই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে—ইহা আল্লার নিকট হবে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এইভাবে আল্লা তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন—যাতে তোমরা বুঝতে পার।

॥ রুকু ৯ ॥

৬২। তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে এবং রসুলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না, যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে। তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে যাবার জন্য অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও, এবং তাদের জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৬৩। রসুলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য করো না, তোমাদের মধ্যে যারা চুপে চুপে সরে পড়ে, আল্লাহ তাদের জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদের গ্রাস করবে।

৬৪। জেনে রেখো, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা আল্লারই, তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদের জানিয়ে দিবেন—তারা যা করত, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

ফোরকান—প্রভেদকারী অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৬ আয়াত ৭৭

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। কত মহান তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফোরকান (কোরাণ) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ব-জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।

২। আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি ; সার্বভৌমিকত্বে তাঁর কোন অংশী নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন।

৩। তবুও তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না, এবং জীবন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

৪। অবিশ্বাসীরা বলে—ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই না। যা সে (মহম্মদ) উদ্ভাবন করেছে, অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে, ওরা তো অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যা বলে।

৫। ওরা বলে—এইগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখে নিয়েছে, এইগুলো সকাল সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।

৬। বল—ইহা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন—যিনি আসমান ও জমিনের সমুদয় রহস্য অবগত আছেন ; তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।

৭। ওরা বলে—এ কেমন রসুল, যে আহার করে, এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে, তার নিকট কেন কোন ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করা হল না, যে তার সঙ্গে সতর্কবারীরূপে থাকত।

৮। তাকে ধন ভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন, অথবা তার একটি বাগান নাই কেন ? যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে। সীমালঙ্ঘনকারীরা আরো বলে—তোমরা তো এক যাদু গ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।

৯। লক্ষ্য কর—তারা তোমার জন্য কিরূপ উপমা দেয়, ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, ওরা পথ পাবে না।

॥ রুকু ২ ॥

১০। কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু—উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

১১। কিন্তু ওরা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, এবং যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জলন্ত অগ্নি।

১২। দূর হতে অগ্নি যখন ওদের দেখবে, তখন ওরা শুনতে পাবে—এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার ;

১৩। এবং যখন ওদের হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওর কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন ওরা তথায় ধ্বংস কামনা করবে।

১৪। আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাক।

১৫। ওদের জিজ্ঞাসা কর, ইহাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত,—যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—সংযমীগণকে, ইহাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।

১৬। সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে, এবং স্থায়ী হবে, এই প্রতিশ্রুতি পালন তোমার প্রতি-পালকেরই দায়িত্ব।

১৭। এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন অংশীবাদীদের এবং ওরা আল্লার পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদের, সেদিন তিনি ওদের উপাস্যগুলিকে জিজ্ঞাসা করবেন—তোমরাই কি আমার এই দাসদের বিভ্রান্ত করেছিলে, না ওরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল ?

১৮। ওরা বলবে—পবিত্র ও মহান তুমি, তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না ; তুমিই তো এদেব ও এদের পূর্বপুরুষদের ভোগসম্ভার দিয়েছিলে, পরিণামে ওরা তোমাকে বিস্মৃত হয়েছিল, এবং এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

১৯। তোমরা যা বলতে ওরা (উপাস্যগুলি) তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং তোমরা (শাস্তি) প্রতিরোধ করতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না তোমাদের মধ্যে যে সীমালঙ্ঘন করবে, তাকে আমি মহাশাস্তি আস্বাদন করাব।

২০। তোমার পূর্বে আমি যে সব রসুল প্রেরণ কবেছি, তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। (হে মানুষ !) আমি তোমাদের মধ্যে একেকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি ? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন।

পারা ১৯

॥ রুকু ৩ ॥

২১। যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তারা বলে—আমাদের নিকট ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন ? ওরা ওদের অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করে, এবং ওরা গুরুতররূপে সীমালঙ্ঘন করেছে।

২২। যেদিন ওরা ফেরেশ্তাদের প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং ওরা বলবে—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

২৩। আমি ওদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করে দেবো।

২৪। সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

২৫। যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেস্তাগণকে নামিয়ে দেওয়া হবে।

২৬। সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সেই দিন কঠিন হবে।

২৭। সেদিন অত্যাচারী নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে—হায়, আমি যদি রসুলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম।

২৮। হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে (শয়তানকে) বন্ধুরূপে না গ্রহণ করতাম।

২৯। আমার নিকট কোরাণ পৌঁছাবার পর সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগ করেই।

৩০। রসুল বলেন—হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কোরাণকে পরিত্যাজ্য মনে করে।

৩১। এইভাবেই আমি অপরাধীদের প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম, তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

৩২। অবিশ্বাসীরা বলে—সমগ্র কোরাণ তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ হল না কেন? ইহা আমি তোমার নিকট এইভাবেই অবতীর্ণ করেছি, এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি,—তোমার হৃদয়কে মজবুত করার জন্য।

৩৩। ওরা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলে আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।

৩৪। যাদের মুখে-ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে, ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট, এবং ওরাই পথভ্রষ্ট।

॥ রুকু ৪ ॥

৩৫। আমি মুসাকে কেতাব দিয়েছিলাম ও তার ভ্রাতা হারুণকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম।

৩৬। তারপর আমি বলেছিলাম—তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অসত্যারোপ করেছিল, অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিলাম।

৩৭। এবং নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল—তখন আমি ওদের নিমজ্জিত করলাম, এবং ওদের মানব জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করে রাখলাম, জালেমদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

৩৮। (আমি ধ্বংস করেছিলাম)—'আদ' সামুদ ও কূপ-সমূহের অধিবাসী (রসবাসী) এবং ওদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও।

৩৯। আমি ওদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করেছিলাম, এবং (অবাধ্যতার জন্য) ওদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

৪০। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল শাস্তি তবে কি ওরা প্রত্যক্ষ করে না ? বস্তুতঃ ওরা পুনরুত্থানের আশঙ্কা করে না।

৪১। ওরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল ঠাট্টা—বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে—এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রসুল করে পাঠিয়েছেন ?

৪২। সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিত, যদি না আমরা তাদের আনু-গত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকতাম, যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওরা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

৪৩। তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে ? তবুও কি তুমি তার জন্য অভিভাবক হবে ?

৪৪। তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে ? ওরা তো পশুর মতই, বরং ওরা আরো অধম।

॥ রুকু ৫ ॥

৪৫। তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন ? তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন , বরং তিনি সূর্যকে এর পথ-নির্দেশক করেছেন।

৪৬। তারপর ধীরে ধীরে আমি সেটাকে গুটিয়ে নিলাম।

৪৭। এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন—আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং কর্মের জন্য দিবস দিয়েছেন।

৪৮। তিনি স্বীয় করুণার পূর্বে সুসংবাদস্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন, এবং আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন।

৪৯। উহা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করবার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।

৫০। আমি ইহা ওদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে ওরা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

৫১। আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম।

৫২। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না, এবং তুমি কোরাণের সাহায্যে ওদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

৫৩। তিনি দুই সমুদ্রকে (একত্রে পাশাপাশি) প্রবাহিত করেছেন,—একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

৫৪। এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে ; অতঃপর তিনি মানব জাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

৫৫। ওরা আল্লার পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যা ওদের উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না, অবিশ্বাসীরাই স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী।

৫৬। আমি তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ব্যতীত প্রেরণ করি নি।

৫৭। বল—আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না ; তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

৫৮। তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চির জীবিত, যাঁর মৃত্যু নাই, এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁর দাসদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

৫৯। তিনি আসমান ও জমিন এবং উহাদের মধ্যে সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন! অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই পরম দয়ালু, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

৬০। যখন তাদের বলা হয়—পরম দয়ালুকে সেজদা (প্রণত) কর, তারা বলে—পরম দয়ালু আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সেজদা করব। এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

॥ রুকু ৬ ॥

৬১। কত মহান তিনি, যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন—রাশিচক্র, এবং ওতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

৬২। এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন। পরস্পরের অনুগামীরূপে।

৬৩। তারাই পরমদয়ালুর দাস যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে, এবং যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা জবাব দেয়—(প্রশান্তভাবে) শান্তি (সালাম)।

৬৪। এবং তারা রাত যাপন করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে।

৬৫। এবং তারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর, জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।

৬৬। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত নিকৃষ্ট।

৬৭। এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করে।

৬৮। এবং তারা আল্লার সাথে কোন উপাস্যকে শরিক করে না, আল্লা যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না, এবং ব্যাভিচার করে না, যারা এগুলো করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে।

৬৯। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে, এবং সেখানে ওরা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে।

৭০। তারা নহে, যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ ওদের পাপ পুণ্যের দ্বারা ক্ষয় করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৭১। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণ আল্লার অভিমুখী হয়।

৭২। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, এবং অসার কার্যকলাপের নিকটবর্তী হলে স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে উহা পরিহার করে চলে।

৭৩। যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না।

৭৪। যারা প্রার্থনা করে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর কর এবং আমাদের সংযমীগণের আদর্শস্বরূপ কর।

৭৫। তাদের প্রতিদানস্বরূপ দেওয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদের সেথায় অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে।

৭৬। সেথায় তারা স্থায়ী হবে, আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত উৎকৃষ্ট।

৭৭। বল—তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না। তোমরা দীনকে অস্বীকার করেছ, ফলে নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

শোয়ারা—কবিবৃন্দ অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ১১ আয়াত ২২৭

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। ত্বা, সীন, মিম,

২। এই গুলো স্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।

৩। ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়ত মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে।

৪। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে ওদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতে পারি ফলে ওরা ওর প্রতি নত হয়ে পড়বে।

৫। যখনই ওদের নিকট দয়াময়ের কোন নূতন উপদেশ আসে তখনই ওরা উহা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৬। ওরা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, সুতরাং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তার যথার্থতা অচিরেই জানতে পারবে।

৭। ওরা তো পৃথিবীর প্রতি দৃকপাত করে না, আমি ওতে কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্গত করেছি।

৮। নিশ্চয় ওতে আছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

৯। তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

॥ রুকু ২ ॥

১০। যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন,—তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও—

১১। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট, ওরা কি ভয় করে না?

১২। তখন সে বলেছিল—হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

১৩। আমার হৃদয় হতবল হয়ে পড়বে, আমার জিহ্বা তো জড়তাগ্রস্ত, সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও।

১৪। আমার বিরুদ্ধে তো ওদের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি ওরা আমাকে হত্যা করবে।

১৫। আল্লাহ বললেন—কখনও না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে (তারা কি বলে) শুনব।

১৬। অতএব তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল—আমরা তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল।

১৭। সুতরাং আমাদের সাথে যেতে দাও বনি-ইসরাইলকে।

১৮। ফেরাউন বলল—আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করি নাই—যখন তুমি শিশু ছিলে? এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটাও নাই?

১৯। তুমি তো অপরাধ যা করবার করেছ, তুমি (অকৃতজ্ঞ)।

২০। মূসা বলল—আমি তো ইহা করেছিলাম তখন, যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম।

২১। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, এবং আমাকে রসুল করেছেন।

২২। আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছ তা তো এই যে—তুমি বনি ইসরাইলকে দাসে পরিণত করেছ।

২৩। ফেরাউন বলল—বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কি ?

২৪। মূসা বলল—তিনি হচ্ছেন আসমান ও জমিন এবং ওদের মধ্যেবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

২৫। ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল—তোমরা শুনছ তো ?

২৬। মূসা বলল—তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক।

২৭। ফেরাউন বলল—তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসুলটি তো এক বদ্ধ পাগল।

২৮। মূসা বলল—তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে।

২৯। ফেরাউন বলল—তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।

৩০। মূসা বলল—আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনলেও ?

৩১। ফেরাউন বলল—তুমি যদি সত্যবাদী হও—তবে উহা উপস্থিত কর।

৩২। অতঃপর মূসা লাঠি নিক্ষেপ করল—তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হল।

৩৩। এবং মূসা হাত বের করল—আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

॥ রুকু ৩ ॥

৩৪। ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল—এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর।

৩৫। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে যাদুবলে বের করতে চায়। এখন তোমার কি করতে বল ?

৩৭। ওরা বলল—তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও, এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাও।

৩৭। যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।

৩৮। অতঃপর এক নির্দ্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হল।

৩৯। এবং লোকদের বলা হল—তোমরাও একত্রিত হও।

৪০। যেন ওরা বিজয়ী হলে আমরা ওদের সমর্থন করতে পারি।

৪১। যাদুকররা ফেরাউনের নিকট এসে বলল—আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো ?

৪২। ফেরাউন বলল—হাঁ, তখন তোমরা আমার পারিষদবর্গের শামিল হবে।

৪৩। মূসা ওদের বলল—তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।

৪৪। অতঃপর ওরা ওদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল, এবং ওরা বলল—ফেরাউনের এজ্জতের শপথ, আমরাই বিজয়ী হবো।

৪৫। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, সহসা উহা ওদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

৪৬। তখন যাদুকররা সেজদাবনত হল।

৪৭। এবং বলল—আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের প্রতি।

৪৮। যিনি মূসা ও হারুণের প্রতিপালক।

৪৯। ফেরাউন বলল—কী! আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা ওতে বিশ্বাস করলে? দেখছি—এতো তোমাদের প্রধানতম। এই-ই তো তোমাদের যাদুশিক্ষা দিয়েছে, শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব, এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।

৫০। ওরা বলল—কোন ক্ষতি নাই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

৫১। আমরা আশা করি যে আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন; কারণ আমরা বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী।

॥ রুকু ৪ ॥

৫২। আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম যে,—আমার দাসদের লয়ে রজনীযোগে বের হও, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

৫৩। অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল।

৫৪। এই বলে যে—বনি ইসরাইল তো একটি ক্ষুদ্র দল।

৫৫। ওরা তো তোমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে।

৫৬। এবং আমরা তো একদল, সদা সতর্ক।

৫৭। পরিণামে আমি ফেরাউন-গোষ্ঠীকে বের করলাম ওদের উদ্যানরাজী ও প্রস্রবন হতে;

৫৮। এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে।

৫৯। এইরূপই ঘটেছিল এবং বনি-ইসরাইলকে করেছিলাম এই সমুদয়ের মালিক।

৬০। ওরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল।

৬১। অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখল—তখন মূসার সঙ্গীরা বলল—আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

৬২। মূসা বলল—কিছুতেই নয়, আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন।

৬৩। অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তোমার যষ্ঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে উহা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।

৬৪। আমি সেথায় উপনীত করলাম অপর দলটিকে।

৬৫। এবং মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে উদ্ধার করলাম।

৬৬। তৎপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম।

৬৭। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

৬৮। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

॥ রুকু ৫ ॥

৬৯। ওদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

৭০। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—তোমরা কিসের ইবাদত কর ?

৭১। ওরা বলল—আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা উহাকেই ভক্তি করে থাকি।

৭২। সে বলল—তোমরা আহ্বান করলে ওরা কি শোনে ?

৭৩। অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার বা অপকার করতে পারে ?

৭৪। ওরা বলল—না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এইরূপই করতে দেখেছি।

৭৫। তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ, যার পূজা করছ ?

৭৬। তোমরা এবং যার পূজা করত তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা ?

৭৭। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তারা সকলেই আমার শত্রু।

৭৮। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করেন।

৭৯। তিনিই আমাকে আহার্য ও পানীয় দান করেন।

৮০। এবং রোগাক্রান্ত হলে, তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।

৮১। এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন।

৮২। এবং আশা করি তিনি কিয়ামতদিন আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করবেন।

৮৩। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর, ও সৎকর্মশীলদের সামিল কর।

৮৪। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর।

৮৫। এবং আমাকে সুখ-সম্পদপূর্ণ কাননের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

৮৬। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্ট।

৮৭। আমাকে পুনরুত্থান দিনে লাঞ্ছিত কর না।

৮৮। যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগবে না।

৮৯। (সে-দিন উপকৃত হবে সে) যে আল্লার নিকট বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।

৯০। সংযমীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।

৯১। পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নাম উন্মোচন করা হবে।

৯২। ওদের বলা হবে, তারা কোথায়—তোমরা যাদের ইবাদত করতে;

৯৩। আল্লার পরিবর্তে ? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে ? না, ওরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ?

৯৪। অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৯৫। এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও।

৯৬। ওরা সেথায় বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে।

৯৭। আল্লার শপথ; আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম।

৯৮। যখন আমরা তোমাদের বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।

৯৯। দুষ্কৃতকারীরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল।

১০০। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই।

১০১। এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নাই।

১০২। হায়! যদি আমরা একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তা হলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে (মরতাম) যেতাম।

১০৩। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নহে।

১০৪। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী দয়াময়।

॥ রুকু ৬ ॥

১০৫। নূহের সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।

১০৬। যখন ওদের ভাই নূহ ওদের বলল—তোমরা কি সাবধান হবে না?

১০৭। আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল।

১০৮। অতএব আল্লাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১০৯। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

১১০। সুতরাং আল্লাকে ভয় কর, এবং আমার আনুগত্য কর।

১১১। ওরা বলল—আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। যখন দেখেছি—ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে।

১১২। নূহ বলল—ওরা কি করত, তা আমি জানি না।

১১৩। ওদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ, যদি তোমরা বুঝতে।

১১৪। বিশ্বাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।

১১৫। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

১১৬। ওরা বলল—হে নূহ, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে।

১১৭। নূহ বলল—হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

১১৮। সুতরাং আমার ও ওদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও। এবং আমাকে ও আমার সাথে যে সব বিশ্বাসী আছে, তাদের রক্ষা কর।

১১৯। অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল, তাদের রক্ষা করলাম—বোঝাই নৌকায়।

১২০। তৎপর অবশিষ্ট লোককে নিমজ্জিত করলাম।

১২১। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১২২। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী দয়াময়।

॥ রুকু ৭ ॥

১২৩। আদ-সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।

১২৪। যখন ওদের ভ্রাতা হুদ ওদের বলল—তোমরা কি সাবধান হবে না?

১২৫। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল।

১২৬। অতএব আল্লাকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

১২৭। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতি-পালকের নিকটই আছে।

১২৮। তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করছ।

১২৯। তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে।

১৩০। আর যখন তোমরা আঘাত হান, তখন আঘাত হান নিষ্ঠুর ভাবে।

১৩১। তোমবা আল্লাকে ভয় কব, এবং আমার আনুগত্য কর।

১৩২। ভয় কর তাঁকে—যিনি তোমাদের দিয়েছেন সেই সমুদয়, যা তোমবা জান।

১৩৩। তিনি তোমাদের গৃহপালিত পশু ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন।

১৩৪। উদ্যান ও প্রস্রবন।

১৩৫। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তি আশঙ্কা করি।

১৩৬। ওরা বলল—তুমি উপদেশ দাও, আর নাই দাও, উভয়ই আমাদের নিকট সমান।

১৩৭। ইহা তো পূর্ববর্তীগণের আচরণ।

১৩৮। আমরা শাস্তি পাব না।

১৩৯। অতঃপর ওরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি ওদের ধ্বংস করলাম, এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।

১৪০। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পবাক্রমশালী, দয়াময়।

॥ রুকু ৮ ॥

১৪১। সামুদ সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।

১৪২। যখন ওদের ভ্রাতা সালেহ ওদের বলল—তোমরা কি সাবধান হবে না?

১৪৩। আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল।

১৪৪। অতএব আল্লাকে ভয় কর ও আমাব আনুগত্য কর।

১৪৫। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

১৪৬। তোমাদের কি পার্থিব ভোগ সম্পদের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে।

১৪৭। উদ্যানসমূহে ও প্রস্রবনে,

১৪৮। ও শস্যক্ষেত্রে এবং মঞ্জরিত খর্জুর বাগানে?

১৪৯। তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।

১৫০। তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৫১। অপব্যয়ীদের আদেশের অনুসরণ করো না।

১৫২। এরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।

১৫৩। ওরা বলল—তুমি তো যাদুগ্রস্ত।

১৫৪। তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও কোন একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।

১৫৫। সালেহ বলেছিল—এই এক উষ্ট্রী, নির্ধারিত দিনে একে একবার পানি পান করতে দিবে এবং তোমরাও একবার পান করবে।

১৫৬। এবং ওকে কষ্ট দিও না, অন্যথায় মহাদিবসের শাস্তি তোমাদের উপর পড়বে।

১৫৭। কিন্তু ওরা ওকে বধ করল, পরিণামে ওরা অনুতপ্ত হলো।

১৫৮। অতঃপর শাস্তি ওদের গ্রাস করল, এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১৫৯। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী দয়াময়।

॥ রুকু ৯ ॥

১৬০। লুতের সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।

১৬১। যখন ওদের ভ্রাতা লুত ওদের বলল—তোমরা কি সাবধান হবে না?

১৬২। আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল।

১৬৩। সুতরাং তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৬৪। আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

১৬৫। মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সাথেই উপগত (যৌন মিলিত) হও।

১৬৬। এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন—তাদের তোমরা বর্জন করে থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

১৬৭। ওরা বলল—হে লুত, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।

১৬৮। লুত বলল—আমি তো তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি।

১৬৯। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিজনবর্গকে ওরা যা করে তা হতে রক্ষা কর।

১৭০। অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারজন সকলকে রক্ষা করলাম।

১৭১। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৭২। অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম।

১৭৩। তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছিলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তাদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট।

১৭৪। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১৭৫। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, দয়াময়।

॥ রুকু ১০ ॥

১৭৬। বন-নিবাসীরা (শোয়াইব সম্প্রদায়) রসুলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।

১৭৭। যখন শোয়াইব ওদের বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না ?

১৭৮। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল।

১৭৯। সুতরাং আল্লাকে ভয় কর, ও আমার আনুগত্য কর।

১৮০। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকেরই নিকট আছে।

১৮১। মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে, যারা মাপে কম দেয় তাদের মত হয়ো না।

১৮২। এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

১৮৩। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।

১৮৪। এবং ভয় কর তাঁকে; যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের সৃষ্টি করেছেন;

১৮৫। ওরা বলল—তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৮৬। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি—তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

১৮৭। তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের একখণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।

১৮৮। সে বলল—আমার প্রতিপালক ভাল জানেন—তোমরা যা কর।

১৮৯। অতঃপর ওরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে ওদের মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করল। ইহা ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি।

১৯০। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১৯১। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী দয়াময়।

॥ রুকু ১১ ॥

১৯২। নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণ।

১৯৩। বিশ্বাসী আত্মা (জিবরাইল) ইহা অবতীর্ণ করেছে,

১৯৪। তোমরা অন্তরের উপর ; যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।

১৯৫। (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

১৯৬। পূর্ববর্তী কেতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে।

১৯৭। বনি-ইসরাইলের পণ্ডিতগণ ইহা অবগত আছে, এ কি ওদের জন্য নিদর্শন নয় ?

১৯৮। যদি ইহা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করা হত।

১৯৯। এবং সে উহা ওদের নিকট পাঠ করত ; তবুও ওরা বিশ্বাস করত না।

২০০। এইভাবে আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।

২০১। ওরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না। যতক্ষণ না ওরা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

২০২। ইহা ওদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে, ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না।

২০৩। তখন ওরা বলবে—আমাদের কি অবকাশ দেওয়া হবে না ?

২০৪। ওরা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায় ?

২০৫। তুমি কি লক্ষ্য করছ—যদি আমি তাদের দীর্ঘকাল ভোগবিলাস করতে দিই ;

২০৬। এবং পরে ওদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, তা ওদের নিকট এসে পড়ে।

২০৭। তখন ওদের ভোগবিলাসের উপকরণ ওদের কোন কাজে আসবে না।

২০৮। আমি কোন জনপদ ধ্বংস করি নাই, সতর্ককারী না পাঠিয়ে।

২০৯। ইহা উপদেশ স্বরূপ, আমি অন্যায়াচারী নই।

২১০। শয়তান আল-কোরাণ অবতীর্ণ করে নাই।

২১১। ওরা এই কাজের যোগ্য নয়, এবং ওরা এর সামর্থও রাখে না।

২১২। ওদের ইহা (ফেরেশ্তাগণের কথা) শ্রবণের অধিকার দেওয়া হয়নি।

২১৩। অতএব তুমি কোন উপাস্যকে আল্লার শরিক করো না। করলে তুমি শাস্তি পাবে।

২১৪। তোমার আত্মীয়-স্বজনকে তুমি সতর্ক করে দাও।

২১৫। এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও।

২১৬। ওরা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি বলো—তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই।

২১৭। তুমি নির্ভর কর,—পরাক্রমশালী দয়াময় আল্লার উপর ;

২১৮। যিনি তোমাকে দেখেন—যখন তুমি দণ্ডায়মান হও—(নামাজে)।

২১৯। এবং তোমাকে দেখেন সেজদাকারীদের মধ্যে উপস্থিতিতে।

২২০। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২১। আমি কি তোমাকে জানাব—কার প্রতি শয়তান অবতীর্ণ হয় ?

২২২। ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

২২৩। ওরা কান পেতে থাকে, এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

২২৪। এবং কবিদের অনুসরণ করে তারাই— যারা বিভ্রান্ত।

২২৫। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার করে থাকে।

২২৬। এবং ওরা যা বলে তা করে না।

২২৭। তবে তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাকে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।

নমল্—পিপীলিকা অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৬ আয়াত ৯৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। ত্বা, সীন ; এইগুলো কোরাণ ও সুস্পষ্ট কেতাবের আয়াতমালা।

২। বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ।

৩। যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৪। যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকে আমি শোভন করেছি, ফলে ওরা বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়।

৫। এদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

৬। নিশ্চয় তোমাকে বিজ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ আল্লার নিকট হতে কোরাণ দেওয়া হচ্ছে।

৭। যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব। অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

৮। অতঃপর সে যখন আগুনের নিকট এলো, তখন তাকে ডেকে বলা হল—ধন্য তারা, যারা আছে আলোকিত স্থানে এবং ওর চারধারে ; বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাই পবিত্রতম।

৯। হে মূসা! নিশ্চয় আমি সেই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ।

১০। তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওকে সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন পেছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগল, (বলা হলো) হে মূসা, ভীত হয়ো না, আমার সান্নিধ্যে তো রসুলেরা ভয় পায় না।

১১। তবে যারা সীমালঙ্ঘন করার পর মন্দ কাজের বদলে সৎকাজ করে, তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল দয়াময়।

১২। এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। ইহা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

১৩। অতঃপর যখন ওদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসল, ওরা বলল ইহা প্রকাশ্য যাদু।

১৪। ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও ওদের অন্তর এইগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল (মনে মনে)। লক্ষ্য কর, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল ?

॥ রুকু ২ ॥

১৫। আমি নিশ্চয় দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল—সমস্ত প্রশংসা আল্লার, যিনি আমাদের তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

১৬। সুলাইমান ছিল—দাউদের উত্তরাধিকারী, এবং সে বলেছিল—হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, এবং আমাদের সবই দেওয়া হয়েছে, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

১৭। সুলাইমানের সম্মুখে সমবেত করা হল তার বাহিনীকে—জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে, ওদের বিন্যস্ত করা হল—বিভিন্ন ব্যূহে।

১৮। যখন ওরা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছাল তখন এক পিপীলিকা বলল—হে পিপীলিকা বাহিনী, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, না করলে সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের পদতলে পিষে ফেলবে।

১৯। সুলাইমান তার উক্তিতে মৃদু হাস্য করল, এবং বলল—হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য, এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর, এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎশীল দাসদের অন্তর্ভুক্ত কর।

২০। সুলাইমান বিহঙ্গকুলকে পর্যবেক্ষণ করল, এবং বলল—হুদকে দেখছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি?

২১। সে উপযুক্ত কারণ না দেখালে আমি অবশ্যই ওকে কঠিন শাস্তি দেব, অথবা হত্যা করব।

২২। অনতিবিলম্বে সে এসে পড়ল, এবং বলল,—তুমি যা অবগত নহ, আমি তা অবগত হয়েছি, এবং সাবা হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

২৩। আমি এক নারীকে দেখলাম ওদের উপর রাজত্ব করছে, তাকে সবই দেওয়া হয়েছে, এবং তার এক বিরাট সিংহাসন আছে।

২৪। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম—তারা আল্লার পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান ওদের কার্যাবলী ওদের নিকট শোভন করেছে, এবং ওদের সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে, ফলে ওরা সৎপথ পায় না।

২৫। যাতে তারা আল্লাকে সেজদা না করে, যিনি আসমান ও জমিনের গোপন বস্তুকে প্রকাশ করেন; যিনি জানেন—যা তোমরা গোপন কর ও প্রকাশ কর।

২ । আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি আরশের অধিপতি।

২৭। সুলাইমান বলল—আমি দেখব, তুমি কি সত্য বলেছ, না মিথ্যাবাদী।

২৮। তুমি যাও আমার এই পত্র নিয়ে, এবং ইহা তাদের নিকট অর্পণ কর, অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি উত্তর দেয়।

২৯। (বিলকিস) বলল—হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে।

৩০। ইহা সুলাইমানের নিকট হতে, এবং ইহা এই:—পরমদয়ালু দয়াময় আল্লার নামে।

৩১। অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না, এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট হাজির হও, (আত্মসমর্পণ কর)।

।। রুকু ৩ ।।

৩২। বিলকিস বলল—হে পারিষদবর্গ, আমার এই সমস্যায় তোমরা অভিমত দাও। আমি যা সিদ্ধান্ত করি—তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।

৩৩। তারা বলল—আমরা তো শক্তিশালী কঠোর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করবেন, তা আপনি ভেবে দেখুন।

৩৪। সে বলল—রাজা বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে ধ্বংস করে দেয়, এবং ওর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অপদস্থ করে; এরাও এইরূপই করবে;

৩৫। আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি দূতেরা কি নিয়ে আসে।

৩৬। দূত সুলাইমানের নিকট আসলে সুলাইমান বলল,—তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা—আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তা হতে শ্রেষ্ঠ। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।

৩৭। ওদের নিকট তোমরা ফিরে যাও আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নাই, আমি অবশ্যই ওদের লাঞ্ছিতভাবে তথা হতে বের করব, এবং ওরা অবনমিত হবে।

৩৮। সুলাইমান আরো বলল—হে আমার পারিষদবর্গ, সে আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ?

৩৯। এক শক্তিশালী জীন বলল,—আপনি আপনার স্থান হতে ওঠার পূর্বেই আমি উহা এনে দেবো, এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই শক্তিমান বিশ্বস্ত।

৪০। কেতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল—আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে এনে দেব, অনন্তর সুলাইমান যখন তার সামনে উহা উপস্থিত দেখল, তখন সে বলেছিল—ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন—আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য, কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ (সে জেনে রাখুক) আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।

৪১। সুলাইমান বলল—তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে—না কি সে বিভ্রান্ত ?

৪২। বিলকিস যখন পৌঁছাল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এইরূপই ? সে বলল—ইহা তো ঐরূপই। আমরা ইতিপূর্বে সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আত্মসমর্পণও করেছি।

৪৩। আল্লার পরিবর্তে সে যার পূজা করত তাই তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪৪। তাকে বলা হলো—এই প্রাসাদে প্রবেশ কর, যখন সে ওর প্রতি তাকাল। তখন তার মনে হল—ইহা এক স্বচ্ছ জলাশয়, এবং সে তার কাপড় টেনে হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরল। সুলাইমান বলল—ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকিস বলল—হে আমার প্রতিপালক, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করছি।

॥ রুকু ৪ ॥

৪৫। আমি অবশ্যই সামুদ-সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে পাঠিয়েছিলাম, এই আদেশ মত যে, তোমরা আল্লার উপাসনা কর। কিন্তু ওরা দু'দল হয়ে পরস্পর কলহ করছিল।

৪৬। সে বলল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কল্যাণের পরিবর্তে কেন অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ। কেন তোমরা আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার।

৪৭। ওরা বলল—তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালেহ বলল—তোমাদের শুভাশুভ আল্লার এখতিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪৮। আর সেই শহরে ছিল—এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করত, শান্তি প্রতিষ্ঠা করত না।

৪৯। ওরা বলল—চল, আমরা আল্লার নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাতের বেলায় তাকে ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্যই হত্যা করব, অতঃপর তার উত্তরাধিকারীকে বলব,—তার পরিবারবর্গের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নি, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

৫০। ওরা চক্রান্ত করল, আমিও চক্রান্ত করলাম, ওরা বুঝতে পারে নি।

৫১। অতএব দেখ ওদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে—আমি অবশ্যই ওদের ও ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।

৫২। তারপর তাদের গৃহসমূহ শূন্য পড়ে আছে, যেহেতু তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল, নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

৫৩। এবং যারা বিশ্বাসী ও সংযমী ছিল, তাদের আমি উদ্ধার করেছি।

৫৪। লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—তোমরা জেনে শুনে কেন এই অশ্লীল কাজ করছ?

৫৫। তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৫৬। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল—লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বের কর, এরা তো এমন লোক, যারা পবিত্র সাজতে চাহে।

৫৭। অতঃপর তাকে ও তার স্ত্রী-ব্যতীত সকল পরিজনকে উদ্ধার করলাম। তার স্ত্রীকে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।

৫৮। তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।

॥ রুকু ৫ ॥

৫৯। বল—প্রশংসা আল্লারই, এবং শান্তি তাঁর মনোনীত দাসদের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে—আল্লাহ না ওরা যাদের শরিক করে তারা?

৬০। কে এই আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এবং কে তোমাদের জন্য আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর ওর দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন, ওর বৃক্ষাদি উৎপন্ন (জন্মান) ক্ষমতা তোমাদের ছিল না। আল্লার সাথে অন্য উপাস্য আছে কি? তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।

৬১। কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন, এবং ওর মাঝে মাঝে নদী নালা প্রবাহিত করেছেন, এবং ওতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, এবং দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন—অন্তরায়; আল্লার সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তবুও ওদের অনেকেই তা জানে না।

৬২। অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন, এবং তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লার সাথে কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্য উপদেশই গ্রহণ করে থাক।

৬৩। কিংবা তিনি, যিনি তোমাদের জলে স্থলে ও অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, আল্লার সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? ওরা যাকে শরিক করে আল্লাহ তা হতে বহু উর্ধ্বে।

৬৪। ফলতঃ কে এই সৃষ্টির আদি-স্রষ্টা; অতঃপর ওকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, এবং যিনি তোমাদের আকাশ ও জমিন হতে উপজীবিকা দান করেন। আল্লার সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তুমি বল—যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

৬৫। বল—আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনের কেহই অদৃশ্যের কোন জ্ঞান রাখে না, এবং ওরা জানে না, ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে।

৬৬। হাঁ, পরলোক সম্পর্কে তো ওদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে; ওরা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ বরং এ বিষয়ে ওরা অন্ধ।

॥ রুকু ৬ ॥

৬৭। অবিশ্বাসীরা বলে, আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?

৬৮। আমাদের তো এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণকেও এরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, ইহা তো সে উপকথা ব্যতীত কিছুই নহে।

৬৯। বল—পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছে।

৭০। ওদের আচরণে তুমি দুঃখ করো না, এবং ওদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না।

৭১। ওরা বলে—তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল—এই শাস্তি কখন ঘটবে ?

৭২। বল—তোমরা যে বিষয় ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ, সম্ভবতঃ তার কিছু শীঘ্রই তোমাদের উপর এসে পড়বে।

৭৩। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক, মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু ওদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

৭৪। ওদের অন্তরে যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

৭৫। আসমান ও জমিনে এমন কোন রহস্য নাই, যা সুস্পষ্ট কেতাবে লিপিবদ্ধ নয়।

৭৬। বনি-ইসরাইল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত এই কোরাণ তাদের নিকট বিবৃত করে।

৭৭। এবং নিশ্চয়ই ইহা বিশ্বাসীদের জন্য নির্দেশ ও দয়া।

৭৮। তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ।

৭৯। অতএব আল্লার উপর নির্ভর কর, তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

৮০। মৃতকে তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না তোমার আহ্বান শোনাতে; যখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৮১। তুমি অন্ধদের ওদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না, যারা আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে, শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।

৮২। যখন ঘোষিত শাস্তি ওদের নিকট আসবে, তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হতে নির্গত করব এক জীব—যা মানুষের সাথে কথা বলবে, বস্তুত ওরা আমার নিদর্শনে ছিল অবিশ্বাসী।

৮৩। এবং যেদিন আমি সমবেত করব, এক একটি দলকে সেই সমস্ত সম্প্রদায় হতে—যারা আমার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করত, এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন ব্যূহে।

৮৪। যখন ওরা সমাগত হবে তখন আল্লাহ ওদের বলবেন,—তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, যদিও এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান-গম্য ছিল না ? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে ?

৮৫। সীমালঙ্ঘনহেতু ওদের উপর সেই :(ঘোষিত শাস্তি) বাক্যই এসে পড়বে ; ফলে ওরা বাক-শক্তি রহিত হয়ে পড়বে।

৮৬। ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি ওদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল। এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।

৮৭। এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেই দিন আল্লাহ যাদের ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আসমান ও জমিনের সকলেই ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই লাঞ্ছিত অবস্থায় তাঁর নিকট আসবে।

৮৮। তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ, কিন্তু সেদিন ওরা মেঘপুঞ্জের মত চলমান হবে, ইহা আল্লারই সৃষ্টি নিপুণতা, যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

৮৯। যে কেহ সৎকাজ করবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে, এবং সেই দিন ওরা শঙ্কা হতে নিরাপদ থাকবে।

৯০। যে কেহ মন্দ কর্ম করবে তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে, এবং ওদের বলা হবে তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করছ।

৯১। আমি তো আদিষ্ট হয়েছি, এই নগরীর রক্ষকের উপাসনা করতে, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, সমস্ত কিছুই তাঁর। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যেন—আমি আত্মসমর্পণকারীদের এক জন হই।

৯২। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি কোরাণ আবৃত্তি করতে ; অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য, এবং কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বলো—আমি তো সতর্ককারী ব্যতীত নই।

৯৩। তুমি বল—আল্লারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনিই তোমাদের তাঁর নিদর্শন দেখাবেন, তখন তোমরা উহা বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক অমনোযোগী নন।

কাছাছ—কাহিনী অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৯ আয়াত ৮৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। ত্বা-সীন-মীম।

২। এইগুলো প্রকাশ্য গ্রন্থের আয়াত।

৩। আমি তোমার নিকটে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য মূসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করছি।

৪। ফেরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে ওদের এক শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল ; ওদের পুত্রগণকে সে হত্যা করত, এবং নারীগণকে জীবিত রাখত, সে দুষ্কার্যকারীদের অন্তর্গত ছিল।

৫। সে দেশে যাদের হীনবল করা হয়েছিল আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ; তাদের নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করাতে।

৬। আমি তাদের পৃথিবীতে শক্তিশালী করব, এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা—সেই শ্রেণীটি হতে ওরা আশঙ্কা করত।

৭। মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলাম—শিশুটিকে স্তন্য দান কর, যখন তুমি এর সম্পর্কে কোন আশঙ্কা করবে, তখন একে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর, এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না, আমি একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং একে রসুলদের একজন করব।

৮। অতঃপর ফেরাউনের লোকজন মূসাকে উঠিয়ে নিল, এর পরিণাম তো এই ছিল—সে ওদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফেরাউন, হামান ও ওদের বাহিনী ছিল—অপরাধী।

৯। ফেরাউনের স্ত্রী বলল—এই শিশু আমার ও তোমার জন্য নয়ন-প্রীতিকর, একে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি, প্রকৃতপক্ষে ওরা এরা পরিণাম বুঝতে পারে নি।

১০। মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল, যাতে সে আস্থাশীল, তার জন্য আমি হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে—সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিতো।

১১। সে মূসার ভগ্নীকে বলল—এর পিছনে পিছনে যাও, সে ওদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখছিল।

১২। পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগ্নী বলল—তোমাদের আমি

এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে ?

১৩। অতঃপর আমি তাকে তার মাতার নিকট ফিরিয়ে দিলাম—যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা বোঝে না।

॥ রুকু ২ ॥

১৪। যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম ; এইভাবে আমি সৎশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

১৫। সে নগরীতে প্রবেশ করল যখন এর অধিবাসীরা অসতর্ক ছিল। তারপর সে তথায় দুজন লোককে সংগ্রামে লিপ্ত অবস্থায় পেয়েছিল,—একজন তার নিজের দলের এবং অপর জন তার শত্রুদলের, মূসার দলের লোকটি ওর শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা ওকে ঘুষি মারল, এইভাবে সে তাকে হত্যা করে বসল। মূসা বলল—শয়তানের প্ররোচনায় ইহা ঘটল, সে তো প্রকাশ্য শত্রু বিভ্রান্তকারী।

১৬। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর, অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন, তিনি তো ক্ষমাশীল দয়াময়।

১৭। সে আরো বলল—হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, তার শপথ, আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করব না।

১৮। অতঃপর ভীত—শঙ্কিত অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনতে পেল—পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে, মূসা তাকে বলল—নিশ্চয় তুমি প্রকাশ্য বিপথগামী।

১৯। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে প্রহার করতে উদ্যত হল, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল—হে মূসা ! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।

২০। নগরের দূরপ্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল—হে মূসা ! ফেরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।

২১। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে তথা হতে বের হয়ে পড়ল এবং বলল,—হে আমার প্রতিপালক ! তুমি জালেম-সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা কর।

॥ রুকু ৩ ॥

২২। যখন মূসা মাদয়ান অভিমুখে যাত্রা করল, তখন বলল—আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করাবেন।

২৩। যখন সে মাদয়ানের কূপের নিকট পৌঁছাল, দেখল একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে এবং ওদের পশ্চাতে দু'জন রমণী তাদের পশুগুলো আগলাচ্ছে। মূসা বলল,—

তোমাদের কি ব্যাপার ? ওরা বলল—আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা ওদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।

২৪। মুসা তখন ওদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াল, তৎপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে বলল—হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার প্রার্থী।

২৫। তখন রমণীদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তার নিকট আসল, আমার পিতা (হঃ শোয়েব) তোমাকে পুরস্কৃত করবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, কেননা তুমি আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাইয়েছ, অতঃপর মুসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে, সে বলল—ভয় করো, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ।

২৬। ওদের একজন বলল– হে পিতা, তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সে-ই—যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

২৭। পিতা (হঃ শোয়েব) মুসাকে বলল আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশবছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সৎশীলদের মধ্যে পাবে।

২৮। মুসা বলল—আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই থাকল, দুইটি মেয়াদের কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না, আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার সাক্ষী।

॥ রুকু ৪ ॥

২৯। মুসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে (স্ত্রী সকুরাসহ) যাত্রা করল তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল, সে তার পরিজনবর্গকে বলল—তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারি অথবা এক জ্বলন্ত কাঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

৩০। যখন মুসা আগুনের নিকট পৌঁছাল, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমিস্থিত একবৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল—হে মুসা আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক ;

৩১। আরো বলা হল, তুমি তোমার যষ্ঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে সাপের ন্যায় ছোটাছুটি করতে দেখল তখন পেছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগল, তাকে বলা হল, মূসা ! ফিরে এস, ভয় করো না ; তুমি তো নিরাপদ।

৩২। তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা নির্মল উজ্জ্বলরূপে বের হয়ে আসবে। ভয় দূর করবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকের উপর চেপে ধর, এই দুটো ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৩৩। মূসা বলল—হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো ওদের একজনকে হত্যা করেছি, ফলে আমি আশঙ্কা করছি, ওরা আমাকে হত্যা করবে।

৩৪। আমার ভ্রাতা হারুণ আমার অপেক্ষা বাগ্মী, অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর।

সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করি—ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

৩৫। আল্লাহ বললেন,—আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব, ওরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনবলে ওদের উপর প্রবল হবে।

৩৬। মূসা যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো আনল, ওরা বলল—ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনও এরূপ ঘটতে শুনি নি।

৩৭। মূসা বলল—আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন—কে তাঁর নিকট হতে পথ নির্দেশ এনেছে, এবং কার পরিণাম শুভ হবে। অত্যাচারীরা সফলকাম হবেই না।

৩৮। ফেরাউন বলল,—হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য আছে বলে জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও, এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর। হয়ত আমি ওতে উঠে মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি, তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীই।

৩৯। ফেরাউন ও তার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল, এবং ওরা মনে করেছিল যে, ওরা আমার নিকটে প্রত্যাবর্তিত হবে না।

৪০। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।

৪১। ওদের আমি নেতা করেছিলাম, ওরা লোকদের জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামতের দিন ওরা সাহায্যকারী পাবে না।

৪২। এই পৃথিবীতে আমি ওদের অভিশপ্ত করেছিলাম, এবং কিয়ামতের দিন ওরা ঘৃণিত হবে।

॥ রুকু ৫ ॥

৪৩। আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করবার পর মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম,—উহা মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।

৪৪। যখন আমি মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না, এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।

৪৫। বস্তুত: মূসার পর অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অত:পর ওদের বহুযুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, তুমি তো মাদানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না,—ওদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। আমিই তো ছিলাম রসুল প্রেরণকারী।

৪৬। মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, তখন তুমি তুর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত: এই সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। যেন ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।

৪৭। রসুল না পাঠালে ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের কোন বিপদ হলে ওরা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রসুল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা বিশ্বাসী হতাম।

৪৮। অতঃপর যখন আমার নিকট হতে ওদের নিকট সত্য আসল, ওরা বলতে লাগল, মূসাকে যেরূপ দেওয়া ছিল, মহম্মদকে সেরূপ দেওয়া হলো না কেন ? কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি ওরা অস্বীকার করে নাই ? ওরা বলেছিল—আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি।

৪৯। বল—তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লার নিকট হতে এক কেতাব আনয়ন কর। যা পথ নির্দেশে এই দুই হতে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কেতাব অনুসরণ করব।

৫০। অতঃপর ওরা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আল্লার পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তা অপেক্ষা আর কে অধিক বিভ্রান্ত ? আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

॥ রুকু ৬ ॥

৫১। আমি তো ওদের নিকট বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫২। এর পূর্বে আমি যাদের কেতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে।

৫৩। যখন ওদের নিকট ইহা আবৃত্তি করা হয়, তখন ওরা বলে—আমরা এতে বিশ্বাস করি, ইহা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।

৫৪। ওদের দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল, এবং ওরা ভালর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে ও আমি ওদের যে জীবিকা দিয়েছি, তা হতে ওরা ব্যয় করে।

৫৫। ওরা যখন অসার-বাক্য শ্রবণ করে, তখন ওরা তা পরিহার করে চলে, এবং বলে—আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী, এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী, তোমাদের প্রতি 'সালাম'; আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাহি না।

৫৬। কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন, এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথ অনুসারী।

৫৭। ওরা বলে, আমরা যদি তোমার পথ ধরি, তবে আমাদের দেশ হতে আমরা উৎখাত হব। আমি কি ওদের জন্য এক নিরাপদ 'হারম' (পবিত্র স্থান) প্রতিষ্ঠিত করি নাই, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া জীবিকা স্বরূপ ? কিন্তু ওদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৫৮। কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের জন্য মদমত্ত ছিল। এই গুলোই তো ওদের ঘরবাড়ী ; ওদের পর এইগুলোতে সামান্যই লোকজন বসবাস করেছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

৫৯। তোমার প্রতিপালক, জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না—ওর কেন্দ্রে তার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রসুল প্রেরণ না করে, এবং তিনি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করেন—যখন এর অধিবাসীরা সীমালংঘন করে।

৬০। তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লার নিকট আছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?

॥ রুকু ৭ ॥

৬১। যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে সে কি ঐ ব্যক্তির মত যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্পদ দিয়েছি, যাকে পরে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে অপরাধীরূপে ?

৬২। এবং সেইদিন ওদের আহ্বান করে বলা হবে—তোমরা যাদের আমার শরিক করতে, তারা কোথায় ?

৬৩। যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক। এদেরই আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম ; এদের বিভ্রান্ত করেছিলাম—যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আপনার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, এদের জন্য আমরা দায়ী নই, এরা কেবল আমাদেরই উপাসনা করত না।

৬৪। ওদের বলা হবে—তোমাদের দেবতাগুলোকে আহ্বান কর, তখন এরা ওদের ডাকবে, কিন্তু ওরা এদের ডাকে সাড়া দেবে না ; এরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত।

৬৫। এবং সেই দিন আল্লাহ এদের ডেকে বলবেন—তোমরা রসুলকে কী জবাব দিয়েছিলে ?

৬৬। সেদিন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকবে না, এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

৬৭। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে এবং বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, সে তো সফলকাম হবেই।

৬৮। তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে ওদের কোন হাত নাই। আল্লাহ পবিত্র মহান, এবং ওরা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।

৬৯। এদের অন্তর যা গোপন করে এবং এরা যা ব্যক্ত করে, তোমার প্রতিপালক তা জানেন।

৭০। তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, ইহকাল ও পরকালে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই ; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭১। বল—তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি রাত্রির অন্ধকারকে কিয়ামত দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন—, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে যে, তোমাদের দিবালোক দান করতে পারে ? তবুও কি তোমরা শুনবে না ?

৭২ বল—তোমরা ভেবে দেখেছ কি—আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামত দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে, তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে, যখন তোমরা বিশ্রাম করতে পারবে, তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না ?

৭৩। তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন ; যাতে রাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার, এবং দিবসে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার, এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৪। সেই দিন ওদের আহবান করে বলা হবে—তোমরা যাদের আমার শরিক করতে তারা কোথায় ?

৭৫। প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, এবং বলব—তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন ওরা জানতে পারবে—উপাস্য হবার অধিকার আল্লারই, এবং ওরা যা উদ্ভাবন করত তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

॥ রুকু ৮ ॥

৭৬। 'কারূণ', মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, কিন্তু সে তাদের প্রতি জুলুম করেছিল। আমি তাকে ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একজন বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল—দম্ভ করো না. আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন না।

৭৭। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তার দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা করো না। তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদাশয়, এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অশান্তিকারীকে ভালবাসেন না।

৭৮। সে বলল—এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি। সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন,—যারা তা অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, সম্পদে প্রাচুর্যশীল ছিল ? অপরাধীদের ওদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

৭৯। কারূণ তার সম্প্রদায়ের সামনে হাজির হয়েছিল—জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল—আহা কারূণকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাদের যদি তা দেওয়া হত, প্রকৃতই তিনি মহাভাগ্যবান।

৮০। এবং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তারা বলল—ধিক তোমাদের। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লার পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত ইহা কেহ পাবে না।

৮১। অতঃপর আমি কারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম। তার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে, আল্লার শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

৮২। পূর্বদিন যারা তার মত হওয়ার কামনা করেছিল, তারা বলতে লাগল—দেখ, আল্লাহ তাঁর দাসগণের মধ্যে যার ইচ্ছা জীবিকা বর্ধিত করেন, এবং যার জন্য ইচ্ছা ইহা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরও তিনি ভূগর্ভস্থ করতেন। দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হয় না।

॥ রুকু ৯ ॥

৮৩। সেই পারলৌকিক আলয়—আমি তাদের জন্যই করেছি—যারা পৃথিবীতে উদ্ধত ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না, শুভ পরিণাম (পরকাল) সংযমীদের জন্যই।

৮৪। যে কেহ সৎকাজ করে সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে, আর যে মন্দকাজ করে, সে তো শাস্তি পাবে কেবল কর্মের অনুপাতে।

৮৫। যিনি তোমার জন্য কোরাণকে করেছেন—বিধান, তিনি তোমাকে অবশ্যই স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বল—আমার প্রতিপালক ভাল জানেন—কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে, এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

৮৬। তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কেতাব অবতীর্ণ হবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও অবিশ্বাসীদের সহায় হয়ো না।

৮৭। তোমার প্রতি আল্লার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ওরা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলো হতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, এবং কিছুতেই অংশী-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৮৮। তুমি আল্লার সাথে অন্য উপাস্যকে ডেকো না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আল্লার সত্ত্বা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

আনকাবুত—মাকড়সা অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনা

রুকু ৭ আয়াত ৬৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ্ লাম্ মীম ;

২। মানুষ কি মনে করে যে, শুধু আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না ?

৩। নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছিলাম ; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন —কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।

৪। যারা মন্দকাজ করে, তারা মনে করে যে তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে ? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ।

৫। যে আল্লার সাথে সাক্ষাত কামনা করে সে জেনে রাখুক আল্লার নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬। যে কেহ সংগ্রাম করে সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে, আল্লাহ বিশ্বজগতের উপর নির্ভরশীল নহেন।

৭। এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দকর্মগুলো মিটিয়ে দেব, এবং তাদের কর্মের উত্তম ফলদান করব।

৮। আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি। তবে ওরা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাদের মেনো না। অত:পর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব—তোমরা কি করছিলে।

৯। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি অবশ্যই তাদের সৎশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।

১০। মানুষের মধ্যে কতক বলে—আমরা আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কিন্তু আল্লার পথে যখন ওরা কষ্ট পায়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে আল্লার শাস্তি মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতি-পালকের নিকট কোন সাহায্য আসলে, ওরা বলতে থাকে—আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম, মানুষের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন ?

১১। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন—কারা বিশ্বাসী ও কারা প্রতারক।

১২। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে—আমদের পথ ধর, আমরা তোমাদের পাপ-ভার বহন করব। কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপ-ভারের কিছুই বহন করবে না, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১৩। ওরা নিজেদের পাপ-ভার বহন করবে, এবং তার সাথে আরও কিছু পাপের বোঝা, এবং ওরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই ওদের প্রশ্ন করা হবে।

॥ রুকু ২ ॥

১৪। নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে ওদের মধ্যে অবস্থান করেছিল— পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন ওদের গ্রাস করে, কারণ ওরা ছিল— সীমালঙ্ঘনকারী।

১৫। অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিল তাদের রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব-জগতের জন্য একে একটি নিদর্শন করলাম।

১৬। ইব্রাহীম যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—তোমরা আল্লার উপাসনা কর, এবং তাঁকে ভয় কর; তোমাদের জন্য ইহাই উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

১৭। তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণ দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লার নিকট, এবং তাঁরই উপাসনা কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

১৮। তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল,—তবে জেনে রেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীগণও (নবীদের) মিথ্যাবাদী বলেছিল। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়াই রসুলের কাজ।

১৯। ওরা কি লক্ষ্য করে না, কি ভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করেন ? এ তো আল্লার জন্য সহজ।

২০। বল—পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ? অতঃপর আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২১। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন, তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২। তোমরা জমিনে ও আসমানে আল্লাকে ব্যর্থ করতে পারবে না, আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নাই।

॥ রুকু ৩ ॥

২৩। যারা আল্লার নিদর্শন ও সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

২৪। উত্তরে ইব্রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলল যে, একে হত্যা কর, অথবা অগ্নিদগ্ধ কর, কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করলেন। এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।

২৫। ইব্রাহীম বলল—পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লার পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে

অস্বীকার করবে, এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

২৬। লুত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইব্রাহীম বলল,—আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেছি, তিনি তো পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

২৭। আমি ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম, এবং তার বংশধরদের জন্য নবুয়ত ও কেতাব স্থির করলাম এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম; পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্যতম হবে।

২৮। এবং লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—নিশ্চয়ই তোমরা অশ্লীলতা করছ, যা তোমাদের পূর্বে এ জগতে কেহই করে নাই।

২৯। তোমরা কি পুরুষে উপগত হচ্ছ না? তোমরা তো রাহাজানি করে থাক, এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করে থাক, উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল—যে, আমাদের উপর আল্লার শাস্তি আনয়ন কর—যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩০। সে বলল—হে আমার প্রতিপালক। দুষ্কার্যকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১। যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট আসল, তারা বলেছিল—আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করব; এর অধিবাসীরা তো জালেম।

৩২। ইব্রাহীম বলল—এই জনপদে তো লুত আছে। ওরা বলল—সেথায় কারা আছে তা আমরা ভালো জানি, আমরা তো লুতকে ও তার পরিজনকে রক্ষা করবই, তার স্ত্রী ব্যতীত। সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্গত।

৩৩। এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ লুতের নিকট আসল তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল, এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল, ওরা বলল—ভয় করো না, দুঃখ করো না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব—তোমার স্ত্রীকে ব্যতীত। সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪। আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি নাজেল করব, কারণ তারা দুষ্কার্যকারী।

৩৫। আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

৩৬। আমি মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়েবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়। তোমার আল্লার ইবাদত কর, শেষ দিনকে ভয় কর, এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না।

৩৭। কিন্তু ওরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, অতঃপর ওরা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে ওরা নিজ গৃহে অধোমুখে পড়েছিল (শেষ হয়ে গেল)।

৩৮। আমি আদ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম, ওদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং ওদের সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও ওরা ছিল বিচক্ষণ।

৩৯। এবং আমি সংহার করেছিলাম কারূণ, ফেরাউন ও হামানকে; মূসা ওদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল, তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু ওরা আমার শাস্তি এড়াতে পারে নি।

৪০। ওদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম: ওদের কারো প্রতি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা প্রেরণ করেছি, কাউকে মহানাদ আঘাত করেছিল, কাউকে আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করেছিলাম, এবং কাউকে নিমজ্জিত করেছিলাম। আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুম করেন নি, তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

৪১। যারা আল্লার পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। যে নিজের জন্য ঘর বানায়, এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি ওরা জানত।

৪২। ওরা আল্লার পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ্ তা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

৪৩। মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দিই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বোঝে।

৪৪। আল্লাহ্ যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন; এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।

॥ রুকু ৫ ॥

৪৫। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কেতাব আবৃত্তি কর এবং নামাজ কায়েম কর। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও কদর্যতা হতে দূরে রাখে। আল্লার স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।

৪৬। তোমরা কেতাবীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে তাদের সাথে নহে—যারা ওদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী; এবং বল—আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি, এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই। এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

৪৭। এইভাবে আমি তোমার প্রতি কোরাণ অবতীর্ণ করেছি, এবং যাদের আমি কেতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে, এবং এদেরও কেহ কেহ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

৪৮। তুমি তো এর পূর্বে কোন কেতাব পাঠ কর নাই, এবং স্বহস্তে কোন কেতাব লেখ নাই যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে।

৪৯। বস্তুতঃ যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল জালেমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।

৫০। ওরা বলে—তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন অলৌকিক নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন? বল—নিদর্শন আল্লার এখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।

৫১। ইহা কি ওদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আমি তোমার নিকট কোরাণ অবতীর্ণ করেছি, যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ আছে।

॥ রুকু ৬ ॥

৫২। বল—আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাই যথেষ্ট। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, এবং যারা অসত্য-বিষয় বিশ্বাস করে ও আল্লাকে অবিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৫৩। ওরা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে, যদি শাস্তির সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে অবশ্যই শাস্তি আসত। নিশ্চয় ওদের ওপর আকস্মিকভাবে শাস্তি আসবে, এবং তারা উহা জানতেও পারবে না।

৫৪। ওরা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে। জাহান্নাম তো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিবেষ্টন করবেই।

৫৫। সেদিন শাস্তি ওদের গ্রাস করবে উর্ধ্ব ও অধঃ-দেশ হতে, এবং তিনি বলবেন—তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।

৫৬। হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! আমার জমিন প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।

৫৭। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫৮। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের;—

৫৯। যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

৬০। এবং বহু জীব-জন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মজুত রাখে না, আল্লাহ জীবনোপকরণ দান করেন ওদের ও তোমাদের, এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬১। যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর, কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এবং চন্দ্র-সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করছেন? ওরা অবশ্যই বলবে—'আল্লাহ', তাহলে ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে।

৬২। আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন, এবং যার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

৬৩। যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হবার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ওকে সঞ্জীবিত করে ? ওরা অবশ্যই বলবে,—আল্লাহ্। বল—প্রশংসা আল্লারই, কিন্তু ইহা ওদের অধিকাংশই অবগত নয়।

॥ রুকু ৭ ॥

৬৪। এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি ওরা জানত।

৬৫। ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন ওরা বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাকে ডাকে ; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে ওদের উদ্ধার করেন, তখন ওরা তাঁর শরিক করে।

৬৬। ফলে ওরা ওদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে, এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে ; অচিরেই তা ওরা জানতে পারবে।

৬৭। ওরা কি দেখে না আমি 'হারমকে' (কাবা শরীফের চারিদিকের নির্ধারিত সীমিত স্থান) নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চারিদিকে যে সব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়, তবে কি ওরা অসত্যেই বিশ্বাস করবে, এবং আল্লার অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

৬৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে ? তবে কি নরকই অবিশ্বাসীদের আবাসস্থল নয় ?

৬৯। যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎশীলদের সঙ্গী।

রূম—দেশ বা জাতি অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায

রুকু ৬ আয়াত ৬০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ, লাম, মীম ;

২। রোমকগণ পরাজিত হয়েছে ;

৩। নিকটবর্তী অঞ্চলে ; কিন্তু ওরা ওদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে।

৪। কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লারই। সেদিন বিশ্বাসীরা আনন্দিত হবে

৫। আল্লার সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, দয়াময়।

৬। ইহা আল্লারই অঙ্গীকার, আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।

৭। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকই অবগত, ওরা পরকাল সম্বন্ধে অমনোযোগী।

৮। ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ যথাযথভাবে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য আসমান জমিন ও ওদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

৯। ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে ? শক্তিতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা প্রবল, তারা জমি চাষ করত, তারা ওদের অপেক্ষা অধিক উহা আবাদ করত। তাদের নিকট তাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। বস্তুত ওদের প্রতি জুলুম করা আল্লার কাজ ছিল না, ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

১০। অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ ; কারণ তারা আল্লার আয়াত প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

॥ রুকু ২ ॥

১১। আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি একে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট উপনীত হবে।

১২। যেদিন কিয়ামত হবে সেই দিন অপরাধীগণ হতাশ হয়ে পড়বে।

১৩। ওদের দেব-দেবীগুলি ওদের সুপারিশ করবে না, এবং ওরাই ওদের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করবে।

১৪। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

১৫। যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে।

১৬। এবং যারা সত্য প্রত্যাখান করেছে ও আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৭। সুতরাং তোমরা সন্ধ্যায় (মগরেব) ও প্রভাতে (ফজর) আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ;

১৮। এবং অপরাহ্নে (আসর নামাজ) ও মধ্যাহ্নে (জোহরের নামাজ)। আসমান ও জমিনে সকল প্রশংসা তাঁরই।

১৯। তিনিই মৃত্যু হতে জীবনের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনর্জীবিত করেন। এইভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২০। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন : তিনি তোমাদের মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।

২১। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন : তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন ; নিশ্চয় চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন আছে।

২২। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন : আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণসমূহ সৃষ্টি করেছেন। এতে জ্ঞানীগণের অবশ্যই নিদর্শন আছে।

২৩। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন রাতে দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং আল্লার অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে শ্রবণকারী (মনোযোগী) সম্প্রদায়ের জন্য।

২৪। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন : তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তার দ্বারা ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন ; এতে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।

২৫। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন তাঁরই আদেশে আসমান ও জমিনের স্থিতি ; অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদের মাটি হতে উঠবার জন্য আহ্বান করবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।

২৬। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলই তাঁর আজ্ঞাবহ।

২৭। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি একে পুনরায় সৃষ্টি করবেন ; ইহা তাঁর জন্য সহজ। আসমান ও জমিনে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ ; তিনিই পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

॥ রুকু ৪ ॥

২৮। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ; তোমাদের আমি যে উপজীবিকা দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা কি তাতে অংশীদার ? যাতে ওরা তোমাদের সমান হতে পারে, এবং তোমরা তোমাদের সমকক্ষদের যেরূপ ভয় কর, তোমরা কি ওদের সেরূপ ভয় কর ? এইভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলীর বর্ণনা করি।

২৯। অজ্ঞতাবশতঃ সীমালংঘনকারীগণ তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে থাকে ; সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে ? তাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

৩০। তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লার প্রকৃতির অনুকরণ কর ; —যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নাই, ইহাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

৩১। বিশুদ্ধচিত্তে তাঁরই অভিমুখী হও ; তাঁকে ভয় কর, নামাজ কায়েম কর, এবং অংশীবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না ;

৩২। যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে, এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।

৩৩। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্তে তাদের প্রতিপালককে ডাকে ; অতঃপর তিনি যখন ওদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন ওদের একদল ওদের প্রতিপালকের শরিক করে থাকে ;

৩৪। ওদের আমি যা দিয়েছি—তা অস্বীকার করার জন্য। সুতরাং উপভোগ কর, শীঘ্রই জানতে পারবে।

৩৫। আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলিল অবতীর্ণ করেছি যা ওদের আমার শরিক করতে বলে ?

৩৬। আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়, এবং ওদের কৃতকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে।

৩৭। ওরা কি লক্ষ্য করে না। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন, অথবা হ্রাস করেন। এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

৩৮। অতএব তোমরা আত্মীয়-স্বজনদের তাদের প্রাপ্য দিও, এবং দীন-দরিদ্র ও পথিকদেরও ; ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর—যারা আল্লার সন্তুষ্টি কামনা করে।

৩৯। মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে, এই উদ্দেশ্যে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক—আল্লার দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিয়ে থাকে, তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, ওরাই সমৃদ্ধশালী।

৪০। আল্লাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের দেবদেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এই সমস্তের একটি করতে পারবে? ওরা যাদের শরিক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান।

॥ রুকু ৫ ॥

৪১। মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে-স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান হয়, যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে।

৪২। বল—তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে, ওদের অধিকাংশই ছিল অংশীবাদী।

৪৩। অতএব আল্লার সান্নিধ্যে হতে সেই অনিবার্য দিবস আসার পূর্বেই তুমি সরল দ্বীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর ; সেই দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

৪৪। যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের জন্য সেই দায়ী, যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদের জন্যই রচনা করে সুখ-শয্যা।

৪৫। কারণ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না।

৪৬। তাঁর এক নিদর্শন বায়ু প্রেরণ, তোমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তাঁর অনুগ্রহ (বৃষ্টি) আস্বাদন করবার জন্য ; এবং যাতে তাঁর বিধানে জলযানগুলো বিচরণ করে, তোমরা যাতে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

৪৭। নিশ্চয় আমি তোমার পূর্বে রসুলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা ওদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন এনেছিল ; অতঃপর আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছিলাম। বিশ্বাসীদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

৪৮। তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে ; অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, এবং তুমি দেখতে পাও উহা হতে বারি ধারা নির্গত হয়, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা ইহা দান করেন ; ওরা তখন আনন্দিত হয়।

৪৯। ওরা অবশ্যই ওদের প্রতি বৃষ্টি প্রেরিত হবার পূর্বে নিরাশ থাকে।

৫০। আল্লার অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন। এইভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫১। এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে ওরা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে তখন তো ওরা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৫২। তুমি তো তোমার কথা মৃত্যুকে শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না ;—যখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫৩। এবং অন্ধকেও ওদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না, যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে তারাই শুধু তোমার কথা শুনবে, কারণ তারা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৪। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্দ্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৫৫। যে-দিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশ অবস্থান করে নি, এইভাবেই তারা সত্যবিমুখ হয়।

৫৬। কিন্তু যাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে—তোমরা তো আল্লার বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।

৫৭। সেইদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপত্তি ওদের কাজে আসবে না, এবং ওদের আল্লার সন্তুষ্টিলাভের সুযোগও দেওয়া হবে না।

৫৮। আমি তো মানুষের জন্য এই কোরাণে সবপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তুমি যদি ওদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, অবিশ্বাসীরা বলবে—তোমরা তো মিথ্যাবাদী।

৫৯। আল্লাহ্ এইভাবে যাদের জ্ঞান নাই, তাদেব হৃদয়ে মোহর করে দেন।

৬০। অতএব ধৈর্যশীল হও, আল্লাব প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পাবে।

লোকমান—জগৎবরেণ্য জ্ঞানী হাকিম অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৪ আয়াত ৩৪

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ, লাম, মীম ;

২। এইগুলো জ্ঞানগর্ভ কেতাবের আয়াতমালা .

৩। সৎশীলদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।

৪। যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয়, ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৫। ওরাই ওদের প্রতিপালকের—নির্দেশিত পথে আছে, এবং ওরাই সফলকাম।

৬। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞলোকদের আল্লার পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয়, এবং আল্লাহ-প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে ওদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি আছে।

৭। যখন ওদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন ওরা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন ওরা ইহা শুনতে পায় নি, যেন ওদের কান দুটো কালা ; অতএব ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৮। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আছে সুখময় স্বর্গোদ্যান।

৯। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

১০। তিনি স্তম্ভ ব্যতীত আসমান সৃষ্টি করেছেন—যা তোমরা দেখছ, তিনিই জমিনে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে ইহা তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে, এবং এতে সর্বপ্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে এতে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্গত করেন।

১১। ইহা আল্লারই সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কে কি সৃষ্টি করেছে, আমাকে দেখাও? জালেমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে আছে।

॥ রুকু ২ ॥

১২। আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এই মর্মে ঃ—আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো তা নিজের জন্যই করে, এবং যে কেহ অবিশ্বাস করলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

১৩। যখন লোকমান স্বীয় পুত্রকে বলেছিল—এবং সে তাকে উপদেশ দান করেছিল যে,—হে আমার বৎস ! আল্লার কোন শরিক করো না, আল্লার শরিক করা গুরুতর অপরাধ।

১৪। আমি তো মানুষকে তার পিতা মাতার প্রতি ভাল আচরণের নির্দেশ দিয়েছি, জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, এবং তার দুধ ছাড়াতে লাগে দু বছর সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

১৫। তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে পীড়াপীড়ি করে যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, তুমি তাদের কথা মেনো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন কর; অত:পর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদের অবহিত করব।

১৬। হে বৎস ! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচেও থাকে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ।

১৭। হে বৎস। নামাজ কায়েম করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও, এবং বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করো। ইহাই তো কর্মে দৃঢ় সংকল্প।

১৮। এবং তুমি (অহংকার বশে) মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না, (অবজ্ঞা করো না) : এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না। কেননা আল্লাহ গর্বিত, অহংকারীকে ভালবাসেন না।

১৯। তুমি স্বীয় আচরণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করবে, নিশ্চয় গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

।। রুকু ৩ ।।

২০। তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন ? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ-নির্দেশক এবং না আছে কোন দীপ্তিমান কেতাব।

২১। ওদের যখন বলা হয়—আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা অনুসরণ কর। ওরা বলে—না, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি ওকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে আহবান করে তবুও কি ?

২২। যদি কেহ সৎকর্মশীল হয়ে আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে নিশ্চয় সুদৃঢ় রজ্জু ধারণ করে, যাবতীয় কাজের পরিণতি আল্লার এখতিয়ারে।

২৩। কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তা যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়, আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। অত:পর আমি ওদের জানাব ওরা যা করত। অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

২৪। আমি ওদের অল্পই উপভোগ করাব, অত:পর ওদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

২৫। তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন ? ওরা নিশ্চয় বলবে— আল্লাহ! বল, প্রশংসা আল্লারই কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না।

২৬। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লারই, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত।

২৭। পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তা সমস্তই কলম হয়, এবং (পৃথিবীর সাত) সমুদ্র ওর কালি হয়, তথাপি আল্লার বাণী (গুণাবলী লিখে) শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

২৮। তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটিমাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

২৯। তুমি কি দেখ না আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে ও দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন ? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন, প্রত্যেকে আবর্তন করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ; তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।

৩০। ইহা এই হেতু যে, আল্লাহ সত্য, এবং ওরা তাঁর বদলে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা, নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহীয়ান।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১। তুমি লক্ষ্য কর না যে আল্লার অনুগ্রহে জলযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী দেখাবার জন্য ? প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

৩২। যখন পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালা ওদের উপর ভেঙ্গে পড়ে তখন ওরা আল্লার আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকে। কিন্তু যখন তিনি ওদের তীরে ভিড়িয়ে উদ্ধার করেন তখন ওদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে, কেবল বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

৩৩। হে মানুষ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসবে না, তার পিতার। আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদের প্রতারিত না করে এবং শয়তান কিছুতেই তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

৩৪। কখন কিয়ামত হবে তা কেবল আল্লাই জানেন. তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে, কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে, এবং কেহ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, অভিজ্ঞ।

সেজদা—প্রণত অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৩ আয়াত ৩০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আলিফ, লাম, মীম ;

২। এই কেতাব বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। কিন্তু ওরা বলে, ইহা তো তার নিজের রচনা। বরং ইহা তোমার প্রতিপালক হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নি। হয়ত ওরা সৎপথে চলবে।

৪। আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন ও ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছ'দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিভাবক অথবা সুপারিশ-কারী নাই ; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

৫। তিনি আসমান হতে জমিন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন। অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই (বিচারের জন্য) তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, যেদিনের দৈর্ঘ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বছরের সমান।

৬। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, দয়াময়।

৭। যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে, এবং কাদা হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

৮। অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।

৯। পরে তিনি সুঠাম করেছেন ওকে, এবং ওতে রূহ সঞ্চার করেছেন তাঁর নিকট হতে, এবং তোমাদের দিয়েছেন চোখ, কান, অন্তর। তোমরা অতি সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১০। ওরা বলে, আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি আমাদের আবার নূতন করে সৃষ্টি করা হবে ? বস্তুত ওরা ওদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ অস্বীকার করে।

১১। বল—মৃত্যুর ফেরেশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

॥ রুকু ২ ॥

১২। হায়, তুমি যদি দেখতে। অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে,

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ কর, আমরা সৎকাজ করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।

১৩। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম, আমার এই কথা অবশ্যই সত্য ; —আমি নিশ্চয় জেন ও মানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।

১৪। ওদের বলা হবে —শাস্তি আস্বাদন কর, আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমরা যা করতে তজ্জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করতে থাক।

১৫। কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা ওর দ্বারা উপদিষ্ট হলে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।

১৬। তারা শয্যাত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং আমি তাদের যে উপজীবিকা দিয়েছি, তা হতে তারা ব্যয় করে।

১৭। কেহই জানে না, তার জন্য তার কৃতকর্মের নয়ন-প্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে আছে।

১৮। তবে যে বিশ্বাস-স্থাপনকারী, সে কি দুষ্কার্যকারীর সমান ; তারা কখনই সমতুল্য নহে।

১৯। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান।

২০। যারা সত্যত্যাগ করেছে, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম ; যখনই ওরা জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, তখনই ওদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওতে, এবং ওদের বলা হবে, যে অগ্নি-শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, তোমরা উহা আস্বাদন কর।

২১। গুরু শাস্তির পূর্বে আমি ওদের অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব। যাতে ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে।

২২। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফেরায় তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে ? আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

॥ রুকু ৩ ॥

২৩। নিশ্চয় আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার কেতাব-প্রাপ্তি বিষয়কে সন্দেহ করো না, আমি তাকে বনি-ইসরাইলগণের জন্য পথ-প্রদর্শক করেছিলাম।

২৪। ওরা যেহেতু ধৈর্যশীল ছিল তজ্জন্য আমি ওদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশমত (মানুষকে) পথ প্রদর্শন করত। ওরা আমার নিদর্শনে ছিল স্থির বিশ্বাসী

২৫। ওরা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ করছে, তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামতের দিন ওর ফয়সালা করে দেবেন।

২৬। আমি তো এদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে, এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে। তবুও কি এরা শুনবে না ?

২৭। ওরা কি লক্ষ্য করে না, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদ্গত করি

শস্য, যা হতে ওদের পশুসমূহ এবং ওরাও আহার গ্রহণ করে থাকে, তবুও কি তারা লক্ষ্য করবে না ?

২৮। ওরা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল—কখন এই ফয়সালা হবে ?

২৯। বল—ফয়সালার দিনে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিশ্বাস ওদের কোন কাজে আসবে না ; এবং ওদের অবকাশ দেওয়া হবে না।

৩০। অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা কর, এবং অপেক্ষা কর ; ওরাও অপেক্ষা করছে।

॥ সুরা ৩৩ ॥

আহযাব—দলসমূহ অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৯ আয়াত ৭৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে নবী ! আল্লাকে ভয় কর, এবং অবিশ্বাসীদের ও কপট বিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

২। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তার অনুসরণ কর : তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

৩। তুমি নির্ভর কর আল্লার উপর, এবং কার্য-সম্পাদনে আল্লাই যথেষ্ট।

৪। আল্লাহ কোন মানুষের দুটো হৃদয় সৃষ্টি করেন নি, তোমরা তোমাদের পত্নীগণের মধ্যে যাদের মাতৃ-সম্বোধন করেছ, তাদেরকে (আল্লাহ) তোমাদের মাতা করেন নি, এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেন নি। ইহা তোমাদের জন্য তোমাদের মৌখিক বাক্য-মাত্র, এবং আল্লাহ সত্য কথাই বলেন, তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন।

৫। তোমরা ওদেরকে ওদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক, আল্লার দৃষ্টিতে ইহাই ন্যায় সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পরিচয় না জান, তবে ওদের তোমরা ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধুরূপে গণ্য করবে। এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই ; কিন্তু ইহা ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা ; আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৬। নবী বিশ্বাসীদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর, এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা স্বরূপ। আল্লার বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চাও —তা করতে পার, ইহা কেতাবে লিপিবদ্ধ।

৭। এবং যখন আমি নবীগণ হতে, ও তোমার নিকট হতে এবং নূহ ও ইব্রাহীম ও মুসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসা হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং আমি তাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলাম।

৮। সত্যবাদীদের ওদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবার জন্য। তিনি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

॥ রুকু ২ ॥

৯। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। যখন শত্রু-বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল। এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

১০। যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে সমাগত হয়েছিল, তোমাদের চোখ গোল হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কন্ঠাগত, এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানা সন্দেহে দোদুল্যমান ছিলে।

১১। তখন বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

১২। এবং কপটচারীগণ ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল—আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।

১৩। এবং ওদের একদল বলেছিল—হে ইয়াস্‌রিব্‌ (মদীনা) বাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরে চল, এবং ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল—আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত, যদিও ঐগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে কেটে পড়াই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।

১৪। যদি শত্রুগণ চারিদিক হতে নগরে প্রবেশ করে ওদের সাথে মিলিত হত এবং ওদের বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত, ওরা অবশ্যই বিদ্রোহ করে বসত, ওরা এতে বিলম্ব করত না।

১৫। এরা তো পূর্বেই আল্লার সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, আল্লার সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

১৬। বল—তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এতে তোমাদের লাভ হবে না, এবং তোমরা পলায়নে সক্ষম হলেও তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে।

১৭। বল—আল্লাহ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, কে তোমাদের রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, কে তোমাদের বঞ্চিত করবে? ওরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৮। আল্লাহ অবশ্যই জানেন—তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয়, এবং তাদের ভাই বন্ধুদের বলে—আমাদের সঙ্গে এস, ওরা অল্পই যুদ্ধ করে।

১৯। তোমাদের সাফল্য কামনায় ওরা কুন্ঠিত, যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যুভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চোখ উলটিয়ে ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন ওরা যুদ্ধলব্ধ ধনের লালসায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরী করে। ওরা বিশ্বাসী নয়। এই জন্য আল্লাহ ওদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন, এবং আল্লার জন্য ইহা সহজ।

২০। ওরা মনে করে শত্রুর সম্মিলিত বাহিনী চলে যায় নি, যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে,

তখন ওরা কামনা করে যে, ভাল হত যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। ওরা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও, ওরা যুদ্ধ অল্পই করত।

॥ রুকু ৩ ॥

২১। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে ভয় করে এবং আল্লাকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লার রসুলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ।

২২। বিশ্বাসীরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল ওরা বলে উঠল—আল্লাহ ও তাঁর রসুল তো এই কথাই বলেছিলেন। এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল সত্যই বলেছিলেন। এতে তো তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

২৩। বিশ্বাসীদের মধ্যে কতক আল্লার সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেহ কেহ শাহাদত বরণ করেছে, এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় আছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করে নি।

২৪। কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদের পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে কপট-চারীদের শাস্তি দেন, অথবা ওদের ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

২৫। আল্লাহ অবিশ্বাসকারীদের তাদের ক্রোধসহ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাই যথেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ শক্তিমান পরাক্রান্ত।

২৬। কেতাবীদের মধ্যে যারা ওদের সাহায্য করেছিল—তাদের তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতারণে বাধ্য করলেন, এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন, এখন তোমরা ওদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে বন্দী করছ।

২৭। তিনি তোমাদেরকে ওদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের অধিকারী করলেন, এবং এমন একাদশের যেখানে তোমরা এখনও অভিযোগ কর নাই। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

॥ রুকু ৪ ॥

২৮। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল—তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও ওর বিলাসিতা কামনা কর, তবে এস, আমি তোমাদের ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই, এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দিই।

২৯। তোমরা আল্লাকে, তাঁর রসুলকে ও পরকাল কামনা করলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

৩০। হে নবী পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত, অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেহ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে, এবং ইহা আল্লার জন্য সহজ।

৩১। তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ এবং তার রসুলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে

আমি দু'বার পুরস্কার দেব, এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা রেখেছি।

৩২। হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ; যদি তোমরা আল্লাকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল-কণ্ঠে (সুললিত ভঙ্গিমায়) এমন ভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি (কুইচ্ছা) আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। এবং তোমরা সদালাপ (গম্ভীর স্বরে আলাপ) করবে।

৩৩। এবং তোমরা গৃহে অবস্থান করবে, প্রাক-ইসলামী যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াইও না, তোমরা নামাজ কায়েম করবে, ও যাকাত দিবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অনুগত হবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চাচ্ছেন তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র করতে;

৩৪। আল্লার আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা স্মরণ রাখবে। আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, সর্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞ।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৫। আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, যৌন অংগ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হেফাজতকারী নারী, আল্লাকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাকে অধিক স্মরণকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা-প্রতিদান রেখেছেন।

৩৬। আল্লাহ ও তার রসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেহ আল্লাহ এবং তার রসুলকে অমান্য করলে—সে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হবে।

৩৭। স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে—তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকভয় করছিলে অথচ আল্লাকে ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিয়ে বিচ্ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্র-গণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ-সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিয়ে করায় বিশ্বাসীদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লার আদেশ কার্য করী হয়ে থাকে।

৩৮। আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধি সম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লার বিধান। আল্লার বিধান সুনির্ধারিত।

৩৯। ওরা আল্লার বাণী প্রচার করত, ওরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকেই ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাই যথেষ্ট।

৪০। মহম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লার রসুল এবং শেষ নবী, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

॥ রুকু ৬ ॥

৪১। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাকে অধিক স্মরণে স্মরণ কর।

৪২। এবং সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৪৩। তিনি ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ তোমাদের উপর আশীর্বাদ করে থাকেন; যেন তিনি তোমাদের অন্ধকার হতে আলোকের পথে বের করেন, এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহকারী।

৪৪। যেদিন তারা আল্লার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে—'সালাম'। তিনি তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

৪৫। হে নবী! আমি তো তোমাকে সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

৪৬। এবং তুমি তাঁরই আদেশে আল্লার দিকে আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ।

৪৭। তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লার নিকট মহা অনুগ্রহ আছে।

৪৮। তুমি অবিশ্বাসী ও প্রতারকদের কথা শুন না, ওদের মন্ত্রণা উপেক্ষা কর। এবং আল্লার উপর নির্ভর কর, আল্লাই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

৪৯। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসী রমণীকে বিয়ে করার পর ওদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে ওদের ইদ্দত পালনে বাধ্য করবার অধিকার তোমাদের থাকবে না। তোমরা ওদের কিছু দিবে, এবং সৌজন্যের সাথে ওদের বিদায় দিবে।

৫০। হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে যাদের তুমি দেন মহর দান করেছ, এবং বৈধ করেছি—তোমার অধিকারভুক্ত দাসীগণকে যাদের আমি দান করেছি, এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি, তোমার চাচাতো ভগ্নি ও ফুফুতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নি যারা তোমার সংগে দেশ ত্যাগ করেছে, এবং কোন বিশ্বাসী নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে—সেও বৈধ, ইহা বিশেষ করে তোমার জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নহে; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। বিশ্বাসীদের স্ত্রী এবং তাদের দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৫১। তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার, এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এই জন্য যে, এতে ওদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং ওরা দুঃখ পাবে না, এবং ওদের তুমি যা দেবে, তাতে ওরা প্রত্যেকেই খুশী থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সহনশীল।

৫২। এর পর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

॥ রুকু ৭ ॥

৫৩। হে বিশ্বাসীগণ। তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা

না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদের ডাকলে—তোমরা প্রবেশ কর, এবং আহার শেষে চলে যেও। তোমরা কথা-বার্তায় মশগুল হয়ে পড় না, কারণ ইহা নবীর জন্য কষ্টদায়ক, সে তোমাদের উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে' কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল হতে চাইবে, এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লার রসুলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদের বিয়ে করা কখনও সংগত নয়। আল্লার দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ।

৫৪। তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই কর, আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৫৫। নবী-পত্নীগণের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নিপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে উহা (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়। হে নবী-পত্নীগণ! আল্লাকে ভয় কর, আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখেন।

৫৬। আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর।

৫৭। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ বলে ও রসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তো তাদের ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন, এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

৫৮। বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৯। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল—তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৬০। কপটচারিগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে তারা বিরত না হলে—আমি নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব; এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে অল্পসংখ্যকই থাকবে।

৬১। ওরাই অভিশপ্ত, এবং ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

৬২। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লার বিধান। তুমি কখনও আল্লার বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।

৬৩। লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল—এর জ্ঞান কেবল আল্লারই আছে। তুমি ইহা কি করে জানবে? সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে।

৬৪। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অভিশপ্ত করেছেন, এবং তাদের জন্য জলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।

৬৫। সেখানে ওরা স্থায়ী হবে এবং ওরা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

৬৬। যেদিন আগুনে ওদের মুখমণ্ডল উলটিয়ে পালটিয়ে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে—হায়, আমরা যদি আল্লাহ ও রসুলকে মানতাম।

৬৭। তারা আরো বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।

৬৮। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও, এ অভিশম্পাত কর।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৯। হে বিশ্বাসীগণ! মুসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না ; ওরা যা রটনা করেছিল, আল্লাহ উহা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন, এবং আল্লার দৃষ্টিতে সে সম্মানিত।

৭০। হে বিশ্বাসীগণ আল্লাকে ভয় কর, এবং সঠিক কথা বলো।

৭১। তা হলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবে, এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

৭২। আমি তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করল, মানুষ তো নিজের প্রতি জুলুম করে থাকে, এবং সে অতিশয় অজ্ঞ।

৭৩। পরিণামে আল্লাহ কপট পুরুষ ও কপট নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী নারীকে শাস্তি দেবেন, এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

॥ সুরা ৩৪ ॥

সাবা—একটি নগর অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৬ আয়াত ৫৪

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লার, যিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং পরলোকেও তাঁরই প্রশংসা। তিনি বিজ্ঞানময় অভিজ্ঞ।

২। তিনি জানেন—যা মাটিতে প্রবেশ করে, যা উহা হতে বের হয়, এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত, ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনি দয়াময়, ক্ষমাশীল।

৩। অবিশ্বাসীরা বলে—আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হবো না। বল—কেন হবে না, নিশ্চয়ই তোমাদের ওর সম্মুখীন হতে হবে, শপথ আমার প্রতিপালকের, যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, আসমান ও জমিনে যার অগোচর নয় অনু-পরিমাণু কিছু কিংবা তা অপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু ; ওর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে, স্পষ্ট আছে কেতাবে।

৪। যেহেতু যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি তাদের পুরস্কৃত করবেন। ওদের জন্যই ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা আছে।

৫। যারা প্রবল হবার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর কঠিন শাস্তি আছে।

৬। যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা জানে যে—তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য; ইহা মানুষকে পরাক্রমশালী প্রশংসিত ও আল্লার পথ নির্দেশ করে।

৭। অবিশ্বাসীরা বলে—আমরা কি তোমাদেব এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদের বলে—তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নূতন সৃষ্টিতে উত্থিত হবে।

৮। হয় সে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে উন্মাদ। বস্তুত যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে আছে।

৯। ওরা কি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে আসমান ও জমিন আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে ওদের সহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেব অথবা ওদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাব, আল্লার অভিমুখী প্রতিটি দাসের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

॥ রুকু ২ ॥

১০। হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে বিহঙ্গকুল তোমরাও, এই আদেশ দান করেই আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, এবং লোহাকে তার জন্য নরম করেছিলাম।

১১। আমি তাকে বলেছিলাম, পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি কর, এবং ঐগুলোর কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকাজ কর, তোমরা যা কর, আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।

১২। আমি সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক প্রসবণ প্রবাহিত করেছিলাম, আল্লার অনুমতিক্রমে জিনদের কতক তার সম্মুখে কাজ করত। ওদের মধ্যে যারা আমার নিদর্শন অমান্য করে, তাদেব আমি জলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।

১৩। ওরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, বৃহদাকার হাউজসদৃশ পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ!

১৪। যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জীনদের তার মৃত্যু বিষয় জানাল—কেবল ঘুণ-পোকা—যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান মাটিতে পড়ে গেল—জীনেরা বুঝতে পারল যে, ওরা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তা হলে ওরা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।

১৫। সাবাবাসীদের জন্য ওদের বাসভূমিতে ছিল—এক নিদর্শন, দুটো উদ্যান, একটি ডানদিকে অপরটি বামদিকে; ওদেব বলা হয়েছিল—তোমরা তোমাদের প্রতিপালক-প্রদত্ত জীবিকা ভোগ

কর, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, এই স্থান উত্তম, এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল।

১৬। পরে ওরা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি ওদের উপর বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম এবং ওদের উদ্যান দুটোকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটো উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয়—বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ ও কিছু কূল গাছ।

১৭। ওদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আমি ওদের এই শাস্তি দিয়েছিলাম। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত অন্য কাউকে শাস্তি দিই না।

১৮। ওদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, সেইগুলোর অন্তবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম, এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমণকালে বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবধানে স্থান নির্ধারিত করেছিলাম, তোমরা দিবস ও রজনীতে এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর।

১৯। কিন্তু ওরা বলল—হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের সফরের মঞ্জিলের ব্যবধান বর্ধিত কর, এইভাবে ওরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি ওদের কাহিনীর বিষয় বস্তুতে পরিণত করলাম এবং ওদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন আছে।

২০। ওদের সম্বন্ধে ইবলীসের আশা সফল হলো, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসীদল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল।

২১। ওদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা পরকালে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান, তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল—আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের সংরক্ষক।

॥ রুকু ৩ ॥

২২। বল—তোমরা আহ্বান কর তাদের যাদের তোমরা আল্লার পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে। ওরা আসমান ও জমিনের অণুপরিমাণ কিছুর মালিক নয়, এবং এতে ওদের কোন অংশও নাই, এবং ওরা আল্লার কাজ সহায়কও নয়।

২৩। যাকে অনুমতি দেওয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লার নিকটে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যখন ওদের অন্তর হতে ভয় দূর হবে, তখন ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে—তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন ? তদুত্তরে তারা বলবে—যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।

২৪। বল—আসমান ও জমিন হতে কে তোমাদের জীবিকা সরবরাহ করে ? বল—আল্লাহ্। হয় আমরা সৎপথে স্থিত, এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ, এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি।

২৫। বল—আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমাদেরও জবাবদিহি করতে হবে না।

২৬। বল—আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিবেন ; তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।

২৭। বল—তোমরা যাদের আল্লার শরিক স্থির করেছ, তাদের আমাকে দেখাও। না, তাঁর কোন শরিক নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

২৮। আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

২৯। তারা জিজ্ঞাসা করে—তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিজ্ঞা কখন বাস্তবায়িত হবে ?

৩০। বল— তোমাদের জন্য এক নির্ধারিত দিন আছে, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১। অবিশ্বাসীরা বলে, আমরা এই কোরাণ অথবা এর পূর্বে যা ছিল তৎপ্রতি কখনও বিশ্বাস স্থাপন করব না। এবং তুমি যদি দেখতে জালেমদের যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন ওরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে, যারা দুর্বল ছিল তারা দাম্ভিকগণকে বলবে—তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাসী হতাম।

৩২। যারা দাম্ভিক ছিল, তারা দুর্বলগণকে বলবে—তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদের উহা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম ? বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে অপরাধী।

৩৩। দুর্বলগণ দাম্ভিকগণকে বলবে—প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিনরাত আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলে—যেন আমরা আল্লাকে অমান্য করি, এবং তাঁর শরিক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে এবং আমি অবিশ্বাসীদের গলদেশে শৃঙ্খল পরাব। ওদের ওরা যা করত, তার প্রতিফল দেওয়া হবে।

৩৪। আমি যখনই কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে—তুমি যা সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করি।

৩৫। ওরা আরো বলতো—আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, সুতরাং আমাদের কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না।

৩৬। বল—আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন, অথবা সীমিত করেন ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৭। তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার নৈকট্য লাভের সহায়ক হবে না, তবে নৈকট্য লাভ করবে তারাই—যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং তারা তাদের কাজের জন্য বহুগুণ পুরস্কার পাবে। তারা নিরাপদে প্রাসাদে বসবাস করবে।

৩৮। যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

৩৯। বল—আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদাসীদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা জীবিকা বর্ধিত করেন অথবা উহা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

৪০। যেদিন তিনি এদের সকলকে একত্রিত করবেন, এবং ফেরেশ্তাগণকে জিজ্ঞাসা করবেন—এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ?

৪১। ফেরেশ্তারা বলবে—তুমি পবিত্র, মহান. আমাদের সম্পর্ক তোমার সাথে, ওদের সাথে নয়। ওরা তো শয়তানদের পূজা করত. এবং ওদের অধিকাংশই ছিল শয়তানদের ভক্ত।

৪২। তখন আমি বলব—আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নাই। যারা সীমালংঘন করেছিল, তাদের বলব—তোমরা যে অগ্নি-শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।

৪৩। এদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন এরা বলে—এই ব্যক্তিই তো তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদত করত, তার ইবাদতে তোমাদের বাধা দিতে চায়। এরা আরো বলে—ইহা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছুই নয়, এবং অবিশ্বাসকারীদের নিকট যখন সত্য আসে, তখন ওরা বলে—ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।

৪৪। আমি এদের পূর্বে কোন কেতাব দিই নি, যা এরা অধ্যয়ন করতে পারে এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোন সতর্ককারী পাঠাই নি।

৪৫। এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল ; ওদের আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায় নি, তবুও ওরা আমার রসুলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে আমার শাস্তি কত ভয়ংকর হয়েছিল।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৬। বল—আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি,—তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে দুই জন করে অথবা একাকী দাঁড়াও এবং অনুধাবন কর—তোমাদের সংগী উন্মাদ নয়। সে তো আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

৪৭। বল—আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না ; আমার পুরস্কার আছে আল্লার নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

৪৮। বল—আমার প্রতিপালক সত্য দ্বারা মিথ্যাকে চূর্ণ করেন ; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।

৪৯। বল—সত্য এসেছে এবং অসত্য একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

৫০। বল—আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি সৎপথে থাকি তবে তা এই জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহি প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটবর্তী।

৫১। তুমি যদি দেখতে, যখন এরা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে, এরা অব্যাহতি পাবে না। এবং এরা নিকটেই ধরা পড়বে।

৫২। এবং এরা বলবে, আমরা তাকে বিশ্বাস করলাম, কিন্তু এখন এতদূর হতে ওর নাগাল পাবে কিরূপে ?

৫৩। ওরা তো পূর্বে তাকে অবিশ্বাস করেছিল ; ওরা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে কথা-বার্তা বলত।

৫৪। এদের ও এদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল আছে, যেমন ছিল এদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। ওরা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্দিহান।

॥ সুরা ৩৫ ॥

ফাতের—মূলসৃষ্টিকর্তা, অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৫ আয়াত ৪৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্যই, যিনি আসমান ও জমিনের মূল স্রষ্টা, ফেরেশতাগণকে সংবাদবাহী-রূপে সৃষ্টিকারী, যাদের দুই-দুই ও তিন-তিন, এবং চার-চার পক্ষ আছেন তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা যোগ করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২। আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ করলে কেহ উহা নিবারণ করতে পারে না। তিনি অনুগ্রহ করতে না চাইলে, কেহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৩। হে মানুষ! তোমরা আল্লাকে স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আসমান ও জমিন হতে জীবিকা দান করেন ? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। সুতরাং কিরূপে তোমরা সত্য বিমুখ হচ্ছ ?

৪। এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্ববর্তী রসুলগণকেও তো মিথ্যা বলা হয়েছিল। আল্লার নিকট সব কিছুই প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫। হে মানুষ! আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের প্রবঞ্চিত না করে।

৬। শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এই জন্য আহ্বান করে যে—ওরা যেন জাহান্নামী হয়।

৭। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

॥ রুকু ২ ॥

৮। কাউকে যদি তার মন্দকাজ শোভন করে দেখান, এবং সে ওকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তার সমান (যে সৎকাজ করে), আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, যাকে ইচ্ছা সৎপথে

পরিচালিত করেন, অতএব তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে ধ্বংস কর না, ওরা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন।

৯। আল্লাই বায়ু প্রেরণ করে ওর দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর তিনি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে ধাবিত করেন, অতঃপর তিনি ওর দ্বারা পৃথিবীকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। এইরূপেই পুনরুত্থান হবে।

১০। যে কেহ সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে, ফলতঃ আল্লার জ·্যই সমস্ত সম্মান, পবিত্র বাক্যাবলী তাঁরই দিকে উপনীত হয়, এবং সৎকাজই তাকে সমুন্নত করে থাকে। এবং যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে, এবং তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

১১। আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন—মাটি হতে, তারপর শুক্রবিন্দু হতে, তারপর তোমাদের যুগল করেছেন। আল্লার অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না, অথবা সন্তানও প্রসব করে না। কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে অথবা তার আয়ু হ্রাস পেলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে।

১২। দুটো দরিয়া একরূপ নয়—একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, বিস্বাদ। প্রত্যেকটি হতে তোমরা মৎস্য আহার কর এবং তোমাদের ব্যবহার্য রত্নাবলী আহরণ কর, এবং তোমরা দেখ ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১৩। তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, প্রত্যেকে আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব আল্লারই। তোমরা আল্লার পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো অতি তুচ্ছ খেজুর খোসারও অধিকারী নয়।

১৪। তোমরা তাদের আহ্বান করলে—তারা তোমাদের আহ্বান শোনে না, এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদের যে শরিক করেছ, তা ওরা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সেই সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাদের সংবাদ দিতে পারবে না—(অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে)।

।। রুকু ৩ ।।

১৫। হে মানুষ! তোমরা তো আল্লার মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত প্রশংসিত।

১৬। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন, এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।

১৭। ইহা আল্লার নিকট কঠিন নহে।

১৮। কেহ কারো ভার বহন করবে না, কারো পাপের বোঝা গুরুভার হলে—সে যদি অন্য কাউকে বহন করতে ডাকে, তবে কেহ তা বহন করবে না—নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি কেবল তাদেরই সতর্ক করতে পার, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, এবং নামাজ কায়েম

করে। যে কেহ নিজেকে পরিশোধন করে, সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লার দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন।

১৯। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নহে।

২০। অন্ধকার ও আলো,

২১। ছায়া ও রৌদ্র ;

২২। এবং সমান নহে জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎবাক্য শ্রবণে সমর্থ করেন ; তুমি মৃতকে সৎবাক্য শোনাতে সমর্থ হবে না।

২৩। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

২৪। আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, এমন কোন সম্প্রদায় নাই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নি।

২৫। এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে এদের পূর্বে যে সকল রসুল স্পষ্ট নিদর্শন, অবতীর্ণ গ্রন্থ ও দীপ্তিমান কেতাবসহ এসেছিল তাদের প্রতিও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল।

২৬। অতঃপর আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ঙ্কর আমার শাস্তি।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭। তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, এবং এর দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফল-মূল উপগত করেন। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল, ও নিকষ কালো।

২৮। এইভাবে রং বে-রং এর মানুষ, জন্তু ও পালিত পশু আছে, আল্লার দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

২৯। যারা আল্লার কেতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে—তাদের ব্যবসা ব্যর্থ হবে না।

৩০। এই জন্য যে, আল্লাহ তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন, এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী।

৩১। আমি তোমাদের প্রতি যে কেতাব অবতীর্ণ করেছি—তা সত্য, ইহা পূর্ববর্তী কেতাবের সমর্থক। আল্লাহ তাঁর দাসদের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।

৩২। অতঃপর আমি কেতাবের অধিকারী করলাম আমার দাসদের মধ্যে তাদের—যাদের আমি মনোনীত করেছি। তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মিতাচারী এবং কেহ আল্লার নির্দেশে কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। ইহাই মহা অনুগ্রহ।

৩৩। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেথায় তাদের স্বর্ণ-নির্মিত, মুক্তা-খচিত কঙ্কন দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

৩৪। এবং তারা বলবে—প্রশংসা আল্লার, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন, আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী।

৩৫। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ আমাদের স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও নয়।

৩৬। কিন্তু যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে, এবং ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

৩৭। সেথায় তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিস্কৃতি দাও, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না। আল্লাহ বলবেন—আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না ? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর। সীমালঙ্ঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নাই।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৮। আল্লাহ আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

৩৯। তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তার সত্য প্রত্যাখানের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের সত্য প্রত্যাখ্যান কেবল ওদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং ওদের সত্য প্রত্যাখ্যান ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

৪০। বল—তোমরা আল্লার পরিবর্তে যাদের ডাক সেই সকল দেবদেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে ওদের কোন অংশ আছে কি ? আমি ওদের এমন কোন কেতাব দিয়েছি যার উপর এরা নির্ভর করে ? বস্তুতঃ সীমালঙ্ঘনকারীরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

৪১। আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে ওরা কক্ষচ্যুত না হয়, ওরা কক্ষচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদের স্থির রাখবে ? তিনি সহনশীল ক্ষমাপরায়ণ।

৪২। এরা দৃঢ়তার সাথে আল্লার শপথ করে বলত যে, এদের নিকট কোন সতর্ককারী আসলে এরা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর আনুগত্যের সাথে সৎপথ অনুসরণ করবে, কিন্তু এদের নিকট যখন সতর্ককারী আসল তখন তা কেবল এদের বিতৃষ্ণাই বাড়াল।

৪৩। কারণ, এরা পৃথিবীতে উদ্ধত ও কূট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, কূট ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্রকারীদেরই পরিবেষ্টন করে, এদের পূর্ববর্তীদের যা ঘটেছিল এরা তারই প্রতীক্ষা করছে; কিন্তু তুমি আল্লার বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না, এবং আল্লার বিধানে কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না।

৪৪। এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি দেখে নাই ? ওরা তো এদের অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। আসমান ও জমিনের কিছুই আল্লার বিধান ব্যর্থ করতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

৪৫। আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে আল্লাহ তাদের শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন।

ইয়াসিন—সুরার প্রথম অক্ষরদ্বয় অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৫ আয়াত ৮৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। ইয়া-সীন,

২। শপথ জ্ঞানগর্ভ কোরাণের ;

৩। নিশ্চয় তুমি রসুলগণের অন্তর্গত।

৪। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরাক্রমশালী দয়াময় আল্লার নিকট হতে অবতীর্ণ।

৬। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার, এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয় নাই, যার ফলে ওরা অসতর্ক।

৭। ওদের অধিকাংশের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, তাই ওরা বিশ্বাস করবে না।

৮। আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে ওরা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে।

৯। আমি ওদের সামনে ও পেছনে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের দৃষ্টির উপর আবরণ রেখেছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না।

১০। তুমি ওদের সতর্ক কর বা না কর, ওদের পক্ষে সবই সমান ; ওরা বিশ্বাস করবে না।

১১। তুমি কেবল তাদেরই সতর্ক করতে পার, যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাকে ভয় করে, অতএব তুমি তাদের ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।

১২। আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্মও যা ওরে পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কেতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

॥ রুকু ২ ॥

১৩। তুমি তাদের এক জনপদবাসীদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর, যাদের নিকট রসুল এসেছিল।

১৪ ওদের নিকট দুজন রসুল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল ; তখন আমি তাদের শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল—আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

১৫। ওরা বলল—তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা কেবল মিথ্যা বলছ।

১৬। তারা বলল—শপথ আমাদের প্রতিপালকের, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

১৭। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।

১৮। ওরা বলল—আমরা তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদের অবশ্যাই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং তোমাদের আমরা মর্মন্তুদ শাস্তি দেব।

১৯। তারা বলল—ইহা কি এই জন্য যে—আমরা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি? তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। বস্তুতঃ তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

২০। নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল—হে আমার সম্প্রদায়, রসুলদের অনুসরণ কর।

২১। অনুসরণ কর তাদের—যারা তোমাদের নিকট কোন পতিদান চাহে না, এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।

২২। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করব না কেন?

২৩। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না, এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।

২৪। এরূপ করলে আমি অবশ্যাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।

২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকে বিশ্বাসী, অতএব আমার কথা শোন।

২৬। (সে মারা গেলে) তাকে বলা হলো—জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে উঠল—হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো—

২৭। কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

২৮। আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন সৈন্যদল পাঠাই নি, এবং এর প্রয়োজনও ছিল না।

২৯। উহা এক ধ্বংস-ধ্বনি ব্যতীত ছিল না। ফলে ওরা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০। পরিতাপ আমার দাসদের জন্য; ওদের নিকট যখনই কোন রসুল এসেছে, তখনই ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

৩১। ওরা কি লক্ষ্য করে না, ওদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না।

৩২। এবং অবশ্যাই ওদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

৩৩। ওদের জন্য মৃত ধরিত্রী একটা নিদর্শন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে শস্য উৎপন্ন করি, যা ওরা ভক্ষণ করে।

৩৪। ওতে আমি খর্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং প্রবাহিত করি প্রস্রবণ।

৩৫। যাতে ওরা এর ফল-মুল ভক্ষণ করতে পারে, যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়, তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না ?

৩৬। তিনি মহান ও পবিত্র, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না, তাদের প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন।

৩৭। ওদের জন্য রাত্রি এক নিদর্শন, উহা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

৩৮। সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষে আবর্তন করে, এও সেই মহাপরাক্রান্ত মহাবিজ্ঞানীর বিধান।

৩৯। এবং চন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন স্থান (মনজিল) নির্ধারিত করে দিয়েছি।

৪০। সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, রজনী অতিক্রম করে না দিবসকে, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।

৪১। এবং তাদের জন্য ইহাও এক নিদর্শন যে, আমি তাদের বংশধরগণকে পরিপূর্ণ তরণীতে আরোহণ করিয়েছিলাম।

৪২। আমি ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে ওরা আরোহণ করে।

৪৩। আমি ইচ্ছা করলে ওদের নিমজ্জিত করতে পারি ; সে অবস্থায় ওরা কোন সাহায্যকারী পাবে না, এবং ওরা পরিত্রাণও পাবে না।

৪৪। কিন্তু আমার নিকট হতেই অনুগ্রহ, এবং নির্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত ভোগ-সম্পদ।

৪৫। যখন ওদের বলা হয় তোমরা পার্থিব শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তিকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।

৪৬। যখনই ওদের প্রতিপালকের কোন নিদর্শন ওদের নিকট আসে তখনই ওরা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৭। যখন ওদের বলা হয়—আল্লাহ তোমাদের যে উপজীবিকা দিয়েছেন, তা হতে দান কর। তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে—আমরা কি তাকে ভক্ষণ করাবো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করলে আহার্য দান করতে পারেন ? তোমরা তো প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ব্যতীত নও ?

৪৮। ওরা বলে—তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে ?

৪৯। এরা তো এক মহানাদের অপেক্ষায় আছে, যা তাদের বিতণ্ডাকালে তাদের আঘাত করবে।

৫০। তখন ওরা অসিয়ত (অন্তিম বাক্য উচ্চারণ) করতেও সমর্থ হবে না, এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে আসতেও পারবে না।

॥ রুকু ৪ ॥

৫১। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখনই মানুষ কবর হতে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে।

৫২। ওরা বলবে,—হায় আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদের কবর হতে উত্তোলন করল? দয়াময় আল্লাহ তো এরই কথা বলেছিলেন, রসুলগণ সত্যই বলেছিলেন।

৫৩। ইহা হবে এক মহানাদ, তখনই ওদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

৫৪। এবং বলা হবে—আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না, এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

৫৫। এইদিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে।

৫৬। তারা এবং তাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

৫৭। সেথায় তাদের জন্য ফল-মূল থাকবে এবং বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু।

৫৮। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের বলা হবে 'সালাম'।

৫৯। (এবং আরো বলা হবে—) হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।

৬০। হে আদম সন্তানগণ! আমি কি, তোমাদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

৬১। এবং যেন তোমরা আমারই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

৬২। শয়তান নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

৬৩। ইহাই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

৬৪। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে।

৬৫। আজ আমি এদের মুখ মোহর করে দেবো. এদের হস্ত আমার সাথে কথা বলবে, এবং এদের পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

৬৬। আমি ইচ্ছা করলে এদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিতে পারতাম, তখন ওরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত?

৬৭। আমি ইচ্ছা করলে এদের স্ব স্ব স্থানে স্তম্ভিত করে দিতে পারতাম, ফলে এদের অগ্রে পশ্চাতে চলা ফেরা করার শক্তি থাকত না।

॥ রুকু ৫ ॥

৬৮। আমি যাকে দীর্ঘজীবন দান করি, তাকেও জরাগ্রস্ত করে দিই, তবুও কি ওরা বোঝে না?

৬৯। আমি রসুলকে কাব্য রচনা করতে শেখাই নি, এবং ইহা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। ইহা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরান।

৭০। যাতে রসুল জাগ্রতচিত্ত লোকদের সতর্ক করতে পারে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।

৭১। ওরা কি লক্ষ্য করে না, ওদের জন্য আমি নিজে গৃহপালিত পশুসকল সৃষ্টি করেছি, এবং তারা এইগুলোর অধিকারী।

৭২। এবং আমি এইগুলোকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি। এইগুলোর কতক ওদের বাহন ও কতক ওদের খাদ্য।

৭৩। ওদের জন্য এইগুলোতে বহু উপকারিতা আছে, আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞ হবে না?

৭৪। ওরা তো আল্লার পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, এই আশায় যে, ওরা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

৭৫। কিন্তু এইসব উপাস্য ওদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়; এই সমস্ত উপাস্য যাদের ওরা ওদের সাহায্যকারী মনে করে, তাদের (জাহান্নামে) উপস্থিত করা হবে।

৭৬। অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়, আমি তো জানি—যা ওরা গোপন করে ও যা ওরা প্রকাশ করে।

৭৭। মানুষ কি দেখে না যে আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে পড়ে।

৭৮। সে (মানুষ) আমার সম্বন্ধে সদৃশ স্থির করে এবং সে তার নিজের জন্মের কথা ভুলে যায়, এবং বলে বিগলিত অস্থিপুঞ্জে কে প্রাণ সঞ্চার করবে? যখন উহা পচে যাবে?

৭৯। বল—ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবে তিনিই, যিনি ইহা প্রথম সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

৮০। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি (দাবানল) উৎপাদন করেন, এবং তোমরা ওর দ্বারা আগুন জ্বাল।

৮১। তিনি নিজ ক্ষমতাবলে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাঁ, নিশ্চয় তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

৮২। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন 'হও', ফলে হয়ে যায়।

৮৩। অতএব তিনিই পবিত্র ও মহান, যাঁর হাতে সর্ববিষয়ের আধিপত্য, এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

সাফ্‌ফাত—শ্রেণীবদ্ধ অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৫ আয়াত ১৮২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ তাদের—যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান,

২। ও যারা কঠোর পরিচালক,

৩। এবং যারা কোরাণ আবৃত্তিতে রত,

৪। নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক।

৫। যিনি আসমান ও জমিন এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর রক্ষক, রক্ষক পূর্বাচলের।

৬। আমি তোমাদের নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজী দ্বারা সুশোভিত করেছি।

৭। ও একে রক্ষা করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে।

৮। ফলে, শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না, ওদের উপর সকল দিক হতে (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়,

৯। ওদের বিতাড়নের জন্য। ওদের জন্য অবিরাম শাস্তি আছে।

১০। তবে কেহ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

১১। অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা কর, ওদের সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অবশিষ্ট যা সৃষ্টি করেছি তার সৃষ্টি কঠিনতর? ওদের আমি সৃষ্টি করেছি ঘনীভূত মৃত্তিকাদ্বারা।

১২। তুমি তো বিস্ময় বোধ করছ, আর ওরা বিদ্রূপ করছে।

১৩। এবং যখন ওদের উপদেশ দেওয়া হয়, ওরা তা মানে না।

১৪। ওরা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে।

১৫। এবং বলে ইহা তো এক স্পষ্ট যাদু,

১৬। আমরা মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?

১৭। এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরও?

১৮। বল—হাঁ, এবং তোমরা লাঞ্ছিত হবে।

১৯। মাত্র একটি প্রচণ্ড শব্দ হবে—তখন ওরা প্রত্যক্ষ করবে।

২০। এবং ওরা বলবে, দুর্ভোগ আমাদের, এই তো কর্মফল দিবস।

২১। ওদের বলা হবে—ইহাই ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে

॥ রুকু ২ ॥

২২। (ফেরেশতাগণকে বলা হবে) একত্রিত কর অত্যাচারীদের ও তাদের পত্নীদের এবং তাদের—যাদের উপাসনা করত ওরা—

২৩। আল্লার পরিবর্তে এবং ওদের পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে,

২৪। অতঃপর ওদের থামাও, কারণ ওদের প্রশ্ন করা হবে ঃ

২৫। তোমাদের কী হলো যে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না ?

২৬। বরং আজ তারা সকলেই আত্মসমর্পণ করবে।

২৭। এবং ওরা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে—

২৮। তারা বলবে—তোমরা তো দক্ষিণ দিক হতে (তোমাদের শক্তি নিয়ে) আমাদের নিকট আসতে।

২৯। ওরা (শক্তিশালীরা) বলবে—তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,

৩০। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন আধিপত্যই ছিল না ; বরং তোমরা বিরুদ্ধাচারী সম্প্রদায় ছিলে।

৩১। আমাদের প্রতি আমাদের প্রতিপালকের কথাই সত্য হয়েছে, নিশ্চয়ই আমাদের শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।

৩২। আমরা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাই ছিলাম বিভ্রান্ত।

৩৩। ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরিক হবে।

৩৪। অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করে থাকি।

৩৫। ওদের নিকট এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই বলা হলে, তখন ওরা অহংকারে অগ্রাহ্য করত।

৩৬। এবং ওরা বলত—আমরা কি এক উন্মত্ত কবির কথায় আমাদের উপাস্যগণকে ত্যাগ করব ?

৩৭। কিন্তু সে (মহম্মদ) সত্যসহ আগমন করেছে, এবং সে সমস্ত প্রেরিত পুরুষগণের সত্যতা স্বীকার করেছিল।

৩৮। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে।

৩৯। তোমরা যা করতে তারই শাস্তি ভোগ করবে—

৪০। তবে তারা নয়—যারা আল্লার বিশুদ্ধ-চিত্ত দাস।

৪১। তাদের জন্য নির্ধারিত জীবনোপকরণ আছে—

৪২। ফল-মূল এবং তারা সম্মানিত হবে,

৪৩। সুখময়—স্বর্গোদ্যানে,

৪৪। তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে।

৪৫। তাদের ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা পরিবেশন করা হবে।

৪৬। শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হবে,

৪৭। ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না, এবং ওতে তারা মাতালও হবে না।

৪৮। সুলোচনাগণ আনত নয়নে তাদের সঙ্গে থাকবে।

৪৯। সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ।

৫০। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

৫১। তাদের কেহ বলবে, আমার ছিল এক সঙ্গী,

৫২। সে বলত, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে,

৫৩। আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও আমাদের প্রতিফল দেওয়া হবে?

৫৪। তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?

৫৫। অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে, এবং ওকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে।

৫৬। সে বলবে—আল্লার শপথ, তুমি তো আমাকে ধ্বংস করবারই উপক্রম করেছিলে।

৫৭। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে—নিশ্চয় আমি ঐ উপস্থিতগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৮। আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না—

৫৯। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদের শাস্তিও দেওয়া হবে না।

৬০। নিশ্চয় ইহা সেই মহাসাফল্য।

৬১। এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকগণের সাধনা করা উচিত,

৬২। আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্‌কুম বৃক্ষ?

৬৩। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য ইহা আমি পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেছি।

৬৪। এই বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশ হতে উদ্গত হয়।

৬৫। এর মোচা সাপের ফণার মত।

৬৬। সীমালঙ্ঘনকারীরা ইহা ভক্ষণ করবে এবং ওর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে।

৬৭। তদুপরি ওর সঙ্গে ওদের ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে।

৬৮। পরে ওদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

৬৯। ওরা ওদের পিতৃপুরুষগণকে বিপথগামী পেয়েছিল,

৭০। এবং নির্বিচারে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল।

৭১। ওদের পূর্বেও পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।

৭২। আমি ওদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।

৭৩। সুতরাং লক্ষ্য কর যাদের সতর্ক করা হয়েছিল—তাদের পরিণাম কি হয়েছিল,

৭৪। আল্লার বিশুদ্ধ সেবকগণ ব্যতীত।

॥ রুকু ৩ ॥

৭৫। নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল এবং আমি কত উত্তমরূপে সাড়া দিয়েছিলাম।

৭৬। তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি রক্ষা করেছিলাম মহাসঙ্কটে।

৭৭। তারই বংশধরদের বংশ পরম্পরায় রক্ষা করেছি।

৭৮। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

৭৯। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,

৮০। এইভাবে আ া সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

৮১। সে আমার ' শ্বাসী দাসদের অন্যতম ছিল।

৮২। অবশিষ্ট স- লকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

৮৩। ইব্রাহীম ছিল তার উত্তরসূরী।

৮৪। স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট বিশুদ্ধচিত্তে উপস্থিত হয়েছিল।

৮৫। তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল ; তোমরা কিসের পূজা করছ ?

৮৬। তোমরা কি আল্লার পরিবর্তে—অলীক উপাস্য চাও ?

৮৭। বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা ?

৮৮। অতঃপর ইব্রাহীম তারকারাজির দিকে একবার তাকাল,

৮৯। এবং বলল—আমি অসুস্থতা বোধ করছি।

৯০। অতঃপর ওরা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল।

৯১। পরে সে গে ানে ওদের দেবতাগণের নিকট গেল এবং বলল—তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন ?

৯২। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না ?

৯৩। অতঃপর সে ওদের উপর সবলে আঘাত হানল।

৯৪। তখন ঐ লো কগুলো তার দিকে ছুটে আসল,

৯৫। সে বলল— ামরা নিজেরা যাদের প্রস্তর খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর ?

৯৬। প্রকৃতপক্ষে আল্লাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।

৯৭। ওরা বলল—এর জন্য এক অগ্নিকুণ্ড তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।

৯৮। ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি ওদের হীন করে দিয়েছিলাম।

৯৯। ইব্রাহীম বলল—আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

১০০। হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে এক সৎশীল পুত্র-সন্তান দান কর।

১০১। অতঃপর আমি তাকে এক সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০২। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল—বৎস ! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল ? সে বলল—হে আমার পিতা ! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন—তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

১০৩। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল, এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে (জবেহ করার জন্য) কাত করে শ ্রত করল।

১০৪। তখন আমি াকে আহ্বান করে বললাম—হে ইব্রাহীম !

১০৫। তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে, এইভাবে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

১০৬। নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

১০৭। আমি তার পরিবর্তে কুরবাণীর জন্য এক হৃষ্ট-পুষ্ট জন্তু দিলাম।

১০৮। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

১০৯। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১১০। এইভাবে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

১১১। সে আমার এক বিশ্বাসী দাস ছিল।

১১২। আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সে এক নবী ছিল, সৎশীলদের অন্যতম।

১১৩। তাকে এবং ইসহাককে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম, তাদের বংশধরদের মধ্যে কেহ কেহ সৎশীল ছিল, এবং কেহ কেহ স্বীয় জীবনের প্রতি প্রকাশ্য অত্যাচার করেছিল।

॥ রুকু ৪ ॥

১১৪। নিশ্চয় আমি মূসা ও হারুণের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম,

১১৫। এবং তাদের ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি মহাসঙ্কট হতে উদ্ধার করেছিলাম

১১৬। আমি তাদের সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিল।

১১৭। আমি তাদের উভয়কে বিশদ কেতাব দিলাম।

১১৮। এবং তাদের আমি সরল পথে সুপরিচালিত করেছিলাম।

১১৯। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে ত্যাগ করেছি।

১২০। মূসা ও হারুণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,

১২১। এইভাবে আমি সৎশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

১২২। এরা উভয়েই আমার বিশ্বাসী দাস ছিল।

১২৩। নিশ্চয় ইলিয়াস রসুলগণের অন্তর্গত ছিল।

১২৪। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল—তোমরা কি সংযত হবে না ?

১২৫। তোমরা কি বা'আল্‌কে (সূর্যদেবী) ডাকবে, এবং ত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

১২৬। আল্লাই তোমাদের প্রতিপালক, এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণেরও প্রতিপালক।

১২৭। কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওরা অবশ্যই দণ্ডযোগ্য।

১২৮। তবে আল্লার বিশুদ্ধ-চিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্র।

১২৯। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে ত্যাগ করেছি।

১৩০। ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক,

১৩১। এইভাবে আমি সৎশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

১৩২। সে আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম ছিল।

১৩৩। লুতও রসুলগণের একজন ছিল,

১৩৪। আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম।

১৩৫। কিন্তু এক বৃদ্ধাকে উদ্ধার করি নি, যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩৬। অতঃপর আমি অবশিষ্টদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম।

১৩৭। নিশ্চয় তোমরা প্রভাতে তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করে থাক—

১৩৮। এবং রজনীতেও, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

॥ রুকু ৫ ॥

১৩৯। ইউনুস্ রসুলগণের অন্তর্গত ছিল।

১৪০। যখন সে পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করেছিল,

১৪১। তখন তার ভাগ্য নির্ণয় করা হল, ফলতঃ সে নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্গত হল।

১৪২। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে হল ধিক্কার যোগ্য।

১৪৩। সে যদি আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত,

১৪৪। তা হলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হত মৎস্য-গর্ভে।

১৪৫। পরে আমি তাকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছিলাম এবং সে ছিল পীড়িত।

১৪৬। পরে আমি তাকে ছায়া দেবার জন্য এক লাউ গাছ উদ্গত করলাম।

১৪৭। তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম;

১৪৮। এবং তারা বিশ্বাস করেছিল, ফলে আমি তাদের কিছুকালের জন্য সুখ-সম্পদ দান করেছিলাম।

১৪৯। ওদের জিজ্ঞাসা কর, ওরা কি মনে করে যে, আল্লার জন্য কন্যা-সন্তান এবং ওদের জন্য পুত্র-সন্তান আছে।

১৫০। অথবা আমি কি ফেরেশ্তাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম, এবং ওরা কি সাক্ষী ছিল।

১৫১। দেখ, ওরা মনগড়া কথা বলে থাকে, যখন বলে—

১৫২। আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন; ওরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

১৫৩। তিনি কি পুত্র-সন্তানের পরিবর্তে কন্যা-সন্তান পছন্দ করেছেন?

১৫৪। তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করছ?

১৫৫। তোমরা কি ইহা হৃদয়ঙ্গম করবে না?

১৫৬। তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আছে?

১৫৭। তোমরা সত্যবাদী হলে, তোমাদের কেতাব উপস্থিত কর।

১৫৮। ওরা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জিনেরা জানে তাদেরও শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

১৫৯। ওরা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান।

১৬০। আল্লার বিশুদ্ধচিত্ত দাসগণ শাস্তি পাবে না।

১৬১। তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা—

১৬২। তোমরা কেউ কাউকে আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না,

১৬৩। কেবল তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে—যারা জাহান্নামী।

১৬৪। (জিবরাইল বলেছিল) আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, যার জন্য পরিজ্ঞাত স্থান নাই।

১৬৫। আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।

১৬৬। এবং আমরা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী,

১৬৭। নিশ্চয় ওরা (অবিশ্বাসীরা) বলে যে,

১৬৮। পূর্ববর্তীদের কেতাবের মত যদি আমাদের কোন কেতাব থাকত—

১৬৯। আমরা অবশ্যই আল্লার বিশুদ্ধচিত্ত দাস হতাম।

১৭০। কিন্তু ওরা কোরাণ প্রত্যাখ্যান করল, এবং শীঘ্রই ওরা এর পরিণাম জানতে পারবে।

১৭১। আমার প্রেরিত দাসদের সম্পর্কে আমার এই প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছে যে—

১৭২। অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,

১৭৩। এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।

১৭৪। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদের উপেক্ষা কর।

১৭৫। তুমি ওদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, শীঘ্রই ওরা সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।

১৭৬। তবে কি ওরা আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চাহে ?

১৭৭। যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন ওদের প্রভাত কত মন্দ হবে।

১৭৮। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদের উপেক্ষা কর।

১৭৯। তুমি ওদের লক্ষ্য কর, শীঘ্রই ওরা সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০। ওরা যা বলে তা হতে তোমার প্রতিপালক পবিত্র মহান, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।

১৮১। শান্তি বর্ষিত হোক রসুলদের প্রতি।

১৮২। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সকল প্রশংসা।

সা'দ—আরবী অক্ষর অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৫ আয়াত ৮৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সা'দ, শপথ উপদেশ পূর্ণ কোরাণের।

২। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে গেছে।

৩। এদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি ; তখন ওরা সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছিল কিন্তু ওদের পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।

৪। এদের নিকট এদের মধ্যে হতে একজন সতর্ককারী আসল, এতে এরা বিস্ময় বোধ করছে, এবং অবিশ্বাসীরা বলে, এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী।

৫। সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে ? নিশ্চয় ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার।

৬। ওদের প্রধানরা এই বলে কেটে পড়ে—তোমরা চলে যাও, এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় অবিচল থাক। নিশ্চয় উহা (মহম্মদের) এক স্বেচ্ছাকৃত বাক্য।

৭। আমরা তো শেষ ধর্মাদর্শে (হঃ ঈসা) এরূপ কথা শুনি নাই ; ইহা এক মনগড়া উক্তিমাত্র।

৮। আমরা এত লোক থাকতে তারই উপর কোরাণ অবতীর্ণ হল ? ওরা প্রকৃতপক্ষে আমার কোরাণে সন্দিহান, ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করে নাই।

৯। ওদের নিকট তোমার পরাক্রমশালী মহাদাতা প্রতিপালকের অনুগ্রহ ভাণ্ডার আছে ?

১০। ওদের জন্য কি আসমান ও জমিনের এবং তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর আধিপত্য আছে ? থাকলে ওরা আকাশে আরোহণের ব্যবস্থা করুক।

১১। তথায় বহু সম্প্রদায়ের সৈন্যদল পরাজিত হবে।

১২। এদের পূর্বেও রসুলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ, আ'দ ও শূলধারী ফেরাউন সম্প্রদায়।

১৩। সামূদ, লুত ও বন-নিবাসীরাও (শোয়াইব) সম্প্রদায়, ওরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশাল বাহিনী।

১৪। ওরা প্রত্যেকেই রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে ওদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি বাস্তব হয়েছে।

॥ রুকু ২ ॥

১৫। এরা তো এক মহানাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলবার অবকাশ থাকবে না।

১৬। এরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদের দিয়ে দাও না !

১৭। এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং স্মরণ কর আমার বলবান দাস দাউদের কথা ; সে সতত আমার প্রতি নির্ভরশীল ছিল।

১৮। আমি পর্বতমালাকে বশীভূত করেছিলাম, এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।

১৯। এবং (বশীভূত করেছিলাম বিহঙ্গ কূলকে), যারা সমবেত হত তার নিকট, সকলেই ছিল তার অনুসারী।

২০। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও বাগ্মীতা।

২১। তোমার নিকট কি সেই কলহ-কারীর সংবাদ এসেছে,—যারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করল।

২২। যখন তারা দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন সে ভীত হল, তারা বলল—ভীত হয়ো না, আমরা উভয়েই কলহকারী, এক অন্যের বিরুদ্ধাচারণ করছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার কর, অবিচার ক'র না, সঠিক পথ নির্দেশ কর।

২৩। এ-আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা, এবং আমার আছে একটি ; তবুও সে বলে—আমাকে এইটি দিয়ে দাও, এবং তর্কে সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

২৪। দাউদ বলল—তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। যৌথ বিষয়ে শরিকদের অনেকে এক অন্যের প্রতি অবিচার করে থাকে —কেবল বিশ্বাসী ও সৎশীল ব্যক্তিগণ করে না, এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল, এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল।

২৫। অতঃপর আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম আছে।

২৬। হে দাউদ আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর, এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না, করলে, ইহা তোমাকে আল্লার পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লার পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে।

।। রুকু ৩ ।।

২৭। আমি আসমান, জমিন এবং উভয়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই; যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই, সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

২৮। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদের সমগণ্য করব? সংযমী ও অপরাধীগণ সমান হতে পারে?

২৯। আমি এই কল্যাণময় কেতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

৩০। আমি দাউদকে সুলাইমানরূপ পুত্র দান করলাম। সে ছিল উত্তম দাস, এবং আমার প্রতি সতত নির্ভরশীল।

৩১। যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে সুশিক্ষিত দ্রুতগামী অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল,

৩২। সে বলল—আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে অশ্বপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি—এদিকে সূর্য ডুবে গেছে।

৩৩। ওদের আমার সম্মুখে ফিরিয়ে আন, তৎপর সে ওদের পা ও গলদেশে (মৃদু) আঘাত করতে লাগল।

৩৪। আমি সোলেমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়; সোলেমান তখন আমার অভিমুখী হল।

৩৫। সে বলল—হে আমার পতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর—আমি ব্যতীত কেহ যার অধিকারী হতে পারবে না। তুমি তো মহাদাতা।

৩৬। তখন আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, যা সে যেখানে ইচ্ছা করত সেথায় অবাধে প্রবাহিত হত।

৩৭। আরও অধীন করে দিলাম জিনকে, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।

৩৮। এবং শৃঙ্খলিত আরও অনেককে।

৩৯। এইসব আমার অনুগ্রহ, ইহা হতে তুমি অন্যাকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।

৪০। এবং আমার নিকটে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম আছে।

॥ রুকু ৪ ॥

৪১। স্মরণ কর, আমার দান আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, —শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।

৪২। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো স্নান ও পান করবার জন্য সুশীতল পানি।

৪৩। আমি আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও।

৪৪। আমি তাকে আদেশ করলাম—এক মুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম। সে কত উত্তম দাস, সে আমার অভিমুখী ছিল।

৪৫। স্মরণ কর আমার দাস ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, ওরা ছিল শক্তিশালী সুক্ষ্মদর্শী·

৪৬। আমি তাদের এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম, উহা ছিল পরকালের স্মরণ।

৪৭। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম দাসগণের অন্তর্গত।

৪৮। স্মরণ কর ইসমাইল। আল্-ইয়াসায়া ও যুল-কিফলের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিল—সৎশীল।

৪৯। ইহা এক মহৎ দৃষ্টান্ত। সংযমীদের জন্য উত্তম আবাস আছে।

৫০। জান্নাৎ চিরস্থায়ী, যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য।

৫১। সেথায় তারা এলায়িতভাবে থেকে বহুবিধ ফল ও পানীয় আদেশ করবে।

৫২। তাদের পার্শ্বে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ অবস্থান করবে।

৫৩। বিচার দিনের জন্য ইহাই তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

৫৪। ইহাই আমার দেওয়া জীবন-সম্পদ, যা শেষ হবে না।

৫৫। ইহা সংযমীদের জন্য। এবং সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম।

৫৬। জাহান্নাম, সেথায় ওরা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই স্থান।

৫৭। ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি পুঁজ।

৫৮। এ ছাড়া এরূপ আরও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আছে।

৫৯। (জাহান্নামীদের দলপতিদের বলা হবে) এই তো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। (দলপতিরা বলবে) ওদের জন্য নাই অভিনন্দন, এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।

৬০। অনুসারীরা বলবে—তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নাই। তোমরাই তো আমাদের শাস্তির সম্মুখীন করেছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল।

৬১। ওরা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক। যে আমাদের এর সম্মুখীন করেছে, তার শাস্তি জাহান্নামে দ্বিগুন বর্ধিত কর।

৬২। ওরা আরও বলবে—আমাদের কী হল যে, আমরা যাদের মন্দ বলে মনে করতাম তাদের দেখা পাচ্ছি না।

৬৩। তবে কি আমরা ওদের অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র মনে করতাম, না, আমাদের চক্ষু ওদের দেখতে পাচ্ছে না?

৬৪। জাহান্নামীদের এই বাদ প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী।

॥ রুকু ৫ ॥

৬৫। বল, আমি তো একজন সতর্ককারীমাত্র এবং কোন উপাস্য নাই আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি এক পরাক্রমশালী।

৬৬। যিনি আসমান জমিন ও তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী মহাক্ষমাশীল।

৬৭। বল—ইহা এক মহান সংবাদ।

৬৮। যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।

৬৯। উর্দ্ধলোকের ফেরেশ্তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।

৭০। আমার নিকট তো ওহি এসেছে যে, আমি একজন সতর্ককারী।

৭১। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাগণকে বলেছিলেন—আমি মাটী হতে মানুষ সৃষ্টি করব।

৭২। যখন আমি ওকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা ওর প্রতি সেজদাবনত হয়ো।

৭৩। তখন ফেরেশ্তারা সকলেই সেজদাবনত হল।

৭৪। কেবল ইব্‌লিস্ ব্যতীত, যে অহংকার করল, এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্গত হল।

৭৫। তোমার প্রতিপালক বললেন, হে ইব্‌লিস্! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সেজদাবনত হতে তোমাকে কে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন?

৭৬। ইবলিস বলল—আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ওকে কাদা হতে সৃষ্টি করেছেন।

৭৭। তিনি বললেন, তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত।

৭৮। তোমার উপর আমার এই অভিশাপ স্থায়ী হবে বিচার দিবস পর্যন্ত।

৭৯। সে বলল— হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

৮০। তিনি বললেন; যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে, তুমি তাদেরই অন্তর্গত হলে।

৮১। সেই অবধারিত দিবস পর্যন্ত।

৮২। ইবলিস বলল—আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি ওদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করব।

৮৩। তবে ওদের মধ্যে তোমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসগণের নয়।

৮৪। তিনি বললেন,—আমিই সত্য, এবং আমি সত্যই বলছি,

৮৫। যে, আমি তোমার দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদের সকলের দ্বারাই নরক পূর্ণ করব।

৮৬। বল—আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, এবং যারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

৮৭। বিশ্বজগতের জন্য ইহা উপদেশ ব্যতীত নহে।

৮৮। এর সংবাদের সত্যতা কিয়ৎকাল পরে তোমরা অবশ্যই জানবে।

॥ সুরা ৩৯ ॥

জোমর—দল-সমূহ অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৮ আয়াত ৭৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লার নিকট হতে এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছে।

২। আমি তোমার নিকট যথাযথ ভাবে এই কেতাব অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আল্লার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর এবাদত কর।

৩। জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লারই প্রাপ্য। যারা আল্লার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো ইহাদের পূজা এই জন্যই করি যে এরা আমাদের আল্লার সান্নিধ্যে এনে দিবে। ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফয়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৪। আল্লাহ সন্তান গ্রহণে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। তিনি পবিত্র ও মহান, তিনিই আল্লাহ, এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

৫। তিনি সুপরিকল্পিতভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন, এবং দিন দ্বারা রাতকে করেন, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রেখ—তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল।

৬। তিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদের জন্য পশু হতে আট জোড়া অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, তাঁরই আধিপত্য; তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই, অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

৭। তোমরা অবিশ্বাসী হলে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর সেবকগণের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের কৃতজ্ঞতা পছন্দ

করেন, একের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদের তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তিনি তা সম্যক অবগত।

৮। মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে; পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় তাঁকে, যাঁকে সে ডেকেছিল, এবং সে আল্লার সমকক্ষ দাঁড় করায়—অপরকে আল্লার পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল—অকৃতজ্ঞ অবস্থায় তুমি কিছুকাল জীবনোপভোগ করে লও। নিশ্চয়—তুমি জাহান্নামী।

৯। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, পরকালকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে; বল—যারা জানে ও যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

॥ রুকু ২ ॥

১০। তুমি বল—হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যারা এই পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য কল্যাণ আছে। আল্লার পৃথিবী প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদের অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।

১১। বল—আমি আদিষ্ট হয়েছি, আল্লার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে তাঁর দাসত্ব করি।

১২। আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।

১৩। বল—আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির।

১৪। বল—আমি আল্লার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁরই দাসত্ব করি।

১৫। অতএব তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ইচ্ছা উপাসনা কর, তুমি বল—আমার নিজেকে ও স্বীয় পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, নিশ্চয় উত্থান দিবসে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সতর্ক হও। নিশ্চয় ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

১৬। উর্দ্ধদেশ ও নিম্নদেশ হতে জাহান্নামের আগুন ওদের ঘিরে ফেলবে। এই শাস্তি হতে আমি আমার দাসগণকে সতর্ক করি. হে আমার দাসগণ। তোমরা আমাকে ভয় কর।

১৭। যারা তাগুতের (প্রতিমাপুঞ্জ) পূজা হতে দূরে থাকে.এবং আল্লার অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদের—

১৮। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে, এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে—ওদের আল্লাহ পরিচালিত করেন সৎপথে ও ওরাই বোধশক্তি সম্পন্ন।

১৯। যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি সেই জাহান্নামীকে রক্ষা করতে পারবে?

২০। তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদ আছে. যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ইহাই আল্লার প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

২১। তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে স্রোতরূপে প্রবাহিত করেন, এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের শস্য উৎপন্ন করেন। অতঃপর ইহা শুকিয়ে যায়. এবং

তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন ? এতে অবশ্যই উপদেশ আছে—বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।

॥ রুকু ৩ ॥

২২। আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এবং যে তার প্রতিপালকের জ্যোতির উপর আছে, (সে কি তার সমান যে এরূপ নহে) দুর্ভোগ তাদের যাদের অন্তর আল্লার স্মরণে পরাঙ্মুখ। ওরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

২৩। আল্লাহ উত্তম বাণী সম্বলিত কেতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা (বলা) হয়। এতে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গা রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ মন প্রশান্ত হয়ে আল্লার স্মরণে ঝুকে পড়ে ; ইহাই আল্লার পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা ওর দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

২৪। যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে ? (সে কি তার সমান যে নিরাপদ) সীমালঙ্ঘনকারীদের বলা হবে, তোমরা যা করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর।

২৫। ওদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে ওদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি ওদের গ্রাস করল।

২৬। ফলে—আল্লাহ ওদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত করলেন, এবং ওদের পরলোকের শাস্তি কঠিনতর হবে, যদি এরা জানত।

২৭। আমি এই কোরাণে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮। আরবী ভাষায় এই কোরাণ বৈপরিত্য (জটিলতা) মুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

২৯। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ;—এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং অন্য ব্যক্তির প্রভু শুধু একজন, এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান ? প্রশংসা আল্লারই প্রাপ্য ; কিন্তু ওদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৩০। নিশ্চয় তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, এবং সেও মৃত্যু প্রাপ্ত হবে।

৩১। অত:পর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাক-বিতণ্ডা করবে।

॥ রুকু ৪ ॥

৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে—এবং সত্য আসার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তা অপেক্ষা অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে ? অবিশ্বাসীদের আবাসস্থল তো জাহান্নামই।

৩৩। যারা সত্যসহ এসেছে, এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে, তারাই তো সাবধানী।

৩৪। এদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই এদের প্রতিপালকের নিকট আছে, ইহাই সৎশীলদের পুরস্কার।

৩৫। কারণ এরা যে সমস্ত মন্দ করেছিল, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন এবং এদেরকে এদের সৎকাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন।

৩৬। আল্লাহ কি তাদের দাসদের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লার পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ (যার বিবেক) যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই।

৩৭। আল্লাহ যাকে পথ-নির্দেশ করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন?

৩৮। তুমি যদি এদের জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? ওরা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ। বল—তোমরা ভেবে দেখছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লার পরিবর্তে যাদের ডাক তাঁরা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে বাধা দিতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাই যথেষ্ট। যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লারই উপর নির্ভর করুক।

৩৯। বল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ, করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে—

৪০। কার উপর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসবে এবং কার প্রতি স্থায়ী শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।

৪১। আমি মানুষের জন্য তোমার প্রতি সত্যসহ কেতাব অবতীর্ণ করেছি, অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজ-কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয়—সে বিপথগামী হয় নিজ-ধ্বংসেরই জন্য এবং তুমি ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

॥ রুকু ৫ ॥

৪২। মৃত্যু আসলে আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও চেতনা হরণ করেন যখন ওরা নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন, তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরকে চেতনা ফিরিয়া দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে।

৪৩। তবে কি ওরা আল্লাকে ভুলে সুপারিশ ধরেছে? বল—কোন বিষয়েই তাদের কোনরূপ আধিপত্য নাই, এবং তাদের কোন জ্ঞানও নাই।

৪৪। বল—সকল সুপারিশ আল্লারই এখতিয়ারে, আসমান ও জমিনের আধিপত্য আল্লারই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

৪৫। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ এক—এ কথা বলা হলে তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয়, এবং আল্লার পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬। বল—আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা—হে আল্লাহ! তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে। তাদের মধ্যে ওর ফয়সালা করে দাও।

৪৭। যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, যদি কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির মুক্তি পণ-স্বরূপ তাদের দুনিয়ার সমস্ত কিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, (তবুও তাদের নিকট হতে উহা গৃহীত হবে না) এবং তাদের উপর আল্লার নিকট হতে এমন শাস্তি এসে পড়বে, যা ওরা কল্পনাও করে নি।

৪৮। ওদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে, এবং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদের পরিবেষ্টন করবে।

৪৯। মানুষকে দু:খ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান করে ; অত:পর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে—আমি তো ইহা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুতঃ ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বোঝে না।

৫০। এদের পূর্ববর্তীগণও ইহাই বলত, কিন্তু ওদের কৃতকর্ম—ওদের কোন কাজে আসে নাই।

৫১। ওরা ওদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করেছে, এদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে তারাও তাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করবে এবং এরা আল্লার শাস্তি ব্যাহত করতে পারবে না।

৫২। এরা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য তার জীবন-সম্পদ বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই এতে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৩। তুমি বল—যারা নিজ জীবনের প্রতি জুলুম করেছ, তারা আল্লার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি নিশ্চয় ক্ষমাশীল দয়াময়।

৫৪। তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

৫৫। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার পূর্বেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক হতে যে উত্তম কেতাব অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর।

৫৬। যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়, আল্লার প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি এবং আমি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম।

৫৭। অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম।

৫৮। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন হতো, তবে আমি সৎশীল হতাম।

৫৯। (আল্লাহ বলবেন) বরং নিশ্চয় তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তোমরা উহা মিথ্যা বলেছিলে, ও অহংকার করেছিলে, এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্গত ছিলে।

৬০। যারা আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কাল দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয় ?

৬১। আল্লাহ সংযমীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ, তাদের অমঙ্গল স্পর্শ করবে না, এবং তারা দুঃখও পাবে না।

৬২। আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্ম বিধায়ক।

৬৩। আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লার আয়াতকে মিথ্যা বলে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ রুকু ৭ ॥

৬৪। বল—হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করতে বলছ?

৬৫। নিশ্চয় তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি হয়েছে—তুমি আল্লার শরিক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবেই, এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬৬। অতএব তুমি আল্লার ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

৬৭। ওরা আল্লার যথোচিত সম্মান করে না, কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্টিতে থাকবে, এবং আসমান থাকবে তাঁর দক্ষিণ হাতে। তিনি পবিত্রতম মহান, ওরা যাকে তাঁর শরিক করে, তিনি তার ঊর্ধ্বে।

৬৮। সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও জমিন-এর সকলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে, তবে তারা নয়—যাদের আল্লাহ রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ ওরা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।

৬৯। বিশ্ব-প্রতিপালকের জ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে, এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে, এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

৭০। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

॥ রুকু ৮ ॥

৭১। যারা অবিশ্বাস করেছিল, তাদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা ওদের বলবে—তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রসুল আসে নি, যারা তোমাদের নিকট তোমদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত, এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করত? ওরা বলবে, অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ অবিশ্বাসীদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭২। ওদের বলা হবে, জাহান্নামে প্রবেশ কর—ওতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

৭৩। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা ওর নিকটে আসবে, তখন ওর দ্বারসকল খোলা হবে, এবং জান্নাতের রক্ষীরা ওদের বলবে—তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও, এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর;

৭৪। তারা (প্রবেশ করে) বলবে—প্রশংসা আল্লার, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, এবং আমাদের এই ভূমির অধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে খুশী বসবাস করব, সৎকর্মীদের জন্য ইহা কত উত্তম পুরস্কার।

৭৫। এবং তুমি ফেরেশ্তাগণকে দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চতুর্দিকে ঘিরে ওদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। সকলেরই বিচার ন্যায়ের সাথে করা হবে, বলা হবে—সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই।

মোমেন—বিশ্বাসী অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়
রুকু ৯ আয়াত ৮৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হা-মীম,

২। এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লার নিকট হতে,—

৩। যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তাঁরই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন।

৪। কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লার নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

৫। এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসুলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল এবং ওরা অসার যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সত্যকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য; ফলে আমি ওদের প্রতি শাস্তির আঘাত হানলাম এবং আমার আঘাত কত কঠোর ছিল।

৬। এইভাবে অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য হল—এরা জাহান্নামী।

৭। যারা আরশ ধারণ করে আছে, এবং যারা এর চতুর্দিক ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে—প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে—হে আমাদের প্রতিপালক! প্রত্যেক বিষয় তোমার দয়া ও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত আছে, অতএব যারা তওবা করে, ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর, এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।

৮। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি তাদের স্থায়ী জান্নাতে দাখেল কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ, এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী, ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরও। নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৯। এবং তুমি তাদের শাস্তি হতে রক্ষা কর, সেই তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে, ইহাই সেই মহান সফলতা।

॥ রুকু ২ ॥

১০। অবিশ্বাসীদের উচ্চস্বরে বলা হবে—তোমাদের প্রতি তোমাদের অসন্তুষ্টি অপেক্ষা আল্লার অসন্তুষ্টি বৃহত্তর। যখন তোমাদের বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১১। ওরা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের দুবার প্রাণহীন অবস্থায় রেখেছ, এবং দুবার আমাদের প্রাণ দিয়েছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন নিষ্কৃতির কোন পথ আছে কি ?

১২। ওদের বলা হবে, তোমাদের এই শাস্তি তো এই জন্য যে, যখন এক আল্লার কথা উল্লেখ করা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে। অতএব আদেশ আল্লারই জন্য, যিনি সমুন্নত মহীয়ান।

১৩। তিনিই তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান, এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য জীবন-সম্পদ প্রেরণ করেন। আল্লার অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪। সুতরাং আল্লাকে ডাক তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে, যদিও অবিশ্বাসীরা ইহা অপছন্দ করে।

১৫। তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহি প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ। যাতে সে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

১৬। যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লার নিকট ওদের কিছুই গোপন থাকবে না, বলা হবে—আজ কর্তৃত্ব কার ? এক পরাক্রমশালী আল্লারই।

১৭। আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে, আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

১৮। ওদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নাই।

১৯। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

২০। আল্লাহ সঠিকভাবে বিচার করেন, আল্লার পরিবর্তে ওরা যাদের ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

॥ রুকু ৩ ॥

২১। এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি না, করলে দেখত—এদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল। পৃথিবীতে ওরা এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ ওদের

অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন, এবং আল্লার শাস্তি হতে ওদের রক্ষা করার কেহ ছিল না।

২২। ইহা এই জন্য যে, ওদের নিকট ওদের রসুলগণ নিদর্শনসহ আসলে ওরা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে, আল্লাহ ওদের শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

২৩। আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম—

২৪। ফেরাউন, হামান ও কারুনের নিকট, কিন্তু ওরা বলেছিল,—এ তো এক ভণ্ড, যাদুকর।

২৫। যখন মুসা আমার নিকট হতে সত্যসহ তাদের নিকট আগমন করেছিল। তখন তারা বলেছিল—যারা তৎসহ বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা কর, এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখ. কিন্তু অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

২৬। ফেরাউন বলল—আমাকে অনুমতি দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি, এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক, আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন সাধন করবে, অথবা সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে।

২৭। মুসা বলল— যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হচ্ছি।

॥ রুকু ৪ ॥

২৮। ফেরাউন-সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি—যে বিশ্বাসী ছিল, এবং নিজ বিশ্বাস গোপন রাখত; সে বলল—তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ, যদিও সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে, সে মিথ্যাবাদী হলে, তার মিথ্যাবাদীতার জন্য সে দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদের যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের উপর পড়বেই, আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৯। হে আমার সম্প্রদায়। আজ তোমাদের দেশে তোমরাই প্রবল ; কিন্তু আমাদের উপর আল্লার শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদের সাহায্য করবে ফেরাউন বলল— আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তাই বলছি। আমি তোমাদের কেবল সৎপথ দেখিয়ে থাকি।

৩০। বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বলল,—হে আমার সম্প্রদায়। নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের সম্প্রদায়-সমূহের অনুরূপ আশংকা করছি.

৩১। যেমন ঘটেছিল নুহ. আদ, সামুদ এবং তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ দাসদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না।

৩২। হে আমার সম্প্রদায়। আমি তোমাদের জন্য আহ্বান (কিয়ামত) দিনের আশংকা করছি।

৩৩। যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে, এবং আল্লার শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবার কেহ থাকবে না। আল্লাহ (বিবেক) যাকে পথভ্রষ্ট করে তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই।

৩৪। নিশ্চয় এর পূর্বে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ ইউসুফ আগমন করেছিল ; কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল, তখন তোমরা বলেছিলে,—ইউসুফের পরে আল্লাহ আর কাউকে রসুল করে পাঠাবেন না। এই ভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীগণকে।

৩৫। যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল প্রমাণ না থাকলেও আল্লার নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়—তাদের এই কাজ আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষের বিষয়। আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন।

৩৬। ফেরাউন বলল—হে হামান। আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ, যাতে আমি অবলম্বন পাই—

৩৭। আসমানে আরোহণের অবলম্বন। এবং দেখতে পাই মুসার উপাস্যকে, তবে আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে করি, এইভাবেই ফেরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল—তার মন্দ কাজকে, এবং সরলপথ হতে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল, এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৮। বিশ্বাসী লোকটি বলল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করব।

৩৯। হে আমার সম্প্রদায়, এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।

৪০। কেহ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে, এবং স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে তারা জান্নাতে দাখিল হবে, সেথায় তাদের অপরিমিত জীবনোপকরণ দেওয়া হবে।

৪১। হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদের মুক্তির দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ।

৪২। তোমরা আমাকে আল্লাকে অস্বীকার করতে বলছ, এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে ; যার সমর্থনে আমার নিকট কোন দলিল নাই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদের পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লার দিকে আহ্বান করছি।

৪৩। নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে এমন একজনের প্রতি আহ্বান করছ, যে ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও এর যোগ্য নয়। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লার নিকট, এবং সীমালংঘন-কারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৪৪। আমি তোমাদের যা বলছি—তোমরা তা ভবিষ্যতে স্মরণ করবে, এবং আমি আমার সমস্ত কিছু আল্লাতে অর্পণ করছি, আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৪৫। অতঃপর আল্লাহ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করল।

৪৬। সকাল সন্ধ্যায় ওদের আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়, এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন ফেরেশ্তাদের বলা হবে—ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

৪৭। যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলরা প্রবলদের বলবে—আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের হতে জাহান্নামের কিয়দংশ নিবারণ করবে ?

৪৮। প্রবলরা বলবে আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের বিচার করেছেন।

৪৯। জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদের বলবে—তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের হতে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন।

৫০। তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রসুলগণ আসে নাই ? জাহান্নামীরা বলবে—অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরাই আহ্বান কর। অবিশ্বাসীদের আহ্বান ব্যর্থই হয়।

॥ রুকু ৬ ॥

৫১। নিশ্চয়ই আমি আমার রসুলদের ও বিশ্বাসীদের পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীগণের সমুত্থান (কিয়ামত) দিবসে সাহায্য করব।

৫২। যেদিন সীমালঙ্ঘনকারীদের ওজর আপত্তি কোন কাজে আসবে না, ওদের জন্য আছে অভিশাপ এবং ওদের জন্য নিকৃষ্ট আবাস আছে।

৫৩। আমি অবশ্যই মুসাকে পথ নির্দেশিকা দান করেছিলাম এবং বনি ইসরাইলকে কেতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম।

৫৪। যা জ্ঞানবানগণের জন্য সুপথ ও সদুপদেশ।

৫৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আল্লার প্রতিশ্রুতি সত্য ; তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৫৬। যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল না থাকলেও আল্লার নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ওদের অন্তরে কেবল অহংকার আছে, যা সফল হবার নয়। অতএব আল্লার শরণাপন্ন হও, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৭। মানব-সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

৫৮। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং যারা দুষ্কৃতি-পরায়ণ (তারাও সমান নয়)। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

৫৯। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

৬০। তোমাদের প্রতিপালক বলেন—তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের সাড়া দেবো, যারা অহংকারে আমার নামে বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

॥ রুকু ৭ ॥

৬১। আল্লাই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, এবং দিনকে আলোকময় করেছেন।

আল্লাহ নিশ্চয় মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৬২। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ!

৬৩। যারা আল্লার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তারা এইভাবে ফিরে যায়।

৬৪। আল্লাই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং আকাশকে ছাদ করেছেন এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি উৎকৃষ্ট করেছেন, এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করেছেন। এই তো তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান।

৬৫। তিনি চির জীবন্ত, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, সুতরাং তাঁকে আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে ডাক। প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লারই প্রাপ্য।

৬৬। তুমি বল—নিশ্চয় তোমরা আল্লার পরিবর্তে যাদের আহ্বান কর, আমি তাদের উপাসনা করতে নিষিদ্ধ হয়েছি, যেহেতু আমার নিকট আমার প্রতিপালক হতে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী উপস্থিত হয়েছে যে, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণকারী হবো।

৬৭। তিনি তোমাদের মৃত্তিকা দ্বারা, তারপর শুক্র দ্বারা, তারপর রক্তপিণ্ড দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদের শিশুরূপে বের করেন, অতঃপর তোমরা যৌবনে উপনীত হও, তারপর বার্দ্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো পূর্বেই মৃত্যু ঘটে, এবং ইহা এই জন্য যে, যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও, এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৬৮। তিনিই জীবন দান করান ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কোন কিছু করার স্থির করেন, তখন তিনি বলেন—'হও', এবং উহা হয়ে যায়।

॥ রুকু ৮ ॥

৬৯। তুমি কি ওদের লক্ষ্য কর না যারা আল্লার নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

৭০। ওরা অস্বীকার করে কেতাব ও আমার রসুলগণকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম—তাহা। অচিরেই তারা অবগত হবে।

৭১। যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে—

৭২। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদের দগ্ধ করা হবে আগুনে;

৭৩। পরে ওদের বলা হবে, কোথায় তারা—আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা শরিক করতে?

৭৪। ওরা বলবে—তারা তো আমাদের নিকট অদৃশ্য হয়েছে; বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করি নাই যার কোন সত্তা ছিল। এইভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করেন।

৭৫। ইহা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ করতে।

৭৬। ওদের বলা হবে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য জাহান্নামে প্রবেশ কর, কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।

৭৭। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আল্লার অঙ্গীকার সত্য। আমি ওদের যে শাস্তির কথা বলেছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা তার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাই—ওদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

৭৮। আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম ; তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি, এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নি। আল্লার অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রসুলের কাজ নয়, আল্লার আদেশ আসলে ন্যায়-সঙ্গতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

॥ রুকু ৯ ॥

৭৯। আল্লাই তোমাদের জন্য আনয়াম (চতুষ্পদ পশু) সমূহ সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য, এবং কতক আহার করার জন্য।

৮০। এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর উপকার, তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এদের দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক।

৮১। তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লার কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে।

৮২। ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই ওদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল ? পৃথিবীতে তারা ওদের অপেক্ষা সংখ্যায় ছিল অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে ছিল অধিক প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোন কাজে আসে নাই।

৮৩। ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের রসুল আসত তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই ওদের বেষ্টন করল।

৮৪। অতঃপর ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল—আমরা এক আল্লাতেই বিশ্বাস করলাম, এবং আমরা তাঁর সাথে যাদের শরিক করতাম তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম।

৮৫। ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন ওদের বিশ্বাস ওদের কোন উপকারে আসল না। আল্লার এই বিধানই পূর্ব হতে তাঁর দাসদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে, এবং তখন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হা-মীম—আরবী বর্ণদ্বয় অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৬ আয়াত ৫৪

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হা-মীম,

২। ইহা পরম দয়ালু দয়াময়ের নিকট হতে অবতীর্ণ।

৩। ইহা এক কেতাব, অবতীর্ণ আরবী কোরাণরূপে, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে, এর আয়াতসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

৪। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে, সুতরাং ওরা শুনবে না।

৫। ওরা বলে তুমি যার প্রতি আমাদের আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমরা ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল, সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।

৬। বল—আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য;

৭। যারা যাকাত প্রদান করে না, এবং ওরা পরকালে অবিশ্বাসী।

৮। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার আছে।

॥ রুকু ২ ॥

৯। তুমি বল—তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে, এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

১০। তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর অনুসন্ধান করে।

১১। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্র-পুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি ওকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও। ওরা বলল—আমরা তো আনুগত্যের সাথেই প্রস্তুত আছি।

১২। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন, এবং তিনি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত এবং সুরক্ষিত করলেন। এই সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।

১৩। এর পরও এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এদের বল—আমি তো তোমাদের সতর্ক করেছি, এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে, যেরূপ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আদ ও সামুদ।

১৪। যখন ওদের নিকট ও ওদের পূর্ববর্তীদের নিকট রসুলগণ এসেছিল, এবং তারা বলেছিল— তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপাসনা করো না। তখন ওরা বলেছিল—আমাদের প্রতিপালকের এরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশ্তা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

১৫। আদ-সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত—আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? ওরা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্—যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।

১৬। অতঃপর আমি ওদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবার জন্য ওদের বিরুদ্ধে অশুভ দিনে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম। পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক, এবং ওদের সাহায্য করা হবে না।

১৭। আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদের পথ-নির্দেশ করেছিলাম কিন্তু ওরা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল, অতঃপর আমি ওদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির কশাঘাত হানলাম।

১৮। যারা বিশ্বাসী ও সংযমী আমি তাদের উদ্ধার করলাম।

॥ রুকু ৩ ॥

১৯। যেদিন আল্লার শত্রুদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য সমবেত করা হবে সেদিন ওদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে।

২০। পরিশেষে যখন ওরা জাহান্নামের নিকটে পৌঁছাবে তখন ওদের চোখ, কান ও ত্বক ওদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

২১। জাহান্নামীরা ওদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে—তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে ত্বক বলবে—আল্লাহ্, যিনি সমস্ত কিছুকে বাক শক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও বাক শক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২। তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে না, এই বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে না, উপরন্তু তোমরা মনে করতে। তোমরা যা করতে তার অনেক কিছু আল্লাহ্ জানেন না।

২৩। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ।

২৪। এখনি ওরা ধৈর্যশীল হলেও, জাহান্নামই ওদের আবাস এবং ওরা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে না।

২৫। আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যতকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল এবং ওদের ব্যাপারেও ওদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। ওরা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ রুকু ৪ ॥

২৬। অবিশ্বাসীরা বলে, তোমরা এই কোরাণ শ্রবণ করো না, এবং উহা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।

২৭। আমি অবশ্যই অবিশ্বাসীদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি ওদেরকে ওদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দেবো।

২৮। জাহান্নাম, ইহাই আল্লার শত্রুদের পরিণাম; সেথায় ওদের জন্য স্থায়ী আবাস আছে, আমার নিদর্শনাবলীর অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।

২৯। অবিশ্বাসীরা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জিন ও মানব আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল—তাদের দেখিয়ে দাও, আমরা ওদের পদদলিত করব, যাতে ওরা লাঞ্ছিত হয়।

৩০। যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, এবং ওতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয়, এবং বলে—তোমরা ভীত হয়ো না, এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য আনন্দিত হও।

৩১। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু, সেথায় তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু আছে,—যা তোমাদের মন চায়, এবং যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর।

৩২। ইহা ক্ষমাশীল দয়াময় আল্লার পক্ষ হতে নিমন্ত্রণ।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৩। যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে—আমি তো আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত। তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার?

৩৪। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে।

৩৫। এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা ধৈর্যশীল, এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা মহা ভাগ্যবান।

৩৬। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লার শরণ নেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।

৩৭। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে—রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সেজদা কর আল্লাকে—যিনি ঐগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

৩৮। ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে আছে, তারা তো দিন রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।

৩৯। এবং তার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে শুষ্ক, উষর দেখতে পাও, অতঃপর আমি ওতে বারি বর্ষণ করলে উহা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করেন মৃতকে। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০। যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে, সে! তোমাদের যা ইচ্ছা কর, তোমরা যা কর—তিনি তার দ্রষ্টা।

৪১। যারা ওদের নিকট কোরাণ আসার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে, তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। ইহা অবশ্যই এক মহাগ্রন্থ,—

৪২। পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হবে না। ইহা সুপ্রশংসিত মহাজ্ঞানী হতে অবতারিত।

৪৩। তোমার সম্বন্ধে তো তাইই বলা হয়, যা বলা হতো তোমার পূর্ববর্তী রসুলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমতাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

৪৪। আমি যদি এই কোরাণ আজমী ভাষায় (আরবী ব্যতীত সকল ভাষাকে আজমী বলা হয়) অবতীর্ণ করতাম, ওরা অবশ্যই বলত—এর আয়াতগুলো বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয় নি কেন? কি আশ্চর্য যে এর ভাষা আজমী অথচ রসুল আরবীয়, বল—বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের কানে আছে বধিরতা, এবং কোরাণ এদের জন্য অন্ধকার স্বরূপ হবে। এরা এমন যে, যেন এদের আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৫। আমি তো মূসাকে কেতাব দিয়েছিলাম অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

৪৬। যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ করলে, তার প্রতিফল সেই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি কোন জুলুম করেন না।

৪৭। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লার নিকট আছে, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ মুক্ত হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ ওদের ডেকে বলবেন, —আমার শরিকেরা কোথায়? তখন ওরা বলবে—আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।

৪৮। পূর্বে ওরা যাদের আহ্বান করত, তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, ওদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

৪৯। মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে পড়ে।

৫০। দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করবার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই, তখন সে বলে থাকে—ইহা আমার প্রাপ্য, এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। আমি তো অবিশ্বাসীদের ওদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব, এবং ওদের আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।

৫১। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং অহংকারে দূরে সরে যায়, এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

৫২। বল—তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এই কোরাণ আল্লার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?

৫৩। আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যে, ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে—যে ইহাই (কোরাণ) সত্য। ইহা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত।

৫৪। জেনে রাখ, এরা এদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতে সন্দিহান; জেনে রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন।

॥ সুরা ৪২ ॥

শুরা—আপোষ মীমাংসা অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৫ আয়াত ৫৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হা-মীম,

২। আ'য়েন, সীন, কাফ্,

৩। এইভাবেই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করে থাকেন।

৪। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই, তিনি সমুন্নত মহীয়ান।

৫। আসমান উপর হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, এবং ফেরেশ্তাগণ তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৬। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।

৭। এইভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কোরাণ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মক্কাবাসীদের সতর্ক করতে পার, এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নাই, সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৮। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই মতাদর্শের অনুসারী করতে পারতেন; বস্তুতঃ যাকে ইচ্ছা তিনি স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; সীমালঙ্ঘনকারীদের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারীও নাই।

৯। ওরা কি আল্লার পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহ-তো অভিভাবক। তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

॥ রুকু ২ ॥

১০। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন—ওর মীমাংসা তো আল্লারই নিকট। বল—ইনিই আল্লাহ আমার প্রতিপালক; আমি নির্ভর করি তাঁরই উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।

১১। তিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টি কর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদের মধ্য হতে চতুষ্পদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এই ভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১২। আসমান ও জমিনের কুঞ্জি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন। অথবা সঙ্কুচিত করেন, তিনি সর্ব বিষয়ে শেষ জ্ঞানী।

১৩। আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে—যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলে যে তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি অংশীবাদীদের যার প্রতি আহ্বান করছ, তা ওদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ (বিবেক স্বরূপ আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১৪। ওদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবল মাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়, এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেতো। ওদের পর যারা কেতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কোরাণ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছে।

১৫। সুতরাং তুমি এই দ্বীনের দিকে আহ্বান কর এবং তোমাকে যেভাবে ওতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে, সেইভাবে তুমি ওতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, এবং ওদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না, বল—আল্লাহ যে কেতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি; আল্লাই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের, এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ আমাদের একত্রিত করবেন, এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন

১৬। আল্লার দ্বীন গৃহীত হবার পর যারা উহা সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং ওরা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং ওদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে।

১৭। আল্লাই সত্যসহ কেতাব অবতীর্ণ করেছেন, এবং ন্যায় নীতি দিয়েছেন। তুমি কী জান—সম্ভবতঃ কিয়ামত আসন্ন।

১৮। যারা বিশ্বাস করে না, তারাই কামনা করে যে, ইহা ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে উহা সত্য। জেনে রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে, তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে আছে।

১৯। আল্লাহ তাঁর দাসদাসীদের প্রতি অতি দয়ালু ; তিনি যাকে ইচ্ছা জীবনোপকরণ দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

॥ রুকু ৩ ॥

২০। যে কেহ পরলোকের ফসল কামনা করে আমি তার জন্য পরলোকের ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে কেহ ইহলোকের ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দিই, পরলোকে এদের জন্য কিছুই থাকবে না।

২১। এদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে, যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের। যার অনুমতি আল্লাহ এদের দেন নাই ? কিয়ামতের ঘোষণা না থাকলে এদের তো ফয়সালা হয়েই যেতো। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে।

২২। তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের ওদের কৃতকর্মের জন্য ভীত সন্ত্রস্ত দেখবে, ওদের উপর ইহার শাস্তি আপতিত হবে। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে—তারা জান্নাতের মনোরম স্থানে দাখিল হবে। তারা যা কিছু চাইবে, তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাই-ই পাবে, ইহাই তো মহা অনুগ্রহ।

২৩। এই সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর দাসদের দেন যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। বল—আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না। যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী।

২৪। ওরা কি বলতে চায় যে, মহম্মদ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে। যদি তাই হতো—তবে হে মহম্মদ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন, এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।

২৫। তিনি তাঁর দাসদের তওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তা তিনি জানেন।

২৬। তিনি বিশ্বাসী ও সৎশীলদের আহবানে সাড়া দেন, এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন। অবিশ্বাসীদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে।

২৭। আল্লাহ্ তাঁর সকল দাসকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে, তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদের সম্যক জানেন ও দেখেন।

২৮। ওরা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো সুপ্রশংসিত অভিভাবক।

২৯। তাঁর অন্যতম নিদর্শন আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং এই দুয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন—সেগুলো, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদের সমবেত করতে সক্ষম।

॥ রুকু ৪ ॥

৩০। তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছেন।

৩১। তোমরা পৃথিবীতে আল্লার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারতে না, এবং তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

৩২। তাঁর অন্যতম নিদর্শন সমুদ্রগামী পর্বত-সদৃশ পোতসমূহ।

৩৩। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে জলযানসমূহ সমুদ্রে নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য নিদর্শন আছে।

৩৪। তিনি আরোহীদের কৃতকর্মের জন্য জলযানগুলোকে নিমজ্জিত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন;

৩৫। যাতে আল্লার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।

৩৬। বস্তুতঃ তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ্য; কিন্তু আল্লার নিকট যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী; যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে—তাদের জন্য;

৩৭। যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে;

৩৮। যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামাজ কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের আমি যে জীবিকাদান করেছি, তা হতে ব্যয় করে;

৩৯। এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৪০। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লার নিকট আছে। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

৪১। তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৪২। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। ওদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে।

৪৩। কেহ ধৈর্য ধারণ করলে ও ক্ষমা করে দিলে, উহা বীরত্বের কাজ।

॥ রুকু ৫ ॥

৪৪। আল্লাহ (বিবেক) কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন অভিভাবক নাই। অত্যাচারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি ওদের বলতে শুনবে, আমাদের কি প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় নাই ?

৪৫। ওদের জাহান্নামের নিকট আনা হলে তুমি ওদের দেখতে পাবে, অপমানে অবনত এবং ভয়ে ওরা অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলবে—ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও নিজের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। জেনে রেখো অত্যাচারকারীরা ভোগ করে স্থায়ী শাস্তি।

৪৬। আল্লার শাস্তির বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ওদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ (বিবেক) কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তার গতি নাই।

৪৭। আল্লার নির্ধারিত সেই দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও, যা অবশ্যম্ভাবী। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। এবং তোমাদের জন্য উহা নিরোধ করবার কেহ থাকবে না।

৪৮। ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে মুহম্মদ, তোমাকে তো আমি এদের রক্ষক করে পাঠাই নি। তোমার কাজ তো শুধু প্রচার করে যাওয়া, আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে এতে উৎফুল্ল হয়। এবং যখন ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের বিপদ-আপদ ঘটে, তখন মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৪৯। আসমান ও জমিনের আধিপত্য আল্লারই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।

৫০। অথবা পুত্র কন্যা উভয়ই দান করেন, এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৫১। মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা জীবরাইল প্রেরণ ব্যতিরিকে ; ফলতঃ তিনি স্বীয় আদেশে যাকে ইচ্ছা প্রত্যাদেশ করে থাকেন, তিনি সমুন্নত, বিজ্ঞানময়।

৫২। এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি কেতাব তথা আমার নির্দেশ, তুমি তো জানতে না কেতাব কি, এবং বিশ্বাস কি। পক্ষান্তরে আমি একে আলোরূপে সৃষ্টি করেছি, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি, তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর,—

৫৩। আল্লার পথ, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। আল্লার নিকট সকল বিষয়ের পরিণাম।

যোখরোফ—স্বর্ণ অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৭ আয়াত ৮৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হা-মীম,

২। শপথ সুস্পষ্ট কেতাবের ;

৩। নিশ্চয় একে আমরা আরবী কোরাণ করেছি, যেন তোমরা বুঝতে পার।

৪। এবং নিশ্চয় ইহা সেই মূল-গ্রন্থাধারে আমার নিকট আছে, যা সমুন্নত বিজ্ঞানময়।

৫। তবে কি তোমাদের হতে এই সদুপদেশ প্রত্যাহার করে নেব, যেহেতু তোমরা অপচারী সম্প্রদায়।

৬। পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু রসুল প্রেরণ করেছিলাম।

৭। এবং যখনই ওদের নিকট কোন নবী এসেছে, ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

৮। ওদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাদের আমি ধ্বংস করেছিলাম ; এই প্রকার ঘটনা পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

৯। তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর, কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে ? ওরা অবশ্যই বলবে, এইগুলো তো পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন।

১০। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা করেছেন, এবং ওতে তোমাদের চলার পথ করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পার।

১১। তিনি আকাশ হতে পরিমিতভাবে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা নির্জীব ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করেন, এইভাবেই তোমাদের পুনরুত্থান হবে।

১২। তিনি সমস্ত কিছু যুগলরূপে সৃষ্টি করেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য জলযান ও চতুষ্পদ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ করো।

১৩। যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার এবং বসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর ও বল—তিনি পবিত্র ও মহান যিনি এদের আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা এদের বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না।

১৪। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।

১৫। অংশীবাদীগণ তাঁর দাসদের মধ্য হতে কাউকে কাউকে তাঁর সত্তার অংশ গণ্য করে। মানুষ স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

॥ রুকু ২ ॥

১৬। তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুত্র-সন্তান নির্ধারিত করেছেন ?

১৭। ওরা দয়াময় আল্লার প্রতি যে কন্যা সন্তান আরোপ করে, ওদের কাউকে সেই কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায় ও সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

১৮। ওরা কি আল্লার প্রতি কন্যা সন্তান আরোপ করে যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট যুক্তিদানে অসমর্থ ?

১৯। ওরা দয়াময় আল্লার ফেরেশ্তাগণকে নারী গণ্য করে, এদের সৃষ্টি কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল ? ওদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ওদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

২০। ওরা বলে—দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নাই। ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

২১। আমি কি ওদের কোরাণের পূর্বে কোন কেতাব দান করেছি, যা ওরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ?

২২। বরং ওরা বলে, আমরা তো তোমাদের পূর্ব পুরুষদের এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি, এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

২৩। এইভাবে তোমার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওদের মধ্যে যারা সমৃদ্ধিশালী ছিল, তারা বলত—আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি, এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

২৪। প্রত্যেক সতর্ককারী বলত,—তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের যার অনুসারী হয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নিদর্শন আনয়ন করি, তবু কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ? প্রত্যুত্তরে তারা বলত—তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

২৫। অতঃপর আমি ওদের কর্মের প্রতিফল দিলাম, দেখ, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কি হয়েছে।

॥ রুকু ৩ ॥

২৬। যখন ইব্রাহীম তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

২৭। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

২৮। এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে তার পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছে যাতে ওরা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে।

২৯। বস্তুতঃ আমিই ওদের এবং ওদের পূর্বপুরুষদের ভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম, যতক্ষণ না ওদের নিকট সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রসুল আসল।

৩০। যখন ওদের নিকট সত্য আসল, ওরা বলল—ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।

৩১। এবং এরা বলে—কোরাণ কেন দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না ?

৩২। এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করে ? আমিই ওদের পার্থিব জীবনে ওদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি, এবং এককে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

৩৩। সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাকে যারা অস্বীকার করে তাদের তিনি ওদের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত সিঁড়ি দিতেন,

৩৪। রৌপ্য-নির্মিত দরজা ও বিশ্রামের পালঙ্ক দিতেন।

৩৫। এবং স্বর্ণালংকার। কিন্তু এই সব তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার, সংযমীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট পরলোকের কল্যাণ আছে।

॥ রুকু ৪ ॥

৩৬। যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লার স্মরণে বিমুখ হয়, তিনি তার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে, অতঃপর সেই হয় তার সহচর।

৩৭। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৮। যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়—আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত, কত নিকৃষ্ট সে সহচর।

৩৯। ওদের বলা হবে—তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে ; আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, কারণ তোমাদের উভয়েই শেষে একত্রে শাস্তি ভোগ করছে।

৪০। তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে ? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারবে ?

৪১। আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই তবু আমি ওদের শাস্তি দেব।

৪২। অথবা আমি ওদের যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি তোমাকে তা দেখিয়ে দেবো। ওদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

৪৩। সুতরাং তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। তুমি তো সরল পথেই আছ।

৪৪। কোরাণ তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু ; তোমাদের অবশ্যই এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

৪৫। তোমার পূর্বে আমি যে সব রসুল প্রেরণ করেছিলাম, তাদের বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা কর, দয়াময় আল্লাহ কি তিনি ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলেন ওদের জন্য যার ইবাদত করা হত।

॥ রুকু ৫ ॥

৪৬। মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম।

সে বলেছিল, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত।

৪৭। সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র ওরা তা নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল।

৪৮। আমি ওদের যে নিদর্শন দেখিয়েছি তার প্রত্যেকটি ছিল—ওর পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমি ওদের শাস্তি দিয়েছিলাম, যাতে ওরা সৎপথে ফিরে।

৪৯। ওরা বলেছিল—হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যে অঙ্গীকার করেছেন তুমি তাঁর নিকট আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর; অঙ্গীকার পূর্ণ হলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।

৫০। ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা ইহা দেখ না?

৫১। আমি কি ওর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নই—যে নিতান্ত নীচ? সে তো সুস্পষ্ট কথা বলিতেও সক্ষম নয়।

৫২। সে নবী হলে তাকে কেন স্বর্ণ-বলয় দেওয়া হল না অথবা তার সঙ্গে কেন ফেরেশ্‌তাগণ দলবদ্ধ-ভাবে আসল না?

৫৩। এইভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে ওরা তার কথা মেনে নিল, ওরা ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৪। যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি ওদের শাস্তি দিলাম এবং ওদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

৫৫। পরবর্তীদের জন্য আমি ওদের অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৬। যখন মরিয়ম-নন্দনের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

৫৭। এবং বলে—আমাদের দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? এরা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ-কথা বলে। বস্তুতঃ এরা তো বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

৫৮। সে তো ছিল আমারই এক দাস যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, বনি-ইসরাইলের জন্য আদর্শ-স্বরূপ করেছিলাম।

৫৯। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশ্‌তাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম।

৬০। ঈসা তো কিয়ামতের অগ্রদূত; সুতরাং তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর না, এবং আমাকে অনুসরণ কর, ইহাই সরল পথ।

৬১। শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদের ইহা (সরল পথ) হতে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬২। ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসল, সে বলেছিল, আমি তো তোমাদের নিকট, বিজ্ঞানসহ এসেছি, তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাকে ভয় কর, এবং অনুসরণ কর।

৬৩। আল্লাহ্ তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক ; অতএব তাঁরই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

৬৪। অত:পর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল : সুতরাং সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য দুর্ভোগ—মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তি।

৬৫। ওরা তো ওদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামতই আসবার অপেক্ষা করছে।

৬৬। বন্ধুরা সেই দিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সংযমীরা নয়।

॥ রুকু ৭ ॥

৬৭। হে আমার দাসগণ ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই, এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

৬৮। তোমরাই তো আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে।

৬৯। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

৭০। ওদের সোনার থালা ও পান-পাত্রে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে, সেথায় আছে—অন্তর যা চায়, এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, সমস্ত কিছু ; সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে।

৭১। ইহাই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ।

৭২। সেথায় তোমাদের জন্য প্রচুর ফলমূল আছে, তোমরা উহা হতে আহার করবে।

৭৩। নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে নরকের শাস্তি ভোগ করবে।

৭৪। ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না, এবং ওরা শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে।

৭৫। আমি ওদের প্রতি জুলুম করি নি, কিন্তু ওরা নিজেরা নিজেদের (আত্মার) প্রতিই জুলুম করেছে।

৭৬। ওরা চীৎকার করে বলে—হে 'মালেক', (জাহান্নামের রক্ষক) তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে—তোমরা তো এইভাবেই থাকবে।

৭৭। আল্লাহ বলবেন—আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যবিমুখ ছিলে।

৭৮। ওরা কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ? কিন্তু আমিই সিদ্ধান্তগ্রহণকারী।

৭৯। ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না ? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশ্তাগণ তো ওদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।

৮০। বল—দয়াময়ের কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী ;

৮১। আসমান ও জমিনের অধিকারী, আরশের অধিপতি ওরা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র, মহান।

৮২। অতএব ওদের যে দিবসের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওদের বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও।

৮৩। আসমানে তিনিই উপাস্য। জমিনে তিনিই উপাস্য, তিনিই বিজ্ঞানময় সর্বজ্ঞানী।

৮৪। তিনিই মঙ্গলময়, তাঁর জন্য আসমান ও জমিন এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর আধিপত্য। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে, এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৮৫। আল্লার পরিবর্তে ওরা যাদের ডাকে তাদের সুপারিশের কোন ক্ষমতা নাই। তবে যারা সত্য উপলব্ধি ক'রে ওর সাক্ষ্য দেয়, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

৮৬। যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর কে ওদের সৃষ্টি করেছে? ওরা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ। তবুও ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

৮৭। আমি অবগত আছি রসুলের এই উক্তি—হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

৮৮। সুতরাং তুমি ওদের উপেক্ষা কর এবং বল, সালাম, ওরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে।

॥ সুরা ৪৪ ॥

দোখান—ধূম্র, বাষ্প অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৩ আয়াত ৫৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হা-মীম,

২। শপথ সুস্পষ্ট কেতাবের,

৩। নিশ্চয় আমি ইহা এক মঙ্গলময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি, নিশ্চয় আমিই সতর্ককারী।

৪। এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়,

৫। আমার নিকট হতেই এই আদেশ, নিশ্চয় আমিই রসুল প্রেরণকারী।

৬। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৭। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও, (জেনে রেখ) তিনি আসমান ও জমিন ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক।

৮। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, তিনি তোমাদের প্রতিপালক, তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

৯। বস্তুতঃ ওরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এ বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে।

১০। অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন প্রতিপন্ন হবে।

১১। এবং উহা মানব জাতিকে গ্রাস করে ফেলবে। ইহা হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১২। তখন ওরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে শাস্তি রহিত কর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব।

১৩। ওরা উপদেশ গ্রহণ করবে কি করে? নিশ্চয় তাদের নিকট সুবিবৃতকারী রসুল আগমন করেছিল।

১৪। অতঃপর ওরা তাকে অমান্য করে বলে—সে তো শেখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল।

১৫। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করলে তোমরা তো পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে।

১৬। যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করব, সেদিন আমি তোমাদের শাস্তি দেবই।

১৭। এদের পূর্বে আমি তো ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং ওদের নিকট ও এক মহান রসুল এসেছিল।

১৮। সে বলত—আল্লার দাসদের আমার নিকট সমর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল।

১৯। এবং তোমরা আল্লার বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না, আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি।

২০। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ নিচ্ছি।

২১। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করো না।

২২। অতঃপর মূসা তার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করল—এরা এক অপরাধী সম্প্রদায়।

২৩। আমি বলেছিলাম—তুমি আমার দাসগণকে নিয়ে রজনীযোগে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

২৪। সমুদ্র যেমন শান্ত আছে, ওকে তেমনি থাকতে দাও, ওরা এমন এক বাহিনী যা নিমজ্জিত হবে।

২৫। ওরা পশ্চাতে কত উদ্যান ও প্রস্রবণ রেখে গিয়েছিল,

২৬। কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ।

২৭। কত বিলাস উপকরণ, যা ওদের আনন্দ দিত।

২৮। এইরূপই ঘটেছিল, এবং আমি এই সমুদয়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে উত্তরাধিকারী করেছিলাম

২৯। আসমান ও জমিন কেউই ওদের জন্য অশ্রুপাত করে নি এবং ওদের অবকাশ দেওয়া হয়নি।

॥ রুকু ২ ॥

৩০। নিশ্চয় আমি বনি-ইসরাইলকে উদ্ধার করেছিলাম—

৩১। ফেরাউনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে; ফেরাউন ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত।

৩২। আমি জেনে শুনেই ওদের বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

৩৩। এবং ওদের নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম, যাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

৩৪। অবশ্য তারা (অবিশ্বাসীরা) ইহাই বলে থাকে,

৩৫। আমাদের প্রথম মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু, এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হব না

৩৬। অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর।

৩৭। শ্রেষ্ঠ কারা—? ওরা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদের ধ্বংস করেছিলাম, কারণ ওরা ছিল—অপরাধী।

৩৮। আমি আসমান ও জমিন এবং ওদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

৩৯। আমি এই দুটোকে বৃথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।

৪০। সকলের জন্য নির্দ্ধারিত আছে ওদের বিচার দিবস।

৪১। সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না, এবং ওরা সাহায্যও পাবে না।

৪২। তবে আল্লা যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী দয়াময়।

॥ রুকু ৩ ॥

৪৩। যাক্কুম বৃক্ষ হবে—

৪৪। পাপীর খাদ্য।

৪৫। গলিত তামার মত, উহা ওর উদরে ফুটতে থাকবে।

৪৬। ফুটন্ত পানির মতন।

৪৭। আমি বলব—ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে।

৪৮। অতঃপর ওর মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও—

৪৯। এবং বলো—আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি সম্মানিত অভিজাত ছিলে।

৫০। তোমরা তো এই শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।

৫১। সংযমীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে।

৫২। প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে।

৫৩। ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র, এবং মুখোমুখি বসবে।

৫৪। এইরূপই ঘটবে, ওদের দেবো আয়তলোচনা হুর।

৫৫। সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে।

৫৬। ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না, তোমার প্রতিপালক তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

৫৭। নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য।

৫৮। অনন্তর এইজন্য আমি ইহা (কোর'ণ) তোমার ভাষায় সহজ করেছি, যাতে তারা (তোমার প্রতিবেশীরা) সহজে বুঝতে পারে।

৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় তারাও প্রতীক্ষা করছে।

জাসিয়া—নতজানু অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৪ আয়াত ৩৭

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হা-মীম।

২। এই কেতাব পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময় আল্লার নিকট হতে তবতীর্ণ।

৩। আসমান ও জমিনে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন আছে।

৪। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য তোমাদের সৃজনে ও জীব-জন্তুর বংশবিস্তারে নিদর্শন আছে।

৫। নিদর্শন আছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণে ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

৬। এইগুলো আল্লার আয়াত যা তিনি তোমার নিকট আবৃত্তি করছেন যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লার আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কার বাণীতে বিশ্বাস করবে?

৭। দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর।

৮। যে আল্লার আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে নিজ মতবাদে অটল থাকে, যেন সে উহা শুনে নি, ওকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৯। যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, সে উহা নিয়ে পরিহাস করে, ওদের জন্য লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি আছে।

১০। ওদের জন্য জাহান্নাম প্রতীক্ষা করছে, ওদের কৃতকর্ম ওদের কোন কাজে আসবে না। ওরা আল্লার পরিবর্তে যাদের অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়, ওদের জন্য মহা শাস্তি আছে।

১১। কোরাণ সৎপথের দিশারী, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে।

॥ রুকু ২ ॥

১২। আল্লাই তো সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে জলযানসমূহ সমুদ্র বক্ষে চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১৩। তিনি নিজ অনুগ্রহে আসমান ও জমিনের সমস্ত কিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

১৪। বিশ্বাসীদের বল—তারা যেন ওদের ক্ষমা করে, যারা আল্লার শাস্তিকে ভয় করে না, ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেবেন।

১৫। যে সৎকাজ করে, সে তার কল্যাণের জন্যই উহা করে, এবং যে কেহ অসৎকাজ করে, ওর প্রতিফল সেই-ই ভোগ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

১৬। আমি তো বনি-ইসরাইলকে কেতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত দান করেছিলাম, এবং ওদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম, এবং বিশ্ব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

১৭। ওদের দ্বীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম, জ্ঞান আসার পর ওরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল, ওরা যে বিষয়ে মত বিরোধ করত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন।

১৮। এরপর আমি তোমাকে দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।

১৯। আল্লার মোকাবিলায় ওরা তোমার কোন উপকারই করতে পারবে না, অত্যাচারীরা একে অপরের বন্ধু, কিন্তু আল্লাহ সংযমীদের অভিভাবক।

২০। এই কোরাণ মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও অনুগ্রহ।

২১। দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে? ওদের ধারণা কত মন্দ!

॥ রুকু ৩ ॥

২২। আল্লাহ যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

২৩। তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজ উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞানের উপর বিভ্রান্ত করেছেন, এবং ওর কর্ম ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন, এবং ওর চোখের আবরণ দিয়েছেন, অতএব আল্লাহ (আপন বিবেক) তাকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২৪। ওরা বলে একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই, কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে, বস্তুতঃ এই ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নাই, ওরা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

২৫। ওদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন ওদের কোন যুক্তি থাকে না, কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের উপস্থিত কর।

২৬। বল—আল্লাই তোমাদের জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদের কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

।। রুকু ৪ ।।

২৭। আসমান ও জমিনের আধিপত্য আল্লারই, যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৮। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু হতে দেখবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা (জীবনীগ্রন্থ) দেখতে আহ্বান করা হবে। এবং বলা হবে, তোমরা যা করতে আজ তোমাদের তাঁরই প্রতিফল দেওয়া হবে।

২৯। আমার নিকট সংরক্ষিত এই আমলনামা, যা সত্যভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

৩০। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের প্রতিপালক তাদের অনুগ্রহে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন। ইহাই মহা সাফল্য।

৩১। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, তাদের বলা হবে, তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, এবং তোমরা এক অপরাধী সম্প্রদায় ছিলে।

৩২। যখন বলা হয়, আল্লার কথা সত্য, এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই, তখন তোমরা বলে থাক—কিয়ামত কি? আমরা এ বিষয়ে ঘোর সন্দিহান এবং আমরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত নই।

৩৩। ওদের মন্দ কাজগুলো ওদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, তা ওদের পরিবেষ্টন করবে।

৩৪। ওদের বলা হবে—আজ আমি তোমাদের বিস্মৃত হবো, যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

৩৫ ইহা এই জন্য যে তোমরা আল্লার নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেদিন ওদের জাহান্নাম হতে বের হতে দেওয়া হবে না, এবং আল্লার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগও দেওয়া হবে না।

৩৬। প্রশংসা আল্লারই, যিনি আসমানের প্রতিপালক, জমিনের প্রতিপালক, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

৩৭। আসমান ও জমিনে গৌরব মহিমা তাঁরই, এবং তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

॥ সুরা ৪৬ ॥

আহকাফ—বালুকাস্তূপ (উপত্যকা)　　অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৪　　আয়াত ৩৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হা-মীম

২। এই কেতাব পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লার নিকট হতে অবতীর্ণ,

৩ আসমান ও জমিন এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি নির্দিষ্টকালের জন্য যথাযথ-ভাবেই সৃষ্টি করেছি ; কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের যে-বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করে।

৪। বল, তোমরা আল্লার পরিবর্তে যাদের ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আসমানের সৃষ্টিতে ওদের অংশ আছে কি ? এর সমর্থনে কোন কেতাবে অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা উপস্থিত কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫। যে ব্যক্তি আল্লার পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামত-দিন পর্যন্ত ডাকলেও সাড়া দেবে না, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ? এইগুলো ওদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়।

৬। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ওদের দেবতাগুলো ওদের শত্রু হবে, এবং এই দেবতাগুলো ওরা যে ইবাদত করেছিল—তা অস্বীকার করবে।

৭। যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত বর্ণনা করা হয়, এবং ওদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন অবিশ্বাসীরা বলে—ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু।

৮। ওরা কি তবে বলে যে, মহম্মদ ইহা উদ্ভাবন করেছে। বল—যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা তো আল্লার শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা এ বিষয়ে যা আলোচনা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট, এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯। বল—আমি তো প্রথম রসুল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সম্বন্ধে কি করা হবে, আমি আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১০। বল—তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এই কোরাণ আল্লার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্ত বনি-ইসরাইলদের একজন এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করলেও তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

॥ রুকু ২ ॥

১১। বিশ্বাসীদের সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে—ইহা ভালো হলে আমরাই তো এদের পূর্বেই গ্রহণ করতাম। ওরা এর দ্বারা পরিচালিত নয়, তাই বলে—ইহা তো এক সনাতন মিথ্যা।

১২। এর পূর্বে মূসার কেতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ ছিল, আরবী ভাষায় এই কেতাব মূসার কেতাবের সমর্থক। এ অত্যাচারীদের সতর্ক করে ও যারা সৎকাজ করে তাদের সুসংবাদ দেয়।

১৩। যারা বলে—আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাই, এবং এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নাই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

১৪। এরাই তো জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় এরা স্থায়ী হবে, ইহাই তাদের কর্মফল।

১৫। আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তাকে স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যোগ্য বয়সে পরিণত হয়, এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলে—হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য, এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর; আমার সন্তানদের সৎশীল কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম, এবং আত্ম-সমর্পণ করলাম।

১৬। আমি এদেরই সুকৃতিগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং সৎকাজগুলো উপেক্ষা করি, এরা হবে জান্নাত-বাসীদের অন্তর্গত। এদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

১৭। এমন লোক আছে, যে তার মাতাপিতাকে বলে, তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হবো যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে (এবং তারা পুনরুত্থিত হয়নি) তখন তার মাতাপিতা আল্লার নিকট ফরিয়াদ করে বলে—দুর্ভোগ তোমার জন্য। বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লার কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে—ইহা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।

১৮। এদের পূর্বে যে সব দিন ও মানুষ গত হয়েছে, তাদের মত এদের প্রতিও আল্লার শাস্তি অবধারিত। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯। প্রত্যেকেরই স্থান তার কর্মানুযায়ী, ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন, এবং তাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না।

২০। যেদিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন ওদের বলা হবে—তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে শেষ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদের অবমাননাকর

শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।

॥ রুকু ৩ ॥

২১। স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা হুদের কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল। সে তার 'আহকাফ' বাসীকে সতর্ক করেছিল এই বলে—আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না, আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি।

২২। ওরা বলেছিল—তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেবদেবীগুলোর পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।

২৩। সে বলল—এর জ্ঞান তো কেবল আল্লারই নিকট আছে ; আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, কেবল তাই-ই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

২৪। অতঃপর যখন ওদের উপত্যকার দিকে মেঘরূপে শাস্তি আসন্ন হলো, তখন ওরা বলতে লাগল, এই মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে। হুদ বলল—ইহাই তো তা, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী এক ঝড় আছে।

২৫। আল্লার নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অত:পর ওদের পরিণাম এই হলো যে—ওদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

২৬। ওদের আমি যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদের তা দিইনি, আমি ওদের কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়, দিয়েছিলাম, কিন্তু ওদের কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় ওদের কোন কাজে আসে নি। কেননা ওরা আল্লার আয়াতকে অস্বীকার করেছিল, যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, উহাই ওদের পরিবর্তন করল।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭। নিশ্চয় আমি তোমাদের পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ ধ্বংস করেছিলাম, আমি বার বার আমার নির্দশনাবলী ওদের দেখিয়েছিলাম, যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে।

২৮। ওরা আল্লার সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লার পরিবর্তে যাদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা ওদের সাহায্য করল না কেন ? বরং ওদের উপাস্যগুলো ওদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। ওদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এইরূপই।

২৯। (স্মরণ কর) যখন আমি একদল জিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা কোরাণ পাঠ শুনছিল, যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হলো, ওরা একে অপরকে বলতে লাগল—চুপ করে শোন। যখন কোরাণ পাঠ শেষ হল, ওরা সতর্ককারীরূপে ওদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল।

৩০। ওরা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায় ! আমরা এমন এক কেতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা মূসার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, ইহা ওর পূর্ববর্তী কেতাবকে সমর্থন করে, এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

৩১। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাব দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও, এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন।

৩২। কেহ যদি আল্লার দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে আল্লাব অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না, এবং আল্লাব মোকাবিলায় তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, ওরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

৩৩। ওরা কি অনুধাবন করে না, যে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। যেহেতু নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪। যেদিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন ওদেব বলা হবে—ইহা কি সত্য নয়? ওরা বলবে—আমাদের প্রতিপালকের শপথ! ইহা সত্য। তখন ওদের বলা হবে—শাস্তি আস্বাদন কর, যেহেতু তোমবা ছিলে অবিশ্বাসী।

৩৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল—দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসুলগণ। ওদেব বিষয়ে অধৈর্য হয়ো না, ওদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা যেদিন ওরা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন ওদের মনে হবে ওরা যেন এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নি। ইহা এক ঘোষণা,—সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেই ধ্বংস করা হবে না।

মহম্মদ—নবী মহম্মদ (দঃ) অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৩ আয়াত ৩৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এরা অপরকে আল্লার পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন।

২। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং মহম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, উহা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে, তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।

৩। ইহা এই জন্য যে, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাস

করে তারা তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এইভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৪। অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন ওদের কষে বাঁধবে, অতঃপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদের মুক্ত করে দিতে পার, অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পার, (তোমরা যুদ্ধ চালাবে) যতক্ষণ না তারা অস্ত্র সংবরণ করবে। ইহাই বিধান। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওদের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লার পথে নিহত হয়, তিনি কখনই তাদের কাজ নষ্ট হতে দেন না।

৫। তিনি তাদের সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন।

৬। তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার কথা তিনি তাদের জানিয়েছিলেন।

৭। হে বিশ্বাসীগণ ! যদি তোমরা আল্লার মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প করবেন।

৮। যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন।

৯। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তা পছন্দ করে না, সুতরাং আল্লাহ ওদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

১০। ওরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল ? তিনি ওদের ধ্বংস করেছেন, এবং অবিশ্বাসীদের অবস্থা অনুরূপই হবে।

১১। ইহা এই জন্য যে আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক, এবং অবিশ্বাসকারীদের কোন অভিভাবক নাই।

॥ রুকু ২ ॥

১২। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে, তাদের স্থান জাহান্নাম।

১৩। উহারা তোমার যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে, তা অপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, এবং ওদের সাহায্য করার কেহ ছিল না।

১৪। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক প্রেরিত নিদর্শন অনুসরণ করে সে কি তার সমান, যার নিকট নিজের মন্দকর্মগুলো শোভন প্রতীয়মান হয় ও যে নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে।

১৫। ধর্মভীরুগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর, এবং সেথায় ওদের জন্য বিবিধ ফলমূল থাকবে, ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। ধর্মভীরুগণ কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে, ফুটন্ত পানি যা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে ?

১৬। ওদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করার পর তোমার নিকট হতে যেয়েই তোমার সহচরদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের ঠাট্টা করে বলে, এইমাত্র সে কি বলল? এদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন। ওরা নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে।

১৭। যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদের সংযমী হওয়ার শক্তি দান করেন।

১৮। ওরা কি কেবল এই জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত আকস্মিকভাবে ওদের নিকট এসে পড়ুক। কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসে পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে ওরা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?

১৯। অতএব জেনে রেখ, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং বিশ্বাসী নরনারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের দিবসের গতিবিধি ও রাতের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

॥ রুকু ৩ ॥

২০। বিশ্বাসীরা বলে,—কেন ঐরূপ একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না? অতঃপর দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হলে এবং ওতে জেহাদের কোন নির্দেশ থাকলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি দেখবে তারা মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে, শোচনীয় পরিণাম ওদের।

২১। আনুগত্য ও উত্তম বাক্য বলা আবশ্যক। সুতরাং জেহাদের সিদ্ধান্ত হলে ওদের পক্ষে মঙ্গল, আল্লার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ কর।

২২। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

২৩। আল্লাহ এদের অভিশপ্ত করেন, এবং বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।

২৪। তবে কি ওরা কোরাণ সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না ওদের অন্তর তালাবদ্ধ?

২৫। যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান ওদের কাজকে শোভন করে দেখায়, এবং তাদের মিথ্যা আশা দেয়।

২৬। এই জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা অপছন্দ করে, তাদের ওরা বলে—আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ ওদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

২৭। ফেরেশ্তারা যখন ওদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন ওদের দশা কেমন হবে?

২৮। ইহা এই জন্য যে, যা আল্লার অসন্তোষ জন্মায়, ওরা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি-লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে, তিনি এদের কর্মকাল নিষ্ফল করে দেবেন।

২৯। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ ওদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দেবেন না?

৩০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে ওদের পরিচয় দিতাম, ফলে তুমি ওদেরকে ওদের আকৃতি দেখে চিনতে পারতে, তবে অবশ্যই তুমি ওদের কথার ভঙ্গিতে ওদের চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

৩১। আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে কে তোমাদের মধ্যে জেহাদ করে এবং কে কে অবিচলিত থাকে, এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের ব্যাপার পরীক্ষা করি।

৩২। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও মানুষকে আল্লার পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রসুলের বিরোধিতা করে, ওরা আল্লার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন।

৩৩। হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা আল্লার আনুগত্য কর, রসুলের আনুগত্য কর। এবং তোমাদের কর্ম ব্যর্থ করো না।

৩৪। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও আল্লার পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে অতঃপর অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

৩৫। সুতরাং তোমরা হীনতা স্বীকার করে সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই প্রবল, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি কখনও তোমাদের কর্মফল ক্ষুণ্ণ করবেন না।

৩৬। পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, ও সাবধানতা অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দেবেন, এবং তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চান না।

৩৭। তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে ও তার জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে, তোমরা তো কার্পণ্য করবে, এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করে দেবেন।

৩৮। দেখ, তোমাদের আল্লার পথে ব্যয় করতে আহ্বান করা হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে, যারা কার্পণ্য করে, তারা তো নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে। আল্লাহ অভাবমুক্ত, তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি তোমাদের স্থানে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা তোমাদের মত হবে না।

সূরা ৪৮

ফাত্‌হ—বিজয় অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ৪ আয়াত ২৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে

১। নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে-বিজয়-দান করেছি।

২। এই জন্য যে তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন, এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন,

৩। এবং তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করবেন।

৪। তিনিই বিশ্বাসীদের অন্তরে সান্ত্বনা দান করেন—তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য; আসমান জমিনের সৈন্য-বাহিনী তাঁরই, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫। যেন তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের জান্নাতে দাখেল করেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে, এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন, ইহাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য।

৬। এবং কপট পুরুষ ও কপট নারী, অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী নারী যারা আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের শাস্তি দেবেন। মন্দ পরিণাম ওদের জন্য, আল্লাহ ওদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, এবং ওদের অভিশপ্ত করেছেন এবং ওদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস।

৭। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই, আল্লাহ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

৮। আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

৯। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, রসুলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

১০। যারা তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। তাদের হস্তসমূহের ওপর আল্লাহর হাত আছে। (অর্থাৎ আল্লাহ ওদের শপথের সাক্ষী)। সুতরাং যে উহা ভংগ করে, উহা ভংগ করার পরিণাম তারই, এবং যে আল্লাহর সাথে অংগীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেন।

॥ রুকু ২ ॥

১১। যে সকল মরুবাসী দেশের অংশগ্রহণ না করে পিছনে রয়েছে, তারা তোমাকে বলবে—

আমরা আমাদের ধন-সম্পদ-পরিবার-পরিজনের রক্ষণা-বেক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। ওরা মুখে যা বলে, তা ওদের অন্তরে নাই। ওদের বল—আল্লাহ্ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল-সাধনের ইচ্ছা করলে, কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? বরং তোমরা যা কর। সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

১২। কিন্তু তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসুল ও বিশ্বাসীগণ আর কিছুতেই তাদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে না, এবং এই ধারণা তোমাদের নিকট প্রীতিকর মনে হয়েছিল, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।

১৩। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আমি সেই সব অবিশ্বাসীদের জন্য জলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি।

১৪। আসমান ও জমিনের আধিপত্য আল্লারই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন; তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।

১৫। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা গৃহে বসে গিয়েছিল, তারা বলবে—তোমাদের সংগে আমাদের যেতে দাও। ওরা আল্লার প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল-তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথী হতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। ওরা বলবে -তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। বস্তুতঃ তাদের বোধশক্তি সামান্য।

১৬। যে সব মরুবাসী গৃহে বসে গিয়েছিল, তাদের বল—তোমরা অচিরেই এক প্রবল, পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে—যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে—আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি পূর্বের মত পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।

১৭। অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নাই, যদি তারা জেহাদে অংশ গ্রহণ না করে, এবং যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।

।। রুকু ৩ ।।

১৮। বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদের তিনি সান্ত্বনা দান করলেন, এবং তাদের জন্য আসন্ন বিজয় স্থির রাখলেন—

১৯। বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-লভ্য-সম্পদ, যা ওরা লাভ করবে, আল্লাহ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

২০। আল্লাহ তোমাদের যুদ্ধ-লভ্য বিপুল সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য তরান্বিত করলেন। এবং তিনি তোমাদের হতে শত্রু-

হস্ত নিবারিত করেছেন (যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও)। এবং ইহা হয় বিশ্বাসীদের জন্য এক নিদর্শন, এবং আল্লাহ তোমাদের সরলপথে পরিচালিত করেন।

২১। আরও বহু সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসে নাই। আল্লার নিকট রক্ষিত আছে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২২। অবিশ্বাসীরা তোমাদের মোকাবিলা করলে পরিণামে ওরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন ওদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকত না।

২৩। ইহাই আল্লার বিধান, প্রাচীন কাল হতে চলে আসছে, তুমি আল্লার এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।

২৪। আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর ওদের হস্ত তোমাদের হতে নিবারিত করেছি। তোমরা যা কর আল্লা তা দেখেন।

২৫। ওরাই তো অবিশ্বাস করেছিল, এবং তোমাদের নিবৃত্ত করেছিল মসজেদুল হারাম হতে ও কোর-বাণীর পশুগুলো যথাস্থানে পৌঁছাতে বাধা দিয়েছিল। মক্কায় অবিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকলে,—যাদের অজ্ঞাতসারে হত্যা করলে তোমরা অনুতপ্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নি এই জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। যদি ওরা পৃথক হত, আমি অবিশ্বাসীদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

২৬। কেন না, অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে অজ্ঞযুগের ঔদ্ধত্য পোষণ করত ; আল্লাহ তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দান করলেন, তাদের তৌহিদের (একত্বের) নীতিতে সুদৃঢ় করলেন। তারা এরা অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭। আল্লাহ তাঁর রসুলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লার ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজেদুল হারামে প্রবেশ করবে, কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না, আল্লাহ জানেন, তোমরা যা জান না। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের এক সদ্য বিজয় দিয়েছেন।

২৮। তিনি তাঁর রসুলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আল্লাই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

২৯। মহম্মদ আল্লার রসুল (প্রেরিত দুত)। তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার চিহ্ন থাকবে, তওরাতে তাদের বর্ণনা এই রূপই, এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয়, এবং পরে কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা অবিশ্বাসীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

॥ সূরা ৪৯ ॥

হোজুরাত—কামরা (গৃহ)　　　অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ২　　　আয়াত ১৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অপেক্ষা না করে কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাকে ভয় কর, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

২। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না, এবং নিজেদের মধ্যে যে ভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তার সাথে সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না ; কারণ এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।

৩। যারা আল্লার রসুলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরিশোধিত করেছেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার আছে।

৪। হে নবী ! যারা ঘরের পেছন হতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫। তুমি তাদের নিকট বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, তাই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬। হে বিশ্বাসীগণ ! যদি কোন অবিশ্বাসী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

৭। তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লার রসুল আছেন, তিনি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ধর্ম বিশ্বাসকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন, অবিশ্বাস, সত্যত্যাগ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তোমরাই সৎপথাবলম্বী।

৮। ইহা আল্লার দান ও অনুগ্রহ ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়।

৯। বিশ্বাসীদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লার নির্দেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে—তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দেবে এবং সুবিচার করবে। যারা ন্যায় বিচার করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

১০। বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর। এবং আল্লাকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

॥ রুকু ২ ॥

১১। হে বিশ্বাসীগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা

হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে, এবং কোন নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেহ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এই ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয়—তারাই অত্যাচারী।

১২। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনা পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না, ও একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ মৃত ভ্রাতার মাংস খেতে চায়? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

১৩। হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এক পুরুষ এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লার নিকট অধিক সম্মানী, যে অধিক সংযমী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

১৪। মরুবাসিগণ বলে—আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম; বল—তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর নাই, বরং বল—বাহ্যিকভাবে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মে নি! যদি তোমরা আল্লাহ ও আল্লার রসূলের আনুগত্য কর, তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৫। তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করার পর সন্দেহ পোষণ করে না, এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লার পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

১৬। বল—তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন—যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

১৭। ওরা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। না, আল্লাই বিশ্বাসীদের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৮। আল্লাহ আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

কাফ—বর্ণ অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৩ আয়াত ৪৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। কাফ, সাক্ষী এই মহিমান্বিত কোরাণ।

২। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলে—ইহা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

৩। আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুত্থিত হবো? ইহা সুদূরপরাহত।

৪। আমি তো জানি মাটি ওদের কতটুকু গ্রাস করে এবং আমার নিকট রক্ষিত ফলক আছে।

৫। বস্তুতঃ ওদের নিকট সত্য আসার পর ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে ওরা সংসারে দোদুল্যমান।

৬। ওরা কি ওদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কি ভাবে উহা নির্মাণ করেছি, ও ওকে সুশোভিত করেছি, এবং ওতে কোন ফাটল নাই।

৭। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, ও তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, এবং ওতে নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্গত করেছি।

৮। আল্লার অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।

৯। আকাশ হতে আমি উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তার দ্বারা আমি উদ্যান শস্যরাজি সৃষ্টি করি।

১০। এবং সমুন্নত খেজুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর,

১১। আমার দাসদের জীবিকা স্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এইভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।

১২। ওদের পূর্বেও নূহের সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং কূপের অধিবাসী ও সামূদ সম্প্রদায়ও,

১৩। আদ, ফেরাউন, ও লুত সম্প্রদায়ও

১৪। এবং শোয়াইব ও তুব্বা সম্প্রদায়; ওরা সকলেই রসুলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে ওদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে।

১৫। আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে ওরা সন্দেহ পোষণ করে।

॥ রুকু ২ ॥

১৬। আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, এবং তার অন্তরে নিভৃত কুচিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

১৭। স্মরণ রেখ, দুই ফেরেশ্তা তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে।

১৮। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটই আছে।

১৯। মৃত্যু-যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে ; ইহা হতে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে এসেছ।

২০। একদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, উহাই শাস্তির দিন।

২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী।

২২। (ওদের বলা হবে) তোমরা এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন তোমাদের সম্মুখ হতে যবনিকা অপসৃত করেছে, আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ।

২৩। তার সঙ্গী ফেরেশ্তা বলবে—এই তো আমার নিকট আমলনামা (জীবনীগ্রন্থ)।

২৪। প্রত্যেক বিরুদ্ধাচারী অবিশ্বাসীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর ;

২৫। যে কল্যাণকর কাজে বাধা দিত, সীমালংঘন করত ও সন্দেহ পোষণ করত।

২৬। যে ব্যক্তি আল্লার সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে কঠিন শাস্তি দাও।

২৭। তার সহচর শয়তান বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করি নি, বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।

২৮। আমি বলব—আমার সম্মুখে বাক্‌বিতণ্ডা করো না, তোমাদের তো আমি পূর্বেই সতর্ক করেছি।

২৯। আমার কথার রদবদল হয় না, আমি আমার দাসদের প্রতি কোন অবিচার করি না।

॥ রুকু ৩ ॥

৩০। (স্মরণ কর সেইদিনের কথা) যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব—তুমি কি পূর্ণ হয়েছ ? জাহান্নাম বলবে—আরো আছে কি ?

৩১। জান্নাতকে সংযমীদের নিকট উপস্থিত করা হবে।

৩২। বলা হবে—তোমাদের মধ্যে আল্লার অনুরাগী ও সংযমীদের প্রত্যেককে এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

৩৩। যারা না দেখে দয়াময় আল্লাকে ভয় করত এবং বিনীতচিত্তে তার নিকট উপস্থিত হত।

৩৪। তাদের বলা হবে—শান্তির সাথে তোমরা ওতে প্রবেশ কর ; এই দিন হতেই অনন্ত জীবন।

৩৫। সেথায় তারা যা কামনা করবে, তাই পাবে, এবং আমার নিকট তারও অধিক আছে।

৩৬। আমি তাদের পূর্বেও আরো বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা ছিল ওদের অপেক্ষা

শক্তিতে প্রবল, ওরা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত; পরে ওদের জন্য কোন আশ্রয়-স্থল থাকল না।

৩৭। এতে তার জন্য উপদেশ আছে, যে বোধশক্তিসম্পন্ন অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্টচিত্তে।

৩৮। আমি আসমান ও জমিন এবং ওদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

৩৯। অতএব ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর—সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

৪০। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাতের একাংশে ও নামাজের পরেও।

৪১। শুন—যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহবান করবে,

৪২। যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহানাদ, সেইদিনই উত্থানের দিন।

৪৩। আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই, এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।

৪৪। যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে বের হয়ে আসবে, ইহাই সমবেত করার দিন, এবং আমার জন্য সমবেত করা অতি সহজ।

৪৫। ওরা যা বলে তা আমি জানি, তোমাকে ওদের উপর জবরদস্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরাণের সাহায্যে উপদেশ দান কর।

জারিয়াৎ—সতেজ বায়ুরাশি অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ৩ আয়াত ৬০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ ঝঞ্ঝাবায়ুর,

২। শপথ মেঘপুঞ্জের,

৩। শপথ স্বচ্ছন্দগতি জলযানের,

৪। শপথ কর্মসম্পাদনকারী ফেরেশতাগণের—

৫। তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

৬। কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।

৭। শপথ তরঙ্গিত আকাশের,

৮। তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথা বলছ,

৯। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট, সেই কোরাণ পরিত্যাগ করে,

১০। অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা,

১১। যারা অজ্ঞ ও উদাসীন,

১২। ওরা (পরিহাসভরে) জিজ্ঞাসা করে, কর্মফল দিবস কবে হবে ?

১৩। বল—সেই দিন, যখন ওদের শাস্তি দেওয়া হবে আগুনে।

১৪। এবং বলা হবে—তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর ; তোমরা এই শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

১৫। সেদিন সংযমীরা প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে থাকবে।

১৬। উপভোগ করবে তা, যা তাদের প্রতিপালক তাদের দেবেন, কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎশীল।

১৭। তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত।

১৮। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।

১৯। এবং তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক আদায় করত।

২০। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য ধরিত্রীতে নিদর্শন আছে ;

২১। এবং তোমাদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?

২২। আকাশে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুতি সমস্ত কিছু আছে।

২৩। আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় ইহা তোমাদের বাক্যালাপের মতই সত্য।

॥ রুকু ২ ॥

২৪। তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত এসেছে কি ?

২৫। যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল—'সালাম' (শান্তি), উত্তরে সে বলল—'সালাম'।

২৬। অতঃপর ইব্রাহীম তাদের কিছু না বলে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস-ভাজা নিয়ে আসল ;

২৭। ও তাদের সামনে রাখল, এবং পরে বলল—তোমরা খাচ্ছনা কেন ?

২৮। এতে ওদের সম্পর্কে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল, ওরা বলল—ভীত হয়ো না, অতঃপর তারা ওকে এক গুণী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলো।

২৯। তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে আসল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, এই বৃদ্ধ ও বন্ধ্যার সন্তান হবে ?

৩০। ওরা বলল—তোমার প্রতিপালক এইরূপই বলেছেন ; তিনি বিজ্ঞানময় সর্বজ্ঞানী।

৩১। ইব্রাহীম বলল—হে ফেরেশ্তাগণ। তোমাদের বিশেষ কাজ কী ?

৩২। ওরা বলল—আমাদের এক অপরাধী সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৩৩। ওদের উপর মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করার জন্য।

৩৪। যা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট।

৩৫। সেথায় যে সব বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদের উদ্ধার করেছিলাম।

৩৬। এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত আমি কোন আত্মসমর্পণকারী পাই নি।

৩৭। যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি।

৩৮। এবং আমি মূসার বৃত্তান্তে নিদর্শন রেখেছি, যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম,

৩৯। তখন সে ক্ষমতায় মত্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল, এবং বলল—

৪০। সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম, এবং ওদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল দণ্ডযোগ্য।

৪১। এবং আদের ঘটনায় নিদর্শন আছে, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বিধ্বংসী বায়ু,

৪২। ইহা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, তাকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল;

৪৩। সামুদের বৃত্তান্তে আরো নিদর্শন আছে, যখন তাদের বলা হয়েছিল—স্বল্পকাল ভোগ করে নাও।

৪৪। কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। ফলে ওদের প্রতি বজ্রাঘাত হল, এবং ওরা অসহায় অবস্থায় উহা দেখেছিল।

৪৫। ওরা উঠে দাঁড়াতে পারল না, এবং উহা প্রতিরোধ করতে পারল না।

৪৬। আমি ওদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলাম, ওরা সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ছিল।

॥ রুকু ৩ ॥

৪৭। আমি আমার ক্ষমতা বলে আকাশ নির্মাণ করেছি, এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতাশালী।

৪৮। এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দরভাবে ইহা বিছিয়েছি।

৪৯। আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ নাও।

৫০। আল্লার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১। তোমরা আল্লার সঙ্গে কোন উপাস্য স্থির করো না, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫২। এইভাবে, ওদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসুল এসেছে, তাকে ওরা বলেছে—তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।

৫৩। মনে হয় ওরা একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে। বস্তুতঃ ওরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

৫৪। অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা কর, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।

৫৫। তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ, উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে।

৫৬। আমার (বিবেকের) দাসত্বের জন্যই আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি।

৫৭। আমি ওদের নিকট হতে জীবিকা চাই না, এবং ইহাও চাই না যে, ওরা আমার আহার যোগাবে।

৫৮। আল্লাই তো জীবনোপকরণ দান করেন, এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।

৫৯। অত্যাচারীদের প্রাপ্য তাইই, যা অতীতে ওদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে, সুতরাং ওরা যেন এর জন্য আমার নিকট ত্বরা না করে।

৬০। অবিশ্বাসীদের জন্য সেই দিনের দুর্ভোগ, যেদিনের বিষয়ে ওদের সতর্ক করা হয়েছে।

॥ সুরা ৫২ ॥

তুর—পর্ব্বত অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৪৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ তুর পর্বতের,

২। শপথ কেতাবের, যা লিখিত আছে,

৩। উন্মুক্ত পত্রে

৪। শপথ বাইতুল মা'মুরের, (যে গৃহে সর্বদা জন সমাগম হয়।)

৫। শপথ সমুন্নত আকাশের,

৬। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের,—

৭। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।

৮। ইহা অনিবার্য।

৯। যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে,

১০। এবং পর্বতমালা উন্মূলিত হবে।

১১। সেই দিন মিথ্যাবাদীদের জন্য দুর্ভোগ।

১২। যারা ক্রীড়াছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

১৩। যেদিন ওদের ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

১৪। (এবং বলা হবে) ইহাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

১৫। ইহা কি যাদু ? না কি তোমরা দেখছ না ?

১৬ তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদের কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

১৭। সংযমীরা জান্নাতে ভোগ বিলাসে থাকবে।

১৮। তাদের প্রতিপালক তাদের যা দেবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

১৯। এবং তাদের বলা হবে, তোমরা যা করতে তার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক।

২০। তারা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, আমি আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে তাদের মিলন ঘটাব।

২১। এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হলে তাদের মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততির সাথে, এবং তাদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত-কর্মের জন্য দায়ী।

২২। আমি তাদের ফলমূল ও মাংস দেব, যা তারা পছন্দ করে।

২৩। সেথায় তারা একে অপরকে পান পাত্র দেবে, যা হতে পান করলে কেহ অসার কথা বলবে না, এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না।

২৪। তাদের সেবায় সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ কিশোরেরা নিয়োজিত থাকবে।

২৫। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

২৬। এবং বলবে পার্থিব জীবনে আমরা আল্লার শাস্তিকে ভয় করতাম।

২৭। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, এবং আমাদের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন।

২৮। আমরা পূর্বেও আল্লাকে আহ্বান করতাম, তিনি তো কৃপাময় পরমদয়ালু।

॥ রুকু ২ ॥

২৯। অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি বাকচতুর কাহিনীকার নও, উন্মাদও নও।

৩০। ওরা কি বলতে চায়—সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।

৩১। বল—তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

৩২। তবে কি ওদের বুদ্ধি ওদের এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না ওরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?

৩৩। ওরা কি বলে, এই কোরাণ তার নিজের রচনা? না ওরা অবিশ্বাসী?

৩৪। ওরা যদি সত্যবাদী হয়, তবে এর সদৃশ কোন রচনা আনয়ন করুক।

৩৫। ওরা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না ওরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা।

৩৬। না কি ওরা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? ওরা তো অবিশ্বাসী।

৩৭। ওরা কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারের অধিকারী, না ওরা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা?

৩৮। না, ওদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে ওরা শ্রবণ করে? থাকলে, তবে সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।

৩৯। তোমরা কি মনে কর যে কন্যা সন্তান আল্লার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য।

৪০। তুমি কি ওদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে ওরা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে!

৪১। অদৃশ্য বিষয়ে ওদের কি কোন জ্ঞান আছে যে, ওরা এই বিষয়ে কিছু লিখবে।

৪২। ওরা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়, কিন্তু পরিণামে অবিশ্বাসীরাই ষড়যন্ত্রের শিকার হবে।

৪৩। আল্লাহ্ ব্যতীত ওদের কি কোন উপাস্য আছে? ওরা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র।

৪৪। ওরা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে, বলবে ইহা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।

৪৫। ওদের উপেক্ষা করে চল সেইদিন পর্যন্ত—যেদিন ওরা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

৪৬। সেদিন ওদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না, এবং ওদের কোন সাহায্য করা হবে না।

৪৭। এ ছাড়া অত্যাচারীদের জন্য আরো শাস্তি আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা মানে না

৪৮। তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর, তুমি আমার চক্ষুর সামনেই আছো। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর,

৪৯। এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও রাত্রিশেষে।

নজম—নক্ষত্র অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৩ আয়াত ৬২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা অস্তমিত হয়,

২। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,

৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না,

৪। কোরাণ তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়,

৫। তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, (জিবরাইল)।

৬। সহজাত জিবরাইল, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল।

৭। ঊর্ধ্ব দিগন্তে,

৮। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী।

৯। ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান থাকল।

১০। তখন আল্লাহ্ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন,

১১। যা সে দেখেছে, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করে নাই ;

১২। সে যা দেখেছে, তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে ?

১৩। নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখছিল,

১৪। প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকট।

১৫। যার নিকট বাস-উদ্যান অবস্থিত।

১৬। যখন বৃক্ষটি, যার দ্বারা শোভিত হবার, তার দ্বারা মণ্ডিত ছিল,

১৭। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।

১৮। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেই ছিল।

১৯। তোমরা কি ভেবে দেখেছ, 'লাত্' ও 'ওজ্জা' সম্পর্কে

২০। এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত্' সম্পর্কে ?

২১। তোমরা কি মনে কর পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লার জন্য ?

২২। এইরূপ বণ্টন তো অসঙ্গত বণ্টন।

২৩। এইগুলো কতকগুলো নামমাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছ, এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলিল প্রেরণ করেন নি। তোমরা অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পথ-নির্দেশ এসেছে।

২৪। মানুষ যা চায়, তাইই কি সে পায় ?

২৫। বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লারই।

॥ রুকু ২ ॥

২৬। আসমানে কত ফেরেশতা আছে, ওদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্টি তাকে অনুমতি না দেন।

২৭। নিশ্চয় যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে,

২৮। অথচ এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নাই, ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে ; সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

২৯। অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ, তাকে উপেক্ষা করে চল, সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

৩০। ওদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত, তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন, কে সৎপথ প্রাপ্ত।

৩১। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা আল্লারই, যারা মন্দ কাজ করে, তিনি তাদের মন্দফল দেন, যারা ভাল কাজ করে তিনি তাদের ভাল ফল দেন।

৩২। ওরাই ছোটখাট অপরাধ করলেও গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম ; আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত—যখন তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং যখন তোমরা মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা নিজেদের নিষ্কলঙ্ক মনে করো না (আত্মপ্রশংসা করো না), তিনিই সম্যক জানেন সংযমী কে ?

॥ রুকু ৩ ॥

৩৩। তুমি কি দেখেছ সে ব্যক্তিকে—যে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৪। এবং সামান্যই দান করে, পরে পাষাণ হৃদয় হয়ে পড়ে।

৩৫। তার কি অদৃশ্য জ্ঞান আছে যে, সে জানবে ?

৩৬। তাকে কি অবগত করা হয় নি, যা মূসার কেতাবে আছে,

৩৭। এবং ইব্রাহীমের কেতাবে, যে দায়িত্ব পালন করেছিল।

৩৮। উহা এই যে, একে অপরের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে না।

৩৯। এবং মানুষের জন্য এছাড়া কিছুই নাই ; যা সে চেষ্টা করে,

৪০। তার কর্ম পরীক্ষিত হবে, (তার চেষ্টার প্রতি লক্ষ রাখা হবে)

৪১। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

৪২। সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট,

৪৩। তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।

৪৪। তিনি মারেন, তিনিই বাঁচান।

৪৫। তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল—পুরুষ ও নারী,

৪৬। স্খলিত শুক্রবিন্দু হতে

৪৭। পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই।

৪৮। তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।

৪৯। তিনিই 'শিরা' নক্ষত্রের মালিক।

৫০। তিনিই আদি আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন ;

৫১। এবং সামুদ সম্প্রদায়কেও, কাউকেই তিনি অব্যাহতি দেন নি।

৫২। এবং এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন, ওরা ছিল অতিশয় অত্যাচারী, অবাধ্য।

৫৩। তিনিই লুত সম্প্রদায়ের আবাসভূমিকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছিলেন।

৫৪। সর্বগ্রাসী শাস্তি ওকে আচ্ছন্ন করল।

৫৫। তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে ?

৫৬। অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবীও (মহম্মদ) এক সতর্ককারী।

৫৭। কিয়ামত (আসন্ন ঘটনাবলী) আসন্ন।

৫৮। আল্লাহ ব্যতীত কেহই ইহা ঘটাতে সক্ষম নয়।

৫৯। তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ।

৬০। এবং হাসি ঠাট্টা করছ, ক্রন্দন করছ না ?

৬১। তোমরা তো উদাসীন,

৬২। অতএব তোমরা আল্লাকে সেজদা কর এবং তাঁরই উপাসনা কর।

কমর—চন্দ্র　　অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৩　　আয়াত ৫৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সেই সময় (কিয়ামত) নিকটবর্তী, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে,

২। ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং বলে ইহা তো চিরাচরিত যাদু।

৩। ওরা অবিশ্বাস করে এবং নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, এবং প্রত্যেক কাজের গতি তার নির্ধারিত পরিণামের দিকে।

৪। ওদের নিকট সংবাদ এসেছে, যাতে সাবধান বাণী আছে ;

৫। ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী ওদের কোন উপকারে আসে না।

৬। অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা কর সেদিন আহবানকারী এক ভয়াবহ পরিনামের দিকে আহবান করবে।

৭। অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন ওরা বিক্ষিপ্ত পংগপালের ন্যায় বের হবে।

৮। ওরা ভীতি-বিহ্বল হয়ে আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে—এ বড় কঠিন দিন।

৯। এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল—পরে আমার দাস নূহের প্রতিও মিথ্যা আরোপ করেছিল, এবং বলেছিল—এতো এক পাগল। ওরা তাকে ভয় দেখিয়েছিল,

১০। তখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল,—আমি তো অসহায়, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর।

১১। ফলে আমি প্রবল বারি বর্ষণে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম,

১২। এবং মাটি হতে প্রস্রবণ উৎসারিত করে দিলাম, অতঃপর এক পরিকল্পনা অনুসারে আকাশের পানি ও জমিনের পানি মিলিত হল।

১৩। তখন নূহকে এক কাষ্ঠ ও কীলক তৈরী জলযানে আরোহণ করালাম,

১৪। যা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চালিত, ইহা পুরস্কার তার (নূহ) জন্য, যে (তার প্রতিবেশী-কর্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

১৫। আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখেছি, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য ?

১৬। আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী কি কঠোর ছিল।

১৭। নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কোরাণ সহজ করে দিয়েছি, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য ?

১৮। আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি কঠোর হয়েছিল—আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

১৯। নিশ্চয় আমি এক চরম দুর্দিনে ওদের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করেছিলাম,

২০। উৎপাটিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় মানুষকে উহা উৎখাত করেছিল।

২১। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

২২। নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কোরাণ সহজ করে দিয়েছি, কে আছে এই উপদেশ গ্রহণের জন্য !

॥ রুকু ২ ॥

২৩। সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী বলেছিল,

২৪। তারা বলেছিল—আমরা কি আমাদেরই একজনের আনুগত্য স্বীকার করব ? তবে তো আমরা বিপথগামী এবং উম্মাদরূপে গণ্য হবো।

২৫। আমাদের মধ্যে কি শুধু ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে ? না, সে তো একজন দাম্ভিক মিথ্যাবাদী।

২৬। ভবিষ্যতে ওরা জানবে,—কে দাম্ভিক মিথ্যাবাদী।

২৭। আমি ওদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছি, অতএব তুমি ওদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

২৮। এবং ওদের জানিয়ে দাও যে, ওদের জন্য পানি খাবার পালা নির্ধারিত হয়েছে, এবং পানি খাবার জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে।

২৯। অতঃপর ওরা ওদের এক সঙ্গীকে আহবান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল।

৩০। আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী কি কঠোর ছিল।

৩১। আমি ওদের এক মহানাদ দ্বারা আঘাত হেনেছিলাম, ফলে ওরা (ছাগল ভেড়ার খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর) বহু বিখণ্ডিত বিক্ষিপ্ত শুষ্ক শাখা পল্লবের ন্যায় হয়ে গেল।

৩২। আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কোরাণ সহজ করেছি, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য।

৩৩। লুত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৩৪। আমি ওদের উপর পাথর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা প্রেরণ করেছিলাম, লুতের পরিবার ব্যতীত, রাত্রিশেষে তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম।

৩৫। আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ, যারা কৃতজ্ঞ আমি এইভাবেই তাদের পুরস্কৃত করে থাকি।

৩৬। আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে লুত ওদের সতর্ক করেছিল, কিন্তু ওরা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতর্ক শুরু করল।

৩৭। ওরা লুতের নিকট হতে তার অতিথিদের দাবী করল, তখন আমি ওদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলাম (এবং আমি বললাম আমার সতর্কবাণীর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম স্বরূপ) শাস্তি ও ভয় প্রদর্শন ভোগ কর।

৩৮। সকালেই বিরামবিহীন শাস্তি তাদের আঘাত করল।

৩৯। অতএব আমার শাস্তি ও ভয় প্রদর্শন ভোগ কর।

৪০। উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কোরাণ সহজ করে দিয়েছি। কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য।

॥ রুকু ৩ ॥

৪১। ফেরাউন-সম্প্রদায়ের নিকটও সতর্ককারী এসেছিল।

৪২। কিন্তু ওরা সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল, তখন আমি পরাক্রান্ত-সর্বশক্তিমানরূপে ওদের কঠিন শাস্তি দিলাম।

৪৩। তবে কি তোমাদের (মধ্যকার) অবিশ্বাসীরা তোমাদের পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কেতাবে?

৪৪। ওরা কি বলে—আমরা এক অপরাজেয় দল?

৪৫। অচিরেই এই দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে,

৪৬। কিয়ামত ওদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত কঠিনতর ও তিক্ততর হবে।

৪৭। অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত,

৪৮। যেদিন ওদের উপুড় করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন বলা হবে—জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।

৪৯। আমি প্রত্যেক কিছু যথাযথরূপে সৃষ্টি করেছি,

৫০। আমার আদেশ এক কথায়, চোখের পলকের মত।

৫১। যারা তোমাদের ছিল, ওদের আমি ধ্বংস করেছি, উহা হতে উপদেশ গ্রহণ করবার কেহ আছে কি?

৫২। ওদের সমস্ত কার্যকলাপ আমলনামায় আছে,

৫৩। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ আছে,

৫৪। সংযমীরা স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে থাকবে,

৫৫। সর্বশক্তির অধিকারী আল্লার সান্নিধ্যে যোগ্য আসনে থাকবে।

॥ সুরা ৫৫ ॥

রহমান—পরম দয়ালু অবতীর্ণ—মক্কা ও মদিনা

রুকু ৩ আয়াত ৭৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। পরম দয়ালু,

২। তিনিই কোরাণ শিক্ষা দিয়েছেন,

৩। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন,

৪। তিনিই তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন,

৫। সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে,

৬। নক্ষত্ররাজি তৃণলতা ও তরুরাজি প্রণত হচ্ছে (সেজদা করছে)।

৭। তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন, এবং তুলাদণ্ড প্রচলিত করেছেন, (ভারসাম্য স্থাপন করেছেন)।

৮। যেন তোমরা পরিমাপে বৃদ্ধি না কর, (ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর)

৯। ন্যায্য ওজনের মাপ প্রতিষ্ঠিত কর, এবং ওজনে কম দিও না।

১০। এবং পৃথিবী, তিনি একে জীব-জন্তুর জন্য সম্প্রসারিত করেছেন।

১১। এতে রয়েছে ফলমূল এবং খোসা যুক্ত খর্জুর গুচ্ছ (নূতন ফল)।

১ । এবং খোসা ও দানা বিশিষ্ট শস্য,

১৩। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

১৪। তিনি মানুষকে পোড়া মাটির মত শুষ্ক মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন,

১৫। তিনি আগুনের শিখা হতে জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন।

১৬। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

১৭। তিনি পুর্বদ্বয় ও পশ্চিম দ্বয়ের প্রতিপালক, (নিয়ন্তা)।

১৮। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

১৯। তিনি দ্বি-সমুদ্রকে সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন,

২০। কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক (অদৃশ্য) অন্তরাল (বারযাখ্), যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। (কেহ কারো সাথে মিলিত হয় না ;—যেমন গঙ্গা ও অজয়ের মিলিত স্রোত)।

২১। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

২২। উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয়—মুক্তা ও প্রবাল।

২৩। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

২৪। তাঁরই জন্য সমুদ্র মধ্যে পর্বত-প্রমাণ পোতসমূহ নিয়ন্ত্রিত।

২৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

॥ রুকু ২ ॥

২৬। ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর,

২৭। কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহানুভব সুমহান।

২৮। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

২৯। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত আছেন।

৩০। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৩১। হে যুগল সম্প্রদায়—(মানুষ ও জ্বেন) আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য অবসর গ্রহণ করব, (হিসাব-নিকাশ নেব)।

৩২। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৩৩। হে জ্বেন ও মানব সম্প্রদায়! আসমান ও জমিনের সীমা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর। কিন্তু তোমরা শক্তি ব্যতিরিকে তা পারবে না।

৩৪। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৩৫। তোমাদের প্রতি অগ্নি-শিখা ও ধূম্রপুঞ্জ প্রেরিত হবে, তখন তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়বে।

৩৬। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

৩৭। অনন্তর আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, তখন উহা রঞ্জিত তেলের ন্যায় লোহিত বর্ণ ধারণ করবে।

৩৮। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

৩৯। সেইদিন মানুষ অথবা জ্বেন তাদের অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে না।

৪০। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৪১। অপরাধীদের চেহারা হতেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে ; ওদের কেশাগ্র ও পা ধরে ওদের নিক্ষেপ করা হবে।

৪২। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৪৩। ইহাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত।

৪৪। ওরা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছোটাছুটি করবে।

৪৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

॥ রুকু ৩ ॥

৪৬। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লার সম্মুখে হাজির হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য দুটো উদ্যান আছে।

৪৭। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৪৮। উভয়ই ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ ;

৪৯। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৫০। সেথায় প্রবহমান দুই প্রস্রবণ থাকবে।

৫১। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৫২। সেথায় প্রত্যেক ফল দু প্রকার থাকবে।

৫৩। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৫৪। সেথায় ওরা রেশমের আস্তর-বিশিষ্ট পুরা ফরাশে হেলান দিয়ে বসবে, তাদের নিকট দুই উদ্যানের ফল ঝুলবে ;

৫৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৫৬। সেথায় আয়তনয়না তরুণীগণ থাকবে, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জ্বেন স্পর্শ করে নি।

৫৭। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৫৮। এই সকল তরুণী প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ,

৫৯। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৬০। উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে ?

৬১। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৬২। এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দুটো উদ্যান আছে।

৬৩। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৬৪। ঘন সবুজ এই উদ্যান দুটো,

৬৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৬৬। সেথায় উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ আছে ;

৬৭। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৬৮। সেথায় ফলমুল খেজুর ও আনার আছে,

৬৯। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৭০। সেথায় পরমা-সুন্দরী রমণীগণ থাকবে,

৭১। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৭২। এই সুলোচনা সুন্দরীগণ তাবুতে অবস্থানকারী,

৭৩। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৭৪। এদের মানুষ অথবা জ্বেন ইতিপূর্বে স্পর্শ করে নি,

৭৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৭৬। ওরা সবুজ চাদর বিছানো সুন্দর গালিচার ওপর হেলান দিয়ে বসবে।

৭৭। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?

৭৮। কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

ওয়াকিয়া—ঘটনা অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ৩ আয়াত ৯৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। যখন ঘটনারাশি (কিয়ামত) ঘটতে থাকবে,

২। তখন ওর সংঘটনে কোনই অসত্য থাকবে না।

৩। ফলে কিয়ামত কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত,

৪। যখন পৃথিবী প্রবল প্রকম্পনে প্রকম্পিত হবে,

৫। এবং পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়বে,

৬। ফলে উহা উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পর্যবসিত হবে।

৭। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে,

৮। যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কী ? কত ভাগ্যবান তারা,

৯। এবং যারা বাম দিকে থাকবে, কত হতভাগ্য তারা !

১০। অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী,

১১। ওরাই হবে নৈকট্য প্রাপ্ত—

১২। সুখ-সম্পদ স্বর্গোদ্যানে থাকবে,

১৩। ওরা পূর্ববর্তীগণের এক বৃহৎ দল,

১৪। এবং ক্ষুদ্র দলটি পরবর্তীদের মধ্য হতে হবে,

১৫। স্বর্ণ-খচিত আসনে,

১৬। ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে,

১৭। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোরেরা,

১৮। পান পাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ-নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালাসহ,

১৯। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না।

২০। ওরা তাদের পছন্দমত ফলমুল পরিবেশন করবে,

২১। এবং তাদের ঈপ্সিত পক্ষি মাংস,

২২। এবং সুলোচনা সুন্দরীগণ,

২৩। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ,

২৪। তাদের কাজের পুরস্কার স্বরূপ।

২৫। সেথায় তারা অসার পাপবাক্য শুনবে না,

২৬। কেবল শুনবে 'সালাম' আর 'সালাম' (শান্তি)।

২৭। যারা ডান পার্শ্বে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান !

২৮। তারা থাকবে এক উদ্যানে, যেখানে কন্টকবিহীন কুলবৃক্ষ থাকবে।

২৯। কাঁদি কাঁদি কলা,

৩০। সম্প্রসারিত ছায়া,

৩১। প্রবহমান পানি,

৩২। ও পর্যাপ্ত ফলমূল,

৩৩। যা শেষ হবে না, ও যা নিষিদ্ধ হবে না,

৩৪। তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত শয্যা-সঙ্গিনী থাকবে ;

৩৫। ওদের আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি,

৩৬। ওদের চির কুমারী করেছি,

৩৭। সোহাগিনী ও সম-বয়স্কা,

৩৮। ডান-পার্শ্বস্থ লোকদের জন্য।

॥ রুকু ২ ॥

৩৯। তাদের অনেকেই পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে,

৪০। এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে,

৪১। যারা বাম দিকে থাকবে, কত হতভাগ্য তারা,

৪২। ওরা জাহান্নামে থাকবে, যেখানে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি থাকবে,

৪৩। কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়া,

৪৪। যা শীতল নয় আরামদায়কও নয়।

৪৫। পার্থিব জীবনে ওরা বিলাসিতায় মগ্ন ছিল।

৪৬। এবং গুরুতরভাবে ঘোরতর পাপকাজে লিপ্ত ছিল,

৪৭। ওরা বলত, আমরা মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব ?

৪৮। এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও ?

৪৯। বল—পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ—

৫০। এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সকলকে একত্রিত করা হবে,

৫১। অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা-আরোপকারীগণ,

৫২। তোমরা অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ হতে আহার করবে,

৫৩। এবং ওর দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে,

৫৪। তারপর তোমরা অত্যুষ্ণ পানি পান করবে,

৫৫। তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় পান করবে ;

৫৬। কিয়ামতের দিন ইহাই হবে ওদের আপ্যায়ন।

৫৭। আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না (পুনরুত্থানে)।

৫৮। তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ ?

৫৯। উহা হতে কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি ?

৬০। আমি তোমাদের মৃত্যুকাল স্থির করেছি, এবং আমি অক্ষমও নই।

৬১। আমি তোমাদেরকে তোমাদেরই অনুরূপ পরিবর্তিত করে দেব, এবং তোমাদের এরূপভাবে গঠন করব, যা তোমরা অবগত নও।

৬২। তোমরা তো প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন ?

৬৩। তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি ?

৬৪। তোমরাই কি ওকে অঙ্কুরিত কর, না আমি তা করি ?

৬৫। আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

৬৬। বলবে—আমাদের সর্বনাশ হয়েছে,

৬৭। বরং আমরা ভাগ্যহীন হয়ে গেছি।

৬৮। তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছ ?

৬৯। তোমরাই কি উহা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি উহা বর্ষণ করি ?

৭০। আমি ইচ্ছা করলে উহা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না ?

৭১। তোমরা যে আগুন পরীক্ষা কর, তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি ?

৭২। তোমরাই কি ঐ (অগ্নি-উৎপাদক) বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি ?

৭৩। আমি একে নিদর্শন করেছি, এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।

৭৪। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

॥ রুকু ৩ ॥

৭৫। অনন্তর আমি তারকাপুঞ্জের অস্তগমন সম্বন্ধে শপথ করছি,

৭৬। অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে—

৭৭। নিশ্চয়ই ইহা মহা সম্মানিত কোরাণ,

৭৮। যা আছে সুরক্ষিত গ্রন্থে—(লওহেমাহফুজ)।

৭৯। যারা পূত-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেহ স্পর্শ করে না,

৮০। ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

৮১। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে,

৮২। এবং তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের জীবনের সম্বল করে নিয়েছ,

৮৩। কারো প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হয়, তখন উহা রোধ কর না কেন ?

৮৪। এবং তোমরা অসহায়ভাবে তাকাতে থাক,

৮৫। তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর হলেও তোমরা দেখতে পাও না।

৮৬। তোমরা যদি অক্ষমই না হও,

৮৭। এবং সত্যবাদী হও, তবে উহা ফিরাও না কেন ?

৮৮। যদি সে নৈকট্য-প্রাপ্তদের একজন হয়,

৮৯। তার জন্য আরাম, উত্তম জীবনসম্পদ, ও স্বর্গোদ্যান আছে।

৯০। আর যদি সে দক্ষিণ দিকের একজন হয়,

৯১। তাকে বলা হবে—হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী, তোমার প্রতি সালাম।

৯২। কিন্তু সে যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভ্রান্ত হয়,

৯৩। তাকে অত্যুষ্ণ পানি দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে,

৯৪। এবং দাখিল করা হবে জাহান্নামে ;

৯৫। ইহা তো ধ্রুব সত্য।

৯৬। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

হাদীদ্—লোহা অবতীর্ণ— মদীনায়

রুকু ৪ আয়াত ২৯

পরম করুণাময় আল্লার নামে

১। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

২। আসমান ও জমিনের সর্ব আধিপত্য তাঁরই, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

৩। তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি ব্যক্ত ও গুপ্ত, এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

৪। তিনিই ছয় দিবসে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ; অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন, তিনি জানেন—যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও ভূমি হতে নির্গত হয়, এবং আকাশ হতে যা বর্ষিত হয়, এবং আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন।

৫। আসমান ও জমিনের আধিপত্য তাঁরই, সমস্ত বিষয় আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

৬। তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন, এবং দিনকে করেন রাতে ; তিনি অন্তর্যামী।

৭। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং আল্লাহ তোমাদের যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে।

৮। যখন তোমাদের রসুল তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করতে আহবান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে পূর্বেই যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তবে আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কে সে তোমাদের বাধা দেয় ?

৯। তিনিই তাঁর দাসের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন—তোমাদের আঁধার হতে আলোতে আনার জন্য; আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

১০। তোমরা আল্লার পথে ব্যয় করবে না কেন, যখন আল্লাই আসমান ও জমিনের অধিকারী ? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তবে আল্লাহ উভয়েরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।

॥ রুকু ২ ॥

১১। কে আছে যে আল্লাকে উত্তম ঋণ দেবে, তা হলে তিনি বহুগুণে একে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য, এবং তার জন্য মহাপুরস্কার আছে।

১২। সেদিন তুমি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীগণকে তাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখবে, বলা হবে—আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, ইহাই মহা সাফল্য।

১৩। সেদিন কপটচারী নারী ও কপটচারী পুরুষ বিশ্বাসীদের বলবে— তোমরা আমাদের জন্য একটু থাক, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু পাই। তাদের বলা হবে,—তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি একটি প্রাচীর স্থাপিত হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর ভেতরে থাকবে—আশিস এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

১৪। কপটচারীরা বিশ্বাসীদের ডেকে বলবে—আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? তারা বলবে—ছিলে তো, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা আমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে। মোহ তোমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুহকাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আল্লাহ সম্পর্কে মহা প্রতারক তোমাদের প্রতারিত করেছিল।

১৫। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল, তাদের নিকট হতেও নয়, জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, ইহাই তোমাদের যোগ্যস্থান, কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

১৬। তবে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য সেই সময় আসে নাই যে, তাদের অন্তরসমূহ আল্লার স্মরণে এবং সত্য হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের হৃদয় অবনমিত (ভক্তি-বিগলিত) হয়, এবং পূর্বে যাদের কেতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের মত যেন ওরা না হয়—বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল; ওদের অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী।

১৭। জেনে রেখ—আল্লাই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, আমি নিদর্শনগুলো বিশদ-ভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

১৮। দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাকে উত্তম ঋণদান করে, তাদের বহু গুণ বেশী দেওয়া হবে, এবং তাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে।

১৯। যারা আল্লাহ ও তার রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে—সত্য-পরায়ণ ও শহীদ-সদৃশ। তাদের জন্য তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি আছে, এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে, ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

॥ রুকু ৩ ॥

২০। তোমরা জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁক-জমক, পারস্পরিক শ্লাঘা ও ধন জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়, ওর উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার অবিশ্বাসীদের চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে কঠিন শাস্তি এবং আল্লার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি আছে। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

২১। তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও জমিনের মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে—আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। ইহা আল্লার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন, আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

২২। পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ হয়; আল্লার পক্ষে ইহা অতি সহজ।

২৩। ইহা এই জন্য যে, তোমাদেব উপর যা অতীত হয়েছে, (অর্থাৎ যা হারিয়েছ) তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত-অহংকারীদের ভালবাসেন না।

২৪। যারা কার্পণ্য করে, এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়; এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক—আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

২৫। নিশ্চয় আমি আমার রসুলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি, এবং তাদের সঙ্গে কেতাব ও ন্যায়-নীতি দিয়েছি যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আমি লোহা দিয়েছি, যাতে প্রচণ্ড শক্তি আছে, এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ আছে, ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন, কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রসুলকে (অদৃশ্য অপ্রত্যক্ষ) সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান পরাক্রমশালী।

॥ রুকু ৪ ॥

২৬। আমি নুহ ও ইব্রাহীমকে রসুলরূপে প্রেরণ করেছিলাম, এবং তাদের বংশধরদের জন্য নবুয়ত ও কেতাব স্থির করেছিলাম, কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ-গ্রহণ করেছিল, এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

২৭। অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম—আমার রসুলগণকে ও মরিয়ম-তনয় ঈসাকে এবং তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, এবং তাদের অনুসারীদের অন্তরে করুণা ও দয়া দিয়েছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসবাদ ওরা তো নিজেরাই আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল, আমি তাদের

জন্য ইহা বিধিবদ্ধ করি নি। কিন্তু ইহাও ওরা যথাযথভাবে পালন করতে পারে নি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল—আমি ওদের পুরস্কার দিয়েছিলাম, এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী।

২৮। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাকে ভয় কর, এবং তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের দ্বিগুণ দেবেন, এবং তিনি তোমাদের আলো দেবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলবে, এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

২৯। ইহা এই জন্য যে, কেতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লার সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও ওদের কোন অধিকার নাই, অনুগ্রহ আল্লারই এখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন, এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

॥ সুরা ৫৮ ॥

মোজাদেলা—অভিযোগ   অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ৩   আয়াত ২২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে রসুল, তোমার সাথে যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে বাদানুবাদ করছে, এবং আল্লার নিকট ফরিয়াদ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনছেন, এবং আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন, আল্লাহ সর্বঃশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণকে 'জেহার' (মায়ের সাথে তুলনা) করে, (তারা জেনে রাখুক) ওরা (তাদের স্ত্রীগণ) তাদের মাতা নয়। যারা তাদের জন্ম দান করে, কেবল তারাই তাদের মাতা। ওরা তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল মার্জনাকারী।

৩। যারা নিজ স্ত্রীগণকে মায়ের সাথে তুলনা করে, এবং পরে ওদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের প্রায়শ্চিত্ত :—যৌন কামনায় একে-অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে এক দাস মুক্ত করা, এই নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হল। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।

৪। কিন্তু যার এ সামর্থ থাকবে না, তার প্রায়শ্চিত্ত : যৌন কামনায় একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একাদিক্রমে দু'মাস রোজা পালন করবে, যে তাতেও অক্ষম, সে ষাটজন দরিদ্রকে খাওয়াবে,

এই জন্য যে তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লার নির্ধারিত শাস্তি, অবিশ্বাসীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে।

৫। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিধ্বংস করা হবে, আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি, অবিশ্বাসীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে।

৬। যেদিন ওদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করা হবে, এবং ওদের জানিয়ে দেওয়া হবে—ওরা যা করত, আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন, যদিও ওরা তা বিস্মৃত হয়েছে, আল্লাহ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা।

॥ রুকু ২ ॥

৭। তুমি কি চিন্তা কর না, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন; তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি (আল্লাহ) উপস্থিত থাকেন না; পাঁচজনের মধ্যেও হয় না, যেখানে তিনি ষষ্ঠরূপে থাকেন না. সংখ্যায় ওরা এর অপেক্ষা কমই হোক আর বেশীই হোক, ওরা যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ ওদের সঙ্গে আছেন, ওরা যা করে, তিনি কিয়ামতের দিন ওদের তা জানিয়ে দেবেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

৮। তুমি কি তাদের লক্ষ্য কর না, যাদের গোপন-পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর ওরা যা নিষিদ্ধ, তারই পুনরাবৃত্তি করে, এবং পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন, ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। ওরা যখন তোমার নিকট আসে, তখন ওরা তোমাকে এমন কথা দ্বারা সম্ভাষণ করে—যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে সম্ভাষণ করে নি, এবং তারা নিজেদের মধ্যে বলে যে, আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ কেন আমাদের শাস্তি প্রদান করে না? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, সেথায় ওরা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস?

৯। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর. সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। এবং তোমরা সৎকাজ ও সংযম সম্বন্ধে পরামর্শ করো, এবং তোমরা আল্লাকে ভয় করো, যার নিকট তোমরা একত্রিত হবে।

১০। শয়তানের প্ররোচনায় এই গোপন পরামর্শ হয়, বিশ্বাসীদের দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। বিশ্বাসীগণের কর্তব্য আল্লার উপর নির্ভর করা।

১১। হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদের বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন, এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যেও, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও জ্ঞানী আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে অভিজ্ঞ।

১২। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রসুলের সাথে চুপে চুপে কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সদ্‌কা (দান) কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্রতর; যদি তাতে অক্ষম হও, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

১৩। তবে কি তোমরা গোপনে কথা বলার পূর্বে সদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা সদকা দিতে পারলে না, এবং আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন।

॥ রুকু ৩ ॥

১৪। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে, যারা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে, যাদের উপর আল্লাহ রুষ্ট হয়েছেন, ওরা তোমাদের অন্তর্গত নয়, এবং তাদেরও অন্তর্গত নয়। ওরা জেনে মিথ্যা শপথ করে।

১৫। আল্লাহ ওদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। ওরা যা করে, তা কত মন্দ।

১৬। ওরা ওদের শপথগুলোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এইভাবে ওরা মানুষকে আল্লার পথ হতে নিবৃত্ত করে, ওদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আছে।

১৭। আল্লার শাস্তির মোকাবিলায় ওদের ধনসম্পদ, ও সন্তান-সন্ততি ওদের কোন কাজে আসবে না, ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় ওরা স্থায়ী হবে।

১৮। ওদের সকলকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন, তখন ওরা তোমাদের নিকট যেরূপ শপথ করে আল্লার নিকটও সেরূপ শপথ করবে, এবং ওরা মনে করবে, এতে ওরা উপকৃত হবে। নিশ্চয় ওরা মিথ্যাবাদী।

১৯। শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, তৎপর সে ওদের আল্লার স্মরণ হতে বিস্মৃত করেছে। ওরাই শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

২০। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্গত।

২১। আল্লার সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি এবং তাঁর রসুল অবশ্যই বিজয়ী হবে, আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২২। তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারীগণকে ভালবাসে, যদিও সে (বিশ্বাসী) তাদের (বিরুদ্ধাচারীগণের) পিতা অথবা তাদের পুত্র, অথবা তাদের ভ্রাতা, কিংবা তাদের আত্মীয়স্বজন ; এদের অন্তরে আল্লাহ বিশ্বাস সুদৃঢ় করেছেন, এবং নিজ জ্যোতি দ্বারা ওদের শক্তিশালী করেছেন, তিনি ওদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় এরা স্থায়ী হবে, আল্লাহ এদের প্রতি সন্তুষ্ট, এরাও আল্লার (অনুগ্রহের) প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লার দল। নিশ্চয় আল্লার দলই সফলকাম হবে।

॥ সুরা ৫৯ ॥

হাশর—একত্রিত   অবতীর্ণ— মদীনায়

রুকু ৩   আয়াত ২৪

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

২। তিনিই কেতাবীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে তাদের বাসভূম হতে প্রথম সমাবেশে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, ওরা নির্বাসিত হবে, এবং ওরা মনে করেছিল—ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো ওদের রক্ষা করবে আল্লার বাহিনী হতে। কিন্তু আল্লার শাস্তি এমন এক দিক থেকে আসল—যা ছিল ওদের ধারণাতীত। এবং ওদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। বিশ্বাসীদের নিয়ে ওরা নিজেদের ঘরবাড়ী নিজেরাই ধ্বংস করে ফেলল; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৩। যদি আল্লাহ ওদের সম্পর্কে নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না নিতেন, তবে ওদের পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি আছে।

৪। ইহা এই জন্য যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এবং কেহ আল্লার বিরুদ্ধাচরণ করলে—আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।

৫। তোমরা যে কতক খেজুর গাছ কেটেছ অথবা ওর শিকড়ের ওপর [illegible] দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করেছ (অর্থাৎ কতকগুলো না কেটে রেখে দিয়েছ) তা তো আল্লারই অনুমতিক্রমে জন্য যে, এর দ্বারা আল্লাহ দুষ্কার্যকারীদের লাঞ্ছিত করবেন।

৬। আল্লাহ নির্বাসিত ইহুদীদের নিকট হতে তাঁর রসুলকে যা দিয়েছেন। তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ কর নাই; আল্লাহ তো যার উপরে ইচ্ছা তাঁর রসুলের কর্তৃত্ব দান করেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭। আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসুলকে যা কিছু দিয়েছেন,—তা আল্লার। তাঁর রসুলের, রসুলের আত্মীয় স্বজনের, এবং পিতৃহীন বালক বালিকার, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের। যেন উহা পর্যায়ক্রমে তোমাদের অন্তর্গত শুধু ধনীদের হস্তগত না হয়, এবং রসুল তোমাদের যা দেয়, তোমরা তো গ্রহণ কর, এবং যা নিষেধ করে, তা হতে বিরত থাক। এবং তোমরা আল্লাকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

৮। এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজেরদের (দেশত্যাগী) জন্য, যারা আল্লার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ ও রসুলের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে নিজেদের বাড়ী সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে, এরাই সত্যাশ্রয়ী।

৯। মুহাজেরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীর যে-সকল অধিবাসী বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা

মুহাজেরদের ভালবাসে, এবং মুহাজেরদের যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না। তারা মুহাজেরদের নিজেদের উপর স্থান দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও, যে ব্যক্তি কার্পণ্য (লোভ) হতে নিজেদের মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম।

১০। যারা ওদের পরে এসেছে, তারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর, এবং আমাদের সেই ভ্রাতাগণকে যারা আমাদের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো স্নেহশীল দয়াময়।

॥ রুকু ২ ॥

১১। তুমি কি কপটাচারীদের দেখ নাই ? ওরা কেতাবীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, ওদের সেই সব সঙ্গীকে বলে,—তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করব, এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারো কথা মানব না, এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন—যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১২। বস্তুতঃ ওরা বহিষ্কৃত হলে কপটাচারিগণ তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না, এবং ওরা আক্রান্ত হলে এরা ওদের সাহায্যও করবে না, এবং এরা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, পরে তারা আর সাহায্য পাবে না।

১৩। প্রকৃতপক্ষে তোমরাই এদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর, এই জন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়;

১৪। এরা সকলে সমবেতভাবে ও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না, এরা কেবল যুদ্ধ করবে সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে থেকে, তবে এরা নিজেদের মধ্যে যখন যুদ্ধ করে, তখন সে যুদ্ধ হয় প্রচণ্ড। তুমি মনে কর ওরা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু ওদের মনের মিল নাই, ইহা এইজন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

১৫। তারা ঐরূপ—যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীগণ অনতিবিলম্বে তাদের কৃতকর্মের পরিণাম আস্বাদন করেছিল, এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে।

১৬। এদের তুলনা শয়তান—যে মানুষকে বলে—অবিশ্বাস কর। অতঃপর যখন সে অবিশ্বাস করে শয়তান তখন বলে—তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাকে ভয় করি।

১৭। ফলে অবিশ্বাসী ও কপটচারী উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেথায় এরা স্থায়ী হবে, এবং ইহাই অত্যাচারীদের কর্মফল।

॥ রুকু ৩ ॥

১৮। হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাকে ভয় কর, এবং প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে আগামী কালের জন্য অগ্রে কি পাঠিয়েছে। আল্লাকে ভয় কর, তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে

অভিজ্ঞ।

১৯। এবং তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাকে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে—আল্লাহ ওদের আত্মবিস্মৃত করেছেন, ওরাই তো সত্যত্যাগী।

২০। জাহান্নামের এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই কৃতকার্য।

২১। যদি আমি এই কোরাণ পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তুমি দেখতে উহা নত হয়ে আল্লার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে, আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য পেশ করি, যাতে তারা চিন্তা করে।

২২। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি পরম দয়ালু দয়াময়।

২৩। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই, তিনিই পবিত্রতম রাজ্যাধিপতি, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা-প্রদানকারী, অভিভাবক, মহাপরাক্রান্ত, প্রতাপশালী, অহংকারের (একমাত্র) অধিকারী, ওরা যাকে শরিক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র-মহান।

২৪। তিনিই আল্লাহ, সৃজন কর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

॥ সুরা ৬০ ॥

মোম্‌তাহানা—এমেতহান্‌-পরীক্ষিত অবতীর্ণ—মদিনা

রুকু ২ আয়াত ১৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে বিশ্বাসীগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তো ওদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, যদিও ওরা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা অবিশ্বাস করেছে, রসুল ও তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে, এই কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং প্রকাশ কর—তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়।

২। তোমাদের কাবু করতে পারলে ওরা তোমাদের শত্রু হবে, এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, এবং ইচ্ছা করবে, তোমরাও অবিশ্বাসী হয়ে যাও।

৩। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।

৪। তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল—তোমাদের সংগে এবং তোমরা আল্লার পরিবর্তে যার উপাসনা কর—তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে, যদি না তোমরা এক আল্লাতে বিশ্বাস স্থাপন না কর। তবে উক্ত আদর্শের ব্যতিক্রম এই যে, ইব্রাহীম তার পিতাকে বলেছিল, আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, এ ছাড়া তোমার জন্য আল্লার নিকট আর কিছুই করার নাই। ইব্রাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করছি, এবং তোমারই অভিমুখী হয়েছি, এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।

৫। হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি আমাদের অবিশ্বাসীদের পীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি আমাদের ক্ষমা কর। তুমি তো মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৬। নিশ্চয় তাদের মধ্যে—(ইব্রাহীম ও তার অনুসারী) তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে, ইহা তার জন্য যে আল্লাহ ও পরকাল কামনা করে, এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (জেনে রাখুক) আল্লাহ সুপ্রচুর, প্রশংসিত।

॥ রুকু ২ ॥

৭। যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৮। দ্বীনের বাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করে নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন নি, আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।

৯। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে, এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে, ওদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো অত্যাচারী।

১০। হে বিশ্বাসীগণ। তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারীগণ দেশত্যাগী হয়ে আসলে তাদের পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন, যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসী তবে তাদের অবিশ্বাসীদের নিকট ফেরৎ পাঠিও না। বিশ্বাসী নারীগণ অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয়। এবং অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে, তা ওদের ফিরিয়ে দাও। এবং যখন তোমরা তাদের মোহর দাও, তখন তাদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য অপরাধ নয়। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা ফেরৎ চাইবে, এবং অবিশ্বাসীরা ফেরৎ চাইবে তারা যা ব্যয় করেছে। ইহাই আল্লার বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে এই আদেশ করছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হয়ে অবিশ্বাসীদের নিকট চলে যায়, এবং তোমাদের

যদি সুযোগ আসে, তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদের তারা যা ব্যয় করেছে, তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। আল্লাকে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

১২। হে নবী! বিশ্বাসী নারীগণ যখন তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লার সাথে কোন শরিক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে দাবী করবে না, এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো, এবং তাদের জন্য আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৩। হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, ওরা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, যেমন অবিশ্বাসীরা কবর-বাসীগণের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েছে।

।। সুরা ৬১ ।।

সাফ্‌ফা—শ্রেণীবদ্ধ অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ২ আয়াত ১৪

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

২। হে বিশ্বাসীগণ তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল ?

৩। তোমরা যা কর না, তা তোমাদের বলা আল্লার দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক,

৪। যারা আল্লার পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত সংগ্রাম করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

৫। যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। অতঃপর ওরা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ ওদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ দুষ্কার্যকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না,

৬। যখন মরিয়ম-নন্দন ঈসা বলেছিল—হে বনি ইসরাইলগণ। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লার প্রেরিত-রসুল আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তওরাত আছে, আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহ্‌মদ নামে যে রসুল (মহম্মদ) আসবে, আমি তার সুসংবাদদাতা পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের নিকট আসল, ওরা বলতে লাগল—এ তো এক স্পষ্ট যাদু।

৭। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তা অপেক্ষা অধিক

অত্যাচারী আর কে ? আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না,

৮। ওরা আল্লার আলো ফুৎকারে নিবাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তার আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে।

৯। তিনিই স্বীয় রসুলকে সুপথ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি একে সকল ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং যদিও অংশীবাদীরা অপছন্দ করে।

॥ রুকু ২ ॥

১০। হে বিশ্বাসীগণ। আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো—যা তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে।

১১। উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে, এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লার পথে সংগ্রাম করবে। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

১২। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, এবং তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে দাখিল করবেন। ইহাই মহাসাফল্য।

১৩। এবং তিনি তোমাদের আরো একটি বাঞ্ছিত অনুগ্রহ দান করবেন ; আল্লার সাহায্য ও বিজয় আসন্ন, বিশ্বাসীদের এই সুসংবাদ দান কর।

১৪। হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা আল্লার (দ্বীনের) সাহায্যকারী হও, যেমন মরিয়ম নন্দন ঈসা বলেছিল তার শিষ্যগণকে, আল্লার পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে ? শিষ্যগণ বলেছিল— আমরাই তো আল্লার পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনি ইসরাইলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং অন্যদল অবিশ্বাস করেছিল, পরে আমি বিশ্বাসীদের তাদের শত্রুর উপর সাহায্য করেছিলাম : ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিল।

॥ সুরা ৬২ ॥

জুম্‌আ—সম্মিলিত অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ২ আয়াত ১১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লার পবিত্রতা বর্ণনা করছে—যিনি রাজাধিপতি, পবিত্রতম, মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

২। তিনি নিরক্ষরদের একজনকে রসুলরূপে পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াত আবৃত্তি করে, তাদের পবিত্র করে, এবং কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয় ; ইতিপূর্বে এরাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল।

৩। যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয়নি, ওদের জন্যও সে প্রেরিত হয়েছে, আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৪। ইহাই আল্লার অনগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন, আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

৫। যাদের তওরাতের বিধান দেওয়া হলে, উহা অনুসরণ করে নি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গাধা! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লার আয়াতকে মিথ্যা বলে, আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৬। বল—হে ইহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লার বন্ধু, অন্য কোন মানব-গোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৭। কিন্তু ওরা ওদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না, আল্লাহ অত্যাচারী সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৮। বল—তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ণ করতে চাও, তোমাদের সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। অদৃশ্যের ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে; এবং তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে তোমরা যা করতে।

॥ রুকু ২ ॥

৯। হে বিশ্বাসীগণ! জুমুআ'র দিনে যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লার স্মরণে ত্বরা করবে, এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে, ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

১০। নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লার অনুগ্রহ সন্ধান করবে, এবং আল্লাকে (কর্মক্ষেত্রে) অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

১১। ব্যবসায়ে সুযোগ ও ক্রীড়া-কৌতুক দেখলে তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে ওরা (মুনাফেক) সেদিকে ছুটে যায়, বল—আল্লার নিকট যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

॥ সুরা ৬৩ ॥

মুনাফেকুন—কপটবিশ্বাসী অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ২ আয়াত ১১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। যখন মুনাফিকগণ তোমার নিকট আসে, তারা বলে,—আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লার রসুল। আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই তুমি তাঁর রসুল, এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগন অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

২। ওরা ওদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, এইভাবে ওরা মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। ওরা যা করছে তা কত নিকৃষ্ট।

৩। ইহা এই জন্য যে, ওরা বিশ্বাস স্থাপন করার পর অবিশ্বাস করেছে, ফলে, ওদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা বুঝছে না।

৪। তুমি যখন ওদের দিকে তাকাও, ওদের চেহারা তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয়, এবং ওরা যখন কথা বলে, তুমি আগ্রহভরে ওদের কথা শ্রবণ কর, যদিও দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ, যে কোন শোরগোল শুনলে ওরা মনে করে—উহা ওদেরই বিরুদ্ধে। ওরাই শত্রু, অতএব ওদের সম্পর্কে সতর্ক হও; আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন। ওরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলেছে।

৫। যখন ওদের বলা হয়, তোমরা এস, আল্লার রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন ওরা মাথা হেলায়, (মুখ ফিরিয়ে নেয়) এবং তুমি দেখতে পাও ওরা দম্ভভরে ফিরে যায়।

৬। তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর উভয়ই ওদের জন্য সমান। আল্লাহ ওদের কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না

৭। ওরা বলে—আল্লার রসুলের সহচরদের জন্য ব্যয় করো না, তা হলে ওরা সরে পড়বে। আসমান ও জমিনের ধন-ভাণ্ডার আল্লারই। কিন্তু মুনাফিকগণ তা বোঝে না।

৮। ওরা বলে—আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে, তথা হতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবেই। কিন্তু সম্মান তো আল্লারই, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের জন্য, কিন্তু কপটগণ জানে না।

॥ রুকু ২ ॥

৯। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লার স্মরণে উদাসীন না করে—যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১০। আমি তোমাদের যে-জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমরা প্রত্যেকে তা হতে ব্যয় করো—মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় মৃত্যু আসলে বলবে—হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান করতাম, এবং সৎশীলদের অন্তর্গত হতাম।

১১। কিন্তু নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকে কখনও অবকাশ দেন না, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সর্বশেষ অবহিত।

তাগাবোন—জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ২ আয়াত ১৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সর্ব আধিপত্য তাঁরই, এবং প্রশংসা তাঁরই ; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অবিশ্বাসী, এবং কেহ কেহ বিশ্বাসী। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৩। তিনি যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন, এবং তাঁরই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন।

৪। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর, এবং তিনি অন্তর্যামী।

৫। তোমাদের নিকট কি পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদের সংবাদ পৌঁছে নি, ওরা ওদের কর্মফল ভোগ করেছিল, এবং ওদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে।

৬। উহা এই জন্য যে, ওদের নিকট ওদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসলে ওরা বলত, মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে ? অতঃপর ওরা অবিশ্বাস করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল ; কিন্তু এতে আল্লার কিছু আসে যায় না, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

৭। অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, ওরা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। তুমি বল—নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে, তোমাদের সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। ইহা আল্লার পক্ষে সহজ।

৮। অতএব তোমরা আল্লাহ ; তাঁর রসুল ও যে জ্যোতি (কোরাণ) আমি অবতীর্ণ করেছি। তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৯। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন, সেদিন হবে—জয়-পরাজয় (লাভ-লোকসান) নির্ধারণের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাতে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন, এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে, ইহাই মহাসাফল্য।

১০। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে, কত নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তন স্থল।

॥ রুকু ২ ॥

১১। আল্লার অনুমতি ব্যতিরিকে কোন বিপদই পতিত হয় না, এবং যে আল্লাকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

১২। তোমরা আল্লার আনুগত্য কর, এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (জেনে রেখ) আমার রসুলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

১৩। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। সুতরাং আল্লার উপরে নির্ভর করাই বিশ্বাসীগণের কর্ত্তব্য।

১৪। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। তোমরা যদি ওদের মার্জনা কর, ওদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর, এবং ওদের ক্ষমা কর, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

১৫। নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা স্বরূপ, এবং আল্লারই নিকট তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে।

১৬। তোমরা আল্লাকে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শুন, তাঁর আনুগত্য কর, ও ব্যয় কর। এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে, যারা কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

১৭। যদি তোমরা আল্লাকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য উহা বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন, এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী সহিষ্ণু।

১৮। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

তালাক্—স্ত্রী-ত্যাগ অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ২ আয়াত ১২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে নবী; যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দাও, তখন তাদের এদ্দতের (পবিত্রতার) সময় তালাক দিও, এবং তোমরা এদ্দতকাল গণনা করো, এবং তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করো, এবং তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তোমরা তাদের গৃহ হতে বের করো না, এবং তারাও যেন বহির্গত হয়ে না যায়, এবং ইহাই আল্লার বিধান, যে আল্লার

বিধান লঙ্ঘন করে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এর পর কোন উপায় করে দেবেন।

২। ওদের এদ্দত পুরণের কাল আসন্ন হলে, তোমরা হয় যথাবিধি ওদের রেখে দেবে, না হয় ওদের যথাবিধি পরিত্যাগ করবে, এবং তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা আল্লাকে স্মরণ রেখে সাক্ষী দেবে। এর দ্বারা যে কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে কেহ আল্লাকে ভয় করে, আল্লাহ্ তাকে পথ করে দেবেন বহির্গমনের;

৩। এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে জীবনোপকরণ দান করবেন, যে ব্যক্তি আল্লার উপর নির্ভর করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাই তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।

৪। তোমাদের মধ্যে যে সব স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হবার আশা নাই, তাদের এদ্দতকাল সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ হলে—তবে তাদের এদ্দৎকাল হবে তিন মাস, এবং যারা এখনও ঋতুমতী হয় নি, তাদেরও এদ্দতকাল অনুরূপ, এবং গর্ভবতী নারীদের এদ্দতকাল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে আল্লাকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।

৫। ইহা আল্লার বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাকে যে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন, এবং তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।

৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ বাড়ীতে বাস কর, তাদের সেইরূপ বাড়ীতে বাস করতে দাও, তাদের উত্যাক্ত করে সঙ্কটে ফেলো না। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে—সন্তান হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দান করে, তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে, এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে, যদি ওতে তোমাদের অসুবিধা হয়, তবে তাকে অন্যের দ্বারা স্তন্য দান করাবে।

৭। বিত্তবান নিজ সামর্থানুযায়ী ব্যয় করবে, এবং যে অভাবগ্রস্ত, সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা হতে দান করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সমর্থ দিয়েছেন তা অপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ্ অভাবের পর শীঘ্রই স্বচ্ছলতা দান করে থাকেন।

॥ রুকু ২ ॥

৮। কত জনপদের অধিবাসী তাদের প্রতিপালক ও রসুলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমি ওদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম, এবং ওদের কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

৯। অতঃপর ওরা ওদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই ওদের কর্মের পরিণাম।

১০। আল্লাহ্ ওদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব হে বিশ্বাসী—জ্ঞানবান! তোমরা আল্লাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদুপদেশ (কোরাণ) অবতীর্ণ করেছেন।

১১। রসুল তোমাদের সম্মুখে আল্লার সুস্পষ্ট আয়াত বর্ণনা করে, যারা বিশ্বাসী ও সৎশীল তাদের আলোকের দিকে আনার জন্য, এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করেছে—তিনি

তাদের জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তারা স্থায়ী হবে ; আল্লাহ তাকে উত্তম উপজীবিকা দান করবেন।

১২। আল্লাই সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীও, আকাশ ও পৃথিবীর সর্বস্তরে নেমে আসে তার নির্দেশ, ফলে, তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, এবং সব কিছু তাঁর জ্ঞান গোচর।

॥ সুরা ৬৬ ॥

তহ্‌রীমা—নিষিদ্ধ-করণ অবতীর্ণ—মদীনা

রুকু ২ আয়াত ১২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তোমাদের স্ত্রীদের খুশী করার জন্য তা অবৈধ করছ কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

২। আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের সহায়, তিনি সর্বজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৩। যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, পরে তার সেই স্ত্রী উহা অন্যকে বলে দিয়েছিল, এবং আল্লাহ নবীকে উহা জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী এই বিষয়ে তার স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না। নবী যখন উহা তাকে জানাল, তখন সে বলল—কে আপনাকে ইহা জানিয়েছে? নবী বলল—আমাকে জানিয়েছেন তিনি—যিনি সর্বজ্ঞানী, সবই অবগত।

৪। তোমাদের দু জনের হৃদয় অন্যায় প্রবণ হয়েছে, এখন যদি তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন কর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ও জীবরাইল এবং সৎকর্মশীল বিশ্বাসীগণ তার বন্ধু; উপরন্তু ফেরেশ্‌তাগণও তার সাহায্যকারী হবে।

৫। যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে সম্ভবতঃ তাকে তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী দেবেন, যারা হবে—আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, রোজা পালনকারী এবং বিধবা ও কুমারী।

৬। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের আগুন হতে রক্ষা কর, মানুষ ও প্রস্তর যার ইন্ধন হবে, যার নিয়ন্ত্রণভার নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশ্‌তাগণের উপর অর্পিত আছে, আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না, এবং যা আদেশ করা হয়, তারা তাই-ই করে।

৭। হে অবিশ্বাসীগণ! আজ তোমরা কোন আপত্তি (দোষ স্খালনের চেষ্টা) করো না, তোমরা যা করতে তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

॥ রুকু ২ ॥

৮। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লার নিকট তওবা কর—বিশুদ্ধ তওবা, সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিবেন। এবং তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ—নবী ও তার বিশ্বাসী সঙ্গীদের অপদস্থ করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডান পাশে বিচ্ছুরিত হবে এবং তারা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণত্ব দান কর এবং আমাদের ক্ষমা কর, তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৯। হে নবী! অবিশ্বাসী ও কপটচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং ওদের প্রতি কঠোর হও। ওদের আশ্রয়স্থল—জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

১০। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহ ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন, ওরা উভয়েই আমার সৎকর্মশীল সেবকগণের অন্তর্গত দুজন সেবকের অধীন ছিল। কিন্তু ওরা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ ও লুত ওদের আল্লার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং ওদের বলা হল—জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও ওতে প্রবেশ কর।

১১। আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন, যে প্রার্থনা করেছিল - হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করো, এবং আমাকে উদ্ধার কর—ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে, এবং আমাকে মুক্ত কর-- অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে।

১২। (আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) এমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তার গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার (বাস্তবায়িত) করেছিল সে অনুগতদের একজন ছিল।

॥ সুরা ৬৭ ॥

মুলক্—রাজত্ব অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৩০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। মহা মহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২। তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী—ক্ষমাশীল।

৩। তিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তুমি দয়াময় আল্লার সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না ; আবার তাকিয়ে দেখ কোন ফাঁকও দেখতে পাও কি না ?

৪। অতঃপর তুমি বার বার তাকাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।

৫। নিশ্চয় আমি পৃথিবীর (নিকটবর্তী) আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি, এবং ওদের শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করেছি, এবং ওদের জন্য জলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

৬। যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি আছে, উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।

৭। যখন ওরা নিক্ষিপ্ত হবে, তখন ওরা লেলিহান জাহান্নাম হতে উত্থিত একটি শব্দ শুনবে,

৮। যখন ওতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, রোষে জাহান্নাম ফেটে পড়বে, তখন জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে—তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নি ?

৯। ওরা বলবে—অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা ওদের মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম, এবং বলেছিলাম—আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে আছ।

১০। এবং ওরা আরো বলবে—যদি আমরা ওদের কথা শুনতাম, অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তা হলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।

১১। ওরা ওদের অপরাধ স্বীকার করবে, অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য।

১২। যারা তাদের দৃষ্টির অগোচর প্রতিপালককে ভয় করে ; তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার আছে

১৩। তোমরা গোপনেই কথা বল, অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী,

১৪। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না ? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

॥ রুকু ২ ॥

১৫। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে কোমল করে দিয়েছেন—যেন তোমরা ওর পথসমূহে গমনাগমন করো, এবং ওর জীবিকা হতে ভক্ষণ কর, তাঁরই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন।

১৬। তবে কি তোমরা আকাশে যিনি আছেন, তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধসাইয়া দিবেন? আর উহা আন্দোলিত হতে থাকবে।

১৭। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর কঙ্কর উৎক্ষেপক ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কি কঠোর ছিল আমার সতর্ক বাণী।

১৮। এদের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে, কত কঠোর হয়েছিল ওদের প্রতি আমার শাস্তি।

১৯। ওরা কি লক্ষ্য করে না, ওদের উর্দ্ধদেশে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ ওদের স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

২০। পরম দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কি কোন সৈন্যবাহিনী আছে, যারা তোমাদের সাহায্য করবে? অবিশ্বাসীরা তো বিভ্রান্তিতে আছে।

২১। তিনি যদি জীবনোপকরণ সরবরাহ বন্ধ করেন, এমন কে আছে যে, তোমাদের জীবিকা দান করবে? বস্তুতঃ ওরা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল আছে।

২২। যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে চলে সেই কি ঠিক পথে চলে? না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হয়ে সরল পথে চলে?

২৩। বল—তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২৪। বল তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সমবেত হবে।

২৫। ওরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল—এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে।

২৬। বল—এর জ্ঞান কেবল আল্লারই নিকট আছে, আমি কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

২৭। যখন শাস্তি আসন্ন দেখবে তখন অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে, এবং ওদের বলা হবে, ইহাই তো তোমরা চেয়েছিলে।

২৮। তুমি বল—তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে, যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদের বিনষ্ট করেন অথবা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন (তাতে অবিশ্বাসীদের কি আসে যায়) ওদের মর্মন্তুদ শাস্তি হতে কে রক্ষা করবে?

২৯। তুমি বল—তিনিই পরম দয়ালু, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি, ও তাঁর উপরই নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে—কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

৩০। বল—তোমরা ভেবে দেখছ কি যদি পানি শুকিয়ে (ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে) যায়, কে তোমাদের প্রবহমান পানি এনে দেবে।

॥ সুরা ৬৮ ॥

কলম—লেখনী অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনায়

রুকু ২ আয়াত ৫২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। নুন—সাক্ষী ঐ লেখনী এবং যা লিপিবদ্ধ করে।

২। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।

৩। নিশ্চয় তোমার জন্য নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার আছে।

৪। নিশ্চয় তুমি সুমহান চরিত্রের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত।

৫। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং ওরাই দেখবে,

৬। তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

৭। তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছে —কে তাঁর সুপথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদের যারা সৎপথ প্রাপ্ত।

৮। সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের কথামত চলো না।

৯। ওরা চায় যে, তুমি নত হলে ওরাও নত হবে,

১০। এবং অনসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত।

১১। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়,

১২। যে কল্যাণকর কাজে বাধা দেয়, সে সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠ।

১৩। দুশ্চরিত্র, তদুপরি জারজ;

১৪। সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী বলেই তার অনুসরণ করো না।

১৫। ওর নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র।

১৬। অচিরেই আমি ওর নাসিকা দাগিয়ে দেবো।

১৭। আমি ওদের পরীক্ষা করব, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান-অধিপতিগণকে; যখন ওরা শপথ করেছিল যে, ওরা প্রত্যুষে বাগানের ফল আহরণ করবে।

১৮। 'আল্লাহ চাইলে'—ইহা না বলে। (আল্লার ইচ্ছা প্রার্থনা করে নি)।

১৯। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন ওরা ছিল নিদ্রিত।

২০। ফলে উহা দগ্ধ হয়ে প্রভাতে অমানিশার মত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল,

২১। প্রভাতে ওরা একে অপরকে ডেকে বলল,

২২। তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চল।

২৩। অতঃপর ওরা নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে চলল,

২৪। আজ যেন কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তোমাদের নিকট বাগানে প্রবেশ করতে না পারে।

২৫। অতঃপর তারা (অভাবগ্রস্তদের নিবৃত্ত করতে সক্ষম) সুদৃঢ় সঙ্কল্প অনুযায়ী প্রভাতেই (বাগানে) যাত্রা করল।

২৬। অনন্তর যখন ওরা বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, ওরা বলল, আমরা তো দিশে হারিয়ে ফেলেছি।

২৭। বরং আমরা বঞ্চিতও হয়েছি,

২৮। তখন ওদের কেহ কেহ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) বলল ; আমি কি তোমাদের বলি নাই ? এখনও তোমরা আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন ?

২৯। তখন ওরা বলল—আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো অত্যাচারী ছিলাম ;

৩০। অতঃপর ওরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।

৩১। ওরা বলল—হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো বিরুদ্ধাচারী ছিলাম,

৩২। আমরা আশা রাখি—আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদের উৎকৃষ্টতর উদ্যান দেবেন।

৩৩। শাস্তি এইরূপেই হয়ে থাকে, এবং পরকালের শাস্তি কঠিনতর। যদি ওরা জানত।

॥ রুকু ২ ॥

৩৪। সংযমীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট বিলাসপূর্ণ জান্নাত আছে।

৩৫। তবে কি আমি আত্মসমর্পণকারীদের অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করব ?

৩৬। তোমাদের কি হয়েছে ? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত ?

৩৭। তোমাদের নিকট কি কোন কেতাব আছে, যা তোমরা অধ্যয়ন কর—

৩৮। থাকলে তো যা তোমরা পছন্দ কর, তাই তোমরা পাবে।

৩৯। আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে, তাইই পাবে।

৪০। তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর, ওদের মধ্যে এই দেবীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

৪১। ওদের কি কোন দাবী আছে, থাকলে ওরা ওদের দেব-দেবীগুলোকে উপস্থিত করুক—যদি ওরা সত্যবাদী হয়।

৪২। যেদিন আবরণী হতে মুক্ত হবে (পায়ের নলার কাপড় তোলা হবে, সেই চরম সঙ্কটের দিন) ওদের সেজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে, কিন্তু ওরা তা করতে সক্ষম হবে না।

৪৩। হীনতাগ্রস্ত হয়ে ওরা ওদের দৃষ্টি অবনত করবে, অথচ যখন ওরা নিরাপদ ছিল তখন তো ওদের সেজদা করতে আহ্বান করা হয়েছিল।

৪৪। যারা এই কোরাণকে অস্বীকার করে তাদের আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি ওদের এমন ভাবে ক্রমে ক্রমে (ধ্বংসের দিকে) নিয়ে যাবো, ওরা জানতেও পারবেনা।

৪৫। আমি ওদের সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

৪৬। তুমি কি ওদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ ? ওরা একে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করবে।

৪৭। ওদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, ওরা তা লিখে রাখে।

৪৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়। সেই মৎস সহচরের (ইউনুসের) সদৃশ হয়ো না। সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।

৪৯। যদি সে তার প্রতিপালক হতে অনুগ্রহ না পেত, তবে নিশ্চয় সে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত, এবং সে সন্তপ্ত হয়েছিল।

৪৯। যদি সে তার প্রতিপালক হতে অনুগ্রহ না পেত, তবে নিশ্চয় সে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত, এবং সে সন্তপ্ত হয়েছিল।

৫০। পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, এবং তাকে সৎশীলগণের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

৫১। অবিশ্বাসীরা যখন সদুপদেশ (কোরাণ) শ্রবণ করে, তখন নিশ্চয় তারা তাদের নয়ন সমূহ দ্বারা তোমাকে কটাক্ষ করে থাকে। (যেন ওরা তোমাকে আছড়িয়ে মেরে ফেলবে) এবং বলে—এতো এক পাগল।

৫২। ইহা (কোরাণ) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত নয়।

॥ সুরা ৬৯ ॥

হাক্কা—সত্য অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৫২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত (কিয়ামত)

২। সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত কি?

৩। সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত সম্পর্কে তুমি কি জান?

৪। আদ ও সামুদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয় অস্বীকার করেছিল।

৫। এক প্রলয়ংকর বিপর্যয়ে সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

৬। এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুতে আদ সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

৭। যা তিনি তাদের উপর বিরামবিহীন সাত রাত ও আট দিন প্রবাহিত করেছিলেন; তুমি তখন উপস্থিত থাকলে দেখতে পেতে ওরা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে।

৮। ওদের কারো অস্তিত্ব তুমি দেখতে পাও কি?

৯। পাপাসক্ত ছিল ফেরাউন; তার পূর্ববর্তীগণ এবং লুত সম্প্রদায়।

১০। ওরা ওদের প্রতিপালকের রসুলগণকে অমান্য করেছিল ফলে তিনি ওদের কঠোর শাস্তি দিলেন।

১১। জলোচ্ছাসকালে আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদের জলযানে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম।

১২। আমি ইহা তোমাদের শিক্ষার জন্য করেছিলাম এবং যারা শ্রুতিধর তারা যাতে ইহা স্মরণ রাখে।

১৩। যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে,—একটি মাত্র ফুৎকার।

১৪। পর্বতমালাসমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে, এবং একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে

১৫। সেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে।

১৬। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পরে উহা বিকল হয়ে পড়বে।

১৭। ফেরেশ্তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে দণ্ডায়মান হবে, এবং সেদিন আট জন ফেরেশ্তা তোমার প্রতিপালকের আরশকে উর্দ্ধদেশে ধারণ করবে।

১৮। সেদিন তোমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে, এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।

১৯। তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। সে বলবে—(অন্যকে) . আমার জীবনীগ্রন্থ এবং পড়ে দেখ।

২০। আমি জানতাম যে আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

২১। সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে,

২২। সুমহান জান্নাতে

২৩। যার ফলপুঞ্জ নাগালের মধ্যে অবনমিত থাকবে।

২৪। তাদের বলা হবে, তৃপ্তির সাথে পানাহার কর, কারণ তোমরা পর্থিব জীবনে সৎকাজ করেছিলে।

২৫। কিন্তু যার আমলনামা (কর্মনামা) তার বাম হস্তে দেওয়া হবে, সে বলবে—হায়, আমাকে যদি দেওয়া না হতো আমার কর্মনামা।

২৬। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব।

২৭। হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো।

২৮। আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না।

২৯। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।

৩০। ফেরেশ্তাগণকে বলা হবে—ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও।

৩১। এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

৩২। পুনরায় তাকে এক সত্তর হাত দীর্ঘ শৃংখলে শৃংখলিত কর।

৩৩। সে মহান আল্লাতে বিশ্বাসী ছিল না।

৩৪। এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না অন্যকে।

৩৫। অতএব আজ এখানে তার জন্য কোনই বন্ধু নাই।

৩৬। এবং পুঁয ছাড়া কোন খাদ্যই থাকবে না।

৩৭। যা অপরাধী ব্যতীত কেহই খাবে না।

॥ রুকু ২ ॥

৩৮। আমি শপথ করছি, তার যা তোমরা দেখতে পাও,

৩৯। এবং যা তোমরা দেখতে পাও না—

৪০। নিশ্চয়ই এই কোরাণ এক সম্মানিত রসুলের (প্রতি আল্লার প্রেরিত)

৪১। ইহা কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।

৪২। ইহা কেবল গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

৪৩। ইহা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

৪৪। যদি সে কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত,

৪৫। আমি তার দক্ষিণ হাত ধৃত করতাম।

৪৬। এবং তার কন্ঠ-শিরা কেটে দিতাম।

৪৭। তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না।

৪৮। নিশ্চয় ইহা সংযমীদের জন্য এক উপদেশ।

৪৯। আমি অবশ্যই জানি, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী আছে।

৫০। নিশ্চয় ইহা অবিশ্বাসকারীদের অনুশোচনার কারণ হবে;

৫১। নিশ্চয়ই ইহা সন্দেহাতীত সত্য।

৫২। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর

॥ সূরা ৭০ ॥

মারেজ—স্বর্গলোক অবতীর্ণ মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৪৪

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। একজন প্রার্থী আজাব সম্পর্কে জানতে চাইল, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

২। অবিশ্বাসীদের জন্য, যা কেউই প্রতিরোধ করতে পারবে না।

৩। ইহা আল্লার নিকট হতে আসবে। যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

৪। এমন একদিনে ফেরেশতা এবং রূহ আল্লার দিকে উর্ধ্বগামী হয়, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

৫। সুতরাং তুমি পূর্ণ ধৈর্য ধারণ কর।

৬। ওরা এই শাস্তিকে সুদূর পরাহত মনে করে।

৭। কিন্তু আমি দেখছি—ইহা আসন্ন।

৮। সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত।

৯। এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মত।

১০। সেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না।

১১। যদিও ওদের রাখা হবে—একে অপরের দৃষ্টি সীমার মধ্যে। সেদিন অপরাধী শাস্তি হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মুক্তিপণ-স্বরূপ তার সন্তান-সন্ততিকে দিতে চাইবে;

১২। তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে।

১৩। তার আত্মীয়-স্বজনকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত।

১৪। এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু, যদি এই মুক্তিপণ তাকে মুক্ত করতে পারত।

১৫। না, কখনই নয়, এইগুলো তাকে রক্ষা করবে না, ইহা তো লেলিহান অগ্নি।

১৬। যা চামড়া ঝলসিয়ে গা হাত খসিয়ে দেবে।

১৭। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য হতে পলায়ন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

১৮। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করত এবং উহা আকড়িয়ে ধরে রাখত।

১৯। মানুষ তো স্বভাবতঃই অতিশয় অস্থিরচিত্ত।

২০। সে বিপদগ্রস্ত হলে হা-হুতাশ করতে থাকে।

২১। এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে।

২২। তবে তারা নয়, যারা নামাজ আদায় করে।

২৩। যারা তাদের সমাজে সদা নিষ্ঠাবান

২৪। যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক আছে ;—

২৫। প্রার্থী ও অপ্রার্থীদের জন্য,

২৬। এবং যারা কর্মফল দিনকে সত্য বলে জানে,

২৭। যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।

২৮। তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয়, যা হতে নিঃশংকে থাকা যায়।

২৯। এবং যারা নিজেদের যৌন-অংগকে সংযত রাখে।

৩০। কিন্তু তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না।

৩১। এবং কেহ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে—সীমা লংঘনকারী।

৩২। যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

৩৩। যারা (সত্য) সাক্ষ্যদানে অটল।

৩৪। এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান—

৩৫। তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে

॥ রুকু ২ ॥

৩৬। অবিশ্বাসীদের কি হয়েছে যে, তারা তোমার দিকে উদগ্রীব হয়ে ছুটে আসছে,

৩৭। ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে।

৩৮। তারা কি প্রত্যেকেই আশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে,

৩৯। না, তা হবে না, আমি ওদের যা হতে সৃষ্টি করেছি, তা ওরা জানে না।

৪০। আমি শপথ করছি, উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির, নিশ্চয় আমি সক্ষম।

৪১। ওদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানব-গোষ্ঠীকে ওদের স্থলবর্তী করতে, এবং আমি এতে অক্ষম নই।

৪২। অতএব ওদের যে দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল, তার সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত ওরা বাক-বিতণ্ডা ও ক্রিড়া-কৌতুক করুক।

৪৩। সেদিন ওরা কবর হতে দ্রুতবেগে বের হবে, মনে হবে ওরা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

৪৪। ওরা হীনতাগ্রস্ত হয়ে ওদের দৃষ্টি অবনত করবে, ইহাই সেদিন যার বিষয়ে ওদের সতর্ক করা হয়েছিল।

নূহ—একজন নবী অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ২৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে তাদের নিকট যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আসার পূর্বেই ভয় প্রদর্শন কর।

২। সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়, আমি তো তোমাদের জন্য যথেষ্ট সতর্ককারী।

৩। যেন তোমরা আল্লার উপাসনা কর, এবং তাঁকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও।

৪। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদের অবকাশ দেবেন—এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা ইহা জানতে।

৫। সে বলেছিল—হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত আহবান করছি;

৬। কিন্তু আমার আহবান ওদের পলায়ণ প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

৭। আমি যখনই ওদের আহবান করি যাতে তুমি ওদের ক্ষমা কর, ওরা কানে আঙুল দেয় এবং বস্ত্রাবৃত করে ওদের মুখমণ্ডল, এবং সত্য প্রত্যাখ্যানে জিদ করতে থাকে ও অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

৮। অতঃপর আমি ওদের প্রকাশ্যে আহবান করেছি।

৯। পরে আমি তাদের প্রকাশ্যভাবে এবং অপ্রকাশ্যভাবে গোপনে উপদেশ দিয়েছি।

১০। বলেছিলাম, তোমরা প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো ক্ষমাশীল,

১১। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন,

১২। তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন, এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান, এবং প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।

১৩। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাও না।

১৪। তিনি তোমাদের বিভিন্নরূপে (পর্যায়ক্রমে) সৃষ্টি করেছেন।

১৫। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই—আল্লাহ কিভাবে সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন।

১৬। এবং সেথায় চন্দ্রকে আলোরূপে স্থাপন করেছেন এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করেছেন।

১৭। তিনি তোমাদের মাটি হতে উদ্ভূত করেছেন।

১৮। অতঃপর তিনি ওতে তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।

১৯। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত।

২০। যাতে তোমরা প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার।

॥ রুকু ২ ॥

২১। নূহ বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক ; আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন লোকদের অনুসরণ করেছে—যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।

২২। ওরা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল।

২৩। ওরা বলল—তোমরা তোমাদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করো না, এবং 'ওয়াদ' এবং 'ছোওয়া' কে পরিত্যাগ করো না, এবং 'ইয়াগুছ', ও 'ইয়াউক' এবং 'নছর'-কেও নয়।

২৪। ওরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে ; সুতরাং অত্যাচারীদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করে দাও।

২৫। ওদের অপরাধের জন্য ওদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল, এবং পরে ওদের জাহান্নামে দাখিল করা হয়েছিল—অতঃপর ওরা কাউকেই আল্লার মোকাবিলায় সাহায্যকারী পায় নি।

২৬। নূহ আরও বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক ! পৃথিবীতে অবিশ্বাসকারী কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

২৭। তুমি ওদের অব্যাহতি দিলে ওরা তোমার দাসদের বিভ্রান্ত করবে, এবং কেবল—দুষ্কৃতিকারী ও অবিশ্বাসী জন্ম দিতে থাকবে।

২৮। হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের ক্ষমা কর, এবং অত্যাচারীদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর।

॥ সুরা ৭২ ॥

জ্বেন—জ্বেন অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ২৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তুমি বল—আমার প্রতি ওহি হয়েছে যে, জ্বেনদের একদল ইহা শ্রবণ করেছিল যে, নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কোরাণ শ্রবণ করেছি।

২। যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি. আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরিক স্থির করব না।

৩। এবং আমাদের প্রতিপালকের মহিমা সমুন্নত, তিনি স্ত্রী অথবা সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করেন না।

৪। আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লার সম্বন্ধে অবাস্তব উক্তি করত।

৫। অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ এবং জ্বেন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না।

৬। কোন কোন মানুষ কতক জ্বেনের শরণ নিত, ফলে ওরা জ্বেনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো।

৭। (জ্বেনেরা বলেছিল), তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাউকেই পুনরুত্থিত করবেন না।

৮। এবং (ওরা পরস্পর বলাবলি করেছিল যে,) আমরা আকাশের অভিযান (তথ্য সংগ্রহ) করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ ;

৯। পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

১০। আমরা জানি না যে—জগতের প্রতিপালক জগৎ-বাসীর অমঙ্গল চান, না, তাদের মঙ্গল কামনা করেন ?

১১। এবং আমাদের কতক সৎশীল, এবং কতক এর বিপরীত, আমরা বিভিন্ন পথের অনুসারী ছিলাম।

১২। এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাকে পরাভূত করতে পারব না, এবং পলায়ণ করেও পরিত্রাণ পাব না।

১৩। আমরা যখন পথ নির্দেশক (কোরাণের) বাণী শুনলাম, তাতে বিশ্বাস-স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার অনিষ্ট অথবা লাঞ্ছনার আশংকা নেই।

১৪। আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক অবাধ্যচারী, যারা আত্মসমর্পণ করে' তারা সুচিন্তিত ভাবেই সৎপথ বেছে নেয়।

১৫। অপর পক্ষে অবাধ্যচারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।

১৬। ওরা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, ওদের আমি প্রচুর বারি বর্ষণ-এর মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।

১৭। যেন আমি ওদের পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়, তিনি তার কঠিন শাস্তির বিধান করবেন।

১৮। এবং (আমার নিকট এই প্রকার ওহিও এসেছে যে,) মসজিদ সমূহ আল্লারই জন্য। সুতরাং আল্লার সাথে তোমরা অন্য কাউকেই ডেকো না।

১৯। (ওহির মাধ্যমে আমি ইহাও অবগত হয়েছি যে,) যখন আল্লার দাস তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন বিপুল সংখ্যক জ্বিন (কোরাণ শ্রবণ করার জন্য) তার চারিদিকে ভিড় জমাল।

॥ রুকু ২ ॥

২০। তুমি বল—আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি, এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।

২১। বল—আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই।

২২। বল আল্লার শাস্তি হতে কেহই রক্ষা করতে পারবে না, এবং আল্লার প্রতিকূলে আমি কোন আশ্রয়ও পাবো না।

২৩। কেবল আল্লার বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং তাঁর আদেশ প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন আছে। সেথায় তারা স্থায়ী হবে।

২৪। যখন ওরা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ওরা বুঝতে পারবে, কার সাহায্য দুর্বল, এবং সংখ্যায় অত্যল্প।

২৫। বল—আমি জানি না, তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন।

২৬। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না ;

২৭। তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত, সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন ;

২৮। যেন তিনি জানতে পারেন না যে (বা দেখবার জন্য) রসুলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছে কিনা ; রসুলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

॥ সুরা ৭৩ ॥

মোজাম্মেল—বস্ত্রাচ্ছাদিত অবতীর্ণ—মক্কা, মদীনা

রুকু ২ আয়াত ২০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে মোজাম্মেল (বস্ত্রাচ্ছাদিত)।

২। রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে, উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ কর।

৩। অর্ধ রাত্রি জাগতে পার কিংবা তা অপেক্ষা অল্প।

৪। অথবা তা অপেক্ষা বেশী। কোরাণ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে আবৃত্তি কর।

৫। অচিরেই আমি তোমার প্রতি গুরুত্ব বাণী অবতীর্ণ করছি।

৬। উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ, একান্ত আত্মসংযম ও হৃদয়ংগম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল।

৭। দিনে তোমার জন্য অতিশয় কর্মব্যস্ততা আছে।

৮। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর, এবং একনিষ্ঠ ভাবে তাঁতে মগ্ন হও।

৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের (উদয় হতে অস্ত) প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। অতএব তাঁকেই কার্য সম্পাদনকারীরূপে গ্রহণ কর।

১০। লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। সৌজন্য সহকারে ওদের পরিহার করে চল।

১১। বিলাস সামগ্রীর অধিকারী অবিশ্বাসীদের আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং কিছু কালের জন্য ওদের অবকাশ দাও।

১২। আমার নিকট শৃঙ্খল। প্রজ্বলিত আগুন আছে।

১৩। গলায় আটকিয়ে যায় এমন খাদ্য এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৪। পৃথিবী ও পর্বতমালা ঐ (শাস্তির) দিন কাঁপবে, এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

১৫। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ এক রসুল পাঠিয়েছি। যেমন ফেরাউনের নিকট রসুল পাঠিয়েছিলাম।

১৬। কিন্তু ফেরাউন সেই রসুলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

১৭। অতএব তোমরা কি করে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা অস্বীকার কর সেই দিনকে যেদিনের ভয়াবহতা তরুণকে বৃদ্ধে পরিণত করবে ও

১৮। আকাশ বিদীর্ণ হবে, তাঁর বিঘোষিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

১৯। ইহা এক অনুশাসন, অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

২০। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবগত আছেন—তুমি কখনও রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ ইবাদতের জন্য জাগরণ কর, এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদেরও একটি দল জাগে ; আল্লাহ দিন ও রাতের পরিমাণের সঠিক হিসাব রাখেন, তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না। অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কোরাণের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে। *কেহ কেহ আল্লার অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে, এবং কেহ কেহ আল্লার পথে সংগ্রামে* লিপ্ত হবে। কাজেই কোরাণ হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর। এবং আল্লাকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু পূর্বাহ্নে সঞ্চয় করবে, তা তোমরা পাবে—আল্লার নিকট উৎকৃষ্টতর রূপে, এবং বর্ধিত পরিমাণে পুরস্কার হিসাবে। তোমরা আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

৭৪

মোদাচ্ছের—বসনাবৃত অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৫৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। হে মোদাচ্ছের, (বসনাবৃত)।

২। উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর,

৩। এবং তোমার প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা কর,

৪। তোমার পোষাক পবিত্র কর,

৫। অপবিত্রতা হতে দূরে থাক.

৬। অধিক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছু দিও না।

৭। তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর।

৮। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে,

৯। সেদিন হবে এক সঙ্কটের দিন,—

১০। অবিশ্বাসীদের জন্য ইহা কঠিন !

১১। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি।

১২। তাকে আমি বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি।

১৩। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ,

১৪। এবং স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ তাকে দিয়েছিলাম,

১৫। এর পরও সে কামনা করে, আমি তাকে আরো অধিক দিই।

১৬। কখনই নয়, (জেনে শুনে) সে আমার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করছে,

১৭। আমি তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।

১৮। নিশ্চয় সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল।

১৯। অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করল,

২০। আরও অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোল।

২১। সে আবার চেয়ে দেখল।

২২। অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করল, ও মুখ বিকৃত করল,

২৩। অতঃপর সে একবার পেছিয়ে গেল, এবং পরে দম্ভভরে ফিরে আসল,

২৪। এবং ঘোষণা করল, ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।

২৫। ইহা তো মানুষের বাক্য মাত্র।

২৬। আমি তাকে সাকারে (নরক) নিক্ষেপ করব।

২৭। তুমি কি জান সাকার কি ?

২৮। উহা ওদের জীবিতাবস্থায় রাখবে না, ও মৃতাবস্থায় ছাড়বে না।

২৯। ইহা মানুষকে ঝলসিয়ে দেবে,

৩০। সাকারের তত্ত্বাবধানে উনিশজন প্রহরী আছে।

৩১। আমি ফেরেশতাদের জাহান্নামের প্রহরী করেছি, অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি ওদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি, যাতে কেতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়, এবং বিশ্বাসীগণ ও কেতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও অবিশ্বাসীরা বলবে—আল্লাহ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইচ্ছা করেন ? এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের সেনাদল সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। ইহা (জাহান্নামের এই বর্ণনা) মানুষের জন্য সতর্কবাণী ব্যতীত নয়।

॥ রুকু ২ ॥

৩২। না ওরা কর্ণপাত করবে না, চন্দ্রের শপথ,

৩৩। শপথ রাত্রির ; যখন ওর অবসান ঘটে,

৩৪। শপথ প্রভাত কালের, যখন উহা আলোকোজ্জ্বল—

৩৫। এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদ সমূহের অন্যতম,

৩৬। ইহা মানুষকে সতর্ক করার জন্য।

৩৭। তোমাদের মধ্যে যে কেহ কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে চায়, এবং যে কেহ কল্যাণের পথ হতে পিছিয়ে পড়ে, এই সতর্কবাণী তাদের উভয়ের জন্য।

৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দুষ্কৃতির জন্য দায়ী থাকবে।

৩৯। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থরা নয়।

৪০। তারা উদ্যানে থাকবে, (পরস্পর পরস্পরকে) জিজ্ঞাসাবাদ করবে ;

৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে ;

৪২। এবং বলবে ; তোমাদের কিসে সাকারে নিক্ষেপ করেছে ?

৪৩। এবং বলবে ; আমরা নামাজ কায়েম করতাম না।

৪৪। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না।

৪৫। এবং যারা অন্যায় আলোচনা করত, তাদের আলোচনায় যোগ দিতাম,

৪৬। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করেছি,

৪৭। আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত,

৪৮। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না।

৪৯। ওদের কি হয়েছে, ওরা দূরে সরে পড়ে উপদেশ হতে ?

৫০। ওরা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ—

৫১। যা সিংহের মুখ হতে পলায়নপর।

৫২। বস্তুতঃ ওদের প্রত্যেকেই কামনা করে—ওদের প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্রভাবে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ অবতীর্ণ হোক।

৫৩। না ইহা হবার নয়, ওরা তো পরকালের ভয় পোষণ করে না

৫৪। না ইহা হবার নয়। কোরাণই সকলের জন্য একটি অনুশাসন।

৫৫। অতএব যার ইচ্ছা সে ইহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

৫৬। আল্লার ইচ্ছা ব্যতীত কেহ ইহা হতে গ্রহণ করবে না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য, এবং তিনিই ক্ষমা দানের অধিকারী।

॥ সুরা ৭৫ ॥

কেয়ামাহ্—উত্থান অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৭০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আমি কিয়ামত দিনের শপথ করছি।

২। আরও শপথ করছি, সেই আত্মার যে নিজ কর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়।

৩। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না ?

৪। বস্তুতঃ আমি ওর অংগগুলো পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

৫। তবুও যা অবশ্যম্ভাবী মানুষ তা অস্বীকার করতে চায়;

৬। মানুষ প্রশ্ন করে কখন কিয়ামত দিবস আসবে ?

৭। যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে।

৮। এবং চাঁদ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে।

৯। যখন সরুজ ও চাঁদকে একত্রিত করা হবে—

১০। সেদিন মানুষ বলবে—আজ পালাবার স্থান কোথায়।

১১। না, কোনই আশ্রয়স্থল নাই।

১২। সেদিন আশ্রয়স্থল তোমার প্রতিপালকের নিকটই

১৩। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে—আগে পিছে কে পাঠিয়েছে।

১৪। বস্তুতঃ মানুষ নিজেই তার কর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

১৫। যদিও সে নিজের দোষ ত্রুটি ঢাকতে চায়।

১৬। তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য তুমি ওহি দ্রুত আবৃত্তি করো না।
১৭। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করান দায়িত্ব আমারই।
১৮। সুতরাং যখন উহা পাঠ করা হয়, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।
১৯। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।
২০। না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস।
২১। এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।
২২। সেদিন কোন কোন মানুষের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে।
২৩। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে দেখবে।
২৪। কারো কারো মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে পড়বে।
২৫। এই আশঙ্কায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।
২৬। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।
২৭। তখন বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে।
২৮। সে জানবে যে, ইহা বিদায়কাল
২৯। এবং বিপদের পর বিপদ এসে পড়বে।
৩০। সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই মহাপ্রয়াণ সমস্ত কিছুর।

॥ রুকু ২ ॥

৩১। সে বিশ্বাস করে নি। নামাজ কায়েম করে নি।
৩২। বরং সে অবিশ্বাস করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।
৩৩। অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনবর্গের নিকট দম্ভভরে ফিরে গিয়েছিল।
৩৪। অভিশপ্ত তুমি, অভিশপ্ত।
৩৫। পুনরায় অভিশপ্ত তুমি, অভিশপ্ত।
৩৬। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?
৩৭। তবে কি সে জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত একবিন্দু শুক্রমাত্র নয়?
৩৮। অতঃপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়নি? তারপর আল্লাহ কি তাকে আকৃতি দান করেন নি ও সুঠাম করেন নি?
৩৯। অতঃপর তিনি কি তা হতে সৃষ্টি করেন নি যুগল নর ও নারী।
৪০। তবুও কি তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

॥ সুরা ৭৬ ॥

দহর—কাল, সময়   অবতীর্ণ—মক্কা, মতান্তরে মদীনা

রুকু ২   আয়াত ৩১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। জীবন লাভের পূর্বে এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন মানব-সত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

২। আমি তো মানুষকে মিলিত শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি, তাকে পরীক্ষা করবার জন্য; এই জন্য আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি।

৩। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।

৪। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য শৃঙ্খল বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত করেছি।

৫। নিশ্চয় সৎশীলগণ কর্পূর-মিশ্রিত পান-পত্র হতে পান করে

৬। ইহা (কাফুর) একটি বিশেষ প্রস্রবণ, যা হতে আল্লার দাসগণ পান করবে—তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।

৭। তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যেদিন ধ্বংসলীলা ব্যাপক হবে,

৮। এবং তারা তাঁরই প্রেমে গরীব—এতিম ও কয়েদীদের বিশেষ আগ্রহের সাথে খাবার দিয়ে থাকে।

৯। এবং বলে— কেবল আল্লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না।

১০। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর দিনের।

১১। সেই দেনের অনিষ্ট হতে পরিণামে আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের উৎফুল্ল ও আনন্দ দিবেন।

১২। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদের উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র দেবেন।

১৩। সেথায় তারা সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হবে, তারা সেখানে তীব্র গরম অথবা তীব্র শীত বোধ করবে না।

১৪। তাদের উপর সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া থাকবে, এবং তার ফলসমূহ সম্পূর্ণভাবে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।

১৫। তাদের রৌপ্যপাত্রে পরিবেশন করা হবে, এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে।

১৬। রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করবে।

১৭। সথায় তাদের পান করতে দেওয়া হবে—যান্‌যবীল (আদ্রক)-এরপানি মিশ্রিত পানীয়—

১৮। ইহা জান্নাতের 'সাল সবিল' নামক এক প্রস্রবণ।

১৯। চির কিশোরগণ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে, ওদের দেখে মনে হবে—ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা,

২০। তুমি যখন সেথায় দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

২১। সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম তাদের আভরণ হবে, তারা রৌপ্য নির্মিত কঙ্কনে অলংকৃত হবে, তাদের প্রতিপালক তাদের বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন।

২২। বলা হবে—ইহাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মের স্বীকৃত।

॥ রুকু ২ ॥

২৩। আমি পর্যায়ক্রমে তোমার প্রতি কোরান অবতীর্ণ করেছি।

২৪। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর, এবং ওদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ বা অবিশ্বাসী, তার আনুগত্য করো না।

২৫। সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর।

২৬। রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সেজদাবনত হও, এবং গভীর রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

২৭। অবিশ্বাসীরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে, এবং পরবর্তী কঠিন জীবনকে উপেক্ষা করে চলে।

২৮। আমি ওদের সৃষ্টি করেছি, এবং ওদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব—ওদের পরিবর্তে ওদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব।

২৯। ইহা এক অনুশাসন, অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

৩০। তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না (কোন লাভ নাই), আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

৩১। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে প্রবেশ করান, কিন্তু অত্যাচারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

॥ সুরা ৭৭ ॥

মোরসালাত—প্রেরিত, ধীর সমীরণ অবতীর্ণ—মক্কা ও মদীনা

রুকু ২ আয়াত ৫০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সাক্ষী ঐ ধীর সমীরণ,

২। এবং প্রলয়ংকরী ঝটিকার শপথ

৩। মেঘ সঞ্চালনকারী বায়ুর শপথ

৪। এবং মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ,

৫। শপথ বায়ুর, যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছিয়ে দেয়,

৬। যাতে ওদের আপত্তির অবকাশ না থাকে, এবং তোমরা সতর্ক হও,

৭। নিশ্চয় তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।

৮। যখন নক্ষত্ররাজীর আলো নির্বাপিত হবে,

৯। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।

১০। যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে

১১। এবং রসুলগণের উপস্থিতির সময় নির্ধারিত হবে।

১২। এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন দিবসের জন্য ?

১৩। বিচার দিনের জন্য।

১৪। বিচার দিন সম্পর্কে তুমি কি জান ?

১৫। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ ?

১৬। আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করি নাই ?

১৭। অতঃপর আমি পরবর্তীদের পূর্ববর্তীদের ন্যায়ই ধ্বংস করব।

১৮। অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করে থাকি।

১৯। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ।

২০। আমি কি তোমাদের ঘৃণিত সলিলবিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করি নি ?

২১। পরে আমি ওকে এক নিরাপদ স্থানে স্থাপন করেছি,

২২। এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

২৩। আমি একে পরিমিতভাবে গঠন করেছি, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!

২৪। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ,

২৫। আমি কি এই পৃথিবীকে ধরিত্রীরূপে সৃষ্টি করি নি।

২৬। জীবিত ও মৃতের জন্য।

২৭। আমি ওতে সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছি, এবং তোমাদের দিয়েছি সুপেয় পানি।

২৮। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ,

২৯। তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, আজ তোমরা তারই দিকে চল।

৩০। তিনটি কুণ্ডলীর আকারে উত্থিত ধূম্র পুঞ্জের ছায়ার দিকে চল,

৩১। যে ছায়া শীতল নয়, এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখার উত্তাপ হতে।

৩২। ইহা অট্টালিকা তুল্য বৃহৎ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপ করবে।

৩৩। অথবা পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণী সদৃশ,

৩৪। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ,

৩৫। ইহা এমন একদিন যেদিন কারো বাক-স্ফুরণ হবে না।

৩৬। এবং কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না, যদিও তারা আপত্তি উত্থাপন করে।

৩৭। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ,

৩৮। ইহাই বিচার দিন, যাতে আমি তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের একত্রিত করেছি।

৩৯। তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে, তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর।

৪০। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ।

॥ রুকু ২ ॥

৪১। নিশ্চয় সংযমীরা ছায়া ও প্রস্রবণের মধ্যে অবস্থান করবে,

৪২। এবং ফল মূলের মধ্যে যা তারা ইচ্ছা করবে।

৪৩। তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

৪৪। এইভাবে সৎশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

৪৫। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ।

৪৬। (হে অবিশ্বাসীগণ) তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ কর কিছুদিনের জন্য, নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী হবে।

৪৭। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ।

৪৮। যখন তাদের বলা হয়—আল্লার প্রতি নত হও, ওরা নত হয় না।

৪৯। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ।

৫০। সুতরাং ওরা এর (কোরাণের বাণীর) পর আর কোন্ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

পারা ৩০

॥ সূরা ৭৮ ॥

নাবা—সংবাদ অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৪০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তারা কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ?

২। সেই মহান সংবাদ সম্বন্ধে,

৩। যে বিষয়ে ওরা মতবিরোধ করে থাকে

৪। অবশ্যই অচিরে তারা জানতে পারবে,

৫। ইহা পরে ওরা জানবে।

৬। আমি কি ভূমিকে বিছানা,

৭। এবং পর্বতকে কীলক-সদৃশ করি নাই ?

৮। আমি তোমাদের যুগলরূপে সৃষ্টি করেছি।

৯। এবং আমি তোমাদের নিদ্রাকে (বিশ্রাম স্বরূপ) করে দিয়েছি।

১০। এবং রাতকে আবরণ স্বরূপ করেছি।

১১। এবং দিনকে জীবিকা অনুসন্ধানের সময় করেছি।

১২। আমি তোমাদের উধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত (আকাশ) সৃষ্টি করেছি।

১৩। এবং একটি প্রদীপ্ত দীপ সৃষ্টি করেছি।

১৪। জলধর হতে আমি প্রচুর বারিপাত করি

১৫। যার দ্বারা আমি শস্য, উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

১৬। ও ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

১৭। বিচার দিন নির্ধারিত আছে ;

১৮। সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।

১৯। আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং বহু দরজা (ফাটল) হবে

২০। এবং পর্বত উন্মুলিত হয়ে মরীচিকাবৎ হবে,

২১। জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে।

২২। ইহা অবাধ্যদের আশ্রয়স্থল হবে।

২৩। সেথায় তারা যুগ-যুগান্ত অবস্থান করবে।

২৪। সেথায় ওরা কোন শীতল বস্তু উপভোগ করবে না, পানীয়ও নহে—

২৫। কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের আস্বাদ গ্রহণ করবে।

২৬। ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল।

২৭। কারণ তারা হিসাব নিকাশের তোয়াক্কা করত না।

২৮। এবং তারা আমার নিদর্শনাবলী দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২৯। আমি সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছি।

৩০। অতএব তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এবং তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করব।

॥ রুকু ২ ॥

৩১। নিশ্চয় সংযমীদের জন্য সফলতা।

৩২। উদ্যান, দ্রাক্ষা।

৩৩। এবং সমবয়স্কা, নবযুবতীবৃন্দ ;

৩৪। এবং পরিপূর্ণ পান পাত্রসমূহ

৩৫। সেথায় তারা আসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না

৩৬। ইহা তোমার প্রতিপালকের যথোচিত দান, পুরস্কার।

৩৭। যিনি আসমান জমিন ও তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরম দয়ালু, কেহই তাঁকে সম্বোধন করতে সক্ষম হবে না।

৩৮। সেদিন রুহ্ (আত্মা) ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াবে, পরমদয়ালু যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবেনা, এবং সে যথার্থ বলবে।

৩৯। সেইদিন সত্য, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের আশ্রয় নিক।

৪০। নিশ্চয় আমি তোমাদের আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে, এবং অবিশ্বাসীরা বলবে—'হায় আমি যদি (মানুষ না হয়ে) মাটি হতাম।

॥ সুরা ৭৯ ॥

নাজেয়াত—আকর্ষণকারী, ধর্মযোদ্ধা অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৪৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। প্রাণপণে আকর্ষণকারীদের শপথ, (যারা প্রাণপণে অবিশ্বাসীদের আত্মা উৎপাটন করে)

২। শপথ তাদের যারা (বিশ্বাসীর রুহ) মৃদুভাবে বের করে নেয়

৩। শপথ তাদের—যারা তীব্রগতিতে বিচরণ করে।

৪। শপথ তাদের যারা দ্রুততর কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়,

৫। এবং শপথ তাদের যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।

৬। সেদিন প্রথম (শিঙ্গাধ্বনি—বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বিশ্বংসী সাইরেন রব) বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে।

৭। পরে দ্বিতীয় (শিঙ্গাধ্বনি) ওর পদানুসরণ করবে।

৮। সেদিন হৃদয় সন্ত্রস্ত হবে।

৯। মানুষের দৃষ্টি—ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে।

১০। তারা বলে আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই ?

১১। গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও ?

১২। তারা বলে তাই যদি হই—তবে তো এই প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে।

১৩। ইহা তো কেবল এক মহানাদ।

১৪। এবং ময়দানে ওদের আবির্ভাব হবে।

১৫। তোমার নিকট মুসার বৃত্তান্ত এসেছে কি ?

১৬। তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র 'তোয়া' উপত্যকায় আহ্বান করে বলেছিলেন,

১৭। ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমা লংঘন করেছে,

১৮। এবং বল— তুমি কি বিশুদ্ধ হতে চাও ?

১৯। আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।

২০। অতঃপর সে ওকে (ফেরাউনকে) মহানিদর্শন দেখাল;

২১। কিন্তু সে তার (মুসার) প্রতি মিথ্যারোপ করল।

২২। অতঃপর সে প্রতিবিধান চেষ্টায় চলে গেল।

২৩। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল—

২৪। সে বলল—আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

২৫। অতঃপর আল্লাহ ওকে পরলোকে ও ইহলোকে কঠিন শাস্তি দেন

২৬। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা আছে।

২৭। তোমাদের সৃষ্টি কঠিন, না আকাশের? তিনিই উহা নির্মাণ করেছেন।

২৮। তিনি 'কে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

২৯। তিনি রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন, এবং জ্যোতি প্রকাশ করেন,

৩০। অতঃপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন,

৩১। তিনি উহা হতে ওর প্রস্রবন ও চারণভূমি বের করেন।

৩২। এবং তিনি পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন;

৩৩। (এই সমস্ত) তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য।

৩৪। অতঃপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে,

৩৫। সেদিন মানুষ যা করেছে স্মরণ করবে।

৩৬। এবং সকলের নিকট জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে।

৩৭। তখন যে সীমা লংঘন করেছে এবং

৩৮। পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে।

৩৯। তার আশ্রয় স্থল হবে জাহান্নামই

৪০। যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখত এবং খেয়াল-খুশী হতে নিজেকে বিরত রাখত।

৪১। জান্নাত তারই আশ্রয়স্থল হবে।

৪২। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে?

৪৩। তুমি এ বিষয়ে কি জান?

৪৪। এর চরম জ্ঞান আছে, তোমার প্রতিপালকেরই।

৪৫। যে ওর ভয় রাখে, তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করবে।

৪৬। যেদিন ওরা ইহা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন ওদের মনে হবে—যেন ওরা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে।

॥ সুরা ৮০ ॥

আবাসা—ভ্রূকুঞ্চিত অবতীর্ণ - মক্কা

রুকু ২ আয়াত ৪২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। সে (মহম্মদ) ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।

২। কারণ তার নিকট এক অন্ধ (আব্দুল্লাহ হবনে উম্মে মাফতুম) আসল

৩। তুমি কি জান, হয়ত সে পবিত্র হতো।

৪। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। এবং উপদেশ দ্বারা উপকৃত হত।

॥ সুরা ৮১ ॥

ভাবার্থ—সংকোচন　　　　　অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ১　　　　আয়াত ২৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। যখন সূর্যকে সংকুচিত করা হবে,

২। যখন নক্ষত্র খসে পড়বে,

৩। পর্বতসমূহ যখন অপসারিত হবে,

৪। যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে,

৫। যখন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ হবে,

৬। সমুদ্র যখন স্ফীত হবে,

৭। দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে;

৮। যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে,

৯। কী অপরাধে ওকে হত্যা করা হয়েছিল ?

১০। যখন আমল্ নামা (জীবনী গ্রন্থ) উন্মোচিত হবে

১১। যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে,

১২। এবং যখন জাহান্নামে আগুন উদ্দীপিত হবে,

১৩। এবং যখন জান্নাত নিকটবর্তী হবে,

১৪। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে—সে কী নিয়ে এসেছে।

১৫। আমি ভ্রাম্যমাণ গ্রহ নক্ষত্রের শপথ করি,

১৬। যা গতিশীল ও স্থিতিবান,

১৭। (এবং শপথ) রজনীর, যখন উহা গত হয়।

১৮। এবং উষার, যখন উহা আবির্ভাব হয়।

১৯। নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) সম্মানিত প্রেরিতের (আল্লার) বাণী,

২০। (সম্মানিত ফেরেশ্তার মাধ্যমে) যে শক্তিশালী আর্শ-অধিপতির নিকট মর্যাদা সম্পন্ন।

২১। যাঁর আজ্ঞা সেথায় পালিত হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।

২২। যে তোমাদের সাথী (মহম্মদ) উন্মাদ নহে।

২৩। সে (মহম্মদ) তো ওকে (ফেরেশ্তাকে) স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে।

২৪। সে অদৃশ্য বিষয় সমূহে (ওহি প্রকাশে) কার্পণ্য করে না।

২৫। এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের কথা নহে,

২৬। সুতরাং তোমরা কোন পথে চলছ ?

২৭। ইহা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ

২৮। তোমাদের মধ্যে যে সরলপথে চলতে চাহে তার জন্য।

২৯। তোমরা কিছুই ইচ্ছা করতে পার না, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের ইচ্ছা ব্যতীত।
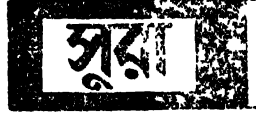
এনফেতর—বিদীর্ণ হওয়া অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ১ আয়াত ১৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২। যখন নক্ষত্রপুঞ্জ বিক্ষিপ্ত হবে,

৩। যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হবে,

৪। যখন কবর উন্মোচিত হবে।

৫। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যা পূর্বে পাঠিয়েছে ও পশ্চাতে যাহা রেখে এসেছে (সে কি করছে ও কি করে নাই) তা জ্ঞাত হবে।

৬। হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল?

৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।

৮। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

৯। বরং তোমরাই দ্বীনকে অবিশ্বাস করেছ।

১০। অবশ্যই তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক আছে।

১১। সম্মানিত লেখকগণ,

১২। ওরা জানে তোমরা যা কর।

১৩। সৎশীলরা পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে,

১৪। এবং অসৎশীলেরা জাহান্নামে থাকবে,

১৫। ওরা কর্মফল দিবসে ওতে প্রবেশ করবে।

১৬। সেথায় ওরা স্থায়ী হবে।

১৭। কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান?

১৮। আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান?

১৯। সেদিন একের অপরের জন্য কিছু করার থাকবে না, এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লার।

॥ সূরা ৮৩ ॥

তৎফিক—কম করা   অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ১   আয়াত ৩৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। অপূর্ণকারীদের জন্য পরিতাপ।

২। যারা অন্য লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয়।

৩। এবং যখন তাদের জন্য মাপে বা ওজন করে, তখন কম করে দেয়।

৪। ওরা কি চিন্তা করে না, ওরা পুনরুত্থিত হবে।

৫। সেই মহান দিনে!

৬। যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে।

৭। তা নয়, নিশ্চয় দুষ্কার্যকারীদের কর্মলিপি সিজ্জীনে (কারাগারে :-) আছে।

৮। সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কি জান?

৯। উহা লিপিবদ্ধ কর্মবিবরণী

১০। সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ,

১১। যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে।

১২। কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে,

১৩। ওর নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে, সে বলে—ইহা সেকালের কাহিনী।

১৪। কখনও না, ওদের কৃতকর্মই ওদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।

১৫। অবশ্যই সেদিন ওরা ওদের প্রতিপালক হতে অন্তরালে থাকবে।

১৬। অনন্তর নিশ্চয় ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে,

১৭। তৎপর বলা হবে—ইহাই তো তা, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

১৮। অবশ্যই সৎশীলদের কর্মবিবরণী ইল্লিনে (সমুন্নত স্থান—সুউর্ধ্ব বিবরণের সংরক্ষণ আধার) আছে।

১৯। ইল্লিন সম্পর্কে তুমি কি জান?

২০। ইহা লিপিবদ্ধ কর্মবিবরণী।

২১। যারা আল্লার সান্নিধ্য প্রাপ্ত তারা (ফেরেশতারা) দেখে—

২২। নিশ্চয় সৎশীলেরা পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে।

২৩। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।

২৪। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে।

২৫। তাদের মোহর করা পাত্র হতে বিশুদ্ধ সুরা পান করান হবে।

২৬। উহা কস্তুরীর সিল মোহর। এ বিষয়ে প্রতিযোগিরা প্রতিযোগিতা করুক।

২৭। উহা তসনিম্‌ (জান্নাতের পানি) দ্বারা মিশ্রিত।

২৮। ইহা একটি প্রস্রবণ, যা হতে আল্লার সন্নিকটবর্তীরা পান করে।

২৯। দুষ্কৃতিকারীরা বিশ্বাসীদের ঠাট্টা করত।

৩০। এবং যখন তাদের নিকট দিয়ে যেত তখন পরস্পর চোখ টিপত।

৩১। ওরা যখন ওদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত।

৩২। এবং যখন ওদের দেখত, তখন বলত ... পথভ্রষ্ট।

৩৩। তাদের বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।

৩৪। আজ বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীদের উপহাস করে।

৩৫। সুসজ্জিত আসন হতে অবলোকন করে।

৩৬। ইহাই বিশ্বাসীদের প্রতিফল যা তারা করেছিল।

॥ সূরা ৮৪ ॥

ইন্‌শেক্বাক —বিদীর্ণ হওয়া মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু ১ আয়াত ২৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে

২। সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, এবং ইহা তার প্রকৃতিগত কর্তব্য।

৩। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করে সমতল করা হবে

৪। এবং পৃথিবী তার গর্ভে যা আছে, তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্য গর্ভ হবে।

৫। এবং সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং ইহাই তার প্রকৃতিগত কর্তব্য।

৬। হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে ... সাধনায় সাধনা কর, তবে তোমার সন্দর্শন লাভ ঘটবে।

৭। যাকে তার আমলনামা (জীবনীগ্রন্থ) তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে।

৮। তার হিসাব নিকাশ সহজেই হয়ে যাবে.

৯। এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।

১০। এবং যাকে তার আমলনামা (কর্মনামা) পেছন হতে দেওয়া হবে,

১১। সে তার ধ্বংসের জন্য বিলাপ করবে।

১২। এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৩। সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল।

১৪। সে ভাবত, সে কখনই (আল্লার নিকট) ফিরে যাবে না।

১৫। নিশ্চয়ই (ফিরে যাবে); তার প্রতিপালক তার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

১৬। আমি অস্তরাগের শপথ ক

১৭। এবং রাতের, এবং উহা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,

১৮। এবং শপথ করি চন্দ্রের, যখন উহা হয় পূর্ণচন্দ্র।

১৯। নিশ্চয় তোমরা এক স্তর হতে অন্যস্তরে অধিরোহণ করবে।

২০। সুতরাং ওদের কি হল, ওরা বিশ্বাস ক'র না?

২১। যখন ওদের নিকট কোরাণ পাঠ করা হয়, ওরা 'সেজদা' করে না।

২২। বরং অবিশ্বাসীরা ওকে মিথ্যা বলে।

২৩। এবং ওরা অন্তরে যা পোষণ করে আল্লা তা বি.শেষভাবে জানেন।

২৪। সুতরাং ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

২৫। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন।

॥ সুরা ৮৫ ॥

বোরুজ—কক্ষসমূহ অবতীর্ণ—মক্কা

রুকু ১ আয়াত ২২

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের শপথ,

২। এবং অঙ্গীকৃত দিবসের,

৩। দ্রষ্টা ও দৃষ্টের শপথ

৪। অগ্নিকুণ্ডের অধিবাসীরা নিহত হয়েছে,

৫। ইন্ধন যুক্ত অনলে

৬। যখন ওরা এর কিনারায় বসেছিল,

৭। এবং ওরা বিশ্বাসীদের প্রতি যা করেছিল, তা দেখছিল,

৮। ওরা তাদের দণ্ড দিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাতে বিশ্বাস করত।

৯। যিনি আসমান ও জমিনের সর্বময় কর্তা আল্লাহ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

১০। যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিশ্বাস করেছে, এবং পরে তওবা করে নাই। তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি, দহন যন্ত্রণা আছে।

১১। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরই জন্য জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। ইহাই মহাসাফল্য।

১২। তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।

১৩। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনঃ সৃষ্টি করেন।

১৪। তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়,

১৫। সম্মানিত আরশের অধিকারী।

১৬। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

১৭—১৮। তোমার নিকট কি—ফেরাউন ও সামুদের সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত এসেছে ?

১৯। যারা অবিশ্বাস করে, তারাই মিথ্যা বলে,

২০। আল্লাহ তাদের (অলক্ষে) পরিবেষ্টন করে আছেন।

২১। বরং উহা সম্মানিত কোরাণ ;

২২। যা সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ) আছে।

॥ সুরা ৮৬ ॥

তারেক—পথিক অবতীর্ণ মক্কা

রুকু ১ আয়াত ১৭

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ আকাশের ও রাতের আগমনকারীর।

২। রাতে যা আবির্ভূত হয়, তার সম্বন্ধে কি জান ?

৩। উহা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

৪। প্রত্যেকেরই এক একজন (ফেরেশ্তা) তত্ত্বাবধায়ক আছে।

৫। সুতরাং মানুষের চিন্তা করা উচিত—সে কিসের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

৬। সে সবেগে নির্গত সলিল দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

৭। উহা নির্গত হয় (নরের) মেরুদণ্ড ও (নারীর) পঞ্জরাস্থি হতে।

৮। নিশ্চয় তিনি ওর পুনরাবর্তনে সমর্থ

৯। যেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষিত হবে।

১০। সেদিন তার কোন সামর্থ থাকবে না এবং সাহায্যকারীও নয়,

১১। শপথ আকাশের যা বৃষ্টি ধারণ করে,

১২। এবং শপথ উদ্ভিদ-সম্বলিত পৃথিবীর,

১৩। নিশ্চয় উহা (কোরাণ) সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা

১৪। এবং ইহা প্রহসন নয়।

১৫। ওরা ভীষণ কৌশল করে

১৬। এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।

১৭। অতএব অবিশ্বাসীদের অবকাশ দাও, অল্প কালের জন্য ওদের অবকাশ দাও।

৮৭
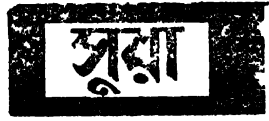
আ'লা—সর্ব্বোচ্চ   অবতীর্ণ—মক্কা   আয়াত ১৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর,

২। যিনি সৃষ্টি করেন, পরে সুসম্পন্ন করেন (সব কিছু)।

৩। এবং যিনি (ওদের) বিকাশ সাধন ও পথ নির্দেশ করেন।

৪। এবং যিনি ভূচরের খাদ্য তৃণাদি উৎপন্ন করেন।

৫। পরে ওকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন

৬। অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, যাতে তুমি বিস্মৃত না হও

৭। তা ব্যতীত আল্লাহ যা ইচ্ছা নষ্ট করেন, তিনি [illegible]।

৮। আমি তোমার পথ সহজতম করে দেব।

৯। উপদেশ দাও যদি উপদেশ কাজে লাগে

১০। যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে

১১। উহা উপেক্ষা করবে সেই —যে নিতান্ত হতভাগ্য।

১২। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

১৩। অতঃপর সে তথায় মরবেও না, বাঁচবেও না।

১৪। নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে— [illegible] ([illegible])

১৫। এবং যারা প্রতিপালকের নাম স্মরণ [illegible]।

১৬। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রধান্য [illegible]

১৭। বরং পরকালই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।

১৮। নিশ্চয় ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে আছে

১৯। ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থাবলীতে।

॥ সুরা ৮৮ ॥

গাশিয়া—আচ্ছাদনকারী   অবতীর্ণ—মক্কা   আয়াত ২৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। নিশ্চয় তোমার নিকট আচ্ছাদনকারীর (কিয়ামতের) সংবাদ এসেছে

২। সেই দিন অনেকেই অধোবদন হবে। (৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত,

৪। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে ;

৫। তাদের উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করান হবে।

৬। তাদের জন্য বিষাক্ত কণ্টক ব্যতীত খাদ্য থাকবে না,

৭। যা ওদের পুষ্টি করবে না, ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না।

৮। অনেকেরই মুখমণ্ডল সেদিন আনন্দোজ্জ্বল হবে।

৯। নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত, ১০। সুমহান জান্নাতে—

১১। সেথায় তারা অবান্তর কথা শুনবে না।

১২। সেথায় প্রবাহিত প্রস্রবণ থাকবে।

১৩। সেথায় উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা থাকবে,

১৪। এবং সুরক্ষিত পানপাত্র সমূহ

১৫। সারি সারি উপাধান ১৬। এবং বিছানা গালিচা।

১৭। তবে কি ওরা লক্ষ্য করে না, উষ্ট্র (পাল) কিভাবে সৃষ্টি করেছি ?

১৮। কিভাবে আকাশ উর্ধ্বে স্থাপিত হয়েছে।

১৯। পর্বতমালা কিভাবে সংস্থাপিত হয়েছে,

২০। এবং ভূতলকে কিভাবে সমতল করা হয়েছে ?

২১। অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা।

২২। তুমি তাদের উপর সংরক্ষক (দারোগা) নও।

২৩। কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে, সত্য প্রত্যাখ্যান করলে,

২৪। আল্লাহ তাকে মহাশাস্তি দেবেন।

২৫। নিশ্চয় আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন

২৬। অতঃপর ওদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ।

॥ সুরা ৮৯ ॥

ফজর—প্রভাত অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৩০

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। উষার শপথ, ২। দশ রজনীর শপথ। ৩। শপথ তার যা জোড়া ও যা বেজোড়া,

৪। শপথ রজনীর, যখন উহা গত হয়, ৫। এতেই জ্ঞানবানদের জন্য শপথ আছে।

৬। তুমি কি দেখ নাই, তোমার প্রতিপালক আদগণের সাথে কিরূপ করেছিলেন।

৭। স্তম্ভবিশিষ্ট এরামের অধিবাসী। ৮। যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নি।

৯। এবং সামূদদের প্রতি, যারা (কুরা) উপত্যকায় পাথর কেটেছিল (গৃহ নির্মাণের জন্য)

১০। এবং বহু (কীলক) শিবির সমূহের অধিপতি ফেরাউনের প্রতি।

১১। যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল।

১২। এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।

১৩। অতঃপর তোমার প্রতিপালক ওদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

১৪। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

১৫। মানুষতো এইরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন তখন সে বলে—আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।

১৬। আবার যখন তিনি তাকে জীবনোপকরণ সংকুচিত করে পরীক্ষা করেন, তখন সে বলে—আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন।

১৭। এই প্রকার ধারণা অমূলক। বস্তুতঃ তোমরা পিতৃহীনদের সম্মান কর না।

১৮। তোমরা অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

১৯। তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য ত্যক্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল।

২০। তোমরা অতিশয় ধন সম্পদ ভালবাস, ২১। ইহা সংগত নয়, পৃথিবী যখন বিচূর্ণ হবে,

২২। যখন তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশ্তাগণ হাজির হবে,

২৩। সেইদিন জাহান্নামকে আনা হবে, এবং সেই দিন মানুষ স্মরণ করবে। কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে ?

২৪। সে বলবে হায়! যদি আমি পূর্বেই স্বীয় জীবনের জন্য (সৎকাজ) প্রেরণ করতাম।

২৫। সেই দিন তাঁর শাস্তি দেবার কেহ থাকবে না।

২৬। এবং তাঁর মত দৃঢ় বন্ধনে বন্ধন করবার কেহ থাকবে না।

২৭। হে প্রশান্তচিত্ত, (পরিতুষ্ট আত্মা :—আল্লার দেওয়া সকল কিছুকে প্রশান্ত পরিতুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া, তা সুখই হোক আর দুঃখই হোক)

২৮। তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।

২৯। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও, (অন্তর্ভুক্ত হও)।

৩০। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

॥ সুরা ৯০ ॥

বালাদ—শহর অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ২০

পরম দয়ালু, দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ এই নগরের (মক্কার)।

২। তুমি এই নগরের বৈধ অধিকারী (অধিবাসী) হবে।

৩। শপথ জনকের ও তার জাতকের।

৪। নিশ্চয় আমি মানুষকে বিপর্যয়ের মধ্যে (ক্লেশকর শ্রমনির্ভর করেই) সৃষ্টি করেছি।

৫। সে কি মনে করে যে, কখনও তার উপর কেহ ক্ষমতাবান হবে না।

৬। সে বলে—'আমি প্রচুর অর্থ অপচয় করেছি।

৭। সে কি মনে করে যে তাকে কেহ দেখে নাই ?

৮। আমি কি তার জন্য চক্ষু যুগল করি নাই ? ৯। এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় ?

১০। এবং আমি কি তাকে দুটো পথই দেখাই নি ?

১১। কিন্তু সে তো গিরিসংকটে (সৎ ও পুণ্য কাজে, কষ্টসাধ্য পথে) প্রবেশ করল না।

১২। তুমি কি জান গিরিসংকট (আকাবা—পুণ্যকাজ) কি ?

১৩। ইহা দাসমুক্তি। ১৪। ক্ষুধার দিনে অন্নদান,

১৫। পিতৃহীন আত্মীয়কে, ১৬। অথবা ধূলি-সম্বল মাত্র (নিঃস্ব) দরিদ্রকে।

১৭। অনন্তর যে ব্যক্তি তাদের অন্তর্গত যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপদেশ দেয় ;

১৮। তারাই দক্ষিণ পার্শ্বের সহচর (সৌভাগ্যশালী)।

১৯। এবং যাঁরা আমার নিদর্শন অবিশ্বাস করে, তারাই বামপার্শ্বের সহচর—হতভাগ্য।

২০। তাদেরই উপর অবরুদ্ধ নরকাগ্নি আছে, (যা হতে ওদের বের হওয়ার উপায় থাকবে না)।

শামস্—সূর্য অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ১৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ সূর্যের ও তার কিরণের।

২। শপথ চন্দ্রের যখন উহা সূর্যের উপর আবির্ভূত হয়,

৩। শপথ দিনের, যখন সে ওকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে,

৪। শপথ রজনীর, যখন সে ওকে সমাচ্ছন্ন করে।

৫। শপথ আকাশের, এবং যিনি উহা নির্মাণ করেছেন তাঁর।

৬। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি ওকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর।

৭। শপথ মানুষের এবং যিনি ওকে সুঠাম করেছেন।

৮। তাকে (মানষ) তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, তাঁর (শপথ)।

৯। যে নিজেকে পবিত্র করেছে, সেই সফলকাম হয়েছে।

১০। এবং যে নিজেকে কলুষিত করেছে, সেই অকৃতকার্য হয়েছে।

১১' সামুদগণ তাদের অবাধ্যতা হেতু (ওদের নবীর প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল।

১২। ওদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল।

১৩। তখন আল্লার রসুল উষ্ট্রি সম্বন্ধে বলেছিল—ওকে পানি পান করাও।

১৪। কিন্তু ওরা তৎপ্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, এবং ওকে (উস্ট্রীকে) কেটে ফেলল। ওদের পাপের জন্য ওদের প্রতিপালক ওদের সমূলে ধ্বংস করে সমভূমি (একাকার) করে দিলেন।

১৫। এবং তিনি এর পরিণাম সম্বন্ধে একেবারে নিঃশঙ্ক।

॥ সুরা ৯২ ॥

লাইল্—রাত্রি অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ২১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ রজনীর, যখন সে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ;

২। শপথ দিবসের যখন উহা আবির্ভূত হয়।

৩। শপথ তাঁর—যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।

৪। নিশ্চয় তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী

৫। অনন্তর যে দান করে, ও সংযত হয় ;

৬। এবং সুন্দরকে সত্য জ্ঞান করে।

৭। অচিরেই আমি তার জন্য সহজ পথকে সহজতর করব।

৮। অনন্তর যে কৃপণতা করছে,

৯। এবং সৎ-বিষয়ে অসত্যারোপ করছে।

১০। অচিরেই আমি তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ করে দেব।

১১। এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। যখন তার অধঃপতন ঘটবে।

১২। আমার কর্তব্য তো কেবল পথ নির্দেশ করা।

১৩। আমিই তো পরলোক ও ইহলোকের মালিক।

১৪। আমি তোমাদের লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।

১৫। ওতে প্রবেশ করবে সেই-ই—যে নিতান্ত হতভাগ্য,

১৬। যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৭। সংযমীকে উহা হতে দূরে রাখা হবে,

১৮। যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য,

১৯। এবং কারো প্রতি 'অনুগ্রহের প্রতিদান আশায় নয়।

২০। কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য,

২১। অচিরেই সে সন্তোষ লাভ করবে।

॥ সূরা ৯৩ ॥

জোহা—দিনের প্রথম প্রহর অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ১১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ পূর্বাহ্নের, ২। শপথ রজনীর—যখন উহা নিঝুম হয়।

৩। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি, তোমার প্রতি বিরূপও হননি।

৪। তোমাদের পরকাল তো ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।

৫। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এরূপ দান করবেন, তুমি সন্তুষ্ট হবে।

৬। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পান নাই! এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি?

৭। তিনি তোমাকে পথান্বেষী প্রাপ্ত হন, পরে পথ নির্দেশ করেন।

৮। তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, পরে তোমাকে সম্পদশালী করেন।

৯। সুতরাং তুমি—যে পিতৃহীন, পরে তুমি তৎপ্রতি কঠোরতা করো না।

১০। সাহায্যপ্রার্থীকে ভৎর্সনা করো না।

১১। তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।

॥ সূরা ৯৪ ॥

এনশেরাহ—উন্মোচন অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আমি কি তোমার (মহম্মদ) বক্ষ প্রশস্ত করে দিই নি?

২। আমি তোমার ভার লাঘব করেছি।

৩। যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করছিল, (তোমাকে কষ্ট দিচ্ছিল)।

৪। আমি তোমার জন্য তোমার প্রশংসাকে (নামকে) মহিমান্বিত করেছি

৫। ফলতঃ দুঃখের সাথেই (পর) সুখ আছে।

৬। নিশ্চয় দুঃখের সাথেই (পরই) সুখ আছে।

৭। অতএব যখন অবসর পাও, পরিশ্রম কর।

৮। এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।

॥ সুরা ৯৫ ॥

তীন—আঞ্জির অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ তীন (বৃক্ষ বা ফল বিশেষ) ও জয়তুন (ফলবিশেষ) এর।

২। শপথ সেনাই পর্বতের ৩। শপথ এই নিরাপদ নগরীর

৪। আমি তো মানুষকে উৎকৃষ্ট আকৃতিতে (চরিত্রে) সৃষ্টি করেছি।

৫। অতঃপর আমি তাকে নিকৃষ্ট হতে নিকৃষ্টতর করেছি—

৬। কিন্তু তাদের নয়, যারা বিশ্বাসী ও সৎশীল, এদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৭। এর পর কিসে তোমাকে কর্মফলে অবিশ্বাসী করে ?

৮। আল্লাহ বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন ?

॥ সুরা ৯৬ ॥

আলাক—রক্ত অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ১৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২। তিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন।

৩। তুমি পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত।

৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

৫। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

৬। বস্তুতঃ মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে ;

৭। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।

৮। তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।

৯। তুমি কি তাকে দেখেছ—যে (মানুষকে) নিষেধ করে,

১০। যখন সে নামাজ আদায় করে।

১১। তুমি কি তাকে দেখেছ,—যে সৎপথে আছে,

১২। অথবা সংযমতা অবলম্বন করতে বলে।

১৩। তুমি কি তাকে দেখেছ—যে অবিশ্বাস করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৪। সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন ?

১৫। এই রকম আচরণ সঙ্গত নয়, সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি মাথার সম্মুখভাগের কেশ-গুচ্ছ ধরে আকর্ষণ করবই।

১৬। মিথ্যাচারী, পাপাচারীর কেশগুচ্ছ।

১৭। অতএব সে তার পারিষদদের আহ্বান করুক।

১৮। আমিও জাহান্নামের প্রহরীগণকে আহ্বান করব।

১৯। ওর আচরণ সঙ্গত নয়, তুমি ওর অনুসরণ করো না, তুমি সেজদা কর (প্রণত হও), ও (আমার) নিকটবর্তী হও।

॥ সূরা ৯৭ ॥

কদর—পরিমাপ, সম্মান অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আমি মহিমান্বিত রাতে ইহা (কোরাণ) অবতীর্ণ করেছি।

২। মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জান?

৩। মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪। প্রত্যেক কাজের জন্য উহাতে (ঐ রাতে) ফেরেশতাগণ ও আত্মা তাদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হয়।

৫। উহা প্রভাতের প্রকাশ পর্যন্ত শান্তিপ্রদ।

॥ সূরা ৯৮ ॥

বাইয়েনাত—প্রকাশ্য প্রমাণ অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। কেতাবী ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন হবে না।

২। আল্লার প্রেরিত রসুল পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে।

৩। যাতে আছে সরল বিধান।

৪। যাদের কেতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হল।

৫। তারা তো আল্লার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছিল। এবং নামাজ কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সরল দ্বীন।

৬। কেতাবী ও অংশীবাদীদের যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, ওরাই সৃষ্টির অধম।

৭। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

৮। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের পুরস্কার আছে—স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।

৯। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট; ইহা তার জন্য—যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

॥ সুরা ৯৯ ॥

যেলযালা—কম্পন　　অবতীর্ণ—মক্কা　　আয়াত ৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে।

২। পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দেবে!

৩। এবং মানুষ বলবে— ইহা কি হল?

৪। সেদিন ইহা (পৃথিবী) তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

৫। কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন।

৬। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ ওদেরকে ওদের কৃতকর্ম দেখান হবে।

৭। কেহ অনু পরিমাণ সৎকাজ করলে—তা দেখবে,

৮। এবং কেহ অনু পরিমাণ অসৎকাজ করলে—তাও দেখবে।

॥ সুরা ১০০ ॥

আদিয়াত—ধাবমান　　অবতীর্ণ—মক্কা　　আয়াত ১১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির।

২। যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে,

৩। যারা প্রভাতকালে অভিযান করে,

৪। ও সেই সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে,

৫। অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে,—

৬। মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ,

৭। সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত।

৮। অবশ্যই সে ধন-সম্পদের লালসায় উন্মত্ত

৯। তবে কি সে (সেই সময় সম্পর্কে) অবহিত নয় যে, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে।

১০। এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে।

১১। সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই সম্যক অবহিত।

॥ সুরা ১০১ ॥

কা'রিয়া—আঘাতকারী　　অবতীর্ণ—মক্কা　　আয়াত ১১

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আঘাতকারী (মহাপ্রলয় কিয়ামত)　২। আঘাতকারী কি?

৩। আঘাতকারী সম্বন্ধে তুমি কি জান?

৪। সেদিন মানুষ পতঙ্গের মত বিক্ষিপ্ত হবে।

৫। পর্বতমালা ধুনিত রঙিন পশমের মত হবে।

৬। তখন যার পাল্লা ভারী হবে, ৭। ফলতঃ সে সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে।

৮। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, ৯। ফলতঃ তার স্থান হবে হাবিয়া।

১০। উহা কি তা তুমি কী জান ? ১১। উহা (হাবিয়া) উত্তপ্ত অগ্নি।

॥ সুরা ১০২ ॥

তাকাসুর—আধিক্যের আসক্তি অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৮

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আধিক্যের আসক্তি তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

২। যে পর্যন্ত না তোমরা সমাধিসমূহে উপস্থিত হচ্ছ।

৩। (ইহা ঠিক নয়) তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

৪। (আবার বলি ইহা ঠিক নয়) তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

৫। তোমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকলে, (অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না)।

৬। তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই,

৭। অনন্তর তোমরা তো উহা চাক্ষুস প্রত্যয়ে দেখবেই।

৮। এর পর অবশ্যই তোমাদের (আল্লার দেওয়া) সুখ-সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

॥ সুরা ১০৩ ॥

আস্‌র—সময় অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। মহাকালের শপথ ; ২। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।

৩। কিন্তু ওরা নয় ; যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎ কাজ করে, এবং সত্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করে, এবং ধৈর্য সম্বন্ধেও উপদেশ দান করে।

॥ সুরা ১০৪ ॥

হুমাজা—নিন্দুক অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৯

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। দুর্ভোগ প্রত্যেকেরই যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে,

২। যে অর্থ জমায় ও বার বার গণনা করে,

৩। সে ধারণা করে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে ;

৪। কখনও না, সে নিশ্চয়ই 'হোতামা'য় নিক্ষিপ্ত হবে,

৫। তুমি কি জান ? হোতামা কি ? ৬। ইহা আল্লার প্রজ্বলিত হুতাশন,

৭। যা অন্তরসমূহের উপর উদিত হয়, (হৃদয়কে গ্রাস করবে),

৮। ইহা ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে, ৯। সুদীর্ঘ স্তম্ভে।

॥ সুরা ১০৫ ॥

ফীল্—হস্তী অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই তোমার প্রতিপালক হস্তীর মালিকদের সাথে কিরূপ করেছিলেন ?

২। তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন নি ?

৩। তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকূল প্রেরণ করেছিলেন।

৪। যারা তাদের উপর কংকর জাতীয় প্রস্তরপুঞ্জ নিক্ষেপ করেছিল।

৫। অতঃপর তিনি ওদের ভক্ষিত (চিবান) তৃণ সদৃশ করে দিয়েছিলেন।

॥ সুরা ১০৬ ॥

কোরায়েশ—কোরেশ সম্প্রদায় অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৪

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আশ্চর্য কোরেশদের অনুরাগ, ২। তাদের অনুরাগ—শীত ও গ্রীষ্মকালে সফরের জন্য।

৩। তারা যেন এই গৃহের প্রতিপালকের (রক্ষকের) উপাসনা করে।

৪। যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন, এবং ভয় হতে ওদের নিরাপদ করেছেন।

॥ সুরা ১০৭ ॥

মাউন—যাকাত, দান অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৭

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তুমি কি তাকে দেখেছ—যে দ্বীনকে অস্বীকার করে ?

২। ফলতঃ সে ঐ ব্যক্তিই—যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়

৩। সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না।

৪। সুতরাং ঐ সকল নামাজ আদায়কারীদের জন্য পরিতাপ

৫। যারা স্বীয় নামাজে অমনোযোগী ;

৬। যারা শুধু (লোক) দেখানর জন্য (উপাসনা) করে।

৭। এবং (গৃহস্থালীর) প্রয়োজনীয় ছোট খাট দ্রব্যাদি সাহায্য দিতে বিরত থাকে।

॥ সুরা ১০৮ ॥

কাউসার—মঙ্গল-প্রাচুর্য অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার (সব কিছুর আধিক্য, অনন্ত কল্যাণ, স্বর্গীয় সরোবর) দান করেছি।

২। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়, এবং কোরবানী কর।

৩। নিশ্চয় যে তোমাকে ঈর্ষা করে, সেই-ই নিঃসন্তান (নির্বংশ)।

॥ সুরা ১০৯ ॥

কা'ফেরূণ—অবিশ্বাসীগণ অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। বল—হে অবিশ্বাসীগণ! ২। তোমরা যা'র উপাসনা কর, আমি তার উপাসনা করি না।

৩। এবং আমি যাঁর উপাসনা করি, তোমরা তাঁর উপাসনা কর না।

৪। এবং আমি তার উপাসনাকারী হবো না, তোমরা যার উপাসনা করছ,

৫। এবং তোমরাও উপাসনাকারী হবে না, আমি যাঁর উপাসনা করি।

৬। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।

॥ সুরা ১১০ ॥

নসর—সাহায্য অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৩

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। যখন আল্লার সাহায্য ও বিজয় আসবে,

২। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লার দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে,

৩। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি অধিকতর ক্ষমাশীল।

॥ সুরা ১১১ ॥

লাহাব—অগ্নিশিখা (আবুলাহাব) অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। আবুলাহাবের* দু হাত ধ্বংস হোক, এবং সেও ধ্বংস হোক।

২। তার ধন-সম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজে আসবে না,

৩। অচিরেই সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে,

৪। এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন (কাষ্ঠ) বহন করে ;

৫। তার গলদেশে খর্জুর বৃক্ষের আঁশের দৃঢ় রজ্জু আছে।

*আবুলাহাব : হজরত মহম্মদের পিতৃব্য ও পরম শত্রু ; আব্দুল ওজ্জা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ছিল, তাই তাকে আবুলাহাব—অগ্নিশিখার জনক বলা হতো।

॥ সুরা ১১২ ॥

এখলাস—শোধিত, (খালেস হতে নিষ্পন্ন) একত্ববাদ, অবতীর্ণ—মক্কা

আয়াত ৪

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। বল—তিনিই একমাত্র আল্লাহ (উপাস্য)।

২। আল্লাহ আত্মনির্ভরশীল, সর্বনির্ভর স্থল, (বেপরোয়া)।

৩। তিনি জনক নন, এবং জাতকও নন ;

৪। এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নাই।

॥ সুরা ১১৩ ॥

ফালাক—বিদীর্ণ হওয়া, প্রভাত অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৫

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। তুমি বল—আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি ;

২। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে।

৩। এবং রাতের অপকারিতা হতে, যখন উহা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

৪। এবং ঐ সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদু করে।

৫। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

॥ সুরা ১১৪ ॥

নাস্—মানব জাতি, (এন্সানের বহুবচন) অবতীর্ণ—মক্কা আয়াত ৬

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

১। বল—আমি মানব জাতির প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি ;

২। যিনি মানুষের অধীশ্বর,

৩। যিনি মানবমণ্ডলীর উপাস্য

৪। আত্মগোপনকারী শয়তানের (প্রতারকের) প্রতারণার অনিষ্ট হতে,

৫। যে মানুষের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দেয়,

৬ জিন ও মানব জাতির মধ্য হতে।

॥ সমাপ্ত ॥